



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2016

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে কোনো পরিস্থিতি বা যে কোনো কথায় সহনশীলতা ধারণ করো, নিন্দা, স্তুতি, জয় - পরাজয় সবতেই সমান থাকো, আর শোনা কথায় কখনো বিশ্বাস ক'রো না।"

প্রশ্ন :- আত্মা কোন্ সহজ উপায়ে চড়তি কলার দিকে আরও অগ্রসর হতে সক্ষম হবে ?

উত্তর :- এক বাবার থেকেই শোনো , দ্বিতীয় কারোর নয় । অনর্থক পরচিন্তন আর বাইরের দুনিয়ার কথায় নিজের সময় নষ্ট করো না, তবে আত্মা সদা চড়তি কলায় থাকবে । বিপরীত কথা শুনে , এবং তার উপর বিশ্বাস করে ভালো বাচ্চারাও অধঃপতিত হয়েছে , সেইজন্য তোমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের এখন স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে বরাবর অর্ধেক কল্প আমরা বাবাকে স্মরণ করেছি, যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে । আবার এমনও নয় যে কেউ পুরো অর্ধেক কল্প বাবাকে স্মরণ করেছে , না । যখন যখন দুঃখ অতিমাত্রায় বেড়েছে , তখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছ । এখন তোমরা জানতে পেরেছ যে, ভক্তিমার্গ থেকে আমরা নীচে নামতে শুরু করেছি । এই নাটকের রহস্যও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মুখে কিছু বলারও দরকার নেই , আমরা বাবার হয়ে গেছি, এইজন্য অনেক জ্ঞানেরও দরকার নেই । তোমরা বাবার হয়েছ , তবে তো বাবার সম্পত্তিরও মালিক হয়ে গেছ । কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কিছুই বোঝাতে হবে না । ভক্তিমার্গে তোমরা ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞ - তপ, দান - পুণ্য কতই করেছো । যেখানেই যাও সব জায়গা তীর্থ, মন্দির অনেকই আছে । এমন কোনো মানুষ নেই যারা ভারতেই সমস্ত তীর্থস্থান আর মন্দির ঘুরে শেষ করতে পেরেছে । যদি কেউ ঘুরেও থাকে তবুও সারাজীবনে কিছুই পায় না । সেখানে ঘন্টা , কাঁসর ঘন্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ধ্বনিতে মন্দির প্রাপ্ত মুখরিত থাকে । এখানে তেমন কোনো শব্দের ব্যাপারই নেই । এখানে কোনো গান গাওয়া বা হাততালি দেবার বিষয় থাকে না । মানুষ কি - কি না করছে, বিশাল কর্মকান্ড চলছে । আর এখানে তো তোমরা বাচ্চারা শুধুমাত্র বাবাকেই স্মরণ করবে, আর কিছুই তোমাদের করতে হবে না । পারিবারিক জীবনে থেকে সমস্ত কর্তব্য করে এক বাবাকেই তোমাদের স্মরণ করতে হবে । তোমরা জানো যে আমরা এখন দেবতা হতে চলেছি । এখানেই তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । তোমাদের খাওয়াদাওয়াও শুদ্ধ হওয়া দরকার । সত্যযুগে তোমরা তো ৩৬ প্রকারের ভোজন করবে । কিন্তু এখানে তোমাদের সাধারণ ভাবে থাকতে হবে । না অনেক উঁচু না অনেক নীচু অর্থাৎ সাধারণ ভাবে । সমস্ত কথাতেই তোমাদের সহশক্তি বা সহনশীলতা থাকা দরকার । তোমাদের নিন্দা - স্তুতি, জয় - পরাজয়, গরম - ঠান্ডা যে কোনো পরিস্থিতিই সহ্য করতে হবে । এখন সময়ই এমন । এরপর জল পাওয়া যাবে না, অনেককিছুই পাওয়া যাবে না, সূর্যের তেজও বাড়তে থাকবে । সমস্ত জিনিসই ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হয়ে যায় । এই সৃষ্টিও সম্পূর্ণ তমোপ্রধান । তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । তাই এই তমোপ্রধান দুনিয়া সকলকেই দুঃখ দেয় । তোমরা নিন্দা-স্তুতি কোনোকিছুতেই থেক না । অনেকেই এই বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে যায় । অনেকেই

আছে যারা অন্যকে উল্টো পাল্টা কথা বলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে , কারণ আজকাল তো বানিয়ে বানিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলে । যেমন , কেউ যদি বলে যে বাবা তোমার সম্পর্কে বলেছে- এর অনেক দেহ অভিমান আছে , বাইরে কেবল দেখনদারি , এই কথা শুনতে পেলেই সে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে , ঘুমও চলে যাবে । অর্ধেক কল্পে মানুষ এমন থাকে, কারোর থেকে খারাপ কিছু শুনলেই তার উপর প্রভাব পড়ে, তার মনও খারাপ হয়ে যায় । তাই বাবা বলেন যে, তোমরা এমন ধরনের কথা শুনো না । শিববাবা কখনোই কারোর নিন্দা করেন না । বাবা তোমাদের বোঝানোর জন্যই এই কথা বলেন । উল্টো পাল্টা কথা একে অন্যকে শোনাতে ভালো ভালো বাচ্চারাও খারাপ হয়ে যেতে পারে । তখন তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে বাজে কথা একে অপরকে শোনায় । ভক্তিমার্গেও এমন অনেক কাহিনী আছে । এখন তোমরা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো তখন হে রাম বা হে ভগবান বলে দুঃখ করো না কারণ এই ধরনের অক্ষর ভক্তিমার্গের । তোমাদের মুখ থেকে এই ধরনের দুঃখের হা-হতাশ বেরনো উচিত নয় । বাবা কেবল বলেন , "আদরের মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আত্ম অভিমানী হও ।" বাবা কত ভালোবেসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, তোমরা কারোর কোনো বাজে কথা শুনো না । অনর্থক পরচিন্তনও করো না । এই কথা তোমরা নিশ্চয় করে নাও , আমরা হলাম আত্মা । আত্মা হলো অবিনাশী আর এই শরীর হলো বিনাশী । সমস্ত সংস্কার আত্মাই ধারণ করে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের আত্ম অভিমানী হতে হবে । সেই দ্বাপর যুগে রাবণ রাজ্যের শুরু থেকে তোমরা দেহ অভিমানী হতে শুরু করেছ , তাই দেহী অভিমানী স্থিতি তৈরী করতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয় । প্রতি মূহুর্তে তোমরা বুদ্ধিতে আনবে যে তোমরা বেহদের শিববাবাকে পেয়েছো কল্পে কল্পে বাবা এসে তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী করেন । তাই এখন বাবার মতেই তোমাদের চলা উচিত । শিব বাবার জন্যই এই গান আছে যে, তুমি মাতা - পিতা, বাবাই তোমাদের সব সম্বন্ধের সুখ দেন । তার থেকেই তোমরা সর্ব সম্বন্ধের মিষ্টতা অনুভব করো । বাকি এই পৃথিবীর মিত্র -সম্বন্ধীরা তো অনেক সময় দুঃখও দেয় । এক শিববাবাই সকলকে সুখ দেন । তিনি খুব সহজ করে তোমাদের বলেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা বলেন যে এ কোনো নতুন কথা নয় । তোমরা জানো যে প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর তোমরা শিববাবার কাছে আসো, বাবা কোনো সাধু সন্ত নন । তোমরা কোনো সাধু সন্তর কাছে আসো না । হ্যাঁ, বাবা তোমাদের এই কথা বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গের সমস্ত সম্বন্ধ থেকে মোহ দূর করে যাবতীয় কর্তব্য পালন করো । না হলে তোমরা আরো অশান্ত হয়ে পড়বে তাই যুক্তির সঙ্গে চলো । প্রত্যেক মানুষকে ভালোবেসে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, এখন বিনাশের সময় খুব ই কাছে এসে গেছে, এই আসুরী দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । এখন তোমাদের দেবতা হতে হবে তাই দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে । এই সব কথাই ভালোবেসে বুঝিয়ে বলতে হবে । কোনো দেবতারাই পিঁয়াজ বা রসুন খান না । তোমরাও মানুষ থেকে দেবতা হতে যাচ্ছ তাহলে তোমাদেরও এই খাবার খাওয়া উচিত নয় । বাবা তোমাদের এই রায় দেন যে তোমরাও এমন জিনিস খেয়ো না, ছেড়ে দাও । এখন তোমরা বেহদের শিববাবাকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে শেখান, তাই তোমাদের সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । সর্বগুণ সম্পন্ন হতে পারলেই তোমরা নতুন দুনিয়ায় যেতে পারবে । এটা এমনই, যেমন রাতের পর নতুন দিন আসে । তাই এই কলিযুগীয় রাতের শেষেই তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, তাহলেই সত্যযুগীয় নতুন প্রভাতের উদয় হবে । তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা প্রত্যেককে নিজেদেরই নিতে হবে । এমন নয় যে বাবা সবকিছুই জানেন । তোমরা নিজেদের দেখো । ছাত্ররা তো কখনো এই কথা বলবে না যে শিক্ষক আমাদের সম্বন্ধে সবকিছু জানেন । পরীক্ষার সময় এসে গেলে ছাত্ররা নিজেরাই বুঝতে পারে যে তারা কতো নম্বর পেয়ে পাস করতে পারে বা কোন্ বিষয়ে তারা কাঁচা ।

এও তারা অনেকসময় বোঝে যে কম নম্বর পেলেও আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে পাস করে যাবো। এই কথা বুঝলে অবশ্যই নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে কোথায় কমতি আছে? দেখতে হবে তোমরা ব্যবহারে কি মধুরতা এনেছ? সবাইকে আদর করে ভালোবেসে বোঝাতে হবে.....আমাদের আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিব। কোনো মানুষ নয়, আমরা নিরাকারকেই ভগবান বলি, ভগবান শিববাবাই হলেন রচয়িতা আর বাকি সবই রচনা। রচনা থেকে কেউই বর্ষা বা সম্পত্তি পায় না, সংস্কারও নয়। এখন সমস্ত রচনার সদগতিদাতা একমাত্র রচয়িতা শিববাবা, সমস্ত সাধুসন্তও তার কাছেই সঙ্গতির জন্য আসে। আসলে সকলেই আত্মা। হ্যাঁ, মানুষ ভালো বা খারাপ দুইই হয়, তাদের আবস্থাও উঁচু নীচু হয়। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ক্রমানুসারে নম্বরবিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো সন্ন্যাসী দেখে ভিক্ষা করে, আবার মানুষ কোনো কোনো সন্ন্যাসীদের পায়ে পড়ে। তোমাদের বাচ্চাদেরও অনেক উঁচু, মহান আর মধুর হতে হবে। কখনো ক্রোধ ক'রো না, যতটা পারো মধুর বচন বলো। তোমরা বলো তোমাদের সন্তানরা তোমাদের বিরক্ত করে কিন্তু এখনকার সন্তানরা এমনই হয়। তাদের তোমরা ভালোবেসে বোঝাও। গল্পে দেখানো হয় যে কৃষ্ণ দুট্টমি করলে তার মা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতো। যতটা পারো তোমরা ভালোবেসে বুঝিয়ে বলো নাহলে হালকা সাজা দাও। এখন সকলের বিবেচনা অজ্ঞান অবস্থায় আছে কারণ এখন সময়ই এমন। বাইরের সঙ্গদোষ খুবই খারাপ। এখন বেহদের শিববাবা তোমাদের বলছেন, তোমাদের মূর্তি রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরকে পেতে কোনো পরিশ্রম করারও দরকার নেই। শিবের ছবি রাখারও তেমন প্রয়োজন নেই। শিব হলেন তোমাদের বাবা। বাচ্চারা বাবার ছবি ঘরে কেন রাখবে? বাবা তো সবসময়ই তোমাদের জন্য হাজির। বাবা বলেন, আমি এখন সবসময় তোমাদের জন্য হাজির। তাই ছবি রাখার খুব দরকার নেই। আমি এসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলি। সবাই বলে বাপদাদাকে একসঙ্গে দেখো। এখন বাবা হলেন নিরাকার, তাঁকে তো তোমরা দেখতে পাবে না। বুদ্ধি দিয়ে তোমরা বাবাকে বুঝতে পারবে। বাবা বলেন যে আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের এই জ্ঞান দান করি। না হলে আমি কেমন করে আসব। কৃষ্ণের শরীরেও আমি আসি না আর সন্ন্যাসীদের মধ্যেও আমি আসি না। আমি তাঁর মধ্যেই প্রবেশ করি যিনি শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম আসনে থাকেন। তিনিই এখন শেষ নম্বরে অর্থাৎ ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছেন। তোমাদেরও এখন এই জ্ঞানের পড়া পড়ে প্রথম সারিতে যেতে হবে। তোমাদের পড়ান তো একজনই তাঁকেই জ্ঞানের সাগর শিববাবা বলা হয়। তোমরা তাঁর থেকে এই সুন্দর জ্ঞান লাভ করো। তোমরা জানো যে শান্তিধাম তোমাদের ঘর আর সুখধাম হলো তোমাদের রাজধানী। আবার এই দুঃখধাম হলো রাবণের রাজত্ব। এখন বাবা তোমাদের বলেন যে, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -তোমাদের ঘর শান্তিধামকে স্মরণ করো আবার তোমরা তোমাদের রাজধানী সুখধামকেও স্মরণ করো। এই দুঃখধামের বন্ধনকে এবার ভুলে যাও। এইভাবে তোমাদের না কেউ বলতে পারে। না কেউ যেতে পারে। এই বিশ্বনাটকের মাঝখান থেকে কেউই ফিরে যেতে পারবে না। মানুষ যেমন বলে অমুকের মৃত্যুর পর আত্মা জ্যোতিতে মিলিয়ে গেল বা ভবসাগর পার ক'রে নির্বাণধামে চলে গেল, একজনও যায় না। তোমাদের সকলের বাবা অথবা মালিক এক পরমপিতা পরমাত্মা, সমস্ত প্রেমিকার একমাত্র প্রেমিক তিনিই। এই লৌকিক জগতে প্রেমিক প্রেমিকারা একে অপরকে স্মরণ করে, তাদের বুদ্ধিতে একে অপরের ছবি থাকে। তখন তারা একে অপরকে স্মরণ করে। তারা ভোজনের সময় বা অন্য কোনো সময়ও তারা একে অপরকে স্মরণ করে। তারা হলো এক জন্মের প্রেমিক প্রেমিকা। আর তোমরা হলে জন্মজন্মান্তরের প্রেমিকা কেবলমাত্র একজন প্রেমিকের। তোমাদের আর কিছুই করতে হবে না। তোমরা কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করো। লৌকিক জগতের প্রেমিক প্রেমিকার স্মৃতিতে তাদের একে অপরের ছবি চলে আসে। সেই ছবি চিন্তা করতে

করতে তারা কাজ করার কথা ভুলে যায়। তারপর যখন সেই ছবি মন থেকে অদৃশ্য হয়, তখন তারা আবার কাজে মন দেয়। কিন্তু এখানে তা হয় না। এখানে তোমরা জানো যে আত্মাও বিন্দু এবং পরমাত্মাও বিন্দু। তোমাদের নিজেদের আত্মা মনে করে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। এতেই সমস্ত পরিশ্রম, আর কেউই এই ধরনের অভ্যাস করে না। আত্মার জ্ঞান তোমরা পেয়েছো, আত্মাকে অনুভব করেছো, আর বাকি রইলো পরমাত্মা। তাঁর কথাও তোমরা জানো। শিববাবা এসে ব্রহ্মাবাবার ভ্রুকুটিতে অবস্থান করেন। তাঁর জায়গাও এইখানে। মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা যে কোথা থেকে চলে যায়, বোঝাই যায় না। আত্মার মূখ্য স্থান হলো এই ভ্রুকুটি। বাবা বলেন, আমিও বিন্দু, আমি ব্রহ্মাবাবার এই ভ্রুকুটিতে অবস্থান করি। তোমরা জানতেও পারো না। ব্রহ্মা বাবা বলেন, বাবা তোমাদের বাচ্চাদের এই জ্ঞানের কথা শোনান, বাবা যে কথা তোমাদের শোনান, সে কথা ব্রহ্মা বাবাও শোনেন। এই বোঝানো হলো সঠিক বোঝানো। যারা দৈবী ধর্মের, তারা চট করে এই কথা বুঝে যাবে। এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। প্রথমে এই রাজধানী স্থাপনের কাজ হবে, তারপর এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবে। এই কথা তোমাদের কোনো ধর্মস্থাপকই বলতে পারবে না। ধর্মস্থাপকরা কেবল নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই ধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখানে যে যতটা পুরুষার্থ করবে, সেই হিসাবে তারা ভবিষ্যতে উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে। তোমরা ভবিষ্যত ২১ জন্মের জন্য প্রালঙ্ক এখানে বানিয়ে নাও তাই তোমাদের কতটা পুরুষার্থ করতে হবে এবং তা খুবই সহজ, আর এই যোগের পদ্ধতিও খুবই সহজ, যার দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। বাবা বলেন ...আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, প্রতি কল্পে আমিই এসে তোমাদের পবিত্র করি। স্বর্গে একজনও পতিত থাকে না। এই জ্ঞানও কতো সহজ, ৮৪ জন্মের চক্রও তোমরা কেমনভাবে ঘোর, এই জ্ঞানও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের নিশ্চিত থাকা উচিত যে তোমরাই এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছ। এই নিশ্চয়ের মধ্যেই বিজয় নিহিত আছে। এমন নয় যে তোমাদের মধ্যে এই দ্বিধা এলো যে আদৌ আমরা ৮৪ জন্মের চক্র নিয়েছি কি না? বা কিছু কিছু কম জন্ম নিয়েছি। তোমরা যদি ব্রাহ্মণ হও তাহলে তোমাদের নিশ্চয় থাকা উচিত যে চিরকাল তোমরাই এই ৮৪ জন্মচক্রের ভাগ্য পুরো ভুগেছ। এতো খুবই সহজ কথা। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে এই সকল চিত্র দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বাবা বানিয়েছেন। সংশোধনও করিয়েছেন। প্রথমে যখন ব্রহ্মাবাবা বেনারসে একান্তে থাকতেন তখন বসে বসে এই চক্র তিনি দেওয়ালের ওপরে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না কিন্তু খুব খুশি হতেন। (((((যখন তাঁর সাক্ষাত্কার হতো তখন তিনি উড়তে থাকতেন।)))))) কিন্তু এটা কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারতেন না। তোমরা জানো যে প্রথমে যে চিত্র তৈরী করা হয়েছিলো তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে নতুন চিত্র তৈরী হয়েছে। এখনও নতুন নতুন চিত্র আগের কল্পের মতো তৈরী হচ্ছে। সিঁড়ির চিত্র তোমরা দেখো কতো সুন্দর। এই চিত্রের উপর বোঝানো খুবই সহজ। যারা দেরী করে আসবে তাদের আরো সহজভাবে বোঝানো যেতে পারে। এখন যারা নতুন নতুন আসছে, তারা ৭ দিনেই সমস্ত জ্ঞান বুঝে নিতে পারবে। তারা পুরনোদের থেকেও আগে এগিয়ে যেতে পারবে। কেউ কেউ আবার বলে, আগে এলে আরো ভালো হতো। তবে তোমরা এই নিয়ে চিন্তা করো না। আগে এসে তোমরা এখান থেকে যদি চলে যেতে তাহলে কি হতো? দেরীতে যারা আসবে তারা অতি সহজেই এই আসন প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা দেখ, যারা প্রথমে ছিলো তারা এখন অনেকেই নেই। তারা অনেকেই চলে গেছে। পরে তোমরা রেজাল্ট জানতে পারবে যে - কারা পাস করলো। যারা নতুন আসে তারা অতি সহজেই সেবাকাজে লেগে যায়। পুরোনোরা অনেকেই এত সেবাকাজ করে না। নতুন বাচ্চারা এই সেবা করে বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে। পুরোনোরা অনেকেই চলে গেছে, তাই বাবা বলেন - যাদের সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ

বলা হয়, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ আশ্চর্য হয়ে এই কথা শুনেছে, কিন্তু পরে তারাই চলে গেছে। যে গায়ন আছে, তাই এখন প্রত্যক্ষভাবে হচ্ছে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১. নিজের বিচার নিজেকেই করতে হবে। নিজেকে দেখে যে তোমরা কতোখানি মধুর হতে পেরেছো? তোমাদের মধ্যে কি কি দুর্বলতা এখনও আছে? সমস্ত দৈবীগুণ কি ধারণ করতে পেরেছো? তোমাদের চালচলন দেবতাদের মত হতে হবে। আসুরী খাবারের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

২. বাইরের জগতের "" কোনো অপ্রয়োজনীয় বা খারাপ কথা শুনো না বা বলো না। সহ্যশক্তি বা সহনশীলতা ধারণ করো।

বরদান :- সমস্ত সংকল্প বা কর্মে সিদ্ধি বা সফলতা প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণমূর্ত হও।

যখন সমর্থ সংকল্পের রচনা করবে তখনই সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে পারবে। যারা অনেক বেশী সংকল্প করে তারা সেইসব সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে পারে না, তাই খুব বেশী সংকল্প করলে তা শক্তিহীন হয়ে যায়। তাই সর্বপ্রথমে ব্যর্থ সংকল্প বন্ধ করো তখনই সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে আর সমস্ত কর্মে সফলতা প্রাপ্ত করার একমাত্র যুক্তি হলো কর্ম করার আগে এই কল্পের আদি, মধ্য এবং অন্তকে জেনে তারপর সমস্ত কর্ম করো। এর দ্বারাই সম্পূর্ণমূর্ত হতে পারবে।

স্লোগান :- সঠিক সময়ে দুঃখ এবং প্রতারণার থেকে মুক্ত হয়ে সফল হওয়াই জ্ঞানী আত্মার লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা আর বিশ্ব-রাজ্যাধিকার স্মরণেই তোমাদের সর্ব শক্তির উপার্জন তৎসহ সুস্বাস্থ্যেরও , ফলে তোমরা অমরত্ব লাভ করো ।"

প্রশ্নঃ -হৃদয়কে শুদ্ধ বানানোর সহজ উপায় কি ?

উত্তরঃ -যেখানেই থাকো ট্রাস্টি হয়ে থাকো ।প্রতিনিয়ত মনে করো আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খাবার রসদ পাই । শিববাবার ভাণ্ডারের ভোজন প্রাপ্তিতে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায় । প্রবৃত্তি মার্গে থেকেও যদি শ্রীমত্ যেমন নির্দেশ অনুসারে ট্রাস্টি হয়ে থাকে তবে সেও শিববাবার ভাণ্ডারী হয় , মন থেকে সমর্পিত ।

ওম্ শান্তি । জন্ম-জন্মান্তর ধরে বাচ্চারা অর্ধকল্প সতসঙ্গ করেছে , সাধু-সন্ত , পণ্ডিত ইত্যাদি সব মানুষের সতসঙ্গ হয় , এখানে জ্ঞান মার্গে কোনও মানুষের সতসঙ্গ হয়না । একে বলা হয় রুহানি সতসঙ্গ । সুপ্রীম রুহ্ , রুহ্-দের সাথে রুহ্-রিহান করেন অর্থাৎ পরমাত্মা আত্মাদের সাথে বার্তালাপ করেন বা বলা যায় সতসঙ্গ করেন । এখানে তোমরা না কোনও মানুষের থেকে শুনছ , না কোনও দেবতাদের থেকে শুনছ । তোমরা শুনছ স্বয়ং ভগবানের থেকে । ভগবান চিরকাল নিরাকার , তিনি অবতীর্ণ হন সেই সময় , যখন বাচ্চাদের ভগবান-ভগবতী করে গড়ে তোলার পাঠ পড়াতে হয় । ভগবান (শিববাবা) ব্যতীত ভগবান আর ভগবতীর পদাধিকার কেউ দিতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে এসে নিরাকার ভগবান আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন । এই বিষয়ের সবকিছু কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পার , দ্বিতীয় কারও পক্ষে বোঝা মুশকিল । নিশ্চিতরূপে শিববাবার অবতরণ হয় , কিন্তু তবুও তাঁর পরিবর্তে কৃষ্ণকে গীতার ভগবান বলে উল্লেখ করা হয় । সেইকারণে , সবার বুদ্ধিতে ঈশ্বর বলতে মানব-দেহের ভাবনাই জাগরিত হয় । তোমরা দৈবগুণসম্পন্ন ছিলে , আর এখন আসুরিক গুণের ছত্রছায়ায় রয়েছ । আবার তোমরা চেষ্টা করছ নিজেদের দৈবীগুণসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে । যাঁরা দৈবী গুণের তাঁরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের আর যারা আসুরিক গুণের তারা আসুরিক সম্প্রদায়ের বলে গণ্য করা হয় । এখন নিরাকার বাবা নিরাকার সম্প্রদায় অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান , এইজন্য বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় অথবা রুহানি সম্প্রদায় , যাদের রুহানি বাবা এসে পড়ান । আর এই সময় থেকে শুরু হয় তোমাদের রুহ্ -অভিমানী হয়ে ওঠার পালা । বুঝতে পারছ আমরা হলাম আত্মা আর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন এবং বলছেন , " আমাকে স্মরণ করো বাচ্চারা , তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে ।" রুহ্-দেরই পড়ান কেননা তিনি জ্ঞানপূর্ণ আর- যে ঋষি-মুনীরা , তাঁরা হয়না-হতে পারেনা বলে নিজেদের মত পোষণ করে গেছেন অর্থাৎ আমরা এসব রুহ্ সম্পর্কে জানিনা । তারা জ্ঞানসাগরের কাছে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের কিভাবে জ্ঞান দেওয়া সম্ভব হবে ! এই জ্ঞান যথার্থভাবে বুঝতে হবে । আমাদের কোনও মানুষ পড়ায় না পড়ান আমাদের বাবা । তিনি হলেন বেহদের বাবা , নিরাকার । এও

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে , সাকার আর নিরাকার এই দুই বাবা প্রত্যেক বাচ্চাদের সাথে সম্বন্ধিত । এক বাবা রুহানি আর এক বাবা দেহ-সম্বন্ধীয় । রুহানি বাবা এসে রুহ-দেহ পবিত্র করে গড়ে তোলেন । তোমরা বুঝতে পারছ আমরা পবিত্র ছিলাম , পতিত হয়েছি এবং জেনেছ পতিত থেকে আবারও কিভাবে পবিত্র হওয়া যায় তার উপায় । চিত্রও সামনে আছে , বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন , বারংবার চক্রে সামনে বসে সারা জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নাও, আমরা সঙ্গমযুগের দোরগোড়ায় বসে আছি । অন্যান্য সকলে নিজেকে কলিযুগীয় মনে করে । কলিযুগ ঘোর তমসাস্ফল্ল ...তোমরা এখন সঙ্গমযুগে রয়েছ , প্রকাশমান সময়ে ...সত্যযুগে তোমাদের আর এই জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রয়োজন হবেনা । বাবা যখন আসেন তখনই জগত্ আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে । এই সঙ্গমযুগ হ'লো কল্যাণকারী যুগ। এই যুগের মতো শ্রেষ্ঠ আর কোনও কিছু হয়না কেননা বাবা স্বয়ং এই সময়ে ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করেন । সত্যযুগকে কল্যাণকারী বলা যায়না ; কারণ , সেখানে আলাদা করে কারও কল্যাণের দরকার হয়না । কল্যাণ হয় সঙ্গমে । আর সত্যযুগ ! সেতো সর্বদাই কল্যাণময় । কলিযুগকে সত্যযুগ আর কল্যাণকারী রূপে গড়ার জন্য সঙ্গমযুগের এত মাহাত্ম্য । তবে বুঝতে পারছ তো তোমাদের এই সময় কত কল্যাণ হয় , কেবল আর কেবলমাত্র বাবা এবং তাঁর প্রদেয় বিশ্ব-রাজত্বের স্বত্বাধিকার স্মরণ করায় , তোমাদের ২১ জন্মের প্রারম্ভ-এর উপার্জন নিশ্চিত । প্রারম্ভ আর সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকার এবং তোমাদের অমরত্ব লাভ , এত কিছুর প্রাপ্তি । তোমাদের অকাল মৃত্যু থেকে মুক্তি । তবে ! বাচ্চারা তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত ; কেননা তোমাদের বুদ্ধিরূপী কলস এই পবিত্র জ্ঞানে পরিপূর্ণ । বাচ্চারা , তোমরা এখানে আসছ , সুতরাং পুরুষার্থ করে মিউজিয়ামে রাখা চিত্রের ব্যখ্যা করার উপযুক্ত হতে হবে তোমাদের । নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে সাত -আট দিন নিয়মিতভাবে সংগঠনে এসে শিখতে হবে কিভাবে চিত্রের ব্যখ্যা করতে হয় । প্রাকটিস অর্থাৎ অন্যকে বোঝানোর অভ্যাস রপ্ত হলেই চারিদিকে সেবাকাজে বাচ্চারা ছুটে বেড়ায় । সেবা করে আবার ফিরে আসে । এইসব শেখা তো খুবই সহজ । চিত্রকে সামনে দেখলে তোমরা অতি সহজেই বুঝতে পারো আমরা সঙ্গমযুগের দুয়ারে বসে আছি । আজকের দুনিয়ায় অত্যাধিক মানুষের ভিড় , কিছুকাল পরে আবার অত্যাধিক সংখ্যা অল্পসংখ্যক-এ নেমে আসবে । এত যে সবাই আছে তাদের সকলকে ঘরে , মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে । বাবা স্বয়ং এখন এখানে এসেছেন , তিনি বাচ্চাদের কত কদর করেন , সেই দূর দেশের অধিবাসী , বাবা এসেছেন পরদেশে . . . রাবণের দেশে , এতো পরদেশই হলো । রামের দেশে রাবণ তো কখনও যেতে পারেনা । এই বিষয়ে একটা কাহিনী অথবা কথাও শোনানো হয় , যে কথাই শোনানো হোক তার সবই কাহিনী মাত্র । না কাহিনীর কোনও সত্যতা আছে , আর না আছে নভেলের । নভেল ইত্যাদি কত যে বিক্রি হয় ! শুধু এই নভেল বিক্রি করেই লাখপতি হয়ে যায় । তোমাদের লালন -পালন এখন বাবার হাতে । তোমার থেকে ভোজন করি অর্থাৎ তোমারই ভাণ্ডার থেকে ভোজন করি বাবা ...তোমাদের সকলরকম প্রতিপালন এখানেই হয় । যে সমর্পিত হয় তার লালন তো অবশ্যই হয় , কিন্তু যে মন থেকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করবে এই সবকিছু ঈশ্বরের (বাবার) , আমি সেবায়েত , আমি বাবার শ্রীমত পথ অনুসারেই ব্যয় ইত্যাদি করব । আর এইভাবে ভাবতে পারলে সেও শিববাবার ভাণ্ডারেরই ভোজন করে । শিববাবার ভাণ্ডারের রসদ প্রাপ্তিতে হৃদয় শুদ্ধ হয় । এরকম নয় যে , যারা শ্রীমত পথে নেই তারা শিববাবার ভাণ্ডার থেকে ভোজনের রসদ পায়না । বাবার নির্দেশিত পথের বাচ্চারা যেমন বাবার ভাণ্ডার থেকে ভোজন করে তেমনইভাবে এরাও বাবা-ভাণ্ডারের থেকেই ভোজন করে । যে ভাণ্ডার থেকে ভোজনাদি করছ সেই ভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ থাকে এবং কালকন্টক দূর হয় ...আর তারপরে কখনও তোমাদের অকাল মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হয়না । এই সময় শিববাবা আসেন , তাঁর মহিমারও গায়ন আছে । শিব

জয়ন্তী উদযাপন করে কিন্তু তাঁর ভান্ডার কেমন হয় তা 'কেউ জানেনা। চিরকাল বাবা নিয়মমতো আসছেন। বাচ্চারাও, যারা আসে তারা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই ভোজন পায়। আচ্ছা! যদি পুরুষ সমর্পিত হ'ল তো সব দিক ঠিক আছে, কিন্তু যদি নিজেকে সমর্পণ না করে তবে মাতারা কি করবে? অর্থোপার্জনের দায়িত্ব পালন তো স্বামী করে, সে-তো সমর্পিত হয় না। তার উপার্জনে স্ত্রী খায়। তবে যুগলে সমর্পিত হলে শিববাবার ভাণ্ডার থেকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা হতে পারে। এই সকল কিছু বাবা বাচ্চাদের যথার্থভাবে বুঝিয়ে দেন। বুদ্ধিকে সচল রাখতে হয় এই ভাবনায় - কর্মাভীত অবস্থায় পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা বাবার কাছে বসে আছি। দিন-দিন আমরা নিজেদের স্বরাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছি। সময় বয়ে যাচ্ছে। তোমরা কাছাকাছি চলে এসেছ। সত্যযুগের পূর্ব বছরকালের হিসেব এখন কত সময়ের বলা যাবে? এখন কত কাছে এসেছ? বাবা বলছেন - "বাচ্চারা এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে।" তোমরা এখন ৮৪ জন্মের চক্রকে জেনেছ - বুঝেছ। চক্রকে দেখতেই বুঝতে পেরে যাবে আমরা বর্তমানে সঙ্গমে আছি। এপারে কলিযুগ, আর ওপারে সত্যযুগ। কাল অর্থাৎ আগামী সময়ে আমরা সুখধামে বিরাজ করব। পুরনো এই দুনিয়ার কারও জানা নেই তারা ঘোর অন্ধকারময় জগতে চলমান। তোমাদের-বাচ্চাদের খুব খুশি থাকতে হবে। বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের অপার সুখ-শান্তির খাজানা লাভ করি। সদাই সুখের প্রাপ্তি - এই খুশিতে মন মেতে থাকে। স্বর্গবাসী হওয়া, সেতো তোমাদের ভাগ্যেই আছে। স্বর্গ চমত্কার এক স্থান। যেমন সস্তা আশ্চর্য বিদ্যমান, তার তুলনায় স্বর্গ হ'লো তার থেকেও বড় আশ্চর্যজনক। অতীব সুন্দর স্বর্গের চিত্রও আছে। আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, এইজন্য বাবা লিখেছিলেন - উপরে সূর্যবংশীয় আর নিচেই চন্দ্রবংশীয়দের সময়কাল লিখে দিলে অর্ধকল্পের হিসেব সম্পূর্ণ হয়; সূর্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় সময়কাল ১২৫০ বছর করে হিসেব হয়। সেক্ষেত্রে লাখো বছরের হিসেব তো ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনা। ওখানে বাহুবলের জন্য কত ব্যয় হয় কিন্তু এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনও খরচ নেই। এখানে বাবা আর সন্তানের সম্পর্ক, খরচের তো কোন ব্যাপারই নেই। বাচ্চারা এখানে এলে তাদের রিফ্রেশ হওয়ার জন্য ঘর-বাড়ী ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। বাচ্চাদের অর্থই হয়েছে, অনেকদিন ধরে এইভাবেই চলে আসছে, অবশিষ্ট দিন আর অল্প আছে, খরচ কিছুই নেই। কোনও অর্থ খরচ না করে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো। এতে শুধুই পরিশ্রম যেটুকু করতে হয়। ভগবানকে সব ভক্তই স্মরণ করে কিন্তু জানেনা ভগবান কে! ভগবানকে সঠিকভাবে না জানার কারণে বছর মধ্যে ভগবানকে খোঁজে। তোমাদের বাচ্চাদের এখন সত্য বাবার পরিচয় দিতে হবে। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন বড় বড় চিত্র শহরে বা শহরাঞ্চলের মুখ্য স্থানগুলোতে লাগাতে, যেমন বিমানঘাঁটিতে (aerodrome) লাগানো যেতে পারে, সেখানের ভারপ্রাপ্ত লোকেরা বিনিময়ে কিছু দিতে বললে বোঝাতে হবে মানুষের কল্যাণ হেতু অনুরূপ হচ্ছে। এঁরা বুঝতে পারলেই মানুষ বাবার থেকে স্বত্বাধিকার নিয়ে বিশ্বের মালিক হ'তে পারে। মুখ্য হ'লো দিল্লী, রাজধানী, সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন একত্রিত হয়। সেখানে বড় বড় সাইনবোর্ডে চিত্র লাগাতে হবে। চিত্রের মধ্যে মুখ্য থাকবে ত্রিমূর্তি, চক্র আর ঝাড়ের চিত্র। আর সিঁড়ির চিত্র তো চমত্কার, এতে বিনাশ ইত্যাদিও যথার্থভাবে লেখা হয়েছে। বিচার করতে বলা হচ্ছে পতিত-পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা নাকি গঙ্গার জল! ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা প্রশ্ন করে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী বা এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, কোনটা ঠিক? বাবার থেকে বাচ্চারা রাজ্য অধিকার পায়। মুখ্য হলো এই চিত্র। ত্রিমূর্তির চিত্রও মহা মূল্যবান। ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হয়, আবার তিনি পালনও করেন। বাচ্চাদের অপার খুশি অনুভূত হওয়া উচিত - বেহদের বাবা আমাদের পড়ান, স্বর্গের মালিকরূপে গড়ে তুলতে। বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা আর নরকের

বিনাশ করান। এই বিনাশের জন্যই মহাভারতের লড়াই শুরু হয়। প্রত্যেক পাঁচ হাজার বছর বাদে এই চক্র ঘুরে আসে। বাবাও প্রত্যেক কল্পের অন্তিমে সঙ্গমযুগে আসেন। গীতায় আবার বলা হয়েছে যুগে যুগে আসেন তাহলেও তা' সঙ্গমযুগ মিলিয়ে পাঁচ যুগ হয় অর্থাৎ পাঁচবার এসেছেন। তবে আবার ২৪ অবতার, অমুক অবতার এসব লেখার তো কোনও অর্থ হয়না! মানুষ কত যজ্ঞ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি করে, ভাবে এই সবই ভগবানকে পাওয়ার পথ। কিন্তু ভগবানের কাছে তো কেউ যেতে পারেনা। অর্ধকল্প ধরে মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠোকে। জন্ম -জন্মান্তরে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম কত কিছু করেছে ...কিন্তু বাবাকে পায়নি। বাবা এখন তোমাদের কত কাছে আছেন। তোমাদের সাথে কথা বলছেন, তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পেরেছ কল্পে- কল্পে হুবহু এইভাবে বাবার সাথে মিলিত হই এবং যা কিছু ঘটেছে কল্পে -কল্পে সেইসব একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। তিনি, দাদা আবার জ্বর হবেন, বাবা আবারও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করবেন, আবার সেই বাচ্চারাই এসে বাবার হবে এবং বাবার থেকে স্বর্গের রাজ্য অধিকার নেবে। পরমপিতার সাথে তোমাদের বাচ্চাদের অনাদি -অবিনাশী পার্ট কল্পে কল্পে রিপিট হয়ে চলেছে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি(সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) এখন কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, এই সময় সব কিছুতেই কল্যাণ, উপর্যুপরি (একটার পর একটা) উপার্জন। বাবা আর রাজ্য অধিকার স্মরণ করে ২১ জন্মের জন্য জীবনকে অমর করে তুলতে হবে।
- ২) প্রবৃত্তিগত জীবনে থেকেও মন-বুদ্ধির দ্বারা সমর্পিত হতে হবে। শ্রীমত অনুসরণ করেই ব্যয় করতে হবে, ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে। শিববাবার ভাণ্ডার ভরপুর কালকন্টক দূর।

বরদান :- ভাঙা, গড়া এবং জোড়া - এই তিন শব্দের স্মৃতি দ্বারা সদা বিজয়ী ভব

সম্পূর্ণ পড়া আর শিক্ষার সার এই তিন শব্দ :- ১) - কর্মবন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ২) - নিজের স্বভাব -সংস্কারকে নতুনভাবে গড়তে হবে এবং ৩) - এক এবং একমাত্র বাবার সাথে সব সম্বন্ধ জুড়তে হবে - এই তিন শব্দের অনুসরণকারী সম্পূর্ণ বিজয়ী হবে। সেইজন্য সর্বদা এই স্মৃতি থাকুক এই চর্মচক্ষে বিনাশী বস্তু বা ঘটনা যাই দেখা যাক তার সবই স্থিরীকৃত। সেই সকল বিনাশ দেখেও নিজের নতুন সম্বন্ধ, নতুন সৃষ্টিকে দেখ তবে কখনও পরাজিত হবে না।

স্লোগান :- যোগীর পরিচায়ক - সদা ক্লিন অ্যান্ড ক্রিয়ার।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - অপরের বিষয়ে চিন্তন করা ত্যাগ করে, নিজের কল্যাণে ব্যস্ত থাকো। নিজেকে খাঁটি সোনার মতন তৈরী করে, অন্যদেরকেও সে পথের দিশা দেখাও"

প্রশ্ন :- অশরীরী ভাবে আসার অভ্যাসে যে সদা ব্যস্ত থাকে, তার প্রধান লক্ষণগুলি কি কি ?

উত্তর :- সে কখনও হঠ -যোগের সাহায্যে নিজের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনার চেষ্টা করে না। অথচ, স্বাভাবিক রীতিতেই তার কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি শীতল ও শান্ত থাকে। আমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই স্বরূপ, এই স্মৃতি স্বাভাবিক ভাবে সর্বদাই সজাগ থাকে। দেহ-অভিমান ভাব থেকে নিস্তার পায়। নিজের নাম-রূপের মোহ থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। তাই তো অন্যের বিষয়ে চিন্তাই আসে না।

গীত :- তু প্যার কা সাগর হয়(হে পরমাত্মা, তুমি যে প্রেমের সাগর .)

ওঁ শান্তি! এই পরমাত্মা কেবল প্রেমের সাগরই নন, ইনি আবার জ্ঞানেরও সাগর। 'জ্ঞান' আর 'অজ্ঞান'। জ্ঞানকে বলা হয় দিন আর অজ্ঞানকে রাত। এই কারনেই জ্ঞান শব্দটিকে যেমন ভালো লাগে - অজ্ঞান শব্দটিকে ততটাই খারাপ লাগে। অর্ধেক কল্প ধরে চলে এই জ্ঞানের প্রালঙ্ক, যার দ্বারা সুখ-শান্তির প্রাপ্তি ঘটে। বাকী অর্ধেক কল্পে চলে অজ্ঞানতার প্রালঙ্ক, যার কারণে কেবল দুঃখই পাই আমরা। যদিও এ তো খুবই সহজ কথা, দিনের অর্থ হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের অর্থ রাত। কিন্তু সাধারণেরা এই সহজ সত্যতাই সহজে তা বুঝতে পারে না। জ্ঞান কাকে বলে আর অজ্ঞান বা কাকে বলে। আসলে এগুলি তো বর্তমানের এই জগৎ-সংসারের বাইরের কথা। তাই তোমাদেরকে এই ভাবেই বোঝাতে হয়। জ্ঞান আর ভক্তি কাকে বলে ? এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা পূজ্য হতে পারো। আর পূজ্য-রূপ হলেই, পূজার সামগ্রীর ধারণাটাও তখন এসে যায়- যেগুলি মন্দিরে বা পূজাস্থানে পালন করা হয়। সেগুলি এখনও তোমাদের স্মৃতিতে সুপ্ত হয়ে আছে। সেই পূজ্যদের জীবন-যাত্রার কাহিনীও তোমাদের স্মৃতিতে আছে। অথচ যারা পূজা করে, তাদের পূজা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানটাই যে নেই। পূজার অর্থ ভক্তি। যার মাধ্যমে ভক্তরা ভগবানের সাথে মিলিত হয়। ফলে ভক্তির ফলও পায় তারা। আর সেই ভগবান স্বয়ং এসেই তাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য পরিণত করেন। একই আত্মা যে সত্যযুগে পূজ্য হয়, সেই আত্মাই কলিযুগে পূজারী হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা তা জানো। বর্তমান সময়ে তোমরা এখন কি অবস্থায় আছো আর ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। বিনাশ যেখানে অবসম্ভাবী, তা যে কোনও সময়েই হতে পারে। তার প্রস্তুতিও চলছে। এ তো জানাই আছে যে, প্রকৃতিতে অনেক প্রকারেরই দুর্দশা, ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ইত্যাদি ঘটতেই থাকবে। তাই এগুলি সেভাবে লিখেও দেওয়া উচিত। ঘরে ঘরে গৃহ-যুদ্ধ আর প্রকৃতিক দুর্যোগও ঘটতে থাকবে। কিন্তু, এগুলি কোনও ঈশ্বরীয় বিনাশ কার্য নয়। তা তো হবে অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের সময় অনুযায়ী। যখন বিশাল রূপে সেই প্রকৃতিক দুর্যোগ আসবে, তার দ্বারাই বিনাশ সম্ভব হবে। তখন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি শুরু হবে। বিশাল আকারের ভূমিকম্প হতে থাকবে। খাদ্যের সংস্থানের অভাবে

মানুষের মৃত্যুর মিছিল হবে, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ-মন্ডনমন্ডন হবে। এই ভাবেই বিনাশ হতে থাকবে। আর সেটা তো বেশ ভালভাবেই তোমরা জানো -এসব যে অবশ্যই ঘটবে। তা না হলে, অতি কম সংখ্যক মানুষ দ্বারা সত্যযুগের সূচনাই বা হবে কিভাবে। তাই তো একসাথে অনেক কিছুই বিনাশ হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা তা খুব ভালভাবেই জানো যে, শরীর রূপী এই পোষাকের পরিবর্তনও তো হতেই হবে। যা হবে, এই জগৎ দুনিয়ার বাইরের বৃহৎ মেশিন-যন্ত্র দ্বারা। যাকে বলা হয় মৃত পালীতি কাপড়া ধোয়ে- (পিতা পরমাত্মা তার সন্তানরূপী আত্মাদের ময়লা পরিষ্কার করে পবিত্র বানান।) এখানে কাপড়ের অর্থ সেই কাপড়-চোপড় নয়, যা আমরা পরিধান করে থাকি। কাপড় অর্থে আমাদের এই বিনাশী শরীর। আর সেই শরীরের প্রকৃত মালিক -আত্মা। তাকেই যোগবলের দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। বর্তমান সময়কালে ৫টি তন্ত্রই একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায় অবস্থায় রয়েছে। আর শরীর তো এই তন্ত্র থেকেই গঠিত হয়। তাই শরীরও সেই প্রকারেরই হয়। যখন পতিত পাবন বাবা এসে তাকে পবিত্র বানান, তারপরেই তা দূর হয়। আর তোমরা তা জানো যে, পবিত্রতা কিভাবে আসে। পদ্ধতিটাও খুব সহজ। কিন্তু, অন্যেরা তো তা বুঝতেই চায় না। যেখানে যেখানে ভক্তি-মার্গের যজ্ঞ ইত্যাদি হয়, সেখানে গিয়ে তাদেরকে তা বোঝানো উচিত যে, ভক্তি সহকারে যাদের পূজা-যজ্ঞ করো, তাদের কর্ম, কর্তব্য, গুণ, জীবনী এগুলি জানতে পারলে তোমরাও দেবতায় পরিণত হতে পারো। ঔনারা (দেবতার) কিভাবে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন, তা বুঝতে পারলে, তোমরাও ওদের মতন জীবনমুক্তিতে আসতে পারো। মন্দিরে বসে তাদের (মূর্তির) জীবনী-পঞ্জীকে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারলে, বেশ ভাল করেই তা বুঝতে সক্ষম হবে তারা। তোমরা এই বাবার কাছ থেকে তো সেই সব জীবনী-পঞ্জীই শুনে থাকো। তাই তো তোমরা বাচ্চারা আজ এত বুঝদার হতে পেরেছো। কিন্তু একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মার জীবনী-পঞ্জী কেউ জানতে পারে না। সর্বত্র-সবকিছুতেই তার অবস্থান বললে কি আর তার বিষয়ে তা জানা সম্ভব ? কিন্তু তোমরা বাচ্চারা, এখন সেই পরম-পিতা পরমাত্মার জীবনী-পঞ্জীও জেনেছো - অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারটাও জেনেছো। আর এই সঙ্গম সময়কেই আদি ধরবে। যেহেতু, এই সময়কালেই বাবা এসে পতিতদের পবিত্র পাবন বানিয়ে থাকেন। তারপর আবার কল্পের অর্ধেক, অর্থাৎ কল্পের মাঝামাঝি সময় থেকে ভক্তি-মার্গের খেলা শুরু হয়। সেটাই বাবা জানান, এই সঙ্গম সময়কালেই উনি এসে তা স্থাপন করেন ও করান। অর্থাৎ 'করন-করাবনহার' হন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেরণা দেওয়াকে, 'কিছু করা'- বলা যায় না। বাবা যা কিছু করান, তা বাচ্চাদের নিজেদের কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারাই করান। তাই সেক্ষেত্রে, তাকে প্রেরণা বলা যায় না। যেহেতু তিনি করন-করাবনহার, তাই তিনি স্বয়ং তার উপস্থিতিতে তা করান। যা প্রেরণা দ্বারা সম্ভব হয় না। আত্মা ছাড়া শরীর কোনও কার্যই করতে পারে না। অনেকেই বলে থাকে, ঈশ্বরের প্রেরণাতেই সব কিছু হয়। তারা বলে, বাবা আপনি এমন প্রেরণা দেন, যাতে আমার স্বামীর বুদ্ধি-সুদ্ধি ঠিক হয়ে যায়। উত্তরে বাবা জানান- এটা প্রেরণার ব্যাপার নয়। আচ্ছা, শিব-জয়ন্তী কেন পালন করা হয় ? প্রেরণার দ্বারাই যদি কাজ হয়, তবে তো তোমাদের এখানে আসতেই হতো না। একেই তো তারা জানেই না যে, ঈশ্বর কি বা কে ? তাই তো এমনিতেই বলে দেয়, ঈশ্বরের প্রেরণাতেই সব কিছুই হয়ে থাকে। যিনি নিরাকার, তিনি আবার প্রেরণা দেবেন কি ভাবে ? উনি তো করন-করাবনহার। উনি এই ধরায় অবতরণ করে দিশা দেখান মাত্র। অন্যের কর্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মুরলী শোনান। যতক্ষণ না কর্ম-ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুরলীও শোনাতে পারেন না। যদিও উনি জ্ঞানের সাগর - তবুও মুরলী শোনাবার জন্য, ওনার কোনও মুখের আবশ্যিকতা তো আছে। যার ফলে, এখন তোমরা বাচ্চারা সমস্ত দুনিয়ারই আদি-মধ্য-অন্তের -সম্পূর্ণ জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে এই বুদ্ধিটাও জন্মেছে, জ্ঞান ছাড়া কোনও গতি নেই।

এই জ্ঞান দিচ্ছেন কে ? অজ্ঞান-মার্গ আর জ্ঞান-মার্গের তফাৎটা একবার ভাবো। আবার বিজ্ঞানও তো আছে। অজ্ঞান হলো অন্ধকার। এছাড়া জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে আমরা মুক্তি আর জীবন-মুক্তিও বলতে পারি। তোমাদের পবিত্র হবার জন্য, সেই জ্ঞানই এখন তোমরা পাচ্ছে। যার ফলে তোমরা স্বদর্শন চক্রধারীও হতে পারো। এসব কথা যারা জানবে, তারাই আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। একথা অবশ্যই ভাববে, আত্মাতে যখন জ্ঞান ধারণ করে, তবে তার সাথে সংস্কারও নিয়ে যাবে অবশ্যই। মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হলে, সেই জ্ঞান তো অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু বাবা বোঝান, সেই প্রালঙ্কারের জন্য পুরুষার্থের দরকার অবশ্যই। প্রালঙ্ক পাওয়া হয়ে গেলে, তারপর আর জ্ঞানের প্রয়োজনই বা কি? সত্যযুগ তো তোমাদের- প্রালঙ্ক প্রাপ্ত বাম্বাদের জন্যই। যা শুনেই আশ্চর্য্য হতে হয় বৈকি! এই জ্ঞান কিন্তু বংশ-পরম্পরায় চলতে থাকে না। বাবা তাই জানান, যেহেতু এই জ্ঞানের বেশীর ভাগটাই লোপ পেয়ে যায়। জ্ঞানের দিনের আলো প্রকাশ হলে, তখন তো আর অজ্ঞানতার অন্ধকার থাকেই না, অর্থাৎ জ্ঞানের আর প্রয়োজন পড়ে না। এটাও কিন্তু বুঝতে হবে। ঝট করে একথা অনেকেই বুঝতে পারে না। শিববাবা এই ভারত-খন্ডেই অবতরণ করেন, সাথে বাম্বাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন - ভক্তির ফল দেবার উদ্দেশ্য। ভক্তির পরে আসে সঙ্গতি। এই মহা-বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। আর তখন সবকিছুই অসাড় হয়ে থাকবে। তোমরা তা শুনতে থাকবে -সামান্য ফুলকির আগুন লাগলেই, এক-দুই ঘন্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়ী-ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর এই মহাবিনাশ তো কোনও নতুন কথা নয়- যা অবসম্ভাবী ভাবে হবেই হবে। সত্যযুগে তো অনেক কম সংখ্যক লোকের বাস থাকে পৃথিবীতে- যারা শ্রেষ্ঠাচারী স্বভাবের। অবশ্য শ্রেষ্ঠাচারী হতে গেলে, অনেক পুরুষার্থ করতে হয়- যা যথেষ্ট কষ্টসাধ্যও বটে। মায়া একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ধরার জন্য তৈরী থাকে। আর তাতেই যাদের পতন ঘটে, তারা ভীষণ আঘাতও পায়। তারপর সামলে উঠতে সময়ও অনেক লেগে যায়। সব চাইতে বেশী আঘাত প্রাপ্তি ঘটে, কাম-বিকারের কারণে। তাই তো কাম-বিকারকে মহাশত্রু বলা হয়। যা একেবারে পতিত-পাপী বানিয়ে ছাড়ে। বেশীর ভাগ ঝগড়ার কারণই এই কাম-বিকার। যে এই বিকারকে ছাড়তে পারবে না, তার জন্য নির্দিষ্ট -এঁটো বাসন মাজা। বাড়ী-ঘর মোছা, ঝাট দেওয়া- এসব কাজ করেও তো পবিত্র থাকা যায়- যদিও তার জন্য মনের শক্তি আর বল দরকার। আবার কেউ যখন বাবার কাছে শরণ নেয়, তখন মায়া তার সাথে লড়াই শুরু করে দেয়। ফলে ৫ বিকারের রোগই একত্রে ফুলে ফেঁপে উঠে। এর থেকে বাঁচতে হলে, প্রথমেই নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। নিজেকে আত্মিক স্থিতিতে রাখতে হবে। জাগতিক দুনিয়াদারীর রীতি-নীতি থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে হবে। এমন হতে হবে যে, বর্তমানের কলিযুগী বিকারী দুনিয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এখন আমরা পরমধামের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করেছি, অশরীরী হয়ে আপন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আত্মাতে এই জ্ঞান হয়েছে যে, আমাদেরকে এক শরীর ছেড়ে, অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই, আমাদেরকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থেকে সেই যাত্রায় নিজেকেও থাকতে হবে। বুদ্ধিতে এটা যেন সজাগ থাকে যে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা একটা কবরের স্থান মাত্র। আমাকে তো সুখধামে যেতে হবে। তার জন্য আশীর্বাদী বর্ষা কিভাবে পাওয়া যাবে, বাবা আমাদেরকে সেই যুক্তিটাও বলে দেন। পবিত্র পাবন হবার জন্য আমরা যোগ অভ্যাস করি। এই যোগ বা স্মরণের যাত্রার দ্বারাই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। তারপরেই আত্মা শরীর ছাড়ে। এই স্মরণের যাত্রা অতি রমণীয়। কেবল মাত্র বাবাকে আর নিজেদের রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। এই সহজ কথাটাও কি তোমাদের মনে থাকে না। কেবলমাত্র আল্ফ (ভগবান)- কে স্মরণ করো, ব্যাস্, এইটুকুই। কিন্তু মায়া সেটাই করতে দেয় না। তাই এটা কষ্টসাধ্যও হয় বটে। আত্মারা তো এই জ্ঞান পেয়েছেই, আমাদের বাবা এসেছেন। আত্মাই তো এই

জ্ঞানের পাঠ পড়ে। আত্মাই জন্ম নেয়, শরীর ধারণের মাধ্যমে। আত্মারা একে অপরের সাথে ভাই-ভাই সম্পর্ক। দেহ-অভিমাণে আসার ফলে, অনেক সম্বন্ধ সম্পর্ক তৈরী হয়। তখন তোমরা ভাই-বোনের সম্পর্কেও আসতে পারো। আত্মিক ভাবে নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই আর শারীরিক ভাবধারায় তা ভাই-বোন। যেহেতু তখন তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের হয়ে যাও। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রেই আশীর্বাদী বর্ষার প্রয়োজন। যেহেতু পুরুষার্থ করে আত্মারা। নিজেকে আত্মা ভাবটাই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। যেখানে কোনও দেহ-অভিমান থাকবে না। শরীরের ভাবটাই যদি না থাকে তো, বিকার আসবে কোথেকে ? আমি আত্মা-স্বরূপ, বাবার কাছে যেতে হবে -এই স্থিতিতে থাকতে পারলে, শরীরের ভাবটাই আর থাকে না। যত বেশী যোগী হতে থাকবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি তত বেশী শান্ত হতে থাকবে। আবার যত বেশী দেহ-অভিমাণে আসবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি ততই বেশী চঞ্চল হতে থাকবে। তোমাদের আত্মারা প্রাপ্তিগুলিকে এখন উপলব্ধি করতে পারছে। শরীর থেকে যত বেশী আলাদা হতে পারবে, কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলি তত বেশী শান্ত হতে থাকবে। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো ঔষধি সেবনের দ্বারা কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত রাখে। যা হঠাৎ যোগের অন্তর্গত। কিন্তু তোমাদেরকে যোগের দ্বারাই সেই কাজ করতে হবে। তোমরা কি পারবে না, যোগবলের দ্বারা তাকে বশে আনতে। যেমন যেমন তোমরা আত্ম-অভিমानी হতে থাকবে, তেমন তেমন তোমাদের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিও শান্ত হতে থাকবে। যদিও এটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু প্রাপ্তিটাও যে এতে অনেক উচ্চ-স্তরের। বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিকে পরিণত হও। কর্ম-ইন্দ্রিয়ের উপর জিত প্রাপ্ত করতে পারার কারনেই, ভারতের এই যোগের এত খ্যাতি। এর দ্বারাই তোমরা- মনুষ্য থেকে দেবতা, পতিত-পাপী থেকে পবিত্র-পাবন হও। তোমাদের মধ্যে যারা প্রজা হও, তারাও কিন্তু স্বর্গবাসীই হয়ে থাকে। যা কোনও বাহুবলের কাজ নয়। অথচ, পরিশ্রমও এমন বেশী কিছু নয়। আর কুমারী মেয়েদের জন্য তো- ভাববে এটা কোনও পরিশ্রমই নয়। যা অতি সরল ও সহজ। কিন্তু, বিকারের অধীনে গেলেই, তখন কত প্রকারের প্রশ্ন, বিচার, শালিশী ইত্যাদি হয়ে যায়। তাই তো কুমারী থাকাটা কত ভাল। না হলে তো অধর কুমারী নাম হয়ে যাবে। আর কারও যুগলই বা কেন হতে যাবে। তাতেও তো সেই নাম-রূপেরই মোহ অভিমান আসে। আসলে যা মূর্ত্তারই সামিল। যুগল (দম্পতি) হবার পর, পবিত্রতা রক্ষা করতে গেলে, প্রচুর সাহসী হতে হবে। যার জন্য অনেক উচ্চ-জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তাকেই সাহসের ভরে তাতে এগিয়েও যায়, কিন্তু কামাগ্নির আগুনের তাপে- তাদের সেই ব্রত, নষ্টই হয়ে যায়। এই কারণেই বাবা কুমারী অবস্থাকেই বেশী মান্যতা দেন। অতএব অধর-কুমারী হবার ইচ্ছাটা না হওয়াই ভালো। কুমারীদেরই তো নাম উজ্জ্বল হয়। প্রকৃত অর্থে তারাই তো শৈশব অবস্থা থেকেই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যের এটাই সবচেয়ে ভালো অবস্থা, যার ফলে মানসিক ও শারীরিক বল সঞ্চিত হয়। তখন অন্য কিছু মনে স্থান পায় না। তবে যার সেই অদম্য সাহস আছে, সে তা করে দেখাতেই পারে। যদিও তা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। কারণ, সেই পর্যায়ে তো একসাথে দুজনের ব্যাপার এসে যায়। কুমারী থাকলে সেক্ষেত্রে সে একাই সিদ্ধান্ত নেয়। দুই হলেই তা দ্বৈত (একাধিক) হয়ে যায়। তাই তো পারলে কুমারী থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কুমারীরা সেবার কাজে এদিক ওদিকেও যেতে পারবে। আর বন্ধনে আবদ্ধ হলে, সেই বন্ধন আরও বাড়তে থাকে। তাই বন্ধনের পাতা জালে নিজের বুদ্ধিকে কেনই বা ফাঁসিয়ে রাখবে -যেই জালে ফাঁসা উচিত নয় মোটেই। যেখানে কুমারীদের জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কুমারীদের অনেকেই সুনামের অধিকারীও হয়েছে। যার মধ্যে কান্হাইয়ার নাম অনেকেই করে। কুমারী হয়ে থাকতে পারলে খুবই ভাল হয়। এদের জন্য তখন সব কিছুই খুব সহজ হয়। ছাত্র-জীবনই পবিত্র জীবন। বুদ্ধিও তখন সতেজ থাকে। কুমারদেরও ভীষ্ম- পিতামহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। কল্প পূর্বে তো এরকম

ছিলই, যার স্মৃতি স্বরূপ দিলবারা মন্দিরে তা খোঁচিত রয়েছে। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে এই আদেশই দিচ্ছেন – ওনাকে স্মরণ করতে। অন্য সব বিষয় ভুলে থেকে, কেবল মাত্র নিজের কল্যাণেই মন দাও। বাবার স্মরণে থাকাটাই বাচ্চাদের কল্যাণ। দোষ-ত্রুটি তো হতেই থাকে, অনেকের পতনও হয়, কিন্তু সেই সব পরচিন্তন ছেড়ে, তোমরা যে যার নিজ কল্যাণে মন দাও। অন্য কোনও চিন্তার মধ্যে ঢুকবেই না। তোমরা নিজেদেরকে খাঁটি সোনা়় পরিণত করো আর অন্যদেরকেও সেই দিশা দেখাও। সত্যপ্রধান হবার এই একটাই উপায়। পবিত্র হতে না পারলে, মুক্তিধামে পৌঁছতেই পারবে না। উপায় তো এই একটাই, এরপর অস্তিম সময়কালে যে মানসিক অবস্থা থাকবে-আগামীতে তেমনটাই প্রাপ্তি হবে। তাই ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যাওয়া উচিত নয়। তাতে কেবল নিজেরই ক্ষতি হয়। এই বাবা কিন্তু কারওকেই কোনও প্রকার অভিশাপ দেন না। শ্রীমত অনুসারে না চলে, সে নিজেই নিজেকে শ্রাপিত করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিশ্চয় বুদ্ধিদারী হয়ে, অশরীরী ভাবে এই পুরোনো জাগতিক সংসারে থেকেও, এই জগৎ থেকেই মনকে জগৎ থেকে আলাদা করে রাখার অভ্যাস করতে হবে। বাবার প্রত্যেকটি আদেশকেই পালন করে নিজের কল্যাণ করে যেতে হবে।

২) অপরের বিষয়ে চিন্তন না করে, নিজের বুদ্ধিকে খাঁটি সোনার মতন অবস্থায় আনতে হবে। ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে জড়িয়ে পরে নিজের অমূল্য সময়কে নষ্ট করা চলবে না। যোগবলের দ্বারা নিজের কর্মন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত ও শীতল স্থিতিতে আনতে হবে।

বরদান :- উদ্যম-উৎসাহ আর লক্ষ্যের স্মৃতিকে সামনে রেখে, সব কর্মন্দ্রিয়গুলিকেই ইচ্ছানুসারে প্রয়োগকারী- মুকুটধারী সিংহাসনের অধিকারী হও (ভব)

একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই বাপদাদার দ্বারা সকল বাচ্চারই মুকুট আর সিংহাসনের প্রাপ্তি হয়। পবিত্রতার যেমন মুকুট থাকে, তেমনি কর্তব্য কর্মেরও মুকুট থাকে। কারও যেমন অতি সাধারণ মুকুট থাকে, কারও আবার মনের মতন দৃষ্টি-আকর্ষণকারী মুকুটও থাকে। যখন এইরূপ দ্বি-মুকুটধারী আর তার সাথে সিংহাসনের অধিকারী হবার আগ্রহ আর লক্ষ্যের দৃঢ়তা আসবে, স্বাভাবিক ভাবেই তখন সর্বদাই যোগের স্থিতি চলে আসে। ফলে কর্মন্দ্রিয়গুলি আঞ্জাকারী হয়ে যায়। কিন্তু যারা মুকুট আর সিংহাসনের কথা ভাবে না, তার আঞ্জা কোনও কিছুতেই কার্যকরী হয় না।

স্লোগান :- দুর্বল সংকল্প প্রসন্নতার বদলে প্রশ্নের উদয় হয় মনে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে সত্যিকারের রাজাধ্বষি, রাজযোগী, তাই তোমাদের রাজ্যাধিকারের জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে "

প্রশ্ন -- কিরকম মনোযোগ রাজ্যাধিকারের যোগ্য করে তোলে ?

উত্তরঃ যদি পাঠাভ্যাসে পুরোপুরি মনোযোগ থাকে তবে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা যা শোনান তা যথার্থভাবে শুনে ধারণ করো। বাবা শোনালো আর বাচ্চারা শুনল তাহলেও রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হবে। যদি শোনার সময় অমনোযোগী হও অর্থাৎ ঘুম আসে বা ঝিমুনি হয়, বুদ্ধি এদিকে ওদিকে বিচরণ করে তাহলে রাজ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, সেইজন্য পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দাও।

গীত --: আমাদের ঐ পথে চলতে হবে

ওম শান্তি। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আজ বাচ্চাদের হঠযোগ আর রাজযোগ সম্বন্ধে বোঝানো হচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে তারা যেসব শেখায়, সেসব হলো হঠযোগ কারণ তারা কর্ম সন্ধ্যাসী হয়। বাস্তবে গৃহস্থদের হঠযোগ, কর্ম-সন্ধ্যাস শেখা উচিত নয়। সেসব তো হলোই নিবৃত্তি মার্গ। সেই ধর্মই আলাদা হয়। তোমাদের ধর্ম হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, যারা রাজযোগ দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল। এখন তুমি হলে রাজাধ্বষি। ঋষি তাদের বলা হয়, যারা পবিত্র থাকে। তুমি এখন পবিত্র। যদি পবিত্র না থাকে, তাহলে তাদের ঋষি বলা যায় না। তুমি রাজ্যাধিকার পেতে পবিত্র হচ্ছে। তারা কেউ রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য পবিত্র হয় না। তোমরা জানো পবিত্র দুনিয়ায় আমাদের পবিত্র রাজত্ব ছিল। ভারতেই পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের পূজ্য প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন পূজারী হওয়ায় পতিত হয়েছে। পতিত কিভাবে হয়েছে? চুরাশী জন্মের হিসেব আছে, তাই না! বাবা যে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তাতেই তোমাদের চুরাশী জন্মের হিসেব বলা হয়েছে। অন্য ধর্মকে সন্ধ্যাস ধর্মীয়রা কি বুঝবে! এই হলো দেবী-দেবতাদের প্রাচীন ধর্ম। সন্ধ্যাস ধর্ম অনেক পেছনের সারির। যা অতীত (পাস্ট), তা 'সন্ধ্যাসীরা বোঝে না। যেসব ধর্ম পরে পরে স্থাপনা হতে থাকে, তাদেরকে বোঝাতে থাকে। তোমরা জানো হঠযোগ অনেক প্রকারের হয়। দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি মার্গের সাথে সাথে হঠযোগ শুরু হয়েছে। এখন আবার রাজযোগ। জন্ম-জন্মান্তরে ওরা হঠযোগ শিখে চলেছে। রাজযোগ তোমরা এক জন্মেই শিখতে পার। ওদের পুনর্জন্মে এসে হঠযোগ শিখতেই হয়। রাজযোগ শেখার জন্য তোমাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এই রাজযোগ তোমরা শুধু সঙ্গমেই শিখে থাকো। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হলে, স্বর্গের স্থাপনা হলে, সব ধর্মের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। তুমি হলে রাজাধ্বষি। রাধাকৃষ্ণও তো পবিত্রই কৃষ্ণকে মহাত্মাও বলা হয়। মহাত্মা পবিত্র হয়। তুমিও এখন মহাত্মা বা রাজাধ্বষি। মহাত্মা অর্থাৎ পবিত্র, মহান আত্মা। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে লিখিত থাকে না। শাস্ত্র তো পরবর্তীকালে তৈরী হয়। গল্পগুলো উদাহরণ স্বরূপ লেখা হয়। যেসব অতীত হয়ে যায়, সেই সবই ওরা নাটক (খেলা) তৈরী করে। সত্য তো হয় না। এখন বাবা এসে সামনাসামনি বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তাদের আবার হিন্দি তৈরী করা হয়েছে। যাদব, কৌরব, পান্ডব ছিল, অবশ্যই তারা

সঙ্গমেও হবে । সঙ্গমযুগের হিন্দি বনানো হয়েছে । উৎসবও সব সঙ্গমযুগেরই হয় । রাখীবন্ধনও পবিত্রতার আধারে হয় । পরে আবার এই উত্সবকে স্মরণীয় করে তুলতে নানারকমের আয়োজন হয় । এখানে বাবাও সকলকে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করান । শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা কঙ্গন ধারণ করে , সেসব হলো পবিত্রতার চিহ্ন । হিন্দুরা পৈতে (জনেউ) ধারণ করে , তা'ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ । কিন্তু পবিত্র থাকে না । রাখী বাঁধে, কিন্তু অর্থ খোড়াই বোঝে । প্রথমে ব্রাহ্মণেরা রাখী বাঁধত । এখন ভগিনী ভ্রাতাকে রাখী বাঁধে , আর ভ্রাতা উপহার দিয়ে থাকে । এখন এইসব ফ্যাশন হয়ে গেছে । বাস্তবে এই হলো পবিত্রতার কথা । বাবা বলেন বাচ্চারা কাম হলো মহাশত্রু । সমাজের ব্রাহ্মণরা কেউই এইভাবে বোঝায় না । এখন বেহদের বাবা বলেন বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করো আমরা পবিত্র হব । কখনো বিকারের সম্মুখীন হব না । তোমরা তো এইজনেই ডাকো এসে পতিতদের পবিত্র কর । সত্যযুগ ত্রেতাযুগে কেউ ডাকাডাকি করে না । সেটা হলোই রামরাজ্য । এই হলো রাবণরাজ্য । রামরাজ্যে পাঁচ বিকার হয় না । যথা রাজা রানী তথা প্রজা ... এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার নিকট থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি । এই নরক থেকে এবার অবশ্যই যেতে হবে । বাবা এসেছেন পবিত্র করে স্বর্গে নিয়ে যেতে । তাহলে আর কেন আমরা পবিত্র হবনা ! তাদের হঠযোগ তো অনেক প্রকারের হয় । হঠযোগীদের বিভিন্নতা জয়পুরের মিউজিয়ামে গিয়ে দেখো । সেসবে কিছুই হয় না । সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকেই নামতে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে ভারত যখন পতিত হয় , তখনই রাবণরাজ্যের শুরু হয় আর ধরনী উত্তাল হয়ে ওঠে । সোনার মহল ইত্যাদি সব নীচে চলে যায় অর্থাৎ মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় । মহল ইত্যাদি তো আর কেউ লুট করে না ! তারা তো শুধু মন্দির লুটেছে । কিছু গয়না সোনা ইত্যাদি লুটে নিয়েছে । তোমাদেরই গয়নার শখ সবচেয়ে বেশি । স্বর্গে এসেই তুমি নানা আভূষণে সেজে ওঠ , আর রাজত্ব করো । আর অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এলেও রাজত্ব করে না । তোমাদের বেহদের বাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর অধিকার প্রাপ্তি হয় । তাই বাবা তোমাদের সামনে বসে বোঝান , গীতা পাঠ করে শোনান না । "গীতায় যা কিছু লেখা আছে , তার কোনও কিছুই আমার বলা কথা নয় । সেই সকলই , আমার মহাবাক্যকে , মানুষ পরে শাস্ত্রাকারে তৈরী করেছে । আমি তোমাদের যা শুনিয়েছি সেসব তোমরা শুনেছ আর তারপর রাজ্যভার নিয়েছ ।" সেখানে এই জ্ঞান থাকে না । এখানে তো বাবা শিক্ষক হয়ে সামনে বসে শিক্ষা দেন । বাবা তো হিন্দিতেই বোঝান । এখানে সকলে হিন্দি ভাষাতেই অভ্যস্ত , যা তাদের ভাষা । বাস্তবে প্রাচীন ভাষা হিন্দিই , সংস্কৃত নয় । এই সংস্কৃত ভাষা শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পরে এসেছে । যারা যখন এসেছে তারা নিজের ভাষাতেই বলেছে । তবে এরকম কখনও ঘটেনি যে বাবা সংস্কৃতে গীতা শুনিয়েছেন । না । গুরুনানকের আপন গ্রন্থ আছে । তিনি শিখ ধর্ম স্থাপন করেছেন, আর ওনাকেও অবতার মানা হয় । তাদের মধ্যেও রাজা হয় । সন্ন্যাসীদের রাজ্যভার নেওয়ার অধিকার থাকে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে বুদ্ধ , ক্রাইস্ট ইত্যাদি প্রথমে গৃহস্থ আত্মা ছিল । কিন্তু গৃহস্থ পতিত আত্মা তো ধর্ম স্থাপন করতে পারে না । তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার পদার্পণ হ'লে , তখন তাঁরা ধর্ম স্থাপনা করেন । অন্যান্য ধর্মের নানা রকমফের আছে , তারা এসে আবার নিজের নিজের ছোট মঠ পন্থ স্থাপন করো ঝাড়ের চিত্রেও দেখানো হয়েছে । তাহলে বাচ্চারা বুঝতে পারছ তো হঠযোগ আর রাজযোগে অনেক তফাত হয় । এইসব কথা বুঝতে বুদ্ধিকে সচল রাখতে হয় । যারা বোঝে না , তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরে , হাই তোলে (নিদ্রাবেশজনিত মুখব্যাদান) । এখানে তোমাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয় । প্রাচুর্যের আমদানী হয় । তোমরা ধন-রত্নাদিতে নিজের ঝুলি ভরো । তাই চোখ খুলে সজাগ হয়ে শুনতে হয় । ঝিমিয়ে থাকলে অথবা বুদ্ধি এদিক-ওদিকে সরে গেলে রাজধানীর প্রাপ্তি সম্ভব

নয়া তুমি হলে রাজস্বষি । রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী । রাজধানীর স্থাপনা বাবা করেন । শ্রীকৃষ্ণ নন।
কৃষ্ণ তো বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত করে । এখন যিনি তোমাদের বাবা অর্থাৎ
অলৌকিক পিতা , তিনি নিরাকার, যাঁর থেকে তোমরা বিশ্বের বাদশাহীর অধিকার পেতে চলেছ ।
তোমরা কত বিত্তবান হও ! এখানে এক বাবাই এসে রাজযোগ শেখান । তাই ঘোরাফেরা করো ,
থাওয়া দাওয়া করো , আর শুধু বাবাকে স্মরণ করো । বিত্তবান অবশ্যই ভালো ভাবে থাওয়া দাওয়া
করবে । তারা তো আপন উপার্জনের ফল খেয়ে থাকে অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগ করে । মালপোয়া থাও
অথবা রুটি খাও । স্মরণ শুধুমাত্র বাবাকে করো । পয়সা থাকলে ইচ্ছেমতো খাও , বাবা কখনো
কাউকে মানা করেন না । শুধুমাত্র বাবার সাথে যোগ লাগাতে বলেন । এই রাজস্ব স্থাপনে কোনো
খরচ নেই । সেই লড়াই ইত্যাদিতে কত খরচ হয়ে যায় ! এরোপ্লেনেও কত খরচ হয় । পড়লে
তো একদম শেষ হয়ে যায় । কত ক্ষতি হয় । তাই বাবা বলেন চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো ।
স্ব-দর্শনচক্র ঘোরাতে থাকো । আমরা চুরাশী জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এবার ফিরতে হবে বতনে ,
ঘরের দিকে । ঘরে গিয়ে আবার এসে রাজস্ব করবে । তোমরা সকলে অভিনেতা হলে তাই
না! সেই বায়স্কোপ তো দুই থেকে আড়াই ঘন্টা চলে । আর এই বেহদের নাটক পাঁচ হাজার বছর
ধরে চলে । এইসব মানুষই জানতে পারে । এই দুনিয়া হলো কাঁটার জঙ্গল । সবচেয়ে বড় বিকার
রূপী কাঁটা , যা আদি মধ্য অন্ত দুঃখই দিয়ে যায় । দ্বিতীয় কাঁটা , ক্রোধ । সেসব চিহ্ন এই
মহাভারতের লড়াইয়ে দেখা যাবে । কোনও কথায় বনিবনা না হলে তো সঙ্গে সঙ্গে বোমা বারি শুরু
হয়ে যাবে । এখন তো এমন এমন বম্বস তৈরী হচ্ছে যা অভাবনীয় । সত্যযুগে কোনো লড়াই
ইত্যাদি হয় না । সঙ্গমেই এই মহাভারত লড়াই দেখানো হয়েছে । অন্য কোনো শাস্ত্রে লড়াইয়ের
কথা বলা হয়নি। সেখানে তো সারা বিশ্বের তোমরা মালিক হয়ে থাকো । লড়াইয়ের কথা হয়ই
না। শাস্ত্রে অসুরদের আর দেবতাদের লড়াই দেখানো হয়েছে । কিন্তু দেবতারা হয় অহিংসক ।
তোমরা যোগবল দ্বারা বিশ্বের মালিক হও । এই হলো সাইলেন্স বল অর্থাৎ নিঃশব্দ শক্তি, এতে
তোমাদের কিছুই বলার থাকে না । স্মরণের বল দ্বারা তোমরা বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত
করো । তফাত দেখা কত হয় । সাইন্সের শক্তিতে বিনাশ হয় । সেই সাইন্স দ্বারাই আবার আমরা
সত্যযুগে সুখ দেখবো । সাইন্স দ্বারা আবিষ্কার সুখের জন্য করা হয়ে থাকে । তারাও এসে কিছুটা
জ্ঞান প্রাপ্ত করবে । প্রদর্শনীতে তো সবাই আসে । পরবর্তী সময়ে দেখবে সবাই আসবে । তোমাদের
এই সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ বেরোবে অর্থাৎ নৈঃশব্দ শক্তির আওয়াজও যে কতদূর বিস্তৃত হতে
পারে পরবর্তী সময়ে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে । তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো যে গীতার ভগবান কে ?
এরকম প্রশ্ন কেউই জিজ্ঞাসা করতে পারে না । যেখানে এই প্রশ্ন লেখা হয় সেখানেই তাদের সাথে
চিত্রও দিয়ে দাও । গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা না শ্রীকৃষ্ণ? যিনি পুরো চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করে । পতিত থেকে পবিত্র করার নিমিত্ত এক বাবাই হন । কৃষ্ণের আত্মা তো চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করে শ্যামল বর্ণে পরিনত হয়েছে । তাঁকেও বসে বোঝাচ্ছেন যে তুমিও (কৃষ্ণ) চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করেছো । তোমরা নিজের জন্ম সম্বন্ধে কিছুই জানো না । অভিনেতাদের জানা দরকার, আমরা
চুরাশী জন্ম কিভাবে গ্রহণ করি । সন্ন্যাসীদের ধর্মই পৃথক হয় । ভারতবাসীরা আপন ধর্ম না
জানার কারণে অন্য অন্য ধর্মে যেতে থাকে। কোনো গুরুর আশীর্বাদে কেউ ধন প্রাপ্ত করলে তারই
আকর্ষণে ছুটে বেড়ায় । তারপর দেউলিয়া হলে বলবে ঈশ্বরের লেখা ভবিষ্যৎ । সন্তান প্রাপ্ত হলে
অনেক খুশি হয় । আচ্ছা দশ বারো দিন পরে সন্তানের মৃত্যু হলে কি বলবে ঈশ্বরের লেখা
ভবিষ্যৎ! এদের বাঁচানো আমার হাতে নেই । বাবা এরকম উদাহরণ অনেক দেখেছেন । এরকম -
এরকম অনেক হয় । এখানে তো বাবা বসে আছেন । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে মিষ্টি মিষ্টি

বাচ্চারা পবিত্র হও । মনে আছে , যখন মহাভারতে ভীষ্ম ভাবে লড়াই লেগেছিল তখন দ্রৌপদী ডেকেছিল যে বাবা আমায় এই দুঃশাসন বিবস্ত্র করছে , আমায় তার হাত থেকে রক্ষা করো । পাঁচ হাজার বছরের কথা হচ্ছে । এই অবলাদের ওপরে অত্যাচার শুধুমাত্র এই বিষ অর্থাৎ বিকারের জন্যই হয়ে থাকে । অনেক স্ত্রীরাও হয় , যারা এই বিষ (বিকার) ব্যতীত থাকতে পারে না । তাদের তো নামও রাখা আছে শূর্ণনখা, পুতনা ইত্যাদি । যারা বিশ্বের জন্য বিরক্ত করে তারা হলো কংস, জরাসন্ধী ,শিশুপাল ...এদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । এই সময় হলো আসুরী ,রাবণ রাজ্য , তারপর হবে ঈশ্বরীয় রাজ্য । এবার তো তোমরা পুরো চক্রকে জেনে বুঝতে পারছ যে কিভাবে চুরাশী জন্ম গ্রহণ করা হয় । এইসব তখনই ভুলে যায় যখন সব বিকারগ্রস্ত হয়ে পরে । যারা বিকারী হয় তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় । তারা নিজেরাই বোঝে যে এ আমরা কি করলাম ! বাবা বলেন বাচ্চারা এইসব বিষয় বিকারে যেও না । এইসব তোমাদের আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত । এইসবে যেও না । প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা বিকারে কখনো যাব না । ভগবানুবাচ হলো , কাম মহাশত্রু । প্রতিটি চিত্রে প্রথমেই লেখো - 'জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন , গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবানুবাচ' । তাহলেই তো কৃষ্ণের নামের বিভ্রান্তি হয়না । গীতার ভগবান আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন , আর সেই জ্ঞান আমরা আহরণ করি । ভগবানই এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করেন আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ হয় ,তাই না ! আসল হলো শিববাবা । রুদ্র বাবা বলা হবেনা । বস্ত্রতে বাবুরীনাথের মন্দির আছে । এখন কাঁটাকে বলা হয় ববুল । তাহলে বাবুরীনাথ নাম কেন রাখা হয়েছে? এইসব কেউ বোঝে না । অথচ চিত্র তো শিবেরই যাঁর কাছে তোমরা বিকার রূপী কাঁটা অর্পণ করেছ । বাকী অনেকে অনেক রকমের নাম রেখে দিয়েছে । শিববাবাই এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিনত করেন , তিনিই হন তোমাদের বাবা । ওঁনার নাম হলো শিব । শিব পরমাত্মায় নমঃ , ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ অক্ষরগুলি একদম পরিষ্কার আছে । এবার সেই পরমপিতা পরমাত্মা বসে এই রথ (ব্রহ্মাতন) দ্বারা বোঝাচ্ছেন । হুবহু যেরকম লৌকিক পিতা বোঝায় - "বাচ্চারা , কুলকে কলঙ্কিত কোরো না । কোনও খারাপ কর্ম কোরো না ।" এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন বাচ্চারা বিকারে কখনো যেও না। পবিত্র ব্যতীত স্বর্গে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । অনেক জবরদস্ত উপার্জন তোমরা করতে পারো । বাকী সবাই তো এই সুযোগ হারাচ্ছে । যদিও কারোর কাছে পদম হয় , বড় বড় মহল তৈরী করে , লাখ লাখ টাকা খরচ করে । তোমরা বোঝো সেসব ওয়েস্ট অফ টাইম অর্থাৎ সময় নষ্ট । এসব কিছুই কাজে আসবে না , সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে । তারা তো বোঝে দশ - বারো হাজার বছর চলবে । তোমরা বাচ্চারা জানো মৃত্যু অর্থাৎ বিনাশ মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অল্প সময়ের ভিতরে এই ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়ে সবকিছু উলট পালট হয়ে যাবে । ভূমিকম্প ইত্যাদিতে অগুনতি মারা যায় । এবার তো বিনাশ হওয়ারই আছে । বিনাশের সাক্ষাৎকার আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে । সেটাই আবার এই চোখ দ্বারা দেখবে । ভক্তি মার্গে কত কিছু করে কিন্তু কেউই বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না । জ্ঞান ব্যতীত সদগতি হতে পারেনা । এইসব হলো ভক্তি মার্গের খেলনা । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
 রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. কুল কলঙ্কিত হয় , এমন কোনও খারাপ কাজ করবে না । পবিত্র হওয়ার জন্য নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

২. এবার নিজের সময় , অর্থ (time , money) কিছুই নষ্ট কোরো না । ফুলের বাগিচায় চলতে হ'লে কাঁটা উপড়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- সম্পূর্ণ স্টেজ আর স্টেটাসের স্মৃতি দ্বারা সদা উচ্চ কর্তব্য করার জন্য বাবা সমান ভব!

সদৈব যেন এই স্মৃতি থাকে যে আমি প্রতি সময় , প্রতি সেকেন্ডে প্রত্যেক কর্ম করাকালীন নিজ স্টেজে আছি , তাহলে প্রত্যেক কর্মে এটেনশন (মনোযোগ) থাকলে সম্পূর্ণ স্টেজের নিকটবর্তী হয়ে যাবে । সাথে -সাথে বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্টেটাসের স্মৃতি থাকলে প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে । এই দুটি স্মৃতিই বাবা-সম পরিনত করে দেবে । সমানতায় আসলেই এক দুইয়ের মনের সঙ্কল্পকে সহজেই ধরতে (catch করতে) পারবে । এইজন্য শুধুমাত্র সঙ্কল্পে কন্ড্রোলিং পাওয়ার দরকার । আপন সঙ্কল্পে যেন কোনো মিক্সচটী অর্থাৎ মিশ্রিত কিছু না থাকে ।

স্লোগান :- ঈর্ষা আর অপ্রাপ্তির কারণ হলো ইচ্ছা, যেখানে সর্ব প্রাপ্তি সেখানে আছে প্রসন্নতা ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার দক্ষিণ-হস্ত (সুযোগ্য সহকারী) হতে গেলে, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই ন্যায্যপরায়ণ ও নিরপেক্ষ হও। সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো।"

প্রশ্ন :- আমাদের কোন এমন সংস্কার যার কারণে সেবার কাজে খুব বিঘ্ন সৃষ্টি করে ?

উত্তর :- জীবন যাত্রার ভাব, স্বভাবের কারণে নিজের ভিতরে দ্বৈত মতের যে সংস্কার তৈরী হয়, সেই কারণে সেবার কাজে যথেষ্ট বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এই দ্বি-মতের জন্য অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তখন ক্রোধের ভূত এমনই পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ভগবানকেও রেয়াত করতে চায় না। এই জন্যই বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, যদি এমন কোনো সংস্কার তোমাদের থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই বর্জন করো।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ। (তোমাদের ভাগ্যকে জাগ্রত করতেই এসেছি.....।)

ওম শান্তি। মিষ্টি-মিষ্টি রুহানি (ঈশ্বরীয়) বাচ্চারা, তোমরা গীত তো শুনলে। রুহানি বাচ্চারা- শিববাবা, যিনি সর্বোত্তম (রুহ) পরম-আত্মা, ওনার সন্তানেরা অর্থাৎ আত্মারা শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা এই গীত শুনলো। অতএব এখন তো সেই বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। যদিও এর জন্য প্রচুর পরিশ্রমও করতে হবে। বারে বারে প্রতিটি মুহূর্তেই, নিজেকে আত্মা ভেবে, এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যেহেতু এটা হচ্ছে গুপ্ত প্রচেষ্টা। বাবা নিজেও যেমন গুপ্ত, তাই সে পরিশ্রমও তিনি গুপ্ত ভাবেই করান। বাবা স্বয়ং এসে বলছেন, বাচ্চারা- তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে কল্পের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো আবার সতোপ্রধান হয়ে যাবে। আর বাচ্চারাও তা জানো যে, আমরাই একদা সতোপ্রধান ছিলাম, আবার সেই আমরাই এখন তমোপ্রধান হয়েছি। তাই আবার অবশ্যই সতোপ্রধান হতেই হবে। গীতের মাধ্যমেও তাই জানাচ্ছেন -আমাদের যে ভাগ্য হারিয়ে গেছে- তা আবার ফিরে পাবার প্রয়াস ও ব্যবস্থা করছেন এক ও একমাত্র সর্বশক্তিমান এই বাবা। তিনিই সবাইকে পবিত্র-পাবন বানান। বাবা বলেন, "হে রুহানি বাচ্চারা, এখানে তো তোমরা ভাগ্য গড়তেই এসেছো। ছাত্ররা বিদ্যালয়ে ভাগ্য তৈরি করতেই তো যায়। কিন্তু তারা তো তখন ছোটো বাচ্চা। কিন্তু তোমরা তো আর ছোটো নও, তোমরা তো পরিণত, বয়স্ক। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলছো। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার অতি বৃদ্ধজনও আছেন। বৃদ্ধাবস্থা থেকে কম বয়সেই পড়াশোনা ভালো হয়। কম বয়সে বুদ্ধিও তরতাজা ও তীক্ষ্ণ থাকে। এই কথাটা বোঝা সবার জন্যই খুব সহজ। তোমার শরীরটা বড়, আর ওরা তো শিশু, তাই সবটুকু সেভাবে বুঝতে পারবে না, কেননা এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়গুলি যথেষ্ট ছোটো। স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ এই সব কথা কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। আত্মা তো বিন্দু-স্বরূপ। শরীর বেড়ে যায়, কিন্তু আত্মা সেই এক রকমই থেকে যাবে। তা কখনো ছোট বা বড় হয় না। সেই আত্মার সুবুদ্ধির জন্য বাবা কস্তুরীর মতো সুন্দর উপহার দিচ্ছেন, কারণ এখন যে বুদ্ধি সম্পূর্ণ ভাবেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আত্মশুদ্ধি হচ্ছে আমাদের। তাই এইসব চিত্র, দৃশ্য বা চিত্রনাট্য অন্যদেরকে বোঝাতে খুব সাহায্য করবে। ভক্তি মার্গে দেবতাদের সামনে মাথা নত করে পূজো করতে হয়। ইতিপূর্বে তোমরাও অন্ধ-বিশ্বাসী হয়ে তাই করত। শিবের মন্দিরে যখন যেতে,

তখন কি তোমরা জানতে যে, কে এই শিববাবা। যেই বাবার থেকে পূর্বে নিশ্চয়ই আশীর্বাদী বর্ষা (অধিকার) পেয়ে এসেছো, তবেই না ওনার এত মহিমা কীর্তন করতে পারছো। কেউ যদি কোনও মহৎ কাজ করে থাকে, তাহলেই তো তার মহিমা গুণকীর্তন করা হয়। অতএব শিববাবারও মোহর (স্ট্যাম্প) বানানো উচিত। "শিববাবাই হলেন গীতার সারাংশ..."। তাই এই মোহর (স্ট্যাম্প) সহজেই ওনার উদ্দেশ্যে তৈরি হতেই পারে। যেহেতু এই বাবা প্রত্যেকেই সুখ প্রদান করেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সুখধামের মালিকে (অধিকারী) পরিনত করি। বুদ্ধজনেরা এটা তো বুঝতেই পারে যে, আমরা শিববাবার কাছেই এসেছি, যিনি বিচিত্র (আকার বিহীন)। যিনি এই চিত্রে (ব্রহ্মার তনুতে) প্রবেশ করেছেন। নিরাকার কেই বিচিত্র (বিদেহী) বলা হয়। তাই বুদ্ধিতে এটা থাকা উচিত যে আমরা সেই শিববাবার কাছেই যাই। যিনি সাময়িক ভাবে এই চিত্র (আকার বা তনু) ধারণ করে আছেন। যিনি পতিতদের পবিত্র বানিয়ে মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। অথবা শান্তিধাম, মুক্তি ধামের বাসিন্দা বানিয়ে দেন। মনুষ্যরা শান্তির জন্য কতই প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু ভগবানকে পেলেই তো প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সুখ পাবার জন্য তারা এত পুরুষার্থ করে না। তাদের আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র বাবার কাছে আপন ঘরে গেলেই ভগবানকে পাবো। এই সময় প্রত্যেকেই মুক্তির ইচ্ছা মনে পোষণ করে থাকে। কিন্তু একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জীবন মুক্তি পেতে পারো। বাকি অন্যেরা সবাই তো জীবন মুক্তির আশায় থাকে। যেহেতু জীবন মুক্তির পথ প্রদর্শক অন্য আর কেউই নেই। লোকেরা সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে যায় শান্তির খোঁজে। সেখানে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মনের শান্তি কেমন করে পাবো- কিন্তু যারা সেই পথ প্রদর্শক, তিনিও তো সেই মুক্তির খোঁজেই বেরিয়েছেন। মোক্ষ ব্যাপারটা কি - বুদ্ধিতে সেই ধারণাটাই তো নেই। অস্বস্তিতে, শেষে না পেরে তারা বলেন যে, মুক্তির পথে যাওয়াই ভালো। বাস্তবে মুক্তিধাম তো হলো আত্মাদের থাকার স্থান। এই যে এতো সেন্টার, কত বাচ্চারা আছে, তারা সবাই জানে যে, আমরা নতুন দুনিয়ায় (সত্যযুগের স্বর্গরাজ্যে) রাজ্য-ভাগ্যের অধিকারী হবো। এই বাবাই আমাদেরকে সেই নতুন দুনিয়ার রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন। কিন্তু কোথায় সেই রাজ্য দেবেন ? তা কি নতুন দুনিয়ায় না এই পুরোনো দুনিয়ায় দেবেন ? বাবা বলেন, আমি তো কেবল সঙ্গমেই আসি। আমি না সত্যযুগে আসি আর না তো কলিযুগে আসি। এই দুই যুগের মধ্যকালে আসি। যেহেতু এই বাবাকেই তো সবার সদগতি করতে হবে। তাই না ? এমনটা তো হতে পারে না যে, আমাদেরকে দুর্গতির মধ্যেই ছেড়ে চলে যাবেন। সদগতি আর দুর্গতি দুটো তো আর একসাথে থাকতে পারে না। বাচ্চারা তো জানেই, এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যবাহী। এই জন্যই তো পুরোনো দুনিয়ার প্রতি মোহ থাকা ঠিক নয়। বুদ্ধিতে তো এটাই আসে যে, বর্তমানে আমরা সঙ্গম যুগেই আছি। আর এই দুনিয়ার পরিবর্তন তো হতেই হবে। আর এখন তো বাবা স্বয়ং এসেছেন, বাবা নিজেই তা বলেন - - - আমি কল্পে কল্পে প্রতি সঙ্গম কালেই আসি। তোমাদের দুঃখ দূর করে হরির-দ্বারে নিয়ে যাই। এসব অবশ্য জ্ঞানের কথা। হরিদ্বার মানে কৃষ্ণের দ্বার অর্থাৎ কৃষ্ণপুরী বলা হয় যাকে। তারপরে আছে লক্ষ্মন ঝুলা। কিন্তু আগে তো হরিদ্বারই আসবে। সত্যযুগকেই হরির-দ্বার বলা হয়। তার পর রাম, লক্ষণ ইত্যাদি সবাইকেই দেখানো হয়। আসলে এই সব ঘটনা তো ছিলই না। এ সব মনগড়া ঘটনা। রামেরা কত ভাই বলা হয়েছে ! (সত্যযুগে) ৪ ভাই তো হয় না। ৪--৮ ভাই তো এখন (কলিযুগে) হয়। যার এক দিকে থাকে ঈশ্বরীয় সন্তানেরা আর অপর দিকে থাকে আসুরী সন্তানেরা। এখন তোমরা জেনেছো যে শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করছেন। শিববাবা হলেন বাবা আর ব্রহ্মা হলেন দাদা। যিনি আবার প্রজাপিতাও (প্রজাদের পালক) বটে। আর উনি (শিব) আত্মাদের পিতা, যা অনাদি কাল থেকেই চলে আসছে। উনিই এই সময় কালে ব্রাহ্মণদের রচনা করান। কিন্তু

তার মানে এমন নয় যে শিববাবা শালিগ্রাম এর রচনা করেছেন। না, শালিগ্রাম (আত্মা) তো আগে থেকেই অবিনাশী। বাবা এসে তাদেরকে পবিত্র করেন মাত্র। যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মা পবিত্র হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শরীর কেমন করে পবিত্র হবে? আমাদের আত্মারা যখন পবিত্র ছিলো তখন আমরাও সতোপ্রধান ছিলাম। আর এখন আমরা অপবিত্র, তমোপ্রধান হয়েছি, আবার তাহলে সতোপ্রধান কেমন করে হবো। এটা তো অতি সহজেই বোধগম্য। তোমাদের আত্মায় ময়লা-খাদ (দূষণ) ভরে যাওয়ায় পতিত ও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন আবার তোমাদেরকে সতোপ্রধান হতে হবে। জাগতিক হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে সবাইকেই শান্তিধাম বা সুখধামে যেতে হবে। আত্মারা নিরাকারের ঘর থেকে কেমন করে আসে, তারই স্মরণে, খুঁটানরা গাছে আলো দিয়ে সাজিয়ে তাকে মনে করে। তোমরা জানো যে এখানে অনেক ধর্ম আছে, তাদের আলাদা আলাদা শাখাও আছে। আবার ওখান থেকে আত্মারা ক্রমিক অনুসারে ক্রমান্বয়ে কেমন করে নীচে আসে- তার জ্ঞানও তোমরা প্রাপ্ত করেছো। আমাদের আত্মাদের ঘর শান্তিধামে। এখন তো সঙ্গম। ওখান থেকে সব আত্মা এসে গেলেই, তারপর আবার সবাই মিলে সেখানেই যাবো। প্রলয় কিন্তু হবার নয়। তোমরা জানো যে, আবার আমরা বাবার কাছে ভাগ্য তৈরি করার জন্য ও স্বরাজ্য নিতেই এসেছি। এটা শুধু কথার কথা নয়। স্মরণের যোগ দ্বারাই আশীর্বাদী বর্ষা (অধিকার) পাওয়া যায়। বাবা বলেন - দেহ সহিত দেহের সম্পর্কিত সব সম্পর্ক, বন্ধু, আত্মীয় ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই ভুলে যাও। এগুলি সব আকার (চিত্র), আর (আত্মা) আকার বিহীন (বিচিত্র)। আকার বিহীন তাকেই বলা হয় যাকে দেখা যায় না। এই সব খুবই সূক্ষ্মকথা। আত্মা কত ছোট আকারের। তাকেই তো বারে বারে কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হয়। যা অন্যদের কারো বুদ্ধিতে এই কথাগুলি আসে না। প্রথমে তো বুদ্ধিতে এটাই ধরে রাখতে হবে যে, আমরা আত্মা, আর উনি (শিব) আমাদের বাবা। ওনাকেই আমরা পতিত-পাবন, হে, ভগবান বলে স্মরণ করি। তাই অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। আর স্মরণ তো ঐ একজনকেই করতে হবে। ভগবানকে স্মরণ করলে নিশ্চয়ই ওনার থেকে কিছু প্রাপ্তি তো হবেই। তাহলে এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ধাক্কা খেতে যাবে কেন ! ভগবানকে তো পরমধাম থেকে এখানে আসতেই হবে। আমরা তো আর সেখানে যেতে পারব না। কারণ আমরা যে পতিত হয়ে আছি। পতিতেরা ওখানে যেতে পারে না। এসব জেনে এখন তোমরা খুব আশ্চর্যই হচ্ছে। ভক্তি-মার্গের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ও কেমন আশ্চর্য জনক। সবাইকেই সেই এক ভগবানকেই স্মরণ করতে হয়। কেউ বলে- হে ঈশ্বর, কেউ হে পরমপিতা, আবার কেউ oh god father.(ও ঈশ্বরীয় পিতা)। যখন জানোই যে উনি একক ও একমাত্র, তাহলে আবার অন্য দিকে ধাক্কা খেতে যাও কেন ! সেই তিনিই যিনি অসীমে থাকেন। আর এই সবই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের মধ্যে গাঁথিত আছে, এবং সেই অনুযায়ী ভক্তি করা হয়- যা একদম অবুঝ ভাবে। কিন্তু, এখন আবার তোমরা অনেক বিচক্ষণ হয়েছো। শ্রীমত অনুসারে যারা চলে, একমাত্র তারাই বিচক্ষণ হতে পারে। তখন তাদের জ্ঞানের প্রতিভাকে কেউ ঢেকে রাখতে পারে না। যেহেতু তার সব কিছুই সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্মই প্রমাণ করে। বাবা বলেন - আমি তো দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা। সেখানে আমার বাচ্চাদেরও তো কত মিষ্ট-স্বভাবের (ভালো) হতে হবে। তোমাদেরকেই তো বাবার দক্ষিণ-হস্ত (সাহায্যকারী) হতে হবে। এই রকম বাচ্চাই বাবার খুব প্রিয় হয়। তাই তো তোমরা বাবার সাহায্যকারী হতে পারো। তোমরা তো জানোই, বাম হাত দিয়ে অনেক কিছু কাজ করা যায় না। কেননা ডান হাতই সঠিক ভাবে (ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ) কাজ করে। এই জন্যই তো ডান হাত দিয়ে শুভ কাজ করা হয়। পূজোও সব সময় ডান হাত দিয়েই করা হয়। তাই বাবা বলেন, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই সুদক্ষ হও। এমন বাবাকে যখন পেয়েছো সেখানে তো কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা আরও

বলেন, মামেকম্ (আমাকেই) স্মরণ করো, তাহলেই অস্তিমে সুখদায়ী গতি হবে । মত আর গত, অথবা গতি করার মতি- একই তো হলো। গীতেও তা গাওয়া হয় ... ঈশ্বরের মতিগতি একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। পতিত-পাবনও একমাত্র উনিই। উনিই একমাত্র জানেন, মনুষ্যগণকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে দুর্গতি থেকে সদগতি কেমন করে প্রাপ্ত করাতে হয়। ভক্তি-মার্গে তো কত শত পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু তাতে তো আর সদগতি হয় না, ফল কিছুই পাওয়া যায় না। যেহেতু সেই সদগতিদাতা তো এই একমাত্র বাবাই। ভক্তি-মার্গে ভক্তি সহকারে যে যেমন ভাব নিয়ে পূজা করে, তাকে তেমন ফল- আমিই দিয়ে থাকি। এটাও অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের মধ্যে গাঁথা আছে। যার যে ফল, সেই ফল সে নিজেই প্রাপ্ত করে, - - - নিজের পুরুষার্থ দ্বারা । এখন বাম্বাদের নিজেদেরকেই পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। তাই বাবা বার বার বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাম্বারা, এই এক বাবাকেই কেবল স্মরণ করো। তিনিই সর্ব-শক্তিমান, অলমাইটি অথরিটি-সব কিছুই অধিকারীসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য। কত ভালো ভাবে যোগ্য তৈরি করেন আমাদের । তোমরা তো এ সব জেনেই গেছো, তাই এবার বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী বর্ষা (অধিকার) নিতে পারছো। রচয়িতা আর রচনা দুটোরই জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা তো জানতেই- এই জ্ঞান পূর্বে তো আমাদের ছিল না। যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি করা, শাস্ত্র পড়া, এই সবই হচ্ছে শাস্ত্রের জ্ঞান। যাকে ভক্তি বলা হয়। যার মধ্যে কোনও লক্ষ্য উদ্দেশ্য, দিশা ইত্যাদি কিছুই নেই। পড়াশোনাতেও তো উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি থাকে। কোনও না কোনও জ্ঞানও তো থাকে তাতে। কিন্তু, আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র হবার জ্ঞান- এই এক পতিত পাবন বাবাই দিয়ে থাকেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের- এই সব জ্ঞানই বাবা দিয়েছেন। এই সৃষ্টির চক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, এতে সবাই তাদের নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনেতা । এই ভাবেই এই অবিনাশী অনাদি নাটক তৈরী করা আছে। এই অসীম বেহদ-এর (আলৌকিক) জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকা দরকার । বাম্বারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সময়ের দিকেই যাচ্ছি। তোমরাই এখন দেবতায় পরিনত হতে যাচ্ছো। এটাও বোঝা দরকার যে, আদি সনাতন ধর্মই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। যাকে পরিবর্তন করে হিন্দু ধর্ম বলে প্রচার করা হয়। আস্তে আস্তে এসব রহস্যের কথাও বুঝতে পারবে তোমরা। এর প্রচারে বাম্বাদেরও জমায়েত হওয়া উচিত। যার জন্য অনেক বাম্বাদের দরকার। দিল্লিতেও সভা-অধিবেশন, কনফারেন্স ইত্যাদি করা উচিত। দিল্লিকেই পরীস্থান বলা হয়। এখানেই যমুনা নদীর উপকন্ঠ ছিল, তখনও দিল্লি-ই ছিল রাজধানী। যা পরে অনেকেরই হাত বদল হয়েছে। দেবতাদের রাজধানীও এখানেই ছিল। তাই তো দিল্লিতেই খুব বড় আকারের কনফারেন্স হওয়া উচিত। কিন্তু মায়া এমনই -যা করতেই দেয় না। সর্বদাই বিপ্লবের সৃষ্টি করে। আজকাল তো লোকেদের হাবভাব-স্বভাব নানা প্রকারের হয়ে গেছে। তাই বাম্বাদেরকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেবার কাজে যুক্ত হতে হবে। যেহেতু অন্যেরা নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে থাকে না- তাই তাদের রাজত্বেরও স্থায়িত্ব থাকে না। পার্টি দু-ভাগ হয়ে যায়। আর তখন প্রেসিডেন্ট কেও সরিয়ে দেয়। এই দ্বিমতই বড় ক্ষতিকারক। তারপর তো তারা ভগবানেরও মোকাবিলা করতে ছাড়ে না। ফলে তাদের ক্ষয়-ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। ক্রোধের ভূত মাথায় ভর করলে, তখন যা সব করে, সে কথা জিজ্ঞাসা না করলেই ভাল। তাই বাবা বলেন, তুমি জানো আর তোমার কর্ম জানে। বাবা বাম্বাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য - অন্তের জ্ঞান জানিয়েছেন। এবার সেটা কেউ ধারণ করুক আর নাই করুক, সেটা তার পুরুষার্থ উপর নির্ভর করবে। কিন্তু এমনটা তো আর হবে না যে, বাবা সবাইকেই একই সমান আশীর্বাদ বা কৃপা করবেন। এখানে কৃপা, ইত্যাদি পাবার যোগ্য হওয়া চাই। যা চাইবার দরকার পড়ে না। বাবা বলেন যে, প্রেরণার দ্বারাই যদি যোগ আর জ্ঞান শেখানো যেত,

তাহলে আমি এই কলুষিত দুনিয়ায় আসবোই বা কেন ? প্রেরণা, আশীর্বাদ এই সব তো ভক্তি মার্গের কথা। কিন্তু, এখানে তো পুরুষার্থ করতে হবে, প্রেরণার কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা তো তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছ একসাথে। জাগতিক রীতিতে বাবা আলাদা, শিক্ষক আলাদা, পরে গুরুকে পাওয়া যায়। এখানে তো এই তিনটির সমন্বয় একসাথে রয়েছে। বাবা বলেন, আমিই তোমাদের পূজ্য বানাই, তারপর তোমরা নিজেরাই পূজারী হয়ে যাও। খুব যুক্তি সহকারে এর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে তোমাদেরকেই। এমন যেন না হয় যে, এ কথা শুনে কেউ যেন আবার অজ্ঞান না হয়ে যায়। সর্ব প্রথমে প্রধান হবে দুজন বাবার বিষয়টা। ভগবানই আমাদের বাবা। ওনার জন্মদিন শিব জয়ন্তী তিথি এই ভারতেই পালন করা হয়। তাই উনি ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। যেহেতু একদা এই ভারতই স্বর্গরাজ্য ছিলো। যা এখন নরকের রাজ্যে পরিণত হয়েছে, আর তাই মহা বিনাশের নিমিত্তে মহাভারতের যুদ্ধও দোরগোড়ায় উপস্থিত। বাবা নিশ্চয়ই সেই নূতন দুনিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছেন। বাবার শ্রীমতের অনুসরণ করেই আমরা ভারতকে আবার পবিত্র পাবন ভারতভূমি হিসাবে গড়ে তুলবো। আচ্ছা!! মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ-সুমন ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। আর রইলো সুপ্রভাত। রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার ।

. ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা যেমন দুঃখ-হতা, সুখ-কর্তা, বাচ্চাদেরকেও তেমনি বাবার মতনই হতে হবে। খুব মিষ্ট-স্বভাবের হতে হবে। সর্বদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে বাবার দক্ষিণ-হস্তের মতো সাহায্যকারী হতে হবে।

২) কখনো দ্বিমতের মধ্যে আসবে না। জীবন যাত্রার ভাবে-স্বভাবে এর প্রভাব পড়ে। নিজেদের মধ্যে একে অপরের মোকাবিলা করবে না। ক্রোধের ভূতকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

বরদান :- নিমিত্ত হয়ে থাকা আত্মাদের দ্বারা কর্মযোগী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করার যোগ্য মাস্টার বরদাতা ভবঃ (হও)।

যখন কোনো প্রকার জিনিস সাকার রূপে দেখা হয়, তখন সেটা খুব শীঘ্রই গ্রহণ করতে পারা যায়। এই জন্যই নিমিত্ত হয়ে থাকা যে সব আত্মারা আছেন তাদের সেবার কাজ, ত্যাগ, স্নেহ, সেবার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ বাস্তবিক কর্মধারা দেখে যে প্রেরণা পাওয়া যায় সেটাই বরদান হয়ে যায়। আবার নিমিত্ত হয়ে থাকা আত্মাদের কাজ কর্মের এই সব গুণ দেখে যে ধারণা তৈরি হয়, তাতে সহজে কর্ম যোগী হবার বরদান প্রাপ্ত হয়। যিনি এমন সব বরদান প্রাপ্ত করে থাকেন তিনি স্বয়ং মাস্টার বরদাতা হয়ে যান।

স্লোগান :- নাম কে কেন্দ্র করে সেবা কর্ম করা, অর্থাৎ উচ্চ পদকে পিছনে ঠেলে দেওয়া- সেই নামের আশায়।

" মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছ , তোমরা প্রকট হয়েছে এই রুহানি সেবাকাজের জন্য । "

প্রশ্ন :- সত্যিকারের বিশ্বাসী পুরুষার্থী বাচ্চাদের চিহ্ন কি হবে ?

উত্তর :- বিশ্বাসভাজন বাচ্চারা কখনো নিজেদের ভুলকে লুকাবে না । সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভুলের কথা বাবাকে শোনাবে । এইসব বাচ্চারা খুবই নিরহংকারী হয়, তাদের বুদ্ধিতে সবসময় থাকে যে আমরা যেমন কর্ম করবো তেমন ফল পাবো । তারা কোনোরকম সেবাবিরোধী কাজের কথা কখনো বলবে না । সবসময় নিজের সেবাকাজেই তারা লেগে থাকবে । তারা কারোর অপগুণ দেখে নিজেরা মাথা খারাপ করবে না বা বিরক্ত হবে না ।

গীত :- ধৈর্য ধর হে মানব

ওম্ শান্তি । মিষ্টি--মিষ্টি রুহানি বাচ্চাদের রুহানি বাবা ধৈর্য ধরতে বলছেন । যেমন ভাবে লৌকিক বাবাও নিজের বাচ্চাদের ধৈর্য ধরতে বলেন । কোনো সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে লৌকিক বাবা তাদের আশ্বাস বা ভরসা দেন । তোমাদেরও এই যে বিকারের অসুখের দুঃখের দিন বদলে সুখের দিন আসবে । লৌকিক বাবা লৌকিক ভরসা বা আশ্বাস দেন । আর ইনি হলেন বেহদের শিব বাবা । তিনি সন্তানদের বেহদের ধৈর্য্য প্রদান করেন । বাচ্চারা, এখন তোমাদের সুখের দিন আসছে । আর সামান্য কিছুদিনই আছে । এখন তোমরা বাবার স্মরণে থাকো এবং অন্যকেও বাবাকে স্মরণ করা শেখাও । কেননা তোমরাই হলে শিব শক্তি । শিব বাবার এই শক্তি সেনা আবার নতুন করে প্রকট হয়েছে । এই গোপীরাও হলেন আত্মা । এরা সবাই শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করে । তোমরাও এই শক্তিগ্রহণ করো । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন যে এখানে কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো কথা নেই । বাবার স্মরণে থেকে বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করো । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা শক্তিমান হতে পারবে । শিবের শক্তিসেনারা এতোখানি শক্তিমান ছিলো যে তারা পুরোনো দুনিয়াকে বদলে নতুন দুনিয়ার নির্মাণ করেছিলো । তোমরা জানো যে তোমরা এই যোগবলের দ্বারাই পুরোনো দুনিয়ার বদল করাও । আগুলের দ্বারাও মানুষ ওপরের দিকে দেখিয়ে ইশারা করে যে ভগবানকে বা আল্লাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা এখন জানে যে বাবার এই স্মরণের দ্বারাই এই পাথরের পাহাড়রূপী পুরোনো দুনিয়া বদল হয়ে যাবে । এখন তোমরা পরীক্ষান স্থাপন করছো । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন - তোমরা খুব প্রদর্শনী করো, এই প্রদর্শনী নিয়ে তোমরা অনেক পরিশ্রম করো,যে সময় পাও এই সেবা আরো ভালো করে শেখো । এতো খুবই সহজ । বাচ্চারা সব ধরনের শিক্ষাই প্রাপ্ত করে । প্রত্যেকের নিজেদের কর্মের হিসাব আছে । কন্যাদের কর্ম খুবই ভালো হয় । যে সব কন্যাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারা বলে এইসময় আমরা যদি কুমারী কন্যা হতাম তাহলে আমাদের কোনো ধরনের বিঘ্ন থাকতো না, আমরা স্বাধীন হতাম । কুমারী কন্যারা তো সম্পূর্ণ স্বাধীনা কিন্তু অনেকেরই খারাপ সঙ্গের কারণে ক্ষতি হয়ে যায় । স্ত্রীদের পুরুষ আর বাচ্চাদের নিয়ে কতো শৃঙ্খল থাকে, নিয়ম কানূনেরও কতো বন্ধন থাকে । কিন্তু কুমারী কন্যাদের কোনো বন্ধন থাকে

না । এখন বোম্বের কন্যারাও তৈরী হচ্ছে । তারা বলে যে আমাদের জায়গাকে আমরা নিজেরা সামলাবো । সবাই তাদের নিজেদের জায়গার জন্য কতো পরিশ্রম করে । কেউ বলে আমার গুজরাট , কেউ বলে আমার ইউ. পি..... কিন্তু তোমরা এখন স্বরাজ্য অধিকারী হচ্ছে, তাই আমি অমুক বা আমি অমুক প্রান্তরের এমন কথা যেন তোমাদের মধ্যে না থাকে । কারোর উপর তোমাদের ঈর্ষা যেন না থাকে । কারোর অপগুণ দেখে তোমাদের মাথা যেন খারাপ না হয় বা তোমরা যেন বিরক্ত না হও । নিজেদের দেখো যে তোমরা কতোজন আত্মাকে , কতোজন ভাই - বোনকে সুখের রাস্তা দেখিয়েছে । যদি তাদের রাস্তা না দেখাতে পারো তাহলে কোনো কাজই হবে না । তাহলে তোমরা বাবার হৃদয় আসনে বিরাজ করতে পারবে না । বাপদাদার হৃদয়ে বিরাজ করতে না পারলে তোমরা সিংহাসনের অধিকারীও হতে পারবে না । বাবা জানেন যে কোনো কোনো বাচ্চাদের সেবা করার অনেক শখ থাকে । তাদের দেহ অভিমান বলতে গেলে থাকেই না । আবার কেউ কেউ তো খুবই অহংকারী হয় । তারা ভাবে যে তারা নিজেকে নয় বাবাকে দয়া করেছে । কখনোই কারোর অপগুণকে তোমাদের দেখা চলবে না । অমুকে এমন , সে এমন এমন কাজ করে এই কথা বলাও চলবে না । আজকাল এমন অনেকে আছে যারা একে অপরের সেবার নিন্দা করে । অমুকে এই করছে , সেই করছে বলতে থাকে । আরে , তুমি তোমার কাজ করো । ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কাজই হলো সেবাকাজে লেগে থাকা । বাবা এখানে আছেন এবং বাবার কাছে সমস্ত খবর আসে । প্রত্যেকের আবস্থা সম্বন্ধে বাবা সচেতন । প্রত্যেকের সেবা দেখে বাবা তাদের মহিমাও করেন । বাচ্চাদের মধ্যে এই সেবার খুব শখ থাকা দরকার । এই ঈশ্বরীয় সেবা কাজের মাধ্যমে প্রত্যেকেরই নিজেদের কল্যাণ করতে হবে । লৌকিক জগতের কাজকর্ম , ব্যবসা ইত্যাদি তো জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমরা করে আসছো । এই এই সেবা কাজ কোনো কোনো বিশেষ জনই করতে পারে । এই সেবার নিয়ম বাবা খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে বলেন । কোনদিনই তোমরা অপরের নিন্দা করো না । এমন নিন্দা কিন্তু অনেকেই করে । খুব বড় বড় মহারথীরাও এই মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হয় । বাবাকে স্মরণ না করলে এই মায়া তোমাদের গ্রাস করবে । বাবাও বলেন -যেহেতু আমি সাধারণ মানুষের শরীরে আসি তাই অনেকেই চিনতে পারে না । ব্রহ্মাবাবাকেও তারা মত দেয় যে এমনভাবে বা এইভাবে করতে হবে । তারা এমন ভাবে যে বাবা কিছুমাত্র অন্য কিছু করলেই বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে । তারা বাবাকেও নিজের মতামত জানায়া প্রবাদ আছে না যে ইঁদুর যখন হলুদের বস্তায় ঢোকে তখন সে নিজেকে কেউকেটা বা বড় ব্যবসায়ী বলে মনে করে । তাই এই ধরনের বাচ্চারা ভাবেই না যে তাদের ডিসসার্তিস হয়ে যাচ্ছে । ভুল তো অনেকেরই হয়ে যায় । কখনো নিজের স্থিতি উপরে কখনো বা নীচে হয়ে যায় । প্রত্যেকেই তোমরা নিজের আবস্থাকে দেখো । যারা বিশ্বাসী বাচ্চা তারা নিজের আবস্থাকে দ্রুত বদলাতে পারে । আবার কেউ কেউ নিজের ভুলকে লুকিয়ে যায় । তাই এই কথাকে প্রকাশ করতে গেলে নিরহংকারী হওয়ার প্রয়োজন । এই সেবাকে এগিয়ে নেবার জন্য নিজেদের সচেত্ব হতে হবে । সবসময় এই কথা খেয়াল রাখতে হবে যেমন কাজ আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেরা অনুপ্রাণিত হবে । আমি যদি কারোর নিন্দা করি তবে আমাকে দেখে অন্যেরাও সেই কাজ করতে থাকবে । অনেকেরই এইসব কথা খেয়াল থাকে না । বাবা বুঝিয়ে বলেন যে তোমরা এখন সেবা কাজে লেগে যাও । না হলে পরবর্তীকালে অনেক পন্থাতে হবে । অনেক শত্রুও এখানে তৈরী হয় । তোমরা এখন শূদ্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তৈরী হয়েছে । যাদের মধ্যে পাঁচ বিকার থাকে তারা আসুরী সম্প্রদায়ের হয় । আর তোমরা হলে দৈবী সম্প্রদায়ের । তোমরা দেবতা হওয়ার জন্য এই বিকারের উপর বিজয় পাওয়ার চেষ্টা করছো । এখানে তো কেউই দেবতা নয় । দেবতারা থাকে সত্যযুগে । তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে । করতে হবে ।

সমস্ত কাজকর্ম থেকে কিছুটা সময় বার করে তোমাদের এই সেবা কাজে সময় লাগতে হবে। এমন নয় যে তোমরা বলবে যে সময় পাও না। তোমাদের বাচ্চাদের এখন সকলকে বোঝানোর জন্য সুযোগ মিলেছে। প্রদর্শনীতে গিয়ে তোমরা সকলকে বোঝাও। প্রদর্শনী আর মেলাতে সকলের অবস্থান সম্বন্ধে বোঝা যায়। প্রজেক্টের দিয়ে তো সকলকে বোঝানো যাবে না। সামনে বসে বোঝালে সকলেই বুঝতে পারবে। প্রদর্শনী বা মেলা খুবই ভালো জিনিস, সেখানে তোমরা লিখেও বোঝাতে পারো। এই প্রদর্শনী বা মেলার শখ তোমাদের থাকা চাই। রোজ যদি তোমরা পড়া অভ্যাস করো তাহলে তোমাদের এই নেশা বাড়তে থাকবে। যারা বন্ধনে থাকো, তারা যদি ঘরে বসেও বাবাকে স্মরণ করো তাহলেও তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ঘরে বসেও বাবাকে স্মরণ করা খুবই ভালো। কিন্তু এই স্মরণ করাও বাচ্চাদের পক্ষে মাঝে মাঝে খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। যে বাবার থেকে তোমরা ২১ জন্মের বর্ষা বা স্বর্গের অধিকার পাও তাঁকেই তোমরা সঠিকভাবে স্মরণ করো না। খুব বড় বড় মহারথী যারা খুবই ভালো ভাষণ দিতে পারে তারাও অনেক সময় বাবাকে সঠিকভাবে স্মরণ করে না। তারা ভোরবেলাও ওঠে না। বা উঠলেও বাবার স্মরণে বসে ঝিমতে থাকে। বাবাকে স্মরণ করার জন্য এই ভোরের সময় খুবই ভালো। ভক্তিমার্গেও এই ভোরে উঠে ঈশ্বরকে স্মরণের প্রথা প্রচলিত। তবে ভক্তিমার্গে সবারই উত্তরতি কলা। আর এখানে তো সবই ওপরে ওঠার কথা। মায়া তোমাদের সামনে কতো বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে। যদি তোমরা ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ না করো তাহলে তোমাদের ধারণাও তৈরী হবে না আর তোমাদের বিকর্মও বিনাশ হবে না। বাকি মুরলী পড়া সে তো ছোটো বাচ্চারাও শিখে বুঝিয়ে দিতে পারে। তবে এই পড়া বড়দের জন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয় কতো বড়। তোমাদের কে পড়ান এই নেশাও বাচ্চাদের থাকে না। মায়া যদি কাউকে ধোকা দেয়, তবে তাকে না দেখে নিজের সেবায় লেগে যাও। বাবার কাছে সব খবরই আসে। কেউ কেউ দেহ অভিমানে এসে অন্যকে দেখতে থাকে, তার কাজের ভুল ধরে, তাদের নিন্দা করে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে। তোমাদের কাজই হলো এই সেবা করা। কোনো সমস্যা তৈরী হলে সমস্তকিছু বাবাকে সমর্পণ করো। পরচিন্তন কখনোই করো না। বাচ্চাদের দিন রাত এই সেবাতে লেগে থাকতে হবে। এটাই তোমাদের একমাত্র কাজ। প্রদর্শনীতে গিয়ে রোজ বোঝাও যে ইনি হলেন শিববাবা আর ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আগের কল্পেও প্রজাপিতা ব্রহ্মার গায়ন আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা এই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়। এমন নয় যে মানুষ এখানে একদমই ছিলো না। মনুষ্য সৃষ্টির রচনা অর্থাৎ মানুষকে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করা। ব্রহ্মার দ্বারা যখন সৃষ্টির রচনা হয়, তখন এই সৃষ্টি নিশ্চই উপরে রচনা হয় না। ব্রহ্মা তো এখানেই আছেন। বাবা কতো সহজ করে এই কথা বুঝিয়ে বলেন।

বাবা বলেন যে অনেক জন্মের শেষে আমি এই শরীরে প্রবেশ করে মানুষকে দেবতায় পরিণত করি। তাই বাচ্চাদের এই সেবাতে রাত দিন পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত কাজ থেকে কিছু সময় বার করে তোমাদের এই সেবাতে লেগে যেতে হবে। এমন নয় যে তোমরা সময় পাও না। অসুখ হলেও কি তোমরা বলবে যে সময় নেই পুরুষার্থ তোমাদের করতেই হবে। শুধুমাত্র প্রেরণা দিয়ে কিছুই হবে না। ভগবান প্রেরণা দিলেই কোনো কাজ হয় না, সেখানে মানুষের প্রেরণায় কি কাজ হবে। মানুষ ভাবে যে ভগবান কি না করতে পারে। মরা মানুষকেও বোধ হয় বাঁচাতে পারে। ভগবানকে তোমরা বলো যে, হে পতিত পাবন তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও, এর থেকে দ্বিতীয় কোনো কথা হতেই পারে না। অল্প মানুষই কেবলমাত্র বলে যে মৃত মানুষকে জীবন্ত করে দাও। বাবা হলেন পতিত পাবন। ভারত একদিন সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলো। বাবা বলেন যে আমি

কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পবিত্র বানাই। আবার মায়া এসে তোমাদের পতিত বানিয়ে দেয়। এখন আমি আবার এসেছি তোমাদের পবিত্র বানাতে। এ কতো সহজ সরল কথা। হাকিমেরা অনেক বড় রোগকে জরি - বুটি দিয়ে ঠিক করে দেয় তখন তাদেরও খুব মহিমা হয়। আবার কেউ কেউ সম্ভান লাভ করলে বা ধন প্রাপ্ত করলে বলতে থাকে যে গুরু কৃপা করেছেন। বাচ্চা মরে গেলেও মানুষ ভাবে যে এ আমার ভাগ্যে ছিলো। এই সব কথা এখন তোমরা বাচ্চার বুঝতে পার। সন্ন্যাসীরা পবিত্র জীবন যাপন করেন, তাই মানুষ তাঁদের খুব সম্মান করে। কিন্তু অনেকেই হঠযোগী আছেন, তারা রাজযোগ শেখাতেই পারেন না। তাঁরা সন্ন্যাসী আর তোমরা হলে গৃহস্থী তাই তোমাদের সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারী বলা যাবে না। বাবা বাচ্চাদের বলেন তোমাদের সম্পূর্ণভাবে বাবার কথাকে মানতে হবে অর্থাৎ মনমনাভব। অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হতে পারবে আর আমার সাথে যেতে পারবে। আমি তো সবসময় পবিত্র। মানুষ পতিত হয় আর আমি এসে তোমাদের পবিত্র বানাই। বাবা হলেন পবিত্রতা, সুখ আর শান্তির সাগর। তোমাদেরও এমনই হতে হবে তোমরা যোগবলের দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র বানাও। তোমরা জানো যে তোমরা সুদর্শন শরীর এবং নীরোগ শরীর প্রাপ্ত করবে। মানুষকে সত্যিকারের দেবতা হতে হবে। কেবলমাত্র দেবতাদের জামাকাপড় পড়লেই হবে না নিজের উপর পুরো নজর দিতে হবে। তোমাদের দেহ - অভিমান যেন না আসে। মনে যেন এই ভাব থাকে যে বাবা আমরা তো তোমার থেকে বর্ষা বা স্বর্গের অধিকার নিয়েই ছাড়ব। তোমরাও বল যে, আমরা ভারতকে শ্রেষ্ঠ আচরণ সম্পন্ন দুনিয়া বানিয়েই ছাড়বো। যারা নিশ্চতবুদ্ধিসম্পন্ন তারাই এই কাজ করতে পারবে। অনেকে আবার বলে যে এতো কম সময়ে এটা কি করে সম্ভব হবে। বাস্তবে কিন্তু তোমাদের এই সংশয় আনলে চলবে না। সংশয় এলে সেবা তোমরা ঠিকভাবে করতেই পারবে না। সময় কিন্তু খুবই অল্প আছে। তাই যতটা পারো তোমরা পুরুষার্থ করে নাও। সামান্য লড়াই বা হাঙ্গামা উপস্থিত হলে দেখো না কতো পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা তো বুঝতে পারো আমরা যদি বাবার স্মরণে সম্পূর্ণ না থাকি তাহলে সেই লড়াই বা হাঙ্গামার সময় আমরা তো টানাপোড়েনে পড়ে যাব না? সেই সময় তো অনেক বিপদ আপদ উপস্থিত হবে তাই বাবা বলেন, এখন তোমাদের স্মরণের শক্তিকে বাড়িয়ে যাও। এ হলো আত্মাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। বাবা কতো ভালো করে তোমাদের এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন। তোমাদের লক্ষ্য বাবার ঘর পরমধামে গিয়ে আবার নতুন দুনিয়ায় চলে আসতে হবে। এ খুবই সুন্দর দৌড় প্রতিযোগিতা। বাবা বলেন যে.....আমাকে ছুঁয়ে অর্থাৎ মূলবতনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের নতুন দুনিয়ায় চলে আসতে হবে। যারা যোগযুক্ত থাকবে তারাই প্রথমের দিকে আসবে। সবাই চায় মুক্তিধামে যেতে। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা সেখানে যেতে পারবে। মুক্তিধাম তো সকলেরই পছন্দ, তারপর তোমরা সকলেই আসবে এই দুনিয়ায় অভিনয় করতে। কেউই মোক্ষলাভ করে না। ঈশ্বরীয় ইতিহাসে মোক্ষ নামের কোনো শব্দ নেই। তোমরা এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাবে আর বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। এই রাবণরাজ্য থেকে তোমাদের মুক্তি পেতেই হবে আর যারা পুরুষার্থ করবে তারাই উঁচু পদ পাবে। তোমাদের বাচ্চাদের খুবই মধুর হতে হবে। তোমাদের স্বভাব খুবই মিষ্টি হতে হবে। তোমরা কিন্তু দুর্বাসার মতো ক্রোধী হবে না। রাজাঋষিদের মধ্যে অনেকেই এমন ক্রোধী ছিলেন। সবসময় নিজের মনকে প্রশ্ন করো যে আমি কি করছি। আমি যে কাজ করছি তাতে আমি কি পদ প্রাপ্ত করতে পারবো। যদি তোমরা সেবা না করো বা নিজের মতো অন্যকে না বানাও তবে তোমরা কি পদ প্রাপ্ত করবে। অল্পেই তোমরা খুশী হবে না। বাবা বলেন যে আমি এসেছি বাচ্চাদের সম্পূর্ণ বাদশাহী দিতে। তাই নিজেদের মধ্যে সাহস রেখে সব কাজ তোমাদের করে দেখাতে হবে। শুধু মুখে বললেই তো আর কিছু হবে না।

বাবার এই সেবাকাজে তোমাদের অস্থির ও বলিদান দিতে হবে। তোমরা চেষ্টা করো কিন্তু মাঝে মাঝে দেহঅভিমান আসার কারণে জাগতিক নেশা এসে যায় আর তোমাদের পতন হয়। মায়াও কিন্তু কম শক্তিশালী নয়। বাবার শ্রীমতে না চললেই মায়া তোমাদের আক্রমণ করবে আর তখন তোমরা বাবাকেই ছেড়ে দেবে। বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক বানান, তাই তোমাদের নিজের উপর দয়া আসা উচিত। বাবা খুবই সাধারণ রায় দেন। মায়ার তুফান তো তোমাদের উপর অনেক আসবে কিন্তু তোমাদের মহাবীর হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সেবা করার শখ মনে রেখে নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। কারোর সেবা বিরোধী কাজের কথা তোমরা বলো না। পরচিন্তন করে নিজের সময় নষ্ট করো না।

২) বিশ্বাসী আর নিরহংকারী হয়ে সেবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ভোরবেলা উঠে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের মুখের কথা আর কাজ যেন সমান হয়।

বরদান :- জ্ঞান আর যোগের শক্তিশালী কিরণের দ্বারা পুরানো সংস্কাররূপী কীটানুদের ভস্ম করে মাষ্টার জ্ঞান সূর্য হও।

যে কোনো রকমের পতিত বায়ুমন্ডলকে বদলের জন্য বা পুরোনো সংস্কাররূপী কীটানুদের ভস্ম করার জন্য " আমি মাষ্টার জ্ঞান সূর্য " এই কথা সর্বদা স্মৃতিতে ধারণ করো। সূর্যের কর্তব্যই হলো আলো দেওয়া আর জীবাণুকে বিনাশ করা। তাই তোমাদের জ্ঞান আর যোগের শ্রেষ্ঠ পথে থেকে এই কর্তব্যই করে যেতে হবে। যদি তোমাদের শক্তি কম হয়ে যায় তাহলে এই জ্ঞান শুধুমাত্র আলো বিতরণ করবে কিন্তু পুরোনো সংস্কাররূপী জীবাণুদের শেষ করতে পারবে না। তাই সর্বপ্রথমে যোগ আর তপস্যার দ্বারা শক্তিশালী হও।

স্লোগান :- শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার শ্রেষ্ঠ সংকল্পই তোমাদের জমার খাতা বাড়াতে থাকবে।

" সেবায় সফলতার চাবিকাঠি "

আজ বাপদাদা সর্ব বাচ্চাদের কোনরূপে দেখছেন ? আজ বিশ্ব সেবাধারী বাবা নিজের সেবাধারী বাচ্চাদের দেখছেন অর্থাৎ নিজের পরমাত্ম সেবায় নিমিত্ত সেবাধারীদের দেখছেন । যারা হল সত্যিকারের পরমাত্ম সেবাধারী তাদের পরমাত্মা এবং সেবা দুইয়েরই স্মৃতি সহজ এবং নিরন্তর থাকে। এমনিতেও আজকালকার দুনিয়াতে কেউ কারুর কাজ করেনা বা সহযোগী হয়না তখন একে অপরকে বলে যে ভগবানের নামে এই কাজ করো বা খোদার নামে এই কাজ করো কারণ এই কথা ভেবে নেয় যে ভগবানের নামে সহযোগ এবং সফলতার প্রাপ্তি রয়েছে । কেউ অসম্ভব কাজ বা হোপলেস বিষয়ে বলাও হয় " ভগবানের নাম নাও তাহলেই কাজ হয়ে যাবে" । এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? অসম্ভবকে সম্ভব স্বরূপ প্রদান , হতাশ কার্যে আশার সঞ্চার ইত্যাদি বাবা-ই এসে করেন তাইতো এখনো এইরূপ কথা আজও বলা হচ্ছে । কিন্তু তোমরা সকলেই হলে খোদাই খিদমতগার অর্থাৎ পরমাত্ম সেবাধারী । শুধুমাত্র ভগবানের নাম নেওয়া নয় ভগবানের সাথী হয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম করো তোমরা। তাই খোদাই খিদমতগার বাচ্চাদের সকল কর্ম সফল হয়েই রয়েছে । খোদাই খিদমতগার বাচ্চাদের জন্যে কোনো কর্ম অসম্ভব নয়। সবকিছুই সম্ভব এবং সহজ। খোদাই খিদমতগার বাচ্চাদের বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ মুশকিল মনে হয় কি? সম্পন্ন হয়েই রয়েছে । এমন অনুভব হয় তো ? সর্বদা এই অনুভব হয় তো যে এই সেবা অনেক বার করা হয়েছে । কোনো নতুন কথা অনুভূতি হয়না। হবে কি হবেনা , কিভাবে হবে , এইরকম প্রশ্নের স্থান নেই কারণ বাবার সঙ্গে রয়েছে তোমরা। যখন কেবলমাত্র বাবার নামেই সকল কার্য সম্পন্ন হয় তখন সাথে সেবারত বাচ্চাদের প্রতিটি কার্যে সফলতা নিশ্চিত, তাই বাপদাদা বাচ্চাদের সফলতামূর্ত বলেন । সফলতার নক্ষত্রবিশেষ নিজের সফলতার সাহায্যে বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে। তাহলে সর্বদা নিজেকে এমনই সফলতামূর্ত অনুভব করো কি ? যদি চলতে ফিরতে কখনও অসফলতা বা মুশকিল অনুভব হয় তার কারণ শুধুমাত্র সেবাধারী হয়েছ। পরমাত্ম সেবাধারী নয়। পরমাত্মাকে সেবা থেকে আলাদা করলেই একাকী অনুভব করো তাই সফল কার্য মুশকিল হয়ে যায় আর সফলতার লক্ষ্য দূরে প্রতীত হয়। কিন্তু নামই হল পরমাত্ম সেবাধারী । তো কস্মাইন্ড স্বরূপকে আলাদা কোরোনা। কিন্তু আলাদা করে দাও কিনা ! সর্বদা এই নাম স্মৃতিতে থাকলে সেবায় স্বতঃতই পরমাত্ম জাদু ভরা থাকবে । সেবার ক্ষেত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্বয়ং প্রতি বা সেবার প্রতি বিদ্বের আগমন হয় , তার কারণ হল এই যে স্বয়ংকে শুধুমাত্র সেবাধারী ভেবে চলে। কিন্তু ঈশ্বরীয় সেবাধারী , কেবলমাত্র সার্ভিস নয় বরং গডলী সার্ভিস - এই স্মৃতিতে রইলে স্মরণ এবং সেবা স্বতঃতই কস্মাইন্ড হয়ে যায়। স্মরণ এবং সেবার সদা ব্যালেন্স বজায় থাকে। যেখানে ব্যালেন্স আছে সেখানে স্বয়ং সর্বদা রিসফুল অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ এবং অন্যের প্রতি সর্বদা ব্লেসিং অর্থাৎ কৃপা-দৃষ্টি সহজেই প্রত্যক্ষ হয়। কারুর প্রতি কৃপা করি এই কথা ভাববার প্রয়োজন পড়েনা । তোমরা হলেই কৃপালু । কাজই হল সর্বদা কৃপা করা। এমন অনাদি সংস্কার স্বরূপ হয়েছ কি ? যেইরূপ বিশেষ সংস্কার হয় সেইরূপ স্বতঃতই কাজ সম্পন্ন হয়। ভেবে চিন্তে করতে হয়না কিন্তু স্বতঃতই কার্যে পরিণত হয়। বার-বার এই বোলো যে এমনই আমার সংস্কার , তাই এই কাজ হয়েছে । আমার মনের ভাব , আমার উদ্দেশ্য ছিলনা কিন্তু এইরকম হয়ে গেল। কেন ? সংস্কার হল এইরকম । বোলো কিনা ? অনেকে বলে আমি ক্রোধ করিনা আমার বলার সংস্কার হল এইরকম । এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ? অল্পকালের সংস্কারও স্বতঃতই এইরূপ কথা

এবং কর্ম করাতেই থাকে। তাহলে ভাবো - অনাদি অরিজিনাল সংস্কার তোমাদের মতন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে কোনগুলি আছে ? সদা সম্পন্ন আর সফলতামূর্ত । সদা বরদানী এবং মহাদানী - তাহলে এই সংস্কার স্মৃতিতে থাকলে স্বতঃতই সর্বের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি সহজ থাকবেই ।

অল্পকালের সংস্কারকে অনাদি সংস্কারে পরিবর্তন করো। তো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিঘ্ন , অনাদি সংস্কার ইমার্জ হলে সহজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত স্ব-পরিবর্তন বা বিশ্ব পরিবর্তনের সেবায় পরিশ্রম দেখে বাপদাদার সহ্য হয়না । পরমাত্ম সেবাধারী এবং পরিশ্রম । যখন নাম দিয়েই কাজ করিয়ে নাও , তবেতো তোমরা হলে অধিকারী স্বরূপ । তোমাদের পরিশ্রম হবে কিভাবে ? তারপর আবার ছোট ছোট ভুল করো , সেই ভুলটা হল কি জানো ? খুব ভাল জানো তবুও করো কেন ? বাধ্য হয়ে যাও। একটি ছোটো ভুল - " আমার সংস্কার , আমার স্বভাব " । অনাদি কালের সংস্কারের বদলে মধ্যকালের সংস্কারকে নিজের ভেবে নাও। মধ্যকালের সংস্কারকে , স্বভাবকে আমার সংস্কার , আমার স্বভাব ভেবে নেওয়াই তোমাদের ভুল । এই সংস্কার স্বভাব তো হল রাবণের সংস্কার স্বভাব । পরের জিনিসকে নিজের ভেবে নেওয়াতেই ভুল হয়ে যায়। আমার বললেই আমার ভাবলেই আমার শব্দে সহজেই মন পড়ে যায় তাই ত্যাগ করতে পারোনা । বুঝলে - ভুলটা হল কি?

তাই সর্বদা স্মরণে রাখো - আমরা হলাম পরমাত্ম সেবাধারী । "আমি করেছি" এইরূপ নয় , খোদা আমার দ্বারা করিয়েছেন । এই একটি মাত্র স্মৃতি দ্বারা সহজেই সর্ব বিঘ্নের বীজকে সদাকালের জন্যে সমাপ্ত করো। সর্বপ্রকারের বিঘ্নের বীজ দুটি শব্দে রয়েছে । সেই শব্দ দুটি হল কোনটি , যে শব্দ দুটি থেকে বিঘ্নের রূপ উৎপন্ন হয়? বিঘ্ন আগমন হওয়ার দ্বার কোনটি জানো কি ? তো নামীগ্রামী সেই দুটি শব্দ গুলি কোনটি ? বিস্তৃত রূপ অনেক কিন্তু দুটি শব্দে সার নিহিত রয় । ১. অভিমান ২. অপমান । সেবাক্ষেত্রে বিশেষ বিঘ্ন এই দুটি পথ দিয়েই প্রবেশ করে। "আমি করেছি " এই হল অভিমান বা আমায় কেন বলা হয়নি অথবা আমায় করতে বলা হয়েছে কেন , এইরূপ আমার অপমান করা হয়েছে । এই অভিমান এবং অপমানের ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন বিঘ্নের রূপে এসে পড়ে। যখন হলেই খোদাই খিদমতগার বা পরমাত্ম সেবাধারী , করন-করাবনহার বাবা আছেন তো অভিমান আসবে কোথা থেকে ? আর অপমান কিভাবে হল ? তাহলে ছোট ভুল হয়েছে কিনা ? সেইজন্য বলা হয়েছে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখোনা। সেবায় সর্বদা কন্বাইন্ড রূপ স্মরণে রাখো। খোদা এবং খিদমত । পরমাত্মা এবং সেবা। তো এই সেবা করতে পারো কি ? খুবই সহজ। পরিশ্রম হবেনা । বুঝলে কি করবে ? আচ্ছা !

এমন সর্বদা অনাদি সংস্কারের স্মৃতি স্বরূপ , সর্বদা স্বয়ংকে নিমিত্ত মাত্র আর বাবাকে করন-করাবনহার অনুভব করে, সর্বদা স্বয়ং অনাদি স্বরূপ অর্থাৎ রিসফুল , যে কোনো প্রকারের বিঘ্নের বীজ সমাপ্ত করতে পারে এমন সমর্থ আত্মারা , এমন সর্বদা বাবার সাথী , ঈশ্বরীয় সেবাধারীদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্ते ।

অধর কুমারদের সঙ্গে কথোপকথন :

সকলেই নিজেকে বাবার স্নেহী এবং সহযোগী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভাবো তো ? সর্বদা এই নেশা থাকে তো যে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা কারণ বাবার সঙ্গে পার্ট প্লে করি। সমস্ত চক্রে এইসময়

বাবার সঙ্গে পাট প্লে করার নিমিত্ত হয়েছ। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের সঙ্গে পাট প্লে করার নিমিত্ত আল্লারা কত উঁচু হয়েছে। লৌকিক জগতেও কোনো শ্রেষ্ঠ পদধারীর সঙ্গে কাজ করার কত নেশা থাকে। প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কত নেশা থাকে। তাহলে আপনারা কার সঙ্গে রয়েছ? উঁচু থেকে উঁচু বাবার সঙ্গে আর তার চেয়ে বিশেষ ব্যাপার হল এই যে একটি কল্পের জন্যে নয়, অনেক কল্প এই পাট প্লে করছি এবং সর্বদা প্লে করতেই থাকব। পরিবর্তন হবেনা। এমন নেশায় রইলে সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকবে। কোনো বিঘ্ন আসে না তো? বায়ুমন্ডলের, ভাইব্রেশনের, সঙ্গ - এর কোনো বিঘ্ন নেই তো? কমল পুষ্পের সমান অর্থাৎ পদ্ম ফুলের ন্যায় রয়েছ তো? পদ্ম ফুলের মতন নেয়ারা ও পেয়ারা (ডিট্যাচ এবং লাভলী)। বাবার কত প্রিয় হয়েছি, এর হিসেব ডিট্যাচ থাকার প্রতিশত কত, তার উপরে নির্ভর করছে। একটু মাত্রায় ডিট্যাচ, বাকি টুকু বন্ধনে অর্থাৎ প্রিয় হওয়ার মাত্রাও ততটাই। যে সদা বাবার প্রিয় তার চিহ্ন হল - সহজ স্মৃতি। প্রিয় বস্তু সহজ এবং স্বতঃই স্মরণে থাকে। বাবা তো কল্প কল্পের প্রিয় বস্তু হলেন তাইনা। একবার বাবার আপন হওনি, কল্প কল্প হয়েছ। তাহলে এমন প্রিয় বস্তুকে কেউ কিভাবে ভুলে যাবে? ভুলে যাওয়ার কথা তখনই আসে যখন বাবার চেয়েও বেশী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রিয় ভেবে নাও। যদি সর্বদা বাবাকে প্রিয় ভাববে তাহলে ভুলতে পারবেনা। এই কথা ভাববার প্রয়োজন হবেনা যে স্মরণ করব কিভাবে, বরণ ভুলব কিভাবে - এই আশ্চর্য হবে। তো নাম হল অধরকুমার কিন্তু তোমরাও হলে ব্রহ্মাকুমার। ব্রহ্মাকুমার মানেই বিজয়ী তাইনা? অধরকুমার অর্থাৎ অনুভবী কুমার। সব অনুভব করা হয়েছে। অনুভবী কখনও মিথ্যের জালে জড়ায়না। অতীত এবং বর্তমান - দুইয়ের সমান অনুভবী। প্রত্যেক অধরকুমার নিজ অনুভবের সাহায্যে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে পারে। এই হল বিশ্ব কল্যাণকারী গ্রুপ। আচ্ছা!

মাতাদের সঙ্গে কথোপকথন :

প্রবৃত্তিতে থেকে একমাত্র বাবা আর কেউ নয়, এই স্মৃতিতে থাকো, এর চেকিং করো কি? কেননা প্রবৃত্তির বায়ুমন্ডলে থেকে, সেই বায়ুমন্ডলের প্রভাব না থাকুক, সর্বদা বাবার নিকটের প্রিয়জন হয়ে থাকার চেকিং চাই। প্রবৃত্তি হল নিমিত্ত মাত্র কিন্তু বাবার স্মরণে থাকাই হল মুখ্য কথা। পরিবারের সেবার পাট যতই প্লে করতে হোক কিন্তু ট্রাস্টী হয়ে। ট্রাস্টী হলে নষ্টোমোহা হয়ে যাবে। গৃহস্থে পরিণত হলে মোহ আসবে। বাবা স্মরণে নেই মানেই মোহ রয়েছে। বাবার স্মৃতির সাহায্যে প্রবৃত্তির প্রতিটি কর্ম সহজ হয়ে যাবে কেননা স্মরণের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়। তো বাবার স্মরণের ছত্রছায়ায় তলে থাকো তো? ছত্রছায়ায় তলে যারা থাকে সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকে। মাতা তো বাপদাদার প্রিয়জন কারণ মাতারা অনেক সহ্য করেছে। তাই বাবা এমন বাচ্চাদের সহ্য করার ফল সহযোগ এবং স্নেহ রূপে দিচ্ছেন। সর্বদা সৌভাগ্যবতী হয়ে থাকো। এই জীবনে কত শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করেছে। যেখানে সৌভাগ্য সেখানে ভাগ্য তো আছেই, তাই সর্বদা সৌভাগ্যবতী ভব!

উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট জোন বাপদাদার সম্মুখে বিরাজিত, বাপদাদা তাদের বিশেষত্ব শোনাচ্ছেন :

সর্ব স্থানের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট কেউ কম নয়। দিল্লির পরে উত্তরপ্রদেশকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যারা আদি সময়ে স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত স্বরূপ তাদেরই ড্রামায় বিশেষ পাট রয়েছে। তবুও আদি সময়ের বিশেষ আল্লারা ডবল লটারিতো নিয়েছে তাইনা।

সাকার এবং নিরাকার - ডবল লটারি প্রাপ্ত হয়েছে। এইটিও কিছু কম তো নয়! কল্পে-কল্পের চরিত্রে সদা সঙ্গে থাকার স্মৃতিচিহ্ন তো রয়েছেই। এই হল বিশেষ ভাগ্যের পরিচয়।

এখনও বাপদাদা অব্যক্ত রূপে সব পাটাই প্লে করছেন তবুও সাকার তো সাকারই হয়। সাকারে পাটধারীদের আলাদা বিশেষত্ব আছে এবং এদের নিজস্ব ভিন্ন বিশেষত্ব রয়েছে। এরা অব্যক্ত রূপের মাধ্যমে সাকারী স্বরূপের স্নেহ প্রাপ্ত করে নেয়। অনেকে এমনও আছে যারা সাকারে সাথে থাকা বাচ্চাদের চেয়েও বেশী স্নেহ অনুভব করে। তাহলে সবাই একে অপরের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আচ্ছা!

আজ হল উত্তরপ্রদেশের চান্স। নদীর ধারে উত্তরপ্রদেশের বসতি হল বেশী। যমুনার ধারে রাজধানী এবং রাস দেখানো হয় কিন্তু উত্তরপ্রদেশের পতিত-পাবনী হল বিখ্যাত, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশকে সেবাস্থল রূপে দেখানো হয়েছে। তাই এমন কেউ উত্তরপ্রদেশের মাটি থেকে বেরিয়ে আসবে যে অনেকের সেবার নিমিত্ত হবে। এমন কেউ তৈরী হয়ে যাবে। যেমন আমেরিকায় একের দ্বারা অনেকের সেবা হচ্ছে তেমনই উত্তরপ্রদেশ থেকেও কেউ এমন বেরিয়ে আসবে যার দ্বারা একের সাহায্যে অনেকের সেবা হয়ে যাবে। আওয়াজ তো ছড়াবেই তাইনা! যখন বিদেশ থেকে আওয়াজ আসবে তখন সবার চোখ খুলবে। এখনও কেউ বড় ভিআইপি বেরোয়নি। এখনও যে ভিআইপিরা বেরিয়েছে তাদের চেয়ে নামীগ্রামী ভিআইপিরা হল বিদেশের কিনা! যারা প্র্যাক্টিকালে অনেককে সংবাদ দেওয়ার নিমিত্ত রূপে পরিণত হচ্ছে। ভারতও আগে যেতে পারে কিন্তু সেতো বর্তমানের কথা। শেষ সময়ে জয়-জয়কার তো ভারতেই হবে তাইনা! বিদেশীদের জয়-জয়কারের সমূহ ধ্বনি শোনা যাবে বিদেশ থেকে কিন্তু তারা এসে পৌঁছাবে তো ভারতেই তাইনা! তাদের মুখেও এই কথাই শোনা যাবে - আমাদের ভারত। ভারতে বাবা এসেছেন, এমন বলা হবেনা যে ইউনাইটেড নেশনে বাবা এসেছেন। বিদেশ এখন রেসে এগিয়ে রয়েছে। এখন উত্তরপ্রদেশের কোনো বিশেষ ভিআইপিকে আনো। পতিত-পাবনী কাউকে পাবন বা পবিত্র করে ছু- মন্ত্র করো।

গুজরাট নম্বরওয়ান বৃদ্ধি করেছে। ভিআইপিরাও স্টেজে এসে পড়বে। এমন ভিআইপিরা আসুক যারা বেহদের সেবা করবে। গুজরাটের সেবা গুজরাটী করবে, তাহলেতো মাইক হয়ে গেল ছোট্ট। চতুর্দিকের সেবা করলে তাকে বড় মাইক বলা হবে। আচ্ছা!

বরদান :- নিজের চঞ্চল বৃত্তিকে পরিবর্তন করে সতোপ্রধান বায়ুমন্ডল নির্মাণের কাজে দায়িত্বশীল শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব।

যে বাচ্চারা নিজের চঞ্চল বৃত্তিকে পরিবর্তন করে নেয় সেই বাচ্চারাই সতোপ্রধান বায়ুমন্ডল নির্মাণ করতে পারে কারণ বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডল নির্মিত হয়। বৃত্তি চঞ্চল তখনই হয় যখন বৃত্তিতে এই বিশাল কার্যের স্মৃতি থাকেনা। যদি কোনো অতি চঞ্চল বাচ্চা বিজী হওয়া সত্ত্বেও চঞ্চল বৃত্তিকে ত্যাগ করতে পারেনা তখন তাকে বাঁধনে রাখতে হয়। তেমনই যদি জ্ঞান-যোগে বিজী হওয়া সত্ত্বেও বৃত্তি চঞ্চল রয় তবে একমাত্র বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধের বন্ধনে বৃত্তিকে বেঁধে দাও তাহলেই চঞ্চলতা সহজে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান :- অমনোযোগিতার (আলবেলাপন) ডেউ সমাপ্ত করার সাধন হল বেহদের বৈরাগ্য।

"মিষ্টি বাচ্চারা , মনসা -বাচা -কর্মনার দ্বারা কাউকে কখনও দুঃখ দিও না , কখনও কারও ওপর রাগ করোনা , ভালবাসা অতি মধুর এক জিনিস যা দিয়ে তুমি যে -কোনও কাউকে বশ করতে পারো ।"

প্রশ্ন: -বাবা বাচ্চাদের বিশ্বের দ্বিমুকুটধারী মালিক বা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কোন উপায়ের কথা বলেছেন ?

উত্তর: -দৈবীগুণ ধারণ করে অতিশয় মধুর হও । পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের অথবা ভ্রাতা-ভগিনীর দৃষ্টিতে দেখ । নিজের পুরুষার্থ দ্বারা নিজেকে রাজটীকা লাগাও । ২) স্বয়ং ঈশ্বর , বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন সেইজন্য নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করো , যত পড়বে , পড়াবে , নিজের সংস্কারও ততটাই শ্রেষ্ঠ হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা জেনেছে আমরা এখন নরকের শেষ প্রান্তকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে চলেছি , মাকের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ একেবারে আলাদা । মাঝ দরিয়ায় ভাসছে তোমাদের তরী । এখন না তোমরা সত্যযুগীয় আর না -ই তোমরা কলিযুগীয় । তোমরা হ'লে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগীয় সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণদের জন্যই এই সঙ্গমযুগ । ব্রাহ্মণ হলো উচ্চ শিখর । ব্রাহ্মণদের এই যুগ খুব ছোট । এ হ'লো এক জন্মের যুগ ; তোমাদের খুশি থাকার যুগ । কিন্তু এই খুশি কিসের জন্য ? ভগবান আমাদের পড়ান । তাই -তো এই পড়ুয়ারা কত খুশি থাকে । সারা চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে । তোমরা বুঝতে পারছ আমরা হলাম সেই ব্রাহ্মণ যারা পরে আবারও দেবতা হবে । প্রথমে নিজের ঘর , সুইট হোমে যাব এবং সেখান থেকে ঘুরে নতুন দুনিয়ায় আসব । আমরা ব্রাহ্মণরাই স্ব-দর্শন চক্রধারী । আমরা ডিগবাজির খেলা খেলি । এই বিরাট রূপ তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জেনেছ - বুদ্ধিতে সারাদিন এই বিষয়ের স্মরণই করতে হবে । এই হ'লো তোমাদের অতি আনন্দদায়ক পরিবার , তোমাদের প্রত্যেককে অতীব প্রীতিপূর্ণ হতে হবে । বাবা নিজে মধুময় ব'লে বাচ্চাদেরও সেরকমই মাধুর্যে পরিপূর্ণ করে তোলেন । কখনও কারোর ওপরে রাগ করা সমীচীন নয় । তোমাদের মনসা -বাচা -কর্মনায় কেউ যেন দুঃখ না পায় । বাবা কাউকে কখনও দুঃখ দেন না , বাবাকে যত স্মরণ করবে নিজেরা ততই অতি সুন্দর হয়ে উঠতে পারবে । ব্যস্ ! শুধুমাত্র এই স্মরণেই হৃদের সীমানা পার হয়ে যাবে - এই হ'লো স্মরণের যাত্রা । স্মরণের পথে চলতে চলতে শান্তিধাম হয়ে সুখধামে যেতে হবে । বাবা এসেছেনই বাচ্চাদের সর্বদা সুখী হওয়ার চাবিকাঠি দিতে । ভূত দূর করার অর্থাৎ বিকার দূর করার উপায় বলতে এসেছেন বাবা - "আমাকে স্মরণ করলে এই বিকারের ভূত বেরিয়ে যাবে । কারও মধ্যে যদি বিকাররূপী ভূত থাকে , আমার কাছে

ছেড়ে যাও । তোমরা তো বলেও আসছ 'বাবা আমাদের সকল অপগুণ বিনষ্ট করে পতিত থেকে পবিত্র বানাও' ।" তবে ! বাবা কত সুন্দর সুগন্ধি ফুল তৈরী করছেন ! বাবা আর দাদা দু'জনে মিলে তোমাদের-বাচ্চাদের শৃঙ্গার করেন । লৌকিক বাবা হলো হদের আর ইনি হলেন বেহদের বাবা । সুতরাং বাচ্চাদের অতীব ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে চলতে হবে আর চালাতে হবে । সমস্ত বিকার দান করে দিতে হবে । দে দান তো ছুটে গ্রহণ অর্থাৎ বিকারের মতো মস্ত অপগুণ বাবার কাছে অর্পণ করে দিলে দোষমুক্ত হতে পারবে । এর মধ্যে কোনরকম ছল নেই । ভালবাসা দিয়ে তোমরা যে কোনও কাউকে বশ করতে পার । প্রেমপূর্বক বোঝাতে হবে , প্রেম এক অতি সুন্দর আর পবিত্র বোধ, যা অন্যকে মুক্ত করে । বাঘ , হাতি প্রভৃতি জানোয়ারকে মানুষ ভালবাসা দিয়ে বশ করতে পারছে আর তারা আসুরিক হলেও তবু তো মানুষ , তোমরা তো এখন দেবতা হতে চলেছ । সুতরাং দৈবীগুণ ধারণ করে অতিশয় মধুরতায় নিজেদের ভরিয়ে তুলতে হবে । তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বা ভ্রাতা-ভগিনীরূপের দৃষ্টিতে দেখ । আত্মা , আত্মাকে দুঃখ দিতে পারেনা । বাবা বলেন - "মিষ্টি বাচ্চারা , আমি তোমাদের রাজ্যভাগ্য দিতে এসেছি । তোমাদের এখন যা চাই তা আমার থেকে নিয়ে নাও । আমি তো তোমাদের বিশ্বের দ্বিমুকুটধারী মালিক বানাতে এসেছি , কিন্তু পরিশ্রম তোমাদের করতে হবে , আমি কারও মাথার ওপর মুকুট রাখব না , পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা নিজেরা নিজেদের রাজতিলক ঐকে দেবে ।" বাবা পুরুষার্থের উপায় বলে দেন যে এইভাবে -এইভাবে করলে নিজেকে বিশ্বের মালিক, দ্বিমুকুটধারী বানাতে পারবে । পাঠাভ্যাসে পুরোপুরি মনোযোগ দাও , কখনও এই পড়া ছেড়োনা । ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তোমরা , বেহদের বাবা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছে তোমরা পড়ছ । পড়ে পূজ্য দেবতা তৈরী হচ্ছ । সেইজন্য স্টুডেন্টকেও নিয়মাবলী হতে হবে , স্টুডেন্ট লাইফ ইস্ দি বেস্ট অর্থাৎ ছাত্রজীবন হলো সবচেয়ে ভালো । যত পড়বে , পড়াবে আর সংস্কার শোধন করবে ততই অতি উত্তম হতে পারবে । মিষ্টি বাচ্চারা , এবারে তোমাদের ফেরার সময় , যেমন সত্যযুগ থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে ত্রেতা , দ্বাপর , কলিযুগ পর্যন্ত নীচে নেমে এসেছ ঠিক তেমনি তোমাদের এখন লৌহযুগ (আয়রন এজ) থেকে উপরে স্বর্ণযুগ (গোল্ডেন এজ) পর্যন্ত যেতে হবে । যখন সিলভার এজ পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আবার এই কর্মেন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা শেষ হয়ে যাবে সেইজন্য যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের , আত্মাদের থেকে রজো, তমঃ-র জং পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং জং যত পরিষ্কার হবে ততই বাবা-চুস্বকের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকবে । আকর্ষণ না হলে বুঝতে হবে আত্মায় জং লেগে আছে ; জং একেবারে নির্মূল হয়ে তোমরা খাঁটি সোনায়ে পরিণত হবে , এবং তা' হবে তখন অন্তিম কর্মাতীত অবস্থা । মিষ্টি বাচ্চাদের সারবস্তু বাবা বুঝিয়ে দেন , বলেন - "দেহী-অভিমানী হও , দেহ সম্বন্ধীয় সকল সম্পর্ক ভুলে মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো , পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে ।" কুমারী যখন পবিত্র থাকে সকলে তাকে বিবাহ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে , বিবাহ হলে সে পূজারীর মতো সকলের কাছে মাথা নত করে থাকে । কন্যা যখন পিতার ঘরে থাকে তখন এত বেশী সম্বন্ধ মনে আসেনা । বিবাহের পরে দেহ-সম্বন্ধও বাড়তে থাকে আর স্বামী সন্তানের প্রতি মোহও বাড়তে থাকে । স্বশুর-শাশুড়ী ইত্যাদি সব সম্পর্ক মনে আনাগোনা করে । প্রথমে শুধু মা -বাবার প্রতি মোহ থাকে । এখানে এসে আবার

বাবার এবং স্বামীর ঘরের সেইসব সম্বন্ধ ভুলতে হয় , কেননা তোমাদের সত্যকার মাতা-পিতা তো আছেন । এই হলো ঈশ্বরীয় সম্বন্ধ । সর্বদাই তো গানের কলিতে সুর তুলছ স্বমেব মাতা পিতা স্বমেব - তুমিই মাতা, পিতা তুমিও ...এই মাতা-পিতা তো তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন এইজন্য বাবা বলেন , "আমি বেহদের বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করো আর কোনও দেহধারীর সাথে মমত্ব রেখোনা ।" বেহদের এই বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান , এই রকম মিষ্টি বাবাকে আন্তরিক ভালবাসায় স্মরণ করো আর স্বদর্শন চক্ৰ ঘোরাতে থাক । স্মরণের এই বল দ্বারাই তোমরা আত্মারা সোনা হয়ে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হবে । স্বর্গের নাম শুনেই মন খুশিতে নেচে ওঠে । যারা নিরন্তর স্মরণ করে আর অন্যদেরও করায় সেই তারাই উচ্চ পদের অধিকারী হয় । এইরকম পুরুষার্থ করতে করতে অস্তিমে তোমাদের সেই অবস্থা স্থিত হবে । এই দুনিয়াও পুরনো , আর দেহও পুরনো ; দেহ সম্বন্ধীয় সব সম্বন্ধও পুরনো , এই সমস্ত কিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে এক বাবার সাথে জুড়তে হবে , যা অস্তিমসময়ে সেই এক বাবাই স্মরণ থাকে , অন্য কারও সম্বন্ধ স্মরণে থাকলে অস্তিমে পৌঁছে তখন সে -ই স্মরণে আসবে এবং পদব্রষ্ট হয়ে যাবে । অস্তিমে যার বেহদের বাবার স্মরণ থাকবে সেই নর থেকে নারায়ণ হবে । বাবার স্মরণ করলে শিবালয়ের দূরত্ব কমে আসে । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা বেহদের বাবার কাছে আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য কেননা বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার থেকে অসীম বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায় , এই কথা কখনও ভুলে গেলে চলবেনা । তিনি সর্বদা স্মরণে থাকলে বাচ্চাদের মনে অপার খুশি থাকে । এই ব্যাজ চলতে ফিরতে , মুহূর্মুহ দেখ , হৃদয়ের সাথে জুড়ে নাও । আহা ! ভগবানের শ্রীমতে আমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে উঠছি । ব্যাস , শুধু ব্যাজ দেখে দেখে এঁদের ভালবাসতে শেখ । বাবা -বাবা করতে থাকলে তবে সর্বদা স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাকবে । আমরা বাবার দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হই । মিষ্টি বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি হওয়া চাই । সারাদিন সেবারই চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে । বাবা সেইরকম বাচ্চাই পছন্দ করেন যারা সার্ভিস ছাড়া সময় কাটানোর কথা ভাবতেই পারেনা । তোমাদের বাচ্চাদের সারা বিশ্বে জ্ঞান-গঙ্গা বইয়ে দিতে হবে এবং পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । সারা বিশ্বকে দুঃখধাম থেকে সুখধামে পরিণত করতে হবে । টিচারেরও পড়াতে কত আনন্দ হবে । তোমরা তো এখন অনেক উচ্চমানের টিচার হয়েছ । টিচার খুব ভালো হলে তিনি অন্যকেও নিজের সমান তৈরী করে নিতে চেষ্টা করেন । কখনও পরিশ্রান্ত হননা । ঈশ্বরীয় সেবায় খুব খুশি থাকে । বাবার সহায়তা পাওয়া যায় । এ হলো বেহদের বড়রকমের ব্যাপার , ব্যাপারী লোকেরাই ধনবান হয় । তারা এই জ্ঞানমার্গেও অতি আগ্রহী হয় । বাবা বেহদেরই তো ব্যাপারী ! সওদা অতি উচ্চমানের কিন্তু এতে অনেক সাহস ধারণ করতে হয় । নতুন -নতুন বাচ্চারা পুরনোদের থেকেও পুরুষার্থে এগিয়ে যেতে পারে । প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাগ্য যখন , তখন তো পুরুষার্থও ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা করতে হবে , পূর্ণমাত্রায় নিজের চেকিং করতে হবে । এইভাবে চেকিং করায় সমর্থ আত্মারা রাতদিন পুরুষার্থ করতে নিজেদের ব্যস্ত রাখে , বলবে সময় কেন নষ্ট হতে দেব ! যতটা সম্ভব সময়কে নিরাপদ করে তুলতে হয় । নিজের কাছে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে আমরা বাবাকে কখনও ভুলব না , স্কলারশিপসহ পাশ করবই । এই ধরনের বাচ্চারা বাবার থেকে সাহায্যও পায় অর্থাৎ বাবার স্নেহ -সান্নিধ্যে থাকে । এই রকম নতুন

নতুন পুরুষাৰ্থী বাচ্চাদের তোমরা দেখবে , সাক্ষাত্কার হতে থাকবে । যেমন শুরুতে হয়েছিল তাই আবার পরেও দেখবে , ঘরে ফেরার সময় যত নিকটবর্তী হতে থাকবে খুশিতে ততই নাচতে থাকবে। পাশাপাশি ওদিকে খুনখারাপির বিধ্বংসী খেলাও চলতে থাকবে । তোমাদের বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় প্রতিযোগিতা চলছে , যত সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই নতুন দুনিয়ার দৃশ্য কাছে আসতে থাকবে , খুশি বাড়তে থাকবে , যার কাছে নতুন দুনিয়ার দৃশ্য সামনে আসবেনা তার খুশিও হবেনা । এখন তো কলিযুগিয় দুনিয়ার সাথে বৈরাগ্য আর সত্যযুগিয় নতুন দুনিয়ার সাথে প্রীতিপূর্ণ ভাব গড়ে ওঠা উচিত । শিববাবা স্মরণে থাকলে স্বর্গের রাজ্য অধিকারও স্মরণে থাকবে । আবার স্বর্গের অধিকার মনে থাকলে শিববাবাও স্মরণ থাকবে । তোমরা বাচ্চারা জেনেছ এখন আমরা স্বর্গের দিকে চলেছি , পা নরকের দিকে আর মাথা রয়েছে স্বর্গের দিকে । এখন ছোট বড় সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা বাবার (ব্রহ্মাবাবার) সবসময় এই নেশা থাকে ওহো ! আমরা স্বর্গে এইরকম বাল-কৃষ্ণ হব , যাঁকে সময়ের পূর্বেই উপহারও পাঠিয়ে দেন । যাদের সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চয় থাকে সেই গোপিনীরা উপহার পাঠায় , তাদের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব হয় । আমরাই অমরলোকে দেবতা হই । কল্প পূর্বেও আমরাই হয়েছিলাম , তারপর আবারও ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করি । এই বাজোলি অর্থাৎ ডিগবাজির মতো আমরা যে চক্রাকারে আবর্তন করে চলেছি তা স্মরণে থাকলে তা আমাদের পরম সৌভাগ্য - সদা অপার খুশিতে থাকব । অনেক বড় লটারি পাওয়া যাচ্ছে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমরা রাজ্যভাগ্য পেয়েছিলাম আগামী সময়ে আবারও পাব , বিশ্ব-নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । যেরকম কল্প পূর্বেও জন্ম নিয়েছিলাম সেইভাবেই নেব , ওখানে আমাদের মাতা -পিতা থাকবেন । যিনি কৃষ্ণের বাবা ছিলেন তিনিই আবারও কৃষ্ণের পিতা হবেন । এইভাবে যে সারাদিন বিচার মন্তন করবে সে খুব রমণীয় হবে , বিচার মন্তন না করলে সবই অসমাপ্ত থেকে যাবে । আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি /সিকিলধে বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার (পরমাত্মা পরমপিতা) রুহানি বাচ্চাদের (আত্মাদের) নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঈশ্বরীয় সেবা কাজ করতে কখনও শ্রান্ত হয়োনা , ভালো টিচার হয়ে নিজসমান তৈরী করার সেবা করতে হবে ।

২) স্মরণের বল দ্বারা আত্মাকে খাঁটি সোনা়য় পরিবর্তিত করতে হবে , কোনও দেহধারীর প্রতি মমত্ববোধ রাখা ঠিক নয় ।

বরদান :- কম কথায় জ্ঞানের সর্ব রহস্য ব্যক্ত করতে সমর্থ , যথার্থ আর শক্তিশালী ভব

কোনও জিনিস যত অধিক শক্তিশালী হয় ততই তা'সংখ্যায় কম হয় । এইরকমই যখন তুমি নিজের নির্বাণ স্থিতিতে স্থিত হয়ে বাণী শোনাতে তখন শব্দের সংখ্যা কমে আসবে কিন্তু যথার্থ আর শক্তিশালী হবে । একটা শব্দের মধ্যেই হাজার হাজার শব্দের রহস্য সমাহিত হয়ে আছে , যার দ্বারা ব্যর্থ বাণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে (অটোমেটিক্যালি) সমাপ্ত হয়ে যাবে । এক শব্দের দ্বারা জ্ঞানের সব রহস্য স্পষ্ট করলে , বিস্তার সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- অন্তর থেকে বাবা বলা অর্থাৎ খুশি আর শক্তির প্রাপ্তি ।

"মীঠে বাস্চে - এখনও পর্যন্ত যাকিছু পড়েছ , সেসব ভুলে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- ভারত ভূমিতে সত্যযুগী স্বরাজ্য স্থাপন করতে কোন্ বল বা শক্তির প্রয়োজন ?

উত্তর :- পবিত্রতার বল বা শক্তি । তুমি সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র হও। এই পবিত্রতারই শক্তি দ্বারা সত্যযুগী স্বরাজ্যের স্থাপনা হয়, এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথাই নেই । জ্ঞান এবং যোগবলই পবিত্র দুনিয়ার মালিক রূপে পরিণত করে দেয়। এই বল দ্বারাই এক মতের স্থাপনা হয়।

গান :- অবশেষে সেই দিন এলো আজ ... (আখির বহ দিন আয়া....)

ওমশান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো । এই গান নিজেদের তৈরী করা গান নয়। যেমন অন্য বেদশাস্ত্র ইত্যাদির সার বোঝান হয়েছে । তেমনই এই গানও যে তৈরী হয়েছে , এই গানের সার বোঝান হচ্ছে । বাচ্চারা জানে যে খিবৈয়া বা নাবিক , বাগবান(বাগানের মালিক) অথবা সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। ভক্তি করে সবাই জীবনমুক্তির জন্যে । কিন্তু জীবনমুক্তি বা সঙ্গতি দাতা হলেন এক ভগবান । এই কথার অর্থ বাচ্চারা বুঝেছে , মানুষ বুঝতে পারেনা। সঙ্গতি অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তি প্রদান করেন। ভারতবাসী বাচ্চারা জানে যে এখানে পবিত্রতা সুখ শান্তি ছিল , যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। রাধেকৃষ্ণের রাজত্ব বলা যাবেনা । বাস্তবে মাতাদের সমজিন্স হল রাধে । তাকেই বেশী ভালবাসা উচিত তবুও কৃষ্ণকে বেশী ভালবাসে। দোলনায় ঝোলানো হয়। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন হয়। রাধের জয়ন্তী পালন হয়না । বাস্তবে দুইজনেরই পালন করা উচিত । বুঝতে কিছুই পারেনা । তাঁদের জীবন কাহিনি তো কেউ জানেনা । বাবা এসে নিজের এবং সবার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছেন । মানুষ বলেও থাকে শিব পরমাত্মায় নমঃ কিন্তু ওঁনার জীবন কাহিনীকে জানেনা । মানুষের জীবন কাহিনীকে হিন্দী জোগ্রাফি বলা হয় , দুনিয়ার হিন্দী জোগ্রাফি তো গায়নে রয়েছে - কতোটা এলাকায় রাজত্ব ছিল , ভূমির কতোটা স্থানে রাজ্য ছিল। কিভাবে রাজত্ব করল তারা কোথায় গেল এইসব কথা কেউ জানেনা । তোমাদের ভাল রীতি বোঝান হচ্ছে । রচয়িতা এবং রচনার নলেজ বাচ্চাদের বোঝান হয়। তোমরা জেনেছো যে বরাবর এই হল কলিযুগের অন্ত সময় এবং সত্যযুগের আদি । সঙ্গমেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে মানুষকে পতিত থেকে পবিত্র দেবতা রূপে পরিণত করেন। উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপে পরিণত করেন কারণ এই সময়ের মানুষ উত্তম নয় , কনিষ্ঠ । উত্তম , মধ্যম, কনিষ্ঠ , সতো রজো তমো হয়। যে ভাল রীতি জ্ঞান শুনবে তাকে সতোগুণী বলা হবে । যে একটু শুনবে তাকে রজোগুণী বলা হবে আর যে শুনবেই না তাকে তমোগুণী বলা হবে । পড়াশোনায় এমন হয়। তোমাদের পড়াশোনা সতোপ্রধান হওয়া উচিত সেইজন্য সতোপ্রধান লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপে পরিণত

হওয়ার জ্ঞান তোমাকে দেওয়া হয়। নর থেকে নারায়ণ , নারী থেকে লক্ষ্মী হতে হবে। গীতার জন্যেও তোমরা বলা এই হল সত্য গীতা। তোমরা লিখতেও পারো এই হল সত্যিকারের গীতা পাঠশালা অর্থাৎ সত্য নারায়ণ স্বরূপে পরিণত হওয়ার ব্রতকথা অথবা সত্য অমরকথা , সত্য তিজরীর(তৃতীয় নেত্র লাভের) ব্রতকথা । চিত্র তো সব তোমার কাছেই আছে , তাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । তোমরা এখন প্রতিজ্ঞা করেছ যে আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা ভারতকে সত্যোপ্রধান স্বর্গে পরিণত করবই। তোমাদের সংবাদ পৌঁছাতে হবে। গান্ধীজিও চাইতেন পবিত্র রাজ্য হোক তো নিশ্চয়ই এখন হল পতিত রাজ্য । এই কথা কেউ বুঝতে পারেনা যে আমরা নিজেরাই হলাম পতিত । রাবণ হল পাঁচ বিকার । বলে রামরাজ্য চাই তো নিশ্চয়ই অসুরী সম্প্রদায় হল তাইনা , কিন্তু এইসব কারুর বুদ্ধিতে আসেনা। বড় বড় গুরু ইত্যাদিরাও এতোটা বুঝতে পারেনা। তোমরা সংবাদ পৌঁছে দাও যে আমরা শ্রীমত অনুযায়ী ব্রহ্মা দ্বারা ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব অনুরূপ দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করব। এই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ যখন কনিষ্ঠ পুরুষ থেকে সত্যোপ্রধান পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হও। মর্যাদা পুরুষোত্তম আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মই হয়। এখন একটি দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় অন্য ধর্ম থাকবেই না। তোমরা প্রমাণ করে বোঝাও যে সত্যযুগে এক ধর্ম একই রাজ্য ছিল । ভালাই ত্রেতায় এসে সূর্যবংশী থেকে পরিবর্তিত হয়ে চন্দ্রবংশী রূপে পরিণত হও কিন্তু ভাষা থাকবে একটি । এখন ভারতে হল অনেক ভাষা । বাচ্চারা জানে যে আমাদের রাজ্যে একটি ভাষা ছিল । আজকাল তো অনেক কিছু দেখবে । যেমন যাত্রা থেকে ফেরার সময়ে নিজের দেশের কাছে আসার আনন্দ হয় যে নিজের ঘরে ফিরেছি। এবারে গিয়েই দেখা হবে। তোমাদেরও নিজের রাজধানীর সাক্ষাতকার হতে থাকবে। নিজের পুরুষার্থের সাক্ষাতকারও হবে। দেখবে বাবা আমাদের কত বলছেন যে পুরুষার্থ করো। না হলে হয়-হয় করবে তাতে পদ আরও কম হয়ে যাবে। যোগের যাত্রা সবাইকে বলা। বোঝান তো খুবই সহজ। সিঁড়ির চিত্র কতটা সহজ। যারা দেবীতে আসে তাদের দিন-প্রতিদিন সহজ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এক সপ্তাহ বুঝলেই সহজে বুঝতে পারবে । চিত্র এমনই রয়েছে , যাতে অ্যাকুরেট বোঝান হয়েছে । ৮৪ জন্মের চক্র একেবারে সঠিক । এইসব হল ভারতবাসীদের জন্যে । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে । তুমি জানো যে পতিত-পাবন , সঙ্গতি দাতা শিববাবার মতানুসারে আমরা পুনরায় সহজ রাজযোগের শক্তি দ্বারা , নিজের তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি। অন্য কারুর নয় , নিজেদের তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করি। যে যত করবে সে নিজের ভবিষ্যত তৈরী করবে । তোমরাই হলে ঘরের সদস্য । তোমাদের সাহায্যেই বাবা সত্যযুগী স্বরাজ্যের স্থাপনা করছেন । যাবতীয় খরচাও তোমরাই করবে। তোমার কোনো অতিরিক্ত খর্চা নেই । তোমাকে শুধুমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে, কন্যাদের কি খরচা করতে হয় ? তাদের কাছে কিছু আছে কি ? বাবা বাচ্চাদের কাছে কি ফিস নেবেন । কিছুই না। স্কুলে তো প্রথমে ফিস ইত্যাদির কথা বলা হয়। সেখানে পড়াশোনায় কত খরচ হয়। এখানে শিববাবা বাচ্চাদের কাছে কিভাবে পয়সা নেবেন । শিববাবার নিজের বাড়ি তৈরী করার আছে কি? যার জন্যে পয়সা নেবেন তিনি । তোমাদের ভবিষ্যতে স্বর্গে গিয়ে হীরে জহরতের মহল তৈরী করতে হবে সেইজন্য তোমরা এখানে যা করো তার রিটার্নে ভবিষ্যতে তুমি মহল প্রাপ্ত করো। এইসব খুবই বুঝবার কথা। যে যত তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করবে , সে সেইরকম সেখানে প্রাপ্ত করবে। কলেজ বা হাসপাতাল তৈরী করতে ১০ বা ২০ লক্ষ লাগতে হয়। এখানেতো এত খরচ করতে হয়না । ছোটো বাড়িতে রুহানী কলেজ কাম হাসপাতাল তৈরী হয়। পান্ডবদের আদি পতি কে ছিলেন ? তারাতো কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । বাস্তবে হলেন নিরাকার ভগবান। তোমাকে শ্রীমত দিচ্ছেন যিনি , তিনি হলেন ভগবান । বাকিরা সবাই হলেন রাবণের মতানুসারে , রাবণ রাজ্যে । রাবণের

মতানুসারে কত ডাটি বা পতিত হয়েছে। এবারে এই সৃষ্টি হল পুরনো , সেই আবার নতুন হবে। সৃষ্টিতে ভারত-ই ছিল । ভারতকেই নতুন এবং ভারতকেই পুরনো বলা হবে । নতুন ভারত সেতো স্বর্গ ছিল । সেই ভারত পুরনো হয়ে নরক হয়েছে । একেই বলা হয় রৌরব নরক । মানুষেরই কথা । এখানে সুখের নাম-গন্ধ নেই । এইসব কি আর সুখ নাকি । সন্ন্যাসীরাও বলেন বর্তমানের সুখ হল কাগবিষ্ঠার সমান , তাই তাঁরা গৃহস্থ ব্যবহার ত্যাগ করেন। তাঁরা স্বর্গ বা সত্যযুগের স্থাপনা করতে পারেননা । কৃষ্ণপুরীর স্থাপনা কেবল পরমাত্মাই করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এবং শরীর দুই-ই সমান রূপে পবিত্র ছিল সেইজন্যই কৃষ্ণকে সবাই ভালবাসে কারণ পবিত্র কিনা । গায়নও আছে শিশু হল ব্রহ্ম জ্ঞানী সম। শিশুদের বুদ্ধিতে বিকারের জ্ঞান থাকেনা । সন্ন্যাসীরা তবুও জানে। শিশু জন্ম থেকেই মহাত্মা । শিশুদের পবিত্র ফুল বলা হয়। এক নম্বর ফুল হলেন শ্রীকৃষ্ণ । স্বর্গ নতুন দুনিয়ার প্রথম প্রিন্স হলেন তিনি । জন্ম নিলেই বলা হবে ফার্স্ট প্রিন্স । কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণ সম সন্তান প্রাপ্তির জন্যে । এবারে বাবা বলছেন যা হতে চাও হতে পারো। শুধুমাত্র একজনই কৃষ্ণ সম খোঁরাই হবে । প্রিন্স অফ ওয়েল্স কয়জন হয়? সেকেন্ড থার্ড হয় কিনা । তো এখানেও সেইরকম ডিনায়স্টি আছে । বাবার পরে দ্বিতীয় জন সিংহাসনে বসে। যেমন ঐ বংশাবলী চলে তেমনই এই বংশাবলী চলে । তোমার কনেকশান হল ক্রিস্চানদের সাথে । কৃষ্ণ এবং ক্রিস্চানদের রাশি হল এক। নিজেদের মধ্যে দেয়া- নেয়া অনেক হয়। ভারত থেকে তারা কত ধন নিয়ে গেছে । এখন রিটার্নে দিচ্ছে । রিটার্ন সার্ভিস করছে । এই ইউরোপবাসী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। এই বিষয়ে একটি কাহিনি রয়েছে - দুই বেড়ালের লড়াইয়ে বানরে মাখন খায়। এই কথাটি বর্তমান সময়ের । তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে আর রাজ্য - ভাগ্য তোমরা পেয়ে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অথাহ জ্ঞান রয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা সবাই হলাম ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। এমন নয় আমরা হলাম গুজরাটী বা বাঙালী । এই রূপ নয়। এই মতভেদও বেরিয়ে যাওয়া উচিত । আমরা হলাম এক পিতার সন্তান । ব্রহ্মা দ্বারা শিববাবার শ্রীমতে পুনরায় আমরা নিজের স্বরাজ্য স্থাপন করছি - জ্ঞান এবং যোগবল দ্বারা । যোগবল দ্বারা-ই আমরা পবিত্র হই। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান , ওঁনার থেকেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। তুমি বিশ্বের বাদশাহী নিছো । লড়াই ইত্যাদি এতে কিছুই হয়নি । সমস্ত কিছু পবিত্রতার বল । বলাও হয় যে এসে পতিত থেকে পবিত্র করো , তো এই হলই স্মরণের বল। এমন নয় যে সেখানে গোরখধাম্ভায় গিয়ে সব ভুলে যাবে। এখানে সম্মুখে তো জ্ঞানসাগরের লহর বা ঢেউ দেখতে পাওয়া যায়। নদীতে সেই ঢেউ থাকেনা। সাগরের একটি ঢেউও কত ক্ষতি করে দেয়। যখন ভূমিকম্প হবে তখন সাগরও উথলে উঠবে । সাগর শুকিয়ে ভূমি নিয়ে সেই ভূমি কত দামে বিক্রি হয়। তুমি জানো যে এই মুম্বাই থাকবেই না। প্রথমে এই মুম্বাই খোঁরাই ছিল নাকি , ছোট একটি গ্রাম ছিল । এই মাতারা হলেন ভোলা মনের। এরা এতোটা পড়াশোনা করেনি । এখানেতো পড়াশোনা সব ভুলে যেতে হবে। তুমি কিছু পড়াশোনা না করে থাকলে ভাল। শিক্ষিত মানুষ বুঝতে বুঝতে কত প্রশ্ন করে। এখানেতো শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারী মানুষকে স্মরণ করার কথাই নেই । মহিমা আছেই শুধুমাত্র এক বেহদের বাবার । তুমি জানো যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন এক ভগবান তারপর দ্বিতীয় নম্বরে হলেন ব্রহ্মা । ওঁনার চেয়ে উঁচু আর কেউ নয়। এঁনার (ব্রহ্মাবাবা) চেয়ে বড় আসামী কেউ নয় , কিন্তু দেখ কত সাধারণ রূপে আছেন । কেমন সাধারণ রীতিতে বাচ্চাদের মতন বসে আছেন । ট্রেনে যাত্রা করেন, কেউ কি জানে যে ইনি হলেন কে? ভগবান এসে জ্ঞান দিচ্ছেন , নিশ্চয়ই প্রবেশ করে জ্ঞান দেবেন তাইনা । যদি

কৃষ্ণ হতেন তাহলেতো ভিড় জমে যেত পড়াতে পারতেন না, শুধুমাত্র দর্শন হত। এখানেতো বাবা গুপ্ত সাধারণ বেশে বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন ।

তুমি হলে ইনকগনিটো(গুপ্ত বেশধারী সেনা) সেনা। তুমি জানো আমরা আত্মারা যোগবলের দ্বারা পুনরায় নিজের রাজত্ব স্থাপন করি। এই পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নবীন গৌরবর্ণ দেহ ধারণ করি। এখন হল অসুরী সম্প্রদায় তারপরে হবে দৈবী সম্প্রদায় । আত্মা বলে যে আমরা নতুন দুনিয়ায় দৈবী দেহ ধারণ করে রাজত্ব করব। আত্মা হল মেল বা পুরুষ , শরীর হল প্রকৃতি । আত্মা হল সদৈব পুরুষ । বাকি শরীর হিসাব নিকেস অনুসারে মেল-ফিমেলের প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমি হলাম অবিনাশী আত্মা । এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কলিযুগের বিনাশ নিশ্চয়ই হবে । বিনাশের লক্ষণ সম্মুখে রয়েছে । সেই মহাভারতের লড়াই তাহলে ভগবানও উপস্থিত থাকবেন । কোন্ রূপে , কোন্ দেহে আছেন , সেই কথা তোমরাই জানো আর কেউ নয়। বলেন তিনি - আমি একেবারে সাধারণ দেহে প্রবেশ করে দুনিয়ায় আসি। আমি কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করিনা । ইনিই (ব্রহ্মাবাবা) সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। আমি ঐনার অনেক জন্মের অন্তে এসে প্রবেশ করি। ৮৪ জন্ম সূর্যবংশী বংশধারীরা নেয়। তারা-ই প্রথম নম্বরে আসবে । সাকারী বৃক্ষ এবং নিরাকারী বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের রয়েছে । মূলবতন অর্থাৎ পরমধাম থেকে আত্মারা ক্রমানুসারে আসতে থাকে। সর্বপ্রথম দেবীদেবতা ধর্মের আত্মারা আসে তারপর ক্রমানুসারে অন্য ধর্মীয় জনেরা আসে। চিত্র ইত্যাদিতে অনেক উচ্চ রূপে বোঝান হয়েছে । বাচ্চাদের বোঝাতে হবে , কুমারীদের দাঁড়াতে হবে। যখন ছোটো বাচ্চারা এমন কথা বোঝাবে তখন তো কামাল হয়ে যাবে তাইনা । কত নাম হয়ে যাবে। লৌকিক অলৌকিক দুই স্থানেরই নাম উঁচুতে নিয়ে যাবে। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে হারানিধি (সিকীলাধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১. সঙ্গমযুগে শ্রেষ্ঠ কর্ম করেই পুরুষোত্তম স্বরূপ হতে হবে। এমন কোনো কর্ম করা চলবেনা যাতে কনিষ্ঠ রূপে পরিণত হয়ে যায়।

২. গুপ্ত রূপে বাবার সহযোগী হয়ে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করার সেবা করতে হবে। নিজের তন-মন-ধন দ্বারা সেবা করে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে। স্মরণ এবং পবিত্রতার বল জমা করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে প্রগতির সাধনে পরিণত করতে পারে এমন সদা সমর্থবান ভব।

প্রবৃত্তিতে সর্বপ্রথম বৃত্তিতে পবিত্র বা অপবিত্র হও। যদি বৃত্তিকে সর্বদা একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখো, একমাত্র বাবা অন্য কেউ নয় - এমন উঁচু বৃত্তি থাকলে প্রবৃত্তি প্রগতির সাধন হয়ে যাবে। বৃত্তি উঁচু এবং শ্রেষ্ঠ থাকলে চঞ্চল হবেনা । এমনই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা প্রগতি লাভ করতে করতে গতি-সদ্ধতি সহজেই প্রাপ্ত হবে। তাহলেই সব রকমের কমপ্লেন কমপ্লিট হয়ে যাবে।

স্লোগান :- যদি পবিত্রতা স্বপ্ন মাত্রেও নাড়া দেয় তবে নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশান পাচ্কা নয় , কাঁচা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করো যে আমাদের অতি মধুর হতে হবে ,
সকলকে সুখের, স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কখনো কারও নাম রূপে আকৃষ্ট হবেনা"

প্রশ্ন - যোগের সিদ্ধি কি ? সত্যকার যোগীর লক্ষণ কি ? শোনাও ।

উত্তর - সকল কর্মেন্দ্রীয় একেবারে শান্ত , শীতল হয়ে যাবে - এই হ'লো যোগের সিদ্ধি । বিশেষ যোগী বাচ্চা তাঁরাই , যাঁদের কর্মেন্দ্রীয় সামান্যতমও চঞ্চল হয় না । ক্ষণকালের জন্যও কোন দেহধারীর প্রতি দৃষ্টি যায় না । মিষ্টি বাচ্চারা , এখন আর তোমরা তরুণ নও, তোমাদের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা ।

গীত -: জাগো সজনী জাগো

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গান শুনলো । এই গানের অর্থই মনে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে আর খুশীতে থাকতে হবে, কারণ এইসব হলো নতুন দুনিয়ার নতুন কথা । এখন এইসব নতুন কথা শুনতে হবে । বাচ্চারা জানে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কোনো মনুষ্য দ্বারা সম্ভব নয় । তোমরা যখন এইসব কথা শুনতে থাকো তখন তোমরা বোঝো যে এইসব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বলা পুরোনো কথা বাবা আবার নতুন করে শোনাচ্ছেন , পুরনো যা তাই নতুন , আর যা নতুন তা আবার পুরনো হয়ে যায় । এখন তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বলা সেই কথাগুলি বাবা নতুন করে শোনাচ্ছেন । কথা সব পুরনোই । তাহলে বাবা কি কারণে শোনাচ্ছেন? নতুন দুনিয়ায় রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করাবার জন্য । নতুন রাজ্যের অধিকারী হতে গেলে তোমাদের জ্ঞান নৃত্য করতে হবে । ভক্তি মার্গে তো অনেক নৃত্য হয় । চারিদিকে ভক্তি ছড়িয়ে দিতে তারা নৃত্য করে । জ্ঞান নৃত্য তো খুবই সহজ এক পদ্ধতি । ভক্তি মার্গে কর্মেন্দ্রীয় সবসময় সচল রাখতে হয় । পরিশ্রম অনেক করতে হয় । এখানে তো অন্তর্মানে জ্ঞান নৃত্য চলতে থাকে । সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় , এই সব জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে । কোনো কিছুতেই অসুবিধা হয় না । হ্যাঁ , শুধু স্মরণে পরিশ্রম হয় । বাচ্চারা অনেকবার ফেলও হয়ে যায় । কোথাও না কোথাও ভুল করে ফেলে । সবচেয়ে বড় কথা হলো কখনো কোনো নামরূপে আকৃষ্ট হয়ো না । স্ত্রী পুরুষ নাম রূপে আকৃষ্ট হয়ে কামে বশীভূত হয় । প্রথম প্রথম এইসবে বেশি করে সামলে থাকতে হয় । কারোরই নাম রূপে আকৃষ্ট হয়ো না । নিজেকে আত্মা বুঝে চলতে হবে । আমরা আত্মারা অশরীরী অবস্থায় এসেছি, আবার আমাদের অশরীরী হয়েই ফেরত যেতে হবে । এই শরীরের ভানকে ভাগতে হবে । নাম রূপে আকৃষ্ট হওয়া খুবই খারাপ অসুখ । বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন । কেউ কেউ আবার এইসব কথা বোঝে না । তারা বলে বাবা এমনি বলেন যে নাম রূপে আকৃষ্ট হয়ে আছ ,

কিন্তু এটি হলো গুপ্ত অসুখ । এই কারণে সাজন সজনীকে অথবা বাবা বাচ্চাদের জাগাতে আসেন । বাচ্চারা জাগো , এবার আবার কলিযুগের পরে সত্যযুগ আসবে । বাবা আত্মার জ্যোতি জাগ্রত করতে আসেন । মানুষের মৃত্যু হলে তাদের সামনে জ্যোতি অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালানো হয়, তারপর আবার সেই প্রদীপকে সামলে রাখা হয় , যাতে প্রদীপ নিভে না যায় । আত্মার যাতে অন্ধকার না হয় । বাস্তবে এইসব হলো ভক্তি মার্গের কথা । আত্মা তো সেকেন্ডে বেরিয়ে যায় । অনেক লোকেরা আবার জ্যোতিকেও ভগবান মানে । ব্রহ্মকে বড় জ্যোতি বলে । ব্রাহ্ম সমাজীদের মন্দির হয়, যেখানে রাতদিন জ্যোতি অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালানো থাকে । কত খরচা হয় । অনর্থক ঘৃত (ঘি) নষ্ট হয় । এখানে কিছু দেওয়ার থাকে না। স্মরণই ঘৃতের (ঘিএর) কাজ করে , স্মরণ-রূপী ঘৃত । এইসবই মিষ্টি বাচ্চারা জানে । কথাগুলি নতুন হওয়ার কারণে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাবা বলেন আমি আসি সুইট চিলড্রেন-এর (মিষ্টি বাচ্চাদের) কাছে আর আমি ভারতেই । আপন জন্ম , আপন দেশ সবারই আদরের হয় , তাই না ! বাবার তো সকলকেই ভালোলাগে , তবুও আমি নিজের দেশ , ভারতেই আসি । গীতায় যদি কৃষ্ণের নাম না থাকতো , তাহলে মনুষ্যমাত্রই শিববাবাকে মানত । শিবের মন্দিরে কত ভক্তের সমাগম হয় । সবচেয়ে বড় মন্দির হলো সোমনাথ-মন্দির । এখন তো কত কত মন্দির তৈরী হয়েছে । কৃষ্ণকে ঈশ্বর রূপে মানা হয়না , বেহদের বাবাই সকলের ঈশ্বর , তাঁকেই সকলে মানে । এই সময় তোমাদের কাছে বাবার মতন আদরের আর কিছুই নেই । এখানে সাকারের কোনো মহিমা হয় না । এইসব তো নিরাকারের মহিমা , যিনি হন অভোক্তা । যেখানে বেহদের বাবা স্বর্গের রচয়িতা , তখন তো ওঁনার থেকেই অধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করা দরকার, তাই না ! আজ কাল করতে করতে সময়ই শেষ হয়ে যাবে । সময় খুব অল্পই বাকি আছে । বাবার থেকে রাজ্য অধিকার তো নিয়ে নাও । সমস্যার কথা যখন লেখে , তখন বোঝাতেও হয় । যেখানে এই নিশ্চয় আছে যে বেহদের বাবা উপস্থিত আছেন, তখন বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ তো করো , নইলে তো বাইরে যাওয়ার সাথে সাথেই সব কিছু ভুলে যাবে । বাবাতো কল্যাণকারীই । তিনি বলেন এই যোগের দ্বারাই একুশ জন্মের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে । বাচ্চাদেরও ঘরে বোঝাতে হবে যে এবার দুঃখ দূর করার জন্য বেহদের বাবাকে স্মরণ করলেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে । মূল কথাই হলো পবিত্রতার । স্মরণে যত বেশী থাকবে, ইন্দ্রিয়ও ততই শান্ত হয়ে যাবে । যতক্ষণ যোগে সাফল্য লাভ না হয় , ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ও শান্ত হয় না । প্রত্যেকে নিজেকে যাচাই করো যে কাম বিকারের বশীভূত হয়ে পরছি না তো! আমি যদি পুরোপুরি যোগী হই , তাহলে তো কোনো চঞ্চলতা থাকা উচিত নয় , কারণ এখন হলো বানপ্রস্থ অবস্থা , আর এখন শুধুই বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে । এই সবকিছু বাবা বাচ্চাদের (আত্মাদের) বুঝিয়ে দিচ্ছেন । যখন তোমরা ভালো যোগী হয়ে যাবে, তখন কোনো দিকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে না আর তোমাদের ইন্দ্রিয় সকল শান্ত হয়ে যাবে । মুখ্য এটাই , যা সকলকে বিভ্রান্ত করে । যোগের যথার্থ রীতি এবং স্থিতি রপ্ত হলে তখন অনুভব হবে যে আমরা তারুণ্যে বাণপ্রস্থ অবস্থায় এসে গেছি । বাবা বলেন যে কাম হলো মহাশত্রু , তাই তোমরা

নিজেকে যাচাই করতে থাকো । যত বেশী সময় স্মরণে স্থির থাকবে , কর্মেন্দ্রীয় তত শান্ত হতে থাকবে আর তোমাদের স্বভাব হয়ে যাবে অতি মধুর । অনুভব হবে যে প্রথমে আমি কত কঠোর মনোভাব পোষণ করতাম , আর এখন কত নমনীয় হয়েছি । বাবা হলেন প্রেমের সাগর , তাই বাচ্চাদেরও সেইরকম প্রেমপূর্ণ হতে হবে । সেইকারণে বাবা বলেন সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি রাখো । যদি কাউকে দুঃখ দাও তবে দুঃখী হয়েই মৃত্যুকে বরণ করতে হবে , তাই -তো তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । বাবা বলেন আমিই তো রূপ বসন্ত । বাবার থেকে কত অমূল্য জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত হয় , যে রত্নাদিতে তোমরা নিজেদের ঝুলি ভরে থাকো । ওরা আবার শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে আমাদের ঝুলি ভরে দাও । ওরা এটা জানে না যে শঙ্কর কারোর ঝুলি ভরেন না । এখন তোমরা বুঝতে পারছ , জ্ঞানসাগর বাবা আমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানের রত্ন দ্বারা ঝুলি ভরে দেন । তুমিও , রূপ বসন্ত । তোমরা , প্রতিটি আত্মাই হলে রূপ বসন্ত । নিজেদের দেখতে থাকো - আমরা কত জ্ঞান রত্ন ধারণ করে জ্ঞান নৃত্য করছি অথবা রত্নের দান করছি । সবচেয়ে ভালো রত্ন হলো মনমনাভব-র মন্ত্র । বাবাকে স্মরণ করে বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । বাবা যেমন জ্ঞানপূর্ণ , সেইরকম বাবা বাচ্চাদেরকেও নিজ সম তৈরী করেন । গুরুরাও নিজের মতন বানান । ইনি হলেন বেহদের বাবা আর যাঁর রূপ হলো বিন্দু । তোমাদেরও বিন্দু রূপ। তোমাদের নিজ-সমান জ্ঞানের সাগর তৈরী করেন । যত ধারণা করতে পারবে , আর করাতে পারবে ... তারা বোঝে আমাদের পদ উচ্চ স্থানে । অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে, তাহলে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে । বাবাও রোজ সার্ভিস করেন , তাই না ! এই যে গুলজার বাচ্চাটি আছে , কত মিষ্টি বোঝায় । সকলেই পছন্দ করে । মনে হয় এরকম ব্রাহ্মণী আমরাও পাই । এবার এক ব্রাহ্মণী তো সর্বত্র যেতে পারে না । তবুও বাবা বলেন যারা বোঝে যে আমরা ভালো বোঝাই, তাদের অলরাউন্ড (চতুর্দিকে) সার্ভিস করা উচিত । এক্ষেত্রে নিজেরই শখ থাকতে হয় - আমি সেন্টার্সে চক্কর লাগাব ...। যারা মনে করছে আমি অন্যদের কল্যাণ করতে পারি , আমার থেকে জ্ঞান রত্নের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে , তাদের তো শখ থাকাই উচিত । তারা নিয়মিত দশ পনেরো দিন সেন্টার থেকে ঘুরে আসলে তখন সেই একজনকে দেখেই অন্যেরা আরও ভালোভাবে শিখবে । যে এমন সেবা করবতে পারবে , তারই প্রাপ্তি হবে । এই সেবা হলো অনেক কল্যাণকারী । তোমরা মানুষদের জীবন দান দাও , উত্তম থেকেও উত্তম এই কার্য । ব্যবসায়ীরাও বুদ্ধি করে সময় বার করে সার্ভিসে যেতে পারে । সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাবা স্নেহ তো করেনই আর সাথে সাথে বাবা লালনপালনও করেন । যাদের সার্ভিসের শখ আছে , তারা সার্ভিস ব্যতীত থাকতে পারে না । বাবাও তো সহায়তা করেন, তাই না ! বাচ্চাদের অনেক দয়ালু হতে হবে । নিরুপায় , ভাগ্যহীন আত্মাদের খুবই দুঃখের জীবন । তোমরা সকলকে জীবনদান দিয়ে থাকো , কাউকে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করার মতন সর্বোত্তম জ্ঞান দান আর কিছুই হয়না । সেই কারণে অনেক রহমদিল (দয়াবান) হতে হবে । ব্রাহ্মণী দুর্বল হওয়ার কারণে সার্ভিসের গতি ধীর হয়ে যায় , সেই কারণে তারা ভালো শিক্ষক চাইতে থাকে । যখনই মনে হবে আমি হাল ধরতে পারি , তখনই চলে যাওয়া উচিত । বাবাকে জিজ্ঞেস করতে হয় - বাবা কোন সেন্টার্স ধীর গতিতে চলছে , আমরা

গিয়ে ঘুরে আসি । বাবা বলেন - প্রদর্শনীর চিত্র তো আছে , চিত্রেই বেশী ভালো ভাবে বোঝাতে পারবে । খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কিভাবে সার্ভিসকে বাড়াতে পারি । বাবাও সকলের জীবন হীরের মতন তৈরী করেন । তোমরা বাচ্চারাও সার্ভিস করতে পারো । বন্দেমাতরম্ গান গাওয়া হয় , কিন্তু কেউই অর্থ বোঝে না । পতিত মানুষের অথবা পৃথিবীর ইত্যাদির কখনো বন্দনা করা হয় না । এতো পাঁচ তত্ত্ব ! তার আবার বন্দনা কি করে হবে ! পাঁচ তত্ত্ব দ্বারা তৈরী এই শরীর, তো এই শরীরেরই পূজা করা মানে জড়বস্তুর পূজা করা । শিববাবার শরীর হয় না অর্থাৎ তিনি হন নিরাকার । ওঁনার পূজা হলো সবচেয়ে উত্তম, আর বাকী হলো সব মধ্যম । আজকাল তো যারা পতিত হয় , তাদের পূজা করা হয় । মহান আত্মারা তো দেবতা হয় । সন্ন্যাসীদের থেকেও বেশী পবিত্র । এখন তোমরা জানো আমরা দেবতা হতে চলেছি । বাবা আমাদের এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করা শেখাচ্ছেন । এইরকম উচ্চ দান আর কোনোটাই হয় না । শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শিব আর লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র তো আছে , প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে লাগিয়ে দাও, তাহলে স্মরণ থাকবে । শিববাবা আমাদের লক্ষ্মীনারায়ণে পরিণত করছেন । এই সময়ে তুমি তৈরী হচ্ছ । শিববাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । সত্যযুগে তো বর্সা (অধিকার) দেবেন না । এই অন্তিম জনমে শিববাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা এই লক্ষ্মী -নারায়ণ হতে পারবে । আর সব কথা ছেড়ে শুধুমাত্র সার্ভিস আর সার্ভিস করো । বাবাকে স্মরণ করাও একটা বড় সেবা । তত্ত্ব ইত্যাদি সব পবিত্র হওয়া শুরু হয় । যোগের মহিমা এতো বিশাল হয় । দুনিয়ায় যোগ আশ্রম তো অনেক আছে , কিন্তু সেসব হলো শারীরিক হঠযোগ আর তোমাদের হলো রাজযোগ। যার দ্বারা তোমাদের জীবন রূপী তরনী পার হয়ে যায় । ঐসব অনেক প্রকারের হঠযোগ ইত্যাদি দ্বারা সিঁড়ি নেমে এসেছো । আসল কথা হলো স্মরণের । দেখতে হবে আমাদের মন কোনও বিকারের দিকে যাচ্ছে না তো ? বিকারীকেই পতিত বলা হয় অর্থাৎ কড়ির মতন । বিকারগ্রস্ত হলে নিজেরই ক্ষতি হয় । যেমন করবে , তেমন ফল পাবে । বাবা দেখুক বা না দেখুক , নিজেদের যাচাই করতে হবে আমরা কি বাবার সার্ভিস করছি ! আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো ! যদি থাকে তো সেসব উপড়ে ফেলতে হবে । নিজের থেকে অবগুণ বার করার জন্য বাবা অনেক বোঝাতে থাকেন । নিগুণের অর্থ কেউই বোঝে না । নিগুণ বালক মণ্ডলী কতটুকু সেবা করতে পারবে , যার মধ্যে কোনো গুণই নেই । কোনও বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে না বুঝেই যা মনে আসে বলে দেয় । মত তো অনেক আছে , কিন্তু তোমাদের তো অনেক মত নয় , তোমরা এক মতের অর্থাৎ বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলো , সুতরাং তোমাদের অপার খুশীতে থাকা চাই ! বাবা শুধু বলেন , "আমাকে স্মরণ করো আর কমল ফুল (পদ্মফুল) সমান পবিত্র হও । মনসা-বাচা-কর্মণায় পবিত্র হও ।" তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা শ্রীমতেই নিজের তন মন ধন দ্বারা নিজেদের আর সারা বিশ্বের সেবা করছি । বাবা তো ভারতেই আসবেন, তাই না ! তোমরা পান্ডবরা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছো । তোমরা নিজেদেরই কাজ করছ । অন্তিমে বিজয়ী তো পান্ডবরাই হবে , এইসবে লড়াইয়ের কোনও কথা নেই । তুমি হলে ননভায়োলেন্স (অহিংসক) । না বিকারে যাও আর না গুলি চালাও । ভায়োলেন্স দ্বারা কেউই বিশ্বে বাদশাহী

প্রাপ্ত করতে পারে না । বাবা বুঝিয়েছেন ক্রিস্চানরা যদি একে অপরের সাথে মিলে কাজ করে, তাহলে তারা বিশ্বে বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারে । কিন্তু ড্রামাতে এরকম লিপিবদ্ধ থাকে না । ক্রিস্চানরাই কৃষ্ণপুরীকে গ্রাস করেছে । আসলে ভারত তো কৃষ্ণেরই পুরী ছিল, তাই না ! লড়াই করে বাদশাহী বাজেয়াপ্ত করেছে , অনেক ধন নিয়ে চলে গেছে । এবার ধন আবার ফিরে আসছে আর তুমি বিশ্বের মালিক হয়ে যাচ্ছ । বাবা কত উপায় বলে দেন । ক্রিস্চানরাই তোমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং পরে আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে দেয় আর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । কত বিশাল এই বাদশাহী। পরিশ্রম শুধু এইটুকুই , বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর আপন অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করো । এর জন্য বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ, সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্য সব কথাবার্তা ছেড়ে জ্ঞান দান করতে হবে । রূপ বসন্ত হতে হবে । নিজের অবগুণকে উপড়ে ফেলার পুরুষার্থ করতে হবে । অন্যদের দেখার কোনও দরকার নেই ।

২) নিজ স্বভাবকে মধুর করতে হবে । সকলকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে হবে । কাউকেই দুঃখ দেওয়া চলবে না । কর্মেন্দ্রীয়জিত হতে হবে ।

বরদান:- ক্লান্ত অথবা অশান্ত আত্মাদের সিদ্ধি দেওয়ার জন্য খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরীয় সেবক) ভব !

আত্মাদের অনেক কাল ধরে নির্বাণ অথবা মুক্তিধামে যাওয়ার ইচ্ছা অথবা আশা আছে । এইজন্যই তারা জন্ম জন্মান্তরে অনেক প্রকারের সাধনা করতে করতে ক্লান্ত বোধ করেছে । তাই এখন প্রত্যেকেই সাধনা নয় , সিদ্ধি চাইছে । সিদ্ধি অর্থাৎ সদগতি, তাই এরকম অশান্ত , অসহায় , ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা নিজেদের সাইলেন্সের শক্তি অথবা সর্ব শক্তির দ্বারা এক সেকেন্ডে সিদ্ধি দাও , তাহলেই বলা যাবে খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরীয় সেবক) ।

স্লোগান :- দুর্বল সংস্কারই মায়া প্রবেশের গুপ্ত পথ , এই পথ বন্ধ করে দাও ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো যে, তোমরা তোমাদের যোগবলের দ্বারা এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গে পরিণত করবে। যেখানে একটি মাত্র ধর্ম এবং একটি মাত্র রাজত্ব থাকবে।"

প্রশ্ন :- মায়ার এমন কোন বিপ্লবের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারলে, চমৎকার কিছু করে দেখানো যায় ?

উত্তর :- মায়ার সবচাইতে বড় বিপ্লব হলো - দেহ-অভিমান জাগ্রত করিয়ে একে অপরের নাম-রূপের মোহজালে জড়িয়ে রাখে। কিন্তু যারা মায়ার প্রবঞ্চনার বিপ্লব থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারে, সে অনেক কিছুই দক্ষতা দেখাতে পারে। তার মন-বুদ্ধিতেও সেবা-কার্যের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পরিকল্পনা আসতে থাকে। আর এই সেবা-কার্য তখনই উন্নতমানের হয়, যখন সে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকতে পারে।

ওম্ শান্তি ! বাবা ধরায় অবতরণ করেছেন - রুহানী (ঐশ্বরীয়) বাচ্চাদের ওঁনার শ্রীমত জানাতে। বাচ্চারা তো অবগত আছেন যে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী আর অল্প কিছু কালের মধ্যেই যুগ পরিবর্তনের সব কার্যই সম্পূর্ণ হতেই হবে। এই রাবণ-পুরীই তখন বিষ্ণু -পুরীতে পরিবর্তিত হবে। নিরাকার বাবা স্বয়ং যেমন গুপ্ত - ওঁনার শিক্ষা পদ্ধতিও তেমনি গুপ্ত। যদিও এখন প্রচুর সংখ্যাতেই সেন্টার এবং পাঠশালা আছে। ছোট বা বড়, গ্রাম বা শহরে, সেন্টার তো সর্বত্রই আছে। সেগুলিতে বহু বাচ্চাদেরও সমাগম হয়। এরপর দিন-প্রতিদিন তারও বৃদ্ধি হতে থাকবে। পুঁথি-পত্রে, গল্পে-সাহিত্যেও একথা লেখা আছে যে, আমরা এই ভারত-ভূমিতেই স্বর্গের রচনা করবো। তাই তো এই ভারত-ভূমি তোমাদের এত ভাল লাগে, যেহেতু তোমাদের স্মৃতিতে তা সুপ্ত অবস্থায় আছে, এই ভারত-ভূমিই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। যা ৫ হাজার বছর পূর্বে ঘটেছিল। তখন, ভারত খুবই উন্নত ও প্রতিপত্তিশালী রাজ্য-ভূমি ছিল। আর এ সব কথা কেবল তোমরাই জানো- যারা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা হয়েছো। শ্রীমত অনুসারে চলেই, এই ভারত-ভূমিতেই আবার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে হবে। আর সবাইকেই সে দিশা জানাতে হবে- তবে এ জন্য কিন্তু কারও সাথেই কোনও প্রকারের মত পার্থক্যে যাবে না। নিজেদের মধ্যেই তা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে - কোন্ কোন্ চিত্রে কি কি বিজ্ঞাপন দেবে সংবাদ-পত্রে। বাবার শ্রীমতের বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চর্চা করবে। যেমনটি সরকারের আধিকারীকেরা করে থাকে। আর তার পরেই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন - কিভাবে ভারতের উন্নতি করা যায়। যেহেতু ভারত-ভূমিতে এত মতভেদ, তাই তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে তা ঠিক করে, কি করে এখানে সুখ-শান্তি স্থাপন করা যায়। ঠিক সেই প্রকারের তোমরা বাচ্চারা তো রুহানী পাণ্ডব সরকার। যা এত বিশাল ঐশ্বরীয় পরিবার সরকার। পতিত পাবন বাবাই পতিত বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানিয়ে, পবিত্র দুনিয়ার রাজ্য-অধিকারীর উপযুক্ত বানান। আর এই রহস্যটা কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো। ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই-- প্রধান ধর্ম। যা স্থাপিত হয়, রুদ্র-জ্ঞান যগুত দ্বারা। শিববাবাকেই রুদ্র বলা হয়। এই বাবা এসেই তোমাদের চেতনাকে সজাগ করেছেন। তোমাদেরও সেরূপে অন্যদেরকে সজাগ করতে হবে। যা অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, তোমরা অবশ্য তাই করে থাকো। এ

পর্যন্ত যারা যারা যে প্রকারের যতটা পুরুষার্থ করেছো, কল্প পূর্বেও তোমরা ঠিক ততটাই করেছিলে। এটা একটা রুহানী অলৌকিক লড়াই। কখনও মায়ার প্রবঞ্চনার বল বেশী তো কখনও ঈশ্বরীয় শক্তির ! সেবাকার্য কখনও বেশ জোর কদমেই চলতে থাকে - আবার কখনও বা কারও কারও ক্ষেত্রে মায়ার বিঘ্ন পড়ে। তখন মায়া তাকে একেবারেই জ্ঞান-শূন্য করে ছাড়ে। যেহেতু এটা এক প্রকারের যুদ্ধক্ষেত্র। মায়া তখন রামের (শিবের) সন্তানদের অজ্ঞান বানিয়ে রাখে। ঠিক যেন লব-কুশের গল্পের মতন ! সেখানে রামের দুটি পুত্র বলা হয়েছে। কিন্তু, এখানে তো বাবার কত বাচ্চা ! বর্তমানে সকল মনুষ্যই কুস্ককর্ণের মতন গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। তাই তারা এটাও জানতে পারে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা (বাবা) এই ধরাতেই অবতরণ করেছেন, তাঁর বাচ্চাদেরকে বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার (বর্সা) দেবার উদ্দেশ্যে। বাবা ভারত-ভূমিতেই অবতরণ করেন। এই কথাটাও একেবারে ভুলে বসে আছে। এই ভারত-বাসীরাই একদা সেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী ছিল- এতে কোনও সন্দেহই নেই। পরম পিতা পরমাত্মার (শিবের) জন্মও (অবতরণ) এখানেই হয়-তাই তো শিব-জয়ন্তী অনুষ্ঠানও ভারতেই পালন করা হয়। উনি অবতারিত হয়ে, অবশ্যই ঔনার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় এখানেই করে থাকবেন। বুদ্ধিতে তো এটাই আসে যে, বাবা এসে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। প্রেরণার দ্বারা তো আর স্থাপনা কার্য সম্ভব নয়। তোমরা , বাচ্চাদেরকে এখানে রাজযোগ শেখানো হয়ে থাকে। স্মরণের যাত্রা কিভাবে করতে হয়, তাও শেখানো হয়। প্রেরণা তো হয় নিঃশব্দে। অনেকেরই ধারণা যে, শংকর (সূক্ষ্ম-লোকের দেবতা) প্রেরণার দ্বারা বিনাশ কার্য করিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেরণার দ্বারা তা সম্ভব নয়। তোমরা তো জানোই- অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী, নাটকে ওনার কর্ম-কর্তব্য মিসাইল তৈরীতে সাহায্য করা। যা বিনাশের উদ্দেশ্যেই বানানো হয়। আর প্রেরণা শব্দটি শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ। বিনাশের ক্ষেত্রে প্রেরণার প্রসঙ্গই নেই। আবার শংকর-ও তো সূক্ষ্ম-লোকের বাসিন্দা। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী, বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। মহাভারতেও তা বলা হয়েছে, সেই যুদ্ধেও মিসাইল ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। আর যা একবার ঘটে গেছে, তার পুনরাবৃত্তি আবারও হতে হবে। তোমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো যে, যোগবলের দ্বারা তোমরাই এখানে স্বর্গের স্থাপনা করবে, যেখানে একটাই মাত্র ধর্ম থাকবে। আচ্ছা, তবে অন্য সব ধর্মগুলির কি হবে ? সেগুলির বিনাশ তো হতেই হবে। এ তো সহজ সমীকরণ। এ তো বলাই হয়, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা- তা সম্পূর্ণই সঠিক। কিন্তু শংকরকে শিবের সাথে গুলিয়ে দিয়েছে- যা একেবারেই ভুল তথ্য। তাকে আবার শিব-শংকরও বলা হয়। যেহেতু, শংকরের তো কোনও কর্ম-কর্তব্যের পাঠ নেই, তাই শিবের নামের সাথে তাকে যোগ করে দেখানো হয়েছে। অথচ, শিববাবা নিজেই বলেন, ওনাকে তো কত কিছুই কর্ম-কর্তব্য করতে হয়। সবাইকে পবিত্র বানাতে হয়। ঔনাকে ব্রহ্মার শরীরের আধার নিয়ে, এই সাকার দুনিয়ার স্থাপনা কার্য করাতে হয়। এই কার্যে শংকরের কোনও ভূমিকাই নেই। তাই তো কেবল শিবেরই পূজা হয়ে থাকে। শিববাবাই একমাত্র কল্যাণকারী যিনি সবাইকেই সব কিছু প্রাপ্তি করান। তাই তো বলা হয় শিব-পরমাত্মায়ে নমঃ। আর ব্রহ্মা হন প্রজাদের পিতা অর্থাৎ প্রজাপিতা। এই ব্রহ্মাই পরে বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পান। আবার সেই বিষ্ণুকেই পরে ব্রহ্মা রূপে আসতে হয়-যা খুবই গুপ্ত রহস্যে ঘেরা। যা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। বিচক্ষণ সচেতন বাচ্চারাই বুদ্ধির দ্বারা এই জ্ঞানকে মূহুর্তেই বুঝতে পারে। সাধারণ মনুষ্যদের তো একথা বোধেই আসে না যে, পতিত-পাবন বাবা কোন সময়ে আসে। বর্তমান সময়কালটা তো কলিযুগের অন্তকাল। কিন্তু যদি বলা যায় যে, কলিযুগের আয়ুকাল আরও ৪০ হাজার বছর বাকী আছে- সে হিসেবে তো পতিতদের সংখ্যাটা আরও কত গুন বেড়ে যাবে। দুঃখের মাত্রাও কত গুন বেড়ে যাবে-যা সহনও করতে হবে। যেহেতু কলিযুগে তো আর সুখ পাওয়া যায়

না। এ সব কিছু না জানার কারণেই, বিচার শক্তিটাই ঘোর তমসচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমাদের বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে যুগ্ম সিদ্ধান্তে আসা উচিত কি প্রকারে এই ঈশ্বরীয় সেবার বিস্তার বাড়ানো যায়। বাবা তো নানা পরিকল্পনা জানাতেই থাকেন, কিন্তু তোমাদের মধ্যেও তার সমন্বয় দরকার। চিত্রগুলির বিষয়কে খুব ভাল করে বোঝাতে হবে। অবিনাশী নাটকের সময় অনুসারে ধীরে ধীরে চিত্রও পরিবর্তন হতে থাকছে। বাচ্চাদের তো তা জানাই আছে, যেমন যেমন সময় অতিবাহিত হচ্ছে, নাটকের পট-ও হুবহু সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই বাচ্চাদেরও অবস্থা কখনও ভালো, কখনও মন্দ হয়ে পড়ছে। অবশ্য এরকম তো হয়েই থাকে। বাবাও সাক্ষী-স্বরূপে তা দেখতে থাকেন। বাচ্চাদের উপর গ্রহের প্রকোপ হলে তা সমাধানের চেষ্টাও করে থাকেন বাবা। সেই কারণেই (ব্রহ্মা) বাবা বার বার বলতে থাকেন, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু যখন বাচ্চারা দেহ-অভিমান স্থিতিতে এসে পড়ে, তখন বার বার ঠোকর খেতে হয়। সেই সময়কালে দেহী-অভিমानी স্থিতিতে থাকা উচিত। কিন্তু, বেশীর ভাগ বাচ্চাদের মধ্যে দেহ-অভিমান ভাবের লক্ষণ প্রবল। আর যখন তোমরা দেহী-অভিমानी ভাবে থাকতে পারবে, তখন সহজেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। ফলে ঈশ্বরীয় সেবারও উন্নতি হতে থাকবে। ভালো পদের অধিকারী হতে গেলে সর্বদাই এই ঈশ্বরীয় সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। ভাগ্যে যদি তা না থাকে তো প্রচেষ্টার আগ্রহও আসে না। তখন তারা নিজেরা হতাশ হয়ে বলে যে, বাবা আমার তো ধারণারই অভাব রয়েছে-তাই সঠিক ভাবে বুদ্ধিতেও তা টেকে না। আর ধারণা না থাকলে তো খুশীও আসে না সেভাবে। যে ধারণাকে ধারণ করতে পারে- একমাত্র সে খুশীতে থাকতে পারে। তারা এও বুঝতে সক্ষম হয়, শিব বাবা ধরায় অবতরণ করেছেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - তোমরা খুব সুন্দর রীতিতে বুঝে নিয়ে, সেগুলি অন্যদেরকে সেভাবে বোঝাও। অনেকে এই ঈশ্বরীয় সেবায় নিমগ্ন হয়ে যায়- যা তাদের পুরুষার্থ হতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা তো জানোই কি, প্রতিটা সেকেন্ড মুহূর্তই সে ভাবেই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, ঠিক যেমনটি অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে খোদিত আছে। বাচ্চাদেরকে এটাও বোঝানো আছে যে, বাইরে কোথাও ভাষণ করার সময়, সেখানে অনেক প্রকারের লোকজনই তো আসে। তোমরা তো জানই, অন্যেরা সবাই তো বেদ, শাস্ত্র, গীতা, ইত্যাদির উপরেই ভাষণ করে থাকে, তাদের ধারণায় তো এটাই নেই যে, স্বয়ং ঈশ্বর নিজের ও তাঁর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলিকে জানিয়ে থাকেন। চিত্রেও সেগুলিকেই কত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- পরমাত্মা কে। এইসব কথাগুলিকে তো আর প্রোজেক্টরের দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রদর্শনীগুলিতে চিত্রগুলির সামনে দাঁড়িয়ে, তাদেরকে বুঝিয়ে, তারপর জিজ্ঞাসা করতে পারো- এবার বলো তো গীতার ভগবান কে ? কে এই জ্ঞানের সাগর ? আর কে বা পবিত্রতা, সুখ-শান্তির সাগর, আর মুক্তিদাতা ও পথ প্রদর্শকের দিশাই বা কে দেখান ? তারা তখন কৃষ্ণের নাম বলার যুক্তি আর খুঁজে পাবে না। যেহেতু পরমাত্মার মহিমা, গুণ ও কর্তব্যই ভিন্ন প্রকারের। প্রথমে এই (পয়েন্ট) সূত্রগুলিকে কাগজে লিখে প্রমাণ স্বরূপ তাদের হস্তাক্ষরও নিয়ে রাখা উচিত। পাখীরা যেমন নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে - বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াতেই সেরূপ চলছে। একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেই চলেছে। মানুষের বেলায় যেমন ৫ বিকারের কথা বলা হয়, পশু-পক্ষীদের ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনটি বলা যায় না। অথচ ...। পবিত্র উন্নত দুনিয়া আর অপবিত্র অনুন্নত দুনিয়া - সে তো মনুষ্যদের জন্যই। যেমন কলিযুগ আসুরী সম্প্রদায়ের আর সত্যযুগ দৈবী সম্প্রদায়ের। বর্তমানের মনুষ্যরা এতই তমোপ্রধান বুদ্ধির হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না যে, তাদের স্বভাব-সংস্কার আসুরী সম্প্রদায়েরই হয়ে গেছে। তাই তো দেবতাদের সামনে গিয়ে প্রার্থনার সুরে বলতে থাকে - 'আমি এত নীচ পাপিষ্ঠ যে আমার কোনও গুণই নেই।' তোমরাই তাদেরকে তা

বুঝিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে পারো। ৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের সিঁড়ির চিত্রে তা খুব সুন্দর সহজ-সরল ভাবেই বর্ণিত আছে। উত্থান ও পতনের কারণকেও বিশ্লেষণ করা আছে। এই সিঁড়ির চিত্রই ভারত-বাসীদের জন্য মুখ্য চিত্র। সবচাইতে সুন্দর পন্থা। এই চিত্রের দ্বারাই খুব সুন্দর ভাবে বোঝাতে পারবে। ৮৪তম জন্ম সম্পূর্ণ করে আবার প্রথম রূপের জন্মে আসতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে পতন হতে হতে আবার উত্থানের অবস্থায় আসতে হবে। প্রত্যেকেরই ভাবনায় এটা থাকা উচিত যে, সবাইকেই সেই উত্থানের দিশা কি ভাবে বোঝানো যায়। এ সব চিন্তাধারা মনে না রাখলে, ঈশ্বরীয় সেবা হবে কি করে। চিত্র দিয়ে বোঝানোটা তো যথেষ্টই সহজ পন্থা। সত্যযুগের পরেই ধীরে ধীরে পতনের শুরু। (আত্মারা) বাচ্চারাও তখন বুঝতে পারে যে, এবার তাদের স্বভাব-সংস্কারেরও পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ অন্যযুগে প্রবেশ করছে তারা। একধাপেই কেউ সত্যযুগে পৌঁছতে পারে না। প্রথমে তো শান্তিধামে যেতেই হয়। তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় তো করতেই হয়। আর যে নিজের কর্ম-কর্তব্যের বিষয়টা ভালরূপে বুঝে এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে তা সঠিক ভাবে করতে পারে, সেই অনুপাতেই সে তার ক্রমিক নম্বর প্রাপ্ত করে। জাগতিক দুনিয়ার অন্যেরা এভাবে কেউ বলতেই পারে না যে, আমরা এই অবিনাশী নাটকে অভিনয় করি মাত্র। অথচ আমরা (বি.কে.-রা) তা লিখেও দিতে পারি, প্রত্যেকটি মানুষ মাত্রই এই অসীমের নাটকের অভিনয়কারী। যার মধ্যে প্রধান নায়ক, নির্দেশক, পরিচালককে আর নাটকের আদি-মধ্য-অন্তের ঘটনাবলী যে জানতে চায় না, সে তো অবুঝই থাকবে। এ সব লিখিত আকারে দিলেও, তাতে কোনও অসুবিধা নেই। এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত নয় মোটেই। ঈশ্বরীয় সেবা, সেবা আর সেবা। এমনটা হলে, তার ফলে কোনও প্রকার গ্রহের প্রকোপই পড়তে পারে না। বাবা তো জানেনই, বচ্চাদের উপর গ্রহের প্রকোপ কখনও না কখনও পড়েই থাকে - তখন তাদের কত লোকসানও হয়। ধনী ব্যবসায়ীও হত দরিদ্রে পরিণত হয়। অবশ্য তার পেছনে কারণও থাকে কিছু না কিছু। অনেককে বাবা আবার বুঝিয়েও থাকেন, যাতে তারা কখনও নাম-রূপের আধারে ফেঁসে না যায়। না হলে মায়া এমন ভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে থাকবে, ফলে গাড্ডায় পড়ে হাবুডুবুই খেতে হবে। মায়া খুবই প্রবঞ্চক। সে কখনও কারওকে ভালবাসতে পারে না। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম কখনও বিকারের রূপ নিতে পারে না। একে অপরের নাম-রূপে মুগ্ধ হয় না। তোমরা তো দেখেও থাকবে, সেন্টারেও এরূপ মায়ার বিঘ্ন পড়ে কদাপি কখনও। তারা একে অপরের নাম-রূপেই ফেঁসে যায়। মায়া আবার এমনও করে, মাতা- সে নিজেরই নাম-রূপে, কন্যা - সে নিজেরই নাম-রূপে (অহংকারে) ফেঁসে যায়। এমন কি যারা পুরুষার্থ করতে থাকে, তাদেরকেও মায়া তার প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে দেয় না। এই জন্যই বাবা সাবধানী বাণী শোনান - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের নানা ভাবেই ফাঁসাতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তোমরা যেন ওর জালে ফেঁসে যেও না। দেহ-অভিমাণে আসা মোটেই উচিত নয়। নিজেকে আত্মা স্বরূপ স্থিতিতে রেখে বাবার স্মরণেই থাকবে। তবেই মায়ার প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচতে পারবে। তোমাদেরকে বাবা ফুলের মতন সুন্দর সর্বগুণের বানাতেই এসেছেন। অতএব কোনও বিষয়েই বাবার প্রতি সংশয় আসা উচিত নয়। কিন্তু তবুও যদি সংশয় আসে, তখন তো ঈশ্বরীয় সেবা সঠিক ভাবে করতেই পারবে না। নিজে নিজেই ঢোঁক গিলতে থাকবে। তাই এতে সাহস রাখতে হবে। এদিকে হাতে সময়ও খুব কম। বাবার মুরলী শুনলেই আবার স্মৃতি-উৎসাহেরও জোগান হবে মনে। আত্মপ্রকাশ বাচ্চা সঠিক রীতিতেই চিত্রগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেছে। বোঝাতে যারা আছে, তাদেরও তা ভাবনা-চিন্তা করা উচিত। প্রধান চিত্রটা প্রথমে বানাতে হবে। তারপর তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, সময় অনুসারে বাবাও নির্দেশ দিতে থাকেন, কি ভাবে চিত্রে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে। এরকম কোনও যুক্তি বের করো সিঁড়ির (৮৪ জন্মের উত্থান-পতনের ধারা) চিত্রকে বিমান-বন্দরে

রাখা যায়। যা দেখে সবাই খুশী হবে। তখন তারাও ভাববে, এই যুক্তিগুলিকে তো খণ্ডন কেউ-ই করতে পারবে না। বাচ্চারাও খুব উৎসাহ বোধ করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি (সিকীলধে) হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের সুমন ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবার নমস্কার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তোমরা বাচ্চারা এখন জীবন-যুদ্ধের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, মায়া আর রাবণের সাথে যুদ্ধ চলছে তোমাদের। এই মায়াই তোমাদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। তাই নিজেদেরকে খুব সাবধানে রাখতে হবে।

২) প্রত্যেককে নিজেই নিজের উন্নতির কথা ভাবতে হবে। চিত্রে যে রকম বোঝানো আছে, ঈশ্বরীয় সেবা সে ভাবেই বাড়াতে হবে। আর চিন্তন করতে হবে, চিত্রে আর কি দেখানো যেতে পারে, যাতে মনুষ্যরা আরও সহজেই তা বুঝতে পারে।

বরদান :- বুদ্ধিযোগের প্রেম এক ও একমাত্র প্রেমিকের সাথে নিবিষ্ট হয়ে সর্বদাই সে নিকটে, এই অনুভূতির বিজয়ী রহ্ন হও।

প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে এক ও একমাত্র প্রেমিকের সাথেই মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। যার এই একের সাথে প্রেম হয়ে যায়, তার আর অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৈভবের সাথে প্রেম হতেই পারে না। সে সদা বাপদাদাকেই নিজের সামনে অনুভব করতে থাকবে। তার মনে শ্রীমতের বিপরীত ব্যর্থ সংকল্প বা বিকল্প কোনও কিছু আসতেই পারে না। তার মুখ থেকে ও মন থেকে সর্বদা এ কথাই বেরোবে- তোমার সাথেই থাই, তোমার সাথেই বসি তোমার সাথেই সর্ব সঙ্কল্প পালন করি এই ধরণেরই সর্বদা প্রীত বুদ্ধি ধারণ করতে পারলে সে বিজয়ী রহ্ন হতে পারে।

স্লোগান :- চাই, চাই, আরও চাই - তা সংকল্পে আসা মানেই, রাজকীয় ভাবের প্রত্যাশা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বেহদের এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে ,
অতএব নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য পবিত্র হয়ে নাও । "

প্রশ্ন :- পরমাত্মার সম্পর্কে তোমরা কোন্ আশ্চর্যজনক কথা জানো যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় ?

উত্তর :- তোমরা জানো যে আত্মা হলো জ্যোতির্বিন্দু । তেমনই পরমাত্মাও হলেন অতি সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু । এই অভূতপূর্ব বিষয় মানুষের বোধগম্যের বাইরে । অনেক বাচ্চারা তালগোল পাকিয়ে ফেলে । বাবা বলেন , বাচ্চারা বিভ্রান্ত হয়ে না । যদি সূক্ষ্ম রূপে স্মরণ না থাকে, তাহলে বৃহৎ রূপে স্মরণ করো । কিন্তু স্মরণ অবশ্যই করো ।

গীত:----(রাত্রির পথিক ক্লান্ত হয়োনা) রাত কা রাহি থক মত জানা..

ওম্ শান্তি । রুহানি বাচ্চাদের রুহানি বাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । তাই বাচ্চাদেরও আত্ম-অভিমানী হয়ে বসতে হবে । এইরকম আর কোনও জায়গায় বোঝানো হয়না । কোনও সাধু-সন্ত এইভাবে বোঝাবে না আত্ম-অভিমানী হয়ে বসতে । এই কথা একমাত্র বাবাই বোঝান আর কেউই এরকম বলতে আসবেনা । এই যুক্তি অন্য কেউ বলতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারাও বুঝতে পারো আমরা হলাম আত্মা । আত্মাই এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীরে প্রবেশ করে । কখনো ডাক্তার, কখনো ব্যারিস্টার হয় । আত্মা এখন পতিত হয়েছে , আবার পবিত্র হবে । আত্মাতেই জ্ঞানের ধারণা থাকে । বাবা নিরাকার , জ্ঞানের সাগর যখন , তো উঁনি এসে নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞানই শোনাবেনা তিনি পতিত পাবন , সুতরাং তিনি এসে নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবেন । উঁনি হলেন সর্বোচ্চ , পরমপিতা পরমাত্মা । "আমি তোমাদের বাবা, সর্বোচ্চ, জ্ঞান দীপ্ত । আমার নিজস্ব শরীর নেই ।" এই সব জ্ঞান তোমাদের আত্মা ধারণ করে, তাই তোমাদের আত্ম-অভিমানী হতে হবে । দেহ অভিমান যেন না হয় । এমন কোনও অবকাশ যেন না থাকে , যেখানে , যে শ্রীমত শোনাবে আর যে শুনবে তাদের উভয়েরই দেহ-অভিমান আছে । বাবা তো নিরাকার । তিনি এসে তোমাদের রাজযোগ শেখান । আর বাকি সব মনুষ্য দেহ অভিমানী হয়ে আছে । যদিও লক্ষী- নারায়ণ সম্বন্ধে বলবে , এঁরা আত্ম - অভিমানী ছিলেন ; তবুও সত্য -ত্রৈলোক্য পরে দ্বাপর-এর শুরু থেকে ধীরে ধীরে দেহ-অভিমান তো আসতে থাকেই । এই জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা নিজে এসে দেন এবং তা আত্মাকে ধারণ করতে হয় । আত্মাকেই পতিত থেকে পবিত্র হবার উপায় বলেন । এখন সারা দুনিয়া অধঃপতিত , তাই বাবা আবার উত্তীর্ণ করতে আসেন । এই সবকিছু তোমরা বাচ্চারা জানো । অধঃপতন অর্থাৎ বিনাশ আর উত্থান অর্থাৎ নির্মাণ । স্থাপনা আর বিনাশ । স্থাপনা কিসের? নতুন দুনিয়া , স্বর্গের স্থাপনা । আর পুরনো দুনিয়া হেল, নরকের বিনাশ । ডিসট্রাকসন আর কনসট্রাকসন । একদিকে বিনাশ আর একদিকে নির্মাণ । কলিযুগ হলো পুরনো দুনিয়া, এর বিনাশ অবশ্যই হবে । বিনাশের লক্ষণ...এই বিধ্বংসী মহাভারতের লড়াই । মহাভারতের বৃত্তান্ত মহাভারত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে । বাবা, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন, তাহলে সেটা তো নিশ্চয়ই নতুন

দুনিয়াই স্থাপন করবেন ! এটাই হলো বেহদের বিনাশ আর বেহদের স্থাপনা । একদিকে শেষ তো আরেকদিকের শুরু । বাবাই নতুন ঘর বানাবেন - বাচ্চাদের জন্য । তখন পুরোনো দুনিয়া নিশ্চয়ই বিনাশ করাবেন । তোমরা বৃদ্ধিতে পারছো - বাবা এখন নতুন দুনিয়া স্থাপনা করছেন । তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী করার জন্য জ্ঞান-রত্নে আমাদেরকে সাজিয়ে তুলছেন । মহাভারতের যুদ্ধ বিনাশের জন্য প্রসিদ্ধ । বলা হয় , এখন সেই সময় । সেই স্টার অর্থাৎ সেই আত্মারা ফিরে এসে নিজেরা একত্রিত হয়েছে যারা মহাভারতের যুদ্ধের সময় ছিল , এই সিঁড়িতে ও লেখা হয়েছে, ভারতের উত্থান আর পতনের অদ্ভুত কাহিনী । এই লাইনে কল্প কল্প শব্দও যুক্ত হওয়া উচিত । শুরু থেকে অন্ত অবধি মানুষ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে । এই সব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । মানবের বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তাল লাগানো আছে অর্থাৎ বুদ্ধি পাথরের মতো নিশ্চল । এই সব কথা মনুষ্যগণের জানতে হবে । আত্মারা এখানে আসে শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে । সুতরাং বিশ্ব- নাটকের আদি -মধ্য- অন্তের রচয়িতা , পরিচালক , মুখ্য অভিনেতা ইত্যাদির কথা জানা উচিত । এখন তোমরা নাটকের আদি - মধ্য- অন্ত, কে, কি কেন, নাটকের সব অংশ জেনেছ - শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত । বাবার দ্বারা আমরা এই সব জ্ঞান প্রাপ্ত করছি । সৃষ্টি চক্র কেমন করে আবর্তিত হয় । একেই বলা হয় রুহানি জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান । দেহ-সম্বন্ধিত জ্ঞানকে দার্শনিক জ্ঞান বলা হয় । আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ের জ্ঞান । এখন এই সব কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ভরে দেওয়া হয়েছে । বাচ্চারা জেনেছে , এখন ৮৪ জন্মের নাটক সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । এখন আমরা ফিরে যাব, কিন্তু যারা পতিত তারা ফিরে যেতে পারবে না । এত জপ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে তো পতিতই থেকে যাচ্ছে । পবিত্র হবার জন্য গঙ্গা স্নান করছে , কিন্তু এই সব করে পবিত্র হওয়া যায় না । তাই ফেরতও কেউ যেতে পারছে না । গল্প খুব করে , অমুক জন ইহ সংসার পার করে নির্বানধাম গেছে, জ্যোতিতে জ্যোতি সমাহিত হয়েছে । বাবা বুঝিয়েছেন , এভাবে কেউ ফেরত যেতে পারে না । সব অভিনেতা (আত্মা) এখানেই আছে । বিশ্ব নাটক এখন প্রায় সম্পূর্ণ , সেইজন্য সকল অ্যাক্টর অর্থাৎ সকল আত্মারা বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হচ্ছে । এখন সকলেই উপস্থিত হয়েছে । মানুষ জানে না যে, বুদ্ধ আর ক্রাইস্ট এঁরা সব কোথায় আছে! তোমরা যে সকল আত্মারা উপর থেকে এখানে এসেছ, তারা সকলেই এই সময় তোমোপ্রধান হয়ে গেছ । আবারও তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে যেরকম পূর্ব কল্পেও হয়েছিলে । বাবাই এসে স্থাপনা, বিনাশ করান । বলা হয়, এই জ্ঞান রাজারও রাজা বানিয়ে দেয় । ইঁনি , বেহদ-এর বাবা বলেন , আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করি । কৃষ্ণ তো স্থাপনা করান না । রচয়িতা , বাবা । বাবাই এসে বুঝিয়ে দেন যে, তোমরা আমাকে তখনই ডাকো যখন সৃষ্টি পতিত হয় । এমনও নয় , আমি নিজে নতুন সৃষ্টির রচনা করি । যেমন দেখানো হয় প্রলয় হচ্ছে এ তো সবই ভুল । মনুষ্য যখন ডাকে , হে পতিত পাবন এসো , তখন তো নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হবে ! বাবা এসে কৃষ্ণপূরীর সাক্ষাৎকার করান । বলা হয় কৃষ্ণ অশ্বথ পাতায় করে সাগরে ভেসে এসেছিলেন... এটাই ঠিক কথা । নতুন দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কৃষ্ণই আসেন । সাগরে ভেসে নয় , কিন্তু উনি গর্ভ মহলে আসেন । আঙুল চুষতে চুষতে খুব আরামে গর্ভ মহলে বিরাজ করেন । সত্য যুগে সকল বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগে পর্যন্ত গর্ভ মহলে থাকে । ওরা আবার গর্ভ মহলের বিষয়কে সাগরে ভাসতে থাকা পাতার ওপরে কৃষ্ণ -এইভাবে দেখিয়েছে । এই সব ভক্তি মার্গের কথা । বাবা এই সব শাস্ত্রের সার কথা আমাদেরকে বোঝান । যখন গর্ভ রূপ কমেদখানা তে থাকে তখন সবাই বলে , আমাদের বাইরে বার কর , আর পাপ করব না । কিন্তু রাবণের দুনিয়ায় তো পাপ হতেই থাকে । তারা আবারও পাপ কাজ করতে থাকে । তোমরা তো অর্ধকল্প জেলঘুঘু হয়ে থাকো । চোরেদের ঘুঘু বলা হয় । বাইরে বেরিয়ে

আবার চুরি করতে থাকে আর জেলে বন্দি হয়। তাই জেলঘুঘু বলা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন এইটা রাবণ রাজ্য। ওখানে এই সব কথা হয়ই না। সেটা তো হয়ই রামরাজ্য। সেখানে না তো গর্ভ জেল হয়, আর না তো চোরের জেল হয়। এখানে তো কত মানুষ জেলে বন্দি থাকে। গর্ভ জেলও আছে আর চোরদের জেলও আছে। একাধিক জেল। কলিযুগের অন্তিম সময় চলছে! বাবা বলছেন, তোমরা বাচ্চারা এখন নির্মাণ কার্য (construction) করছ। উত্থান আর পতন, প্রত্যেক কল্পে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। উত্থান আর পতন দুনিয়ার নিয়ম। এতে মুখ্য পার্ট ভারতের। গানও আছে আত্মা আর পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে অনেক কাল....এই অনেককালেরও তো হিসাব আছে, তাই না! কোন কোন আত্মারা বহুকাল ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। প্রথম-প্রথম দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে নিজেদের পার্ট প্লে করতে। এখন আর সেই দেবতারা নেই, যাঁরা রাজস্ব করে গেছেন। ওনাদের চিহ্নস্বরূপ চিত্র রয়ে গেছে। রাজস্বকাল সমাপ্ত হয়েছে। স্বর্গরাজ্যের সমাপ্তিতে নরকের দুনিয়ার শুরু আবার নরক-দুনিয়ার বিনাশ হলে স্বর্গের সূচনা। সুতরাং, এইভাবে একদিকে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি আর অপরদিকে নরকের বিনাশ হতে থাকে। নির্মাণ কার্যের জন্য বাচ্চাদের সহযোগিতার প্রয়োজন, সেখানে থাকবেও তো তোমরা। প্রথমে তোমাদের দৈবীগুণ সম্পন্ন দেবতা হতে হবে। গায়নও আছে - মানুষ থেকে দেবতা..এখানে কালিমায়ুক্ত অপবিত্র মানুষেরই অবস্থান। ভগবানুবাচ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল সমান হতে হবে। এই মৃত্যুলোকে এইটাই অন্তিম জন্ম, আমাদের এখানেই পবিত্র হতে হবে। এটা যথার্থরূপে বুঝতে হবে। আমরা এই মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে থাকি। বাবা বলছেন, সমস্ত বিকারকে জয় করতে পারলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে। বাচ্চারা এই কথা শুনে অন্যদেরও বোঝায় যে এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ একেবারে সামনে উপস্থিত। এই সেই মহাভারতের যুদ্ধ! কাম হ'ল মহাশত্রু, এই জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র থাকার। এখন তোমরা বুঝতে পারছ আমরা পবিত্র হয়ে উঠছি। কিন্তু এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে, তাই তার আগে পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। রক্তক্ষয়ী বিনাশে এই দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে - হাহাকার পড়ে যাবে, মৃত্যুও আসবে অতি কঠিনরূপে। তোমরা দেখতেও পারবে না। যখন কারোর অপারেশন হয় সেখানে দুর্বল লোকেরা থাকে না, নিজেদের সামলে রাখতে পারেনা। এইজন্য ডাক্তাররা পরিবারের সদস্যদের সেখানে থাকতে অনুমতি দেন না। বিনাশকালে চরম কাটাছেঁড়া চলবে। পরস্পর পরস্পরকে মারতে থাকবে। এটা হচ্ছে কলুষিত দুনিয়া, কাঁটায় ভরা জঙ্গল। সত্য যুগকে বলা হয় গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার্স, ফুলের বাগান। দেবতারা হলেন সজীব পুষ্প অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্ন। মানুষ ভাবে স্বর্গোদ্যান (বহিঃত) কোনো ফুলের বাগান, যা শুনেছে তাই বলছে। গার্ডেন অফ আল্লাহ বলা হলে, তখন ধ্যানেও গার্ডেন দেখা যাবে, দেখা যাবে আল্লাহ এসে হাতে ফুল দিচ্ছেন। বুদ্ধিতে ঈশ্বরীয় বাগানের ধারণা আছে। ভক্তি মার্গে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের জন্য ভক্তি করা হয়। সাক্ষাৎকার হলেই বলবে তিনি সর্বব্যাপী। যা অতীতে হয়েছে, তা আবারও হবে। বাচ্চারা যেমন পোশাকে অর্থাৎ যেমন শরীরে, যেভাবে এসেছে, ঠিক একই ভাবে, একই পোশাকে আবার কল্প পরেও আসবে। বিশ্বের এই ড্রামা প্ল্যান কেউ কেউ যথার্থভাবে বুঝতে পারে, বাবার কাছে কেউ এলে, বাবা জিজ্ঞেস করেন, তুমি এর আগে কবে এসেছ? তখন বলে - হ্যাঁ বাবা, আপনার সাথে পূর্ব কল্পেও মিলিত হয়েছিলাম, আপনার থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে। বাবা জিজ্ঞেস করেন, কোন পদাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে? বাবা, মশ্শা বলছেন যখন, তো নিশ্চয়ই ওনাদের ঘরাণাতেই এসেছিলাম। বাবা বলেন, এমন পুরুষার্থ করো যাতে উচ্চ পদ পেতে পারো। এই সকল বিষয় তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বরাবর লড়াইও হবে আর নরকের বিনাশও অবশ্যই হবে। তোমাদের কাছে অতি উত্তম চিত্র আছে। কৃষ্ণের হাতে স্বর্গ-গোলক

এবং পায়ের দিকে নরকের গোলক-এর যে ছবি আছে তাই ছাপানো উচিত , এতে সব কিছু পরিষ্কার ভাবে বলা আছে । স্বর্গের দ্বার খুলবে , আর নরকের দ্বারে পদাঘাত। তোমাদেরও মুখ স্বর্গের দিকে, এটা তো একদম সঠিক কথা । যখন জানো ঘরে ফিরতে হবে তখন ঘরকেই স্মরণ করতে হবে । পুরনো দুনিয়া ভুলতে হবে, একে বলা হয় বেহদ- এর বৈরাগ্য । পুরোনো দুনিয়া ছেড়ে আমরা বাবার কাছে যাই । স্মরণের যাত্রাপথে চলতে চলতে ঘরে যেতে হবে । প্রধান কথা হচ্ছে স্মরণ । স্মরণ তো সবাই করে, তাই না ! এখন বাবা এসে বলছেন যথার্থ রূপে চিনে আমায় স্মরণ করো । এটাই হলো অব্যাভিচারী স্মরণ অর্থাৎ নিয়মনিষ্ঠা সহ স্মরণ। তোমরা জানো যে শিববাবা বিন্দু সমান , আত্মা নিজেকে বিন্দু ভাবে , আর বাবাকেও বিন্দু ভাবে । নতুন কোনও কিছু শুনে আবার সব ভুলে যায় । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে আর নিজের ঘরকে স্মরণ করো । আত্মা, বিন্দুকে ছোটো মনে হয়, কিন্তু ঘর তো বড় , তাহলে ঘরকেই স্মরণ করো। বাবাও ওখানে থাকেন । আমি (ব্রহ্মাবাবা) , তুমি , ওখানে যাব যেখানে বাবা থাকেন । বিন্দু স্মরণে থাকে না, তাই না ! আত্মা ঘরের কথা তো স্মরণ হয় , সেটাই হলো শান্তিধাম, আরেকটা হলো সুখধাম। এখানে হলো দুঃখধাম । এখন তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ করার পড়া করছ , তার পর সুখধামে পৌঁছে যাবে । বাবার সন্তান যখন, তখন নিশ্চয়ই স্বর্গের ঐশ্বর্যের অধিকারী । কল্প পূর্বেও শিববাবা এসেছিলেন, আর স্বর্গের বাদশাহী দিয়েছিলেন । তোমরা ভুলে গেছ। বাবা বলছেন - এখন আবার এসেছি, তোমাদের দিতে । তোমরা কত কতবার সাম্রাজ্য নিয়েছ আর কতবার হারিয়ে ফেলেছ । অগণিত বার বর্সা (অধিকার) নিয়েছ , তবুও এই রকম বাবাকে ভুলে যাও কি করে ! মায়ার তৈরী কঠিন সমস্যার পাহাড়কে পার করে যেতে হয় , এইজন্য নাটকেও দেখায় - মায়া ওদিকে টানে, প্রভু এদিকে টানেন । জ্ঞানে বিঘ্ন ঘটে না, বিঘ্ন ঘটে স্মরণে, এটাতেই পরিশ্রম করতে হয় । এখন বাবা বলছেন- মহারথী হও । এই পুরোনো দুনিয়ায় আগুন তো লাগবেই । এই যজ্ঞে পুরনো দুনিয়া স্বাহা হবেই সূত্রাং মহাবীরও হতে হবে । তোমাদের বাচ্চাদের অখন্ড, অটল, অটুট রাজ্য পেতে হবে । তোমাদের বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে এমনভাবে জুড়ে রাখতে হবে, যতই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি আসুক , মায়া কিছু করতে পারবে না । এটা হলো তোমাদের পরবর্তী সময়ের , বিনাশকালের স্থিতিাবস্থা - যখন ট্রান্সফার হ'তে হয় , যেমন স্কুলে পুরনো ক্লাস ছেড়ে নতুন ক্লাস -এ যাওয়ার পরীক্ষা বছরের শেষে হয় । তোমাদের মালাও পরে তৈরি হবে । তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে - অমুক এখানে হবে, অমুকে এই হবে। এ দাসী হবে ... এই সব বলা হবে। কিন্তু পরে আর কিছুই করার থাকেনা , অনুতাপ হয় । এটা আমি কি করলাম ! শ্রীমত কেন অনুসরণ করিনি । কিন্তু সেই সময় আর কিছুই করার থাকে না । এরকম অনেকে আফসোস করে । মানুষ কোনও একজনকে খুন করে পরে আফসোস করে । কিন্তু খুন তো হয়েই গেছে আর তো কিছু করা যাবে না, এই জন্য বাবা বলেন, গাফিলতি কোরো না , নিজস্ব পুরুষার্থ করতে থাকো ।

আত্মা -মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ৮৪ জন্মের নাটক এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে , ঘরে ফিরতে হবে, এই জন্য আত্ম - অভিমানী থেকে পবিত্র হতে হবে । দেহ অভিমান মুছে ফেলতে হবে ।

২) সঠিকভাবে নিজেকে আত্মা , বিন্দুস্বরূপ নিশ্চয় করে , বিন্দু রূপ বাবার সাথে অব্যাভিচারী স্মরণে থাকতে হবে । মহাবীর হয়ে নিজের অবস্থা অচল, অটল, বানাতে হবে ।

বরদান :- সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকা অন্তর্মুখী, স্বমানধারী ভব(হও)

যেমন সূর্যের সম্মুখে থাকলে তার থেকে সূর্যরশ্মি অবশ্যই আমাদের কাছে আসে , তেমনই বাচ্চারা যখন জ্ঞান সূর্য বাবার সম্মুখে সর্বদা থাকে, সেই জ্ঞান সূর্যের সর্বগুণ সম্পন্ন রশ্মি (কিরণ) নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে । তাদের চেহারা অস্তর্মুখীতার ঝলক আর সঙ্গম যুগের বা ভবিষ্যতের সর্ব স্বমান এর ফলক দেখতে পাওয়া যায় । এর জন্য সর্বদা স্মরণে যেন থাকে যে এইটা অস্তিম মূর্ত্ত ।যে কোনো মূর্ত্তে এই দেহের বিনাশ হতে পারে, এই জন্য সর্বদা প্রীত- বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে, জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থেকে অন্তর্মুখীতা এবং স্বমান এর অনুভূতিতে থাকতে হবে ।

শ্লোগান :- সর্বদা উড়ন্ত কলায় উড়ে সমস্যাসঙ্কুল পাহাড় কে অনায়াসে অতিক্রম করতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা শোনা কথার উপর বিশ্বাস কোরো না, যদি কেউ তোমাদের অযথা কথা শোনায় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বার করে দিও ।"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চারা এই জ্ঞানের আনন্দে থাকে তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর :- তারা এই খুশির নেশায় তাদের পুরোনো কর্মভোগের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিতে থাকে। জ্ঞানের খুশিতে তারা এই দুঃখ, দুর্দশার দুনিয়াকে ভুলে যায়। তাদের বুদ্ধিতে এই কথাই থাকে যে এখন তারা খুশির দুনিয়ায় যাচ্ছে। রাবণের শাপে তারা দুঃখী হয়েছিলো, এখন বাবা এসেছেন তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার দুনিয়া থেকে বার করে সুখের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে।

গীত :- তোমায় পেয়ে আমরা ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই গান শুনে অবশ্যই বাচ্চাদের মনে রোমাঞ্চ আসবে কারণ বলা হয়, খুশির মতো খাদ্য নেই। এখন তোমরা রুহানি বাচ্চারা বেহদের বাবাকে পেয়েছো। বেহদের বাবা তো একজনই, আর বাচ্চারা জানে যে যখন আরো বাচ্চারা এখানে আসবে তখন তাদেরও মনে রোমাঞ্চ জাগবে। তোমরা জানো যে একসময় তোমাদের রাজত্ব ছিলো, সেই রাজত্ব তোমরা হারিয়ে ফেলেছো, এখন আবার সেই হারানো রাজ্যের অধিকার লাভ করতে চলেছো। ভারতবাসীর জন্য এতো খুবই খুশীর খবর। অবশ্য তখনই সেই খুশী আসবে যখন এই জ্ঞান খুব ভালোভাবে শুনবে এবং বুঝতে পারবে। এ হল বরাবরের জন্য খুশী কারণ প্রতি কল্পেই শিববাবা এখানে আসেন। এই গায়নও আছে যে শিববাবার জন্ম এই ভারতেই। যত ব্রত বা উত্সবের কথা বলা আছে সবই এই সময়ের। বাবা এসে তোমাদের খুব সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন। মানুষের অনেক ধরনের শোক, দুঃখ আছে, কিন্তু এখানে এই জ্ঞানের খুশী থাকলে সেইসব শোক, দুঃখ হারিয়ে যায়। যেমন কোনো অসুস্থ মানুষ সুস্থ হবার পর বাড়ি ফিরলে সকলেই খুশী হয়। তখন এই রোগের যাবতীয় দুঃখের কথা মানুষ ভুলে যায়। স্বামীঘর, শ্বশুরঘর, মিত্র সম্বন্ধী সকলেই এই খুশীতে মেতে ওঠে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা এই বিশ্বের মালিক ছিলে, পরবর্তীকালে তোমরাই আবার রাবণের দ্বারা শাপিত হয়েছিলে। এই কলিযুগ হল দুঃখের দুনিয়া। আবার আগামীকাল তোমাদের জন্য খুশীর দুনিয়া অপেক্ষা করছে। খুশীর দুনিয়াকে যদি তোমরা সবসময় স্মরণ করো, তাহলে সমস্ত দুঃখকেই তোমরা অতি সহজে ভুলতে পারবে। এই দুনিয়া হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। এখানে অনেক প্রকারের কর্মভোগ করতে হয়। অবলা নারীদের উপর কতো অত্যাচার হয়। এখানে মানুষের জীবনে অনেক প্রকারের বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। এই বিঘ্ন আর কর্মভোগের দিন আর অল্প সময়ই বাকি আছে। বাবা তোমাদের ভরসা দেন যে, অল্প দিন বাকি আছে। আগের কল্পেও একই ঘটনা ঘটেছিলো। এখানে সমস্ত কর্মের হিসেব নিকেশ শোধ করতে হয়। তাই এই জ্ঞানের খুশিতে থেকে কর্মের হিসেব নিকেশকে এর মধ্যেই চুকিয়ে নাও। কেবলমাত্র বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করতে থাকো। কোনোরকম উল্টোপাল্টা কাজ করো না। তাহলেই তোমরা শাস্তি পাবে এবং তোমাদের পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কাজই হলো বাবাকে স্মরণ করা। বাবা

বলেন যে আমাকে যদি তোমরা স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । সমস্ত হিসেব নিকেশও শোধ হয়ে যাবে । বাকি অল্প সময় আছে , তাই তোমরা তোমাদের হিসেব নিকেশ শোধ করে যাও কারণ তোমরাই হলে অন্ধের লার্টি । তোমরা নিজেরাও স্মরণ করো আর অন্যকেও এই পথ বলে দাও । বিঘ্ন তো জীবনে অনেক আসবে । যতটা পারো মানুষকে বোঝাতে থাকো যে, তোমরা সকলে বাবাকে স্মরণ করো । এই অক্ষরেরও কতো নাম বা গুরুত্ব । " মনমনাভব " অর্থাৎ হে আত্মারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অতীতের বিকর্ম ভস্ম হয়ে যাবে । এতে দ্বিধা থাকার কোনো কথাই নেই । শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ করেছে । এই চক্র তোমরা পূর্ণ করেছে আবার ভবিষ্যতে পূর্ণ করবে । এ হলো পুরোনো দুনিয়া আর পুরোনো শরীর ...তাই একে ভুলে যেতে হবে । এই ভুলে যাওয়া হলো আত্মাদের বেহদের সন্ধ্যাস । লৌকিক দুনিয়ায় হলো হদের সন্ধ্যাস যেখানে মানুষ ঘর বাড়ি ফেলে সন্ধ্যাসী হয় । তাদেরও এই বিশ্বনাটকে পাট আছে । আবার এই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে । প্রতি সেকেন্ডে যা যা হয়ে গেছে নাটকে সেই নাটকেরই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটবে । শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের পুস্তক । ভক্তির পরে আসে জ্ঞান । এই সিঁড়ির ছবিতে অপর কাউকে বোঝানো খুবই সহজ । মুখ্য যে ছবিগুলো তা তোমরা ঘরেও রাখতে পারো । ত্রিমূর্তির ছবিও খুবই পরিষ্কার । সবার উপরে শিববাবা আছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরও আছেন , এনারা সুস্মবতনবাসী, আর সবার উপরে অর্থাৎ সর্বোচ্চ হলেন ভগবান । বাচ্চারাও বোঝে যে যেখানে বাবা থাকেন সেই জায়গাই হলো আমাদের আত্মাদের থাকার জায়গা, যাকে নির্বাণধামই বলা বা শান্তিধামই বলা একই কথা । শান্তিধাম নাম ঠিক অথবা নির্বাণধাম অর্থাৎ বাণী বা শব্দের থেকে অনেক দূর তাকে তো শান্তিধামও বলা যায় । ওটা হলো শান্তিধাম, তারপরে তোমরা যাবে সুখ আর শান্তির সম্পত্তি ধামে । তারপর আস্তে আস্তে সেই দুনিয়াই দুঃখ আর অশান্তিধাম হয়ে যাবে । সুখধামে তো করুণার সাগর বাবার অপার সম্পদ থাকে । আজকে কি আছে আর কালকে কি হবে ? আজ কলিযুগের শেষ আর কাল হবে সত্যযুগের শুরু । এ হলো রাত আর দিনের তফাত । ব্রহ্মা আর ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণদের দিন আর রাত, এমন কথাও প্রচলিত আছে । দিন অর্থাৎ সত্য আর ত্রেতায় থাকেন দেবতারা আর রাত অর্থাৎ দ্বাপর আর কলিযুগে থাকেন শূদ্ররা । আর মাঝের এই সঙ্গম যুগে থাকো তোমরা , ব্রাহ্মণরা । এই সঙ্গম যুগের কথা কেউই জানে না । এই কলিযুগী মানুষতো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আছে । তাই এই কলিযুগী মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া তোমাদের বাচ্চাদের দায়িত্ব । এখন তোমাদের সামনে মহাভারতের লড়াই আছে এমন গায়নও আছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি সব নাশ করে । আর এই বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি বিজয় লাভ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা আমাদের আবার নতুন করে সেই রাজত্ব দিতে এসেছেন । আর আমাদের এই রাজত্ব কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । রাবণ অর্থাৎ বিকার তো সেই দ্বাপর যুগে প্রবেশ করবে । এই রাবণই তোমাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছিল , তাই তাকে শত্রু বলা হয় আর শত্রুরই কুশপুতলিকা জ্বালানো হয় । রাবণ বা বিকার অনেক পুরোনো শত্রু । মানুষ বলে যে রাবণ রাজ্যে কিন্তু কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা ঢোকে না । তাহলে একে তো ঘোর অন্ধকারই বলা হবে । এই বেহদের শিববাবা হলেন জ্ঞানে পূর্ণ । তাঁকে জ্ঞানের দাতা বা দিব্যনেত্রের বিধাতা বলা হয় । এখন তোমরা বাবার থেকে এই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন প্রাপ্ত করেছে । এর আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না । এখন সবই তোমরা জানতে পেরেছো । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি অবশ্যই জ্ঞানের কথাই শোনাবেন । জ্ঞান না শোনালে কি করে প্রমাণ হবে । তোমরা জানো যে বাবা তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য সঙ্গতি প্রাপ্ত

করো । আবার অর্ধেক কল্প ভক্তির প্রথা চলতে থাকে । জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি তোমরা এই সঙ্গম যুগেই লাভ করো । এই সৃষ্টির কোনো কথাই আর বাম্বাদের কাছে লুকানো নেই । বাবা বলেন যে, কোনো খারাপ কাজ তোমরা যদি করে ফেলো, বাবাকে বলে দাও । বাবা জানেন যে অনেকের দ্বারাই খারাপ কাজ হয়ে যায় কারণ এ হলো রাবণ রাজ্য । মায়া তোমাদের জোর ধাক্কা মারে কিন্তু অনেকেই তা লুকিয়ে রাখে । বাবা বলেন যে কোনো ভুল যদি তোমাদের দ্বারা হয়ে যায় তবে ততক্ষণাত বাবাকে তোমরা জানিয়ে দাও তাহলে সামনে এগিয়ে যাবার যুক্তি তোমরা বাবার কাছ থেকে পাবে । নাহলে এই পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে । কাম হলো মহাশত্রু । বাবাকে তোমরা লিখে জানাও যে ...বাবা, মায়া প্রচুর বিরোধিতা করে । তোমরা কেউই সবসময় যোগে থাকতে পারো না তাই মায়া থেকে বাঁচতেও পারো না । দেহঅভিমান তোমাদের বারে বারে এসে যায় । অনেকেই আছে যারা এই মায়ার চড় খেয়েছে । বাবার কাছে সবদিক দিয়েই এই খবর আসতে থাকে । খবরের কাগজে তো কতো ভুল খবর ছাপা হয় । এখন তো মানুষ বানিয়ে বানিয়ে কতো কথা বলে কারণ এই দুনিয়া হলো তমোপ্রধান দুনিয়া । ব্যসদেবের যখন রজোগুণী বুদ্ধি ছিলো, তখন তিনি যে কত এমন-তেমন কথাই লিখেছেন । বাবা বাম্বাদের বুঝিয়ে বলেন যে এই ধরনের শোনা কথার উপর বিশ্বাস করে তোমরা যেন খারাপ হয়োনা । অমুকে এমন কথা বললো , এমন কাজ করলো...এই শুনেই তোমাদের মাথা ঘুরে যায় । তোমরা বুঝতেই পারো না যে দুনিয়া হলো তমোপ্রধান । মায়া তোমাদের নীচে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করবে । কেউ যদি কোনো মিথ্যে কথা বলে তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দাও । অন্যদেরও এই কথাই বোঝাতে থাকো । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের জন্য এই বিশেষ খবর নিয়ে আসি । সুতরাং, হে আত্মারা তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো । আমার আদেশ শোনো । শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । যারা আমাকে স্মরণ করবে তারা নিজেদেরই কল্যাণ করবে । এই স্মরণ কিন্তু আত্মাদেরই করতে হবে কারণ আত্মারাই সব ভুলে বসে আছে । এখন বাবার শ্রীমত এই হলো যে , তোমরা বাবার কাছে আশীর্বাদ বা দয়া, এমন কিছু চেয়ো না । কেবলমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই । এই সৃষ্টিচক্র কেমন করে আবর্তিত হয় ...এ তো তোমরা শুনেছই । এতে সন্দেহের কোনো কথাই নেই । বাবা ঘোর অন্ধকারের সময়ই আসেন তাই মানুষ শিবরাত্রির উত্সব পালন করে । কৃষ্ণের জন্মরাত্রিও মানুষ পালন করে । এইসময় রাত্রে মন্দিরে ক্ষীর, পুরী ইত্যাদি তৈরী হয় । এখন শিবের জন্য তোমরা কি বানাতে ? শিব তো হলেন নিরাকার । কেউই জানে না যে বাবা কোন্ সময় আসেন আর কোন্ সময় কিভাবে চলে যান । সবসময় তো তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করেন না । তিনি আসেন আবার চলেও যান । এখন তোমরা জানো যে তোমরা হলে শিববাবার পৌত্র অর্থাৎ নাতি । বরসা বা সম্পত্তি তোমরা তাঁর থেকেই পাও । ব্রহ্মাও তাঁর থেকেই বরসা পান । ব্রহ্মা তো হলেন মানুষই । সঙ্গতিতে প্রথম নম্বরে থাকেন ব্রহ্মা, যিনিই শ্রীকৃষ্ণ হবেন । এই কৃষ্ণ সকলেরই প্রিয় কারণ বাল্য আবস্থা থেকেই তিনি সতোপ্রধান । কিছু বড় হলে তাঁকে সতোগুণী বলা হয় । তারপর রজঃ আর পরবর্তীকালে তমো । শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধাই, লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, বাবা যাদের এই জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাদেরই আবার এই জ্ঞান দেবেন । ভারতেই এই দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো তাই মন্দিরও ভারতে অনেক বেশী । খৃষ্টানদের চার্চে তোমরা একমাত্র ক্রাইস্টকেই দেখবে । কিন্তু দেবতাদের দেখ কত মন্দির রয়েছে । বাবা এসেছেন আমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাতে অথবা ভারতকে স্বর্গ বানাতে । আমরা সকলেই বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র তৈরী হচ্ছি । বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ভারতকে স্বর্গ বানাবার কাজে হাত লাগিয়েছি । যেমন আমরা বাবার সাথে হাত মেলাতে এসেছি । ভক্তিমার্গে দেবতাদের মন্দির, মূর্তি ইত্যাদির জন্য অনেক খরচ করা হয় । মূর্তি তৈরী করে তার পূজা করার পর বিনষ্ট করে দেওয়া

হয়। নয় দিনের মধ্যেই মূর্তি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই পূজার মধ্যে মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা মিশ্রিত থাকে। কলকাতায় নবরাত্রি খুব ভালো করে পালন করা হয়। এখন এইসব কথা শুনে তোমাদের খুবই আশ্চর্য লাগে। আগেতো তোমরাও ওই পার্টধারী ছিলে। এইসবের জন্য কোটি টাকা খরচ করতে। কতখানি অন্ধশ্রদ্ধা তোমাদের ছিলো। রামায়ণের উপর তোমাদের কতখানি ভালোবাসা আছে। রামায়ণের কাহিনী শুনে তোমাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এসবই ভক্তিমাগের কথা। এতে কোনো লাভ হয় না। বাবা এখন তোমাদের কতো বুঝদার বানিয়ে তুলছেন। এইসব শুনে সবকিছু ভুলে যেও না, সমস্ত কথাই স্মরণ করো। এখানে এসে এইসব কথা শুনে তরতাজা হয়ে যাও। নিজেকে তোমরা আত্মা মনে করো এবং দেহের সঙ্গে যাবতীয় সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও। এখন এই দুনিয়া হলো কবরস্থান তুল্য। দিল্লী শহরে বিড়লা মন্দিরে এই কথা লেখা আছে যে ...ভারত পরিস্থান ছিলো, যা ধর্মরাজ স্থাপন করেছিলো। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হবে। বাবা বলেন যে ...সব কামচিড়ায় বসে আছে, চরম পাপে জলের জন্য হাহাকার করে মরবে। ক্রোধচিত্তা বলা হয় না, কামচিত্তাই বলা হয়। এই কামের নেশাও কখনো কম, বেশী হয়। বাবাই বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়ে বলেন। ঘরে যদি কোনো কুপুত্র বাচ্চা থাকে তাহলে মানুষ বলে ..এ কি বাবার সম্মান নষ্ট করছো! কুপুত্র হলে বাবার মান সম্মানের হানি হয়। বেহদের শিববাবা বলেন যে, তোমরা যদি মুখ কালো করো তাহলে যারা ব্রাহ্মণ কুলভূষণ দেবতা হতে চলেছেন তাদের বদনাম করবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ...আমরা আমাদের পবিত্রতার শক্তির দ্বারাই ভারতকে আবার নতুন করে শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের দুনিয়া বানাতে চলেছি। তোমাদের জন্য এ তো খুবই সাধারণ কথা। তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে মহাভারতের যুদ্ধ অতি নিকটে এবং এর দ্বারাই স্বর্গের দরজা খুলে যাবে। শাস্ত্রে এই মহাভারতের লড়াইয়ের কথার উল্লেখ আছে। তারপরে কি হয়েছিলো সে বর্ণনা কিন্তু নেই। শাস্ত্রে বলা আছে প্রলয় হয়েছিলো। এদিকে একবার শাস্ত্রে বলা আছে যে কৃষ্ণের মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিলো, আর অন্য আরএকটি মত আছে যে, কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতার উপর আঙ্গুল চুষতে চুষতে জলে ভেসে এসেছিলো। মানুষ কিছুই সঠিক বোঝে না। সত্যযুগে সবাই গর্ভমহলে থাকবে অনেক আরামের সঙ্গে। কৃষ্ণ কি কখনো সাগরের জলে পাতায় করে ভেসে আসতে পারে? এ তো সত্যিই অসম্ভব। সুতরাং, এইসব নাটক বানানো আছে, যা তোমরা সকলেই জানো। প্রতি কল্পেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। এখন তোমাদের বাচ্চাদের নিজেদের কল্যাণ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও কল্যাণ করতে হবে। এটাই হলো আসল কথা। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাঁকে বলাই হয় হেভেনলি গড ফাদার। তাহলে আমাদের বাচ্চাদের অবশ্যই স্বর্গের মালিক হতে হয়। শিবজয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয় তাহলে বাবা অবশ্যই ভারতকে কিছু দিয়েছিলেন তাই ভারতবাসীরা এই শিবজয়ন্তী পালন করে। এখন বাবা তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। শিববাবা হলেন সন্নতিদাতা। জ্ঞানের সাগর বাবা এসেই তোমাদের এই জ্ঞান দান করেন। এখন বাবা তোমাদের সেই জ্ঞানই দান করছেন। ৫ হাজার বছর বাদে তিনি আবার এখানেই আসবেন। বাচ্চারা নিশ্চিত যে, যারা যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের কেবলমাত্র তারাই এখানে আসবেন। আচ্ছা। মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে / হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমতে চলে নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হবে । কেউ কোনো মিথ্যে কথা বললে শুনেও না শুনতে হবে । সেই কথায় প্রভাবিত হয়ে বিগড়ে বা খারাপ হয়ে যাওয়া চলবে না ।

২) কখনোই যেন দেবতা হতে যাওয়া ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের নাম বদনাম করা চলবে না এই খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে । কোনরকম বিপরীত কাজ করা যাবে না । অতীতের সমস্ত কর্মের হিসেব - নিকেশকে শোধ করতে হবে ।

বরদান :- শরীর থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস করে সকলকে ফরিস্তা রূপের সাফাত্ করানোর জন্য নিরন্তর সহজযোগী হও ।

যেমন কোন্ বস্ত্র আমরা পরিধান করবো বা করবো না তা যেমন আমাদের নিজেদের হাতে আছে, ঠিক এমনই অনুভব এই শরীররূপী বস্ত্রের সঙ্গে করতে হবে । যেমন এই শরীররূপী বস্ত্র ধারণ করে কোনো কার্য সম্পাদন করলাম আবার সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পরে শরীররূপী বস্ত্র থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে । শরীর আর আত্মার যদি চলতে ফিরতে পৃথক অনুভূতি হয় তখনই বলা হবে নিরন্তর সহজযোগী । শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক থাকা বাচ্চাদের দ্বারা অনেক আত্মাদের ফরিস্তা রূপ আর ভবিষ্যতের রাজ্যপদের সাফাত্কার হবে । অন্ত সময়ে এই সেবার দ্বারাই সবাই প্রভাবিত হবে ।

স্লোগান :- সঙ্গম যুগের এক সেকেন্ড সময় নষ্ট করার অর্থ হলো এক বছর সময় নষ্ট করা ।

' যোদ্ধা নয় দিলতখনতনশীন অর্থাৎ হৃদয় আসনে বিরাজমান হও '

আজ দূরদেশ নিবাসী বিদেশী পিতা নিজের সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । বাচ্চাদেরও স্বদেশের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং সমর্থ স্বরূপে পরিণত করে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছেন । স্বদেশ স্মরণে এসেছে তাইনা ? এই হল অন্যের দেশ, অন্যের রাজ্য , যেখানে সবকিছু পুরনো দেখা যায়। ব্যক্তি দেখা কিংবা বস্তু সবকিছুই কি রূপ দেখা যায় ? সবকিছুই জর্জরিভূত অবস্থায় পৌঁছেছে । চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে। এমন দেশে তোমরা সবাই বন্ধনে থেকে বন্ধনযুক্ত আত্মা রূপে পরিণত হয়েছ তখন বাবা এসে স্বরূপ এবং স্বদেশের স্মৃতি দ্বারা বন্ধনমুক্ত করে স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথে স্বরাজ্যের অধিকারীও করছেন । তাহলে সবাই নিজের স্বদেশে ফিরে যেতে তৈরী হয়েছ তো ? অথবা যেমন তোমরা একটা ড্রামা দেখাও যে স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কেউ বিশেষ জনই যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়। এমনভাবে কথা ঘুরিয়ে " যাব-যাব " বলবে না তো ? হিসাব নিকেশ মিটিয়ে নিয়েছ নাকি এখনও কিছু বাকি রয়েছে ? নিজের হিসাব নিকেশের সমাপ্তির সমাপ্তি সমারোহ পালন করেছ নাকি এখনও তৈয়ারী চলছে? এমন ভাবছ না তো যে অন্ত সময়ে সমাপ্তি সমারোহ পালন করবে? সমাপ্তি সমারোহ এখন থেকে পালন করলে তবেই অন্ত সময়ে সম্পূর্ণতার সমারোহ পালন করতে পারবে । এই পুরনো হিসেব নিকেশ সমাপ্ত করতে হবে। সেইসব এখন করলে বহুকালের জন্যে বন্ধনমুক্ত , জীবনমুক্ত পদের প্রাপ্তি করতে পারবে । নাহলে অন্ত সময় পর্যন্ত যোদ্ধা স্বরূপ রয়ে যাবে। যে অন্ত সময় পর্যন্ত যোদ্ধা জীবনে থাকে তার প্রালঙ্ক কি রূপ হবে? যোদ্ধা জীবন তো শৈশবের জীবন । এবারে তো স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছ? স্মৃতির তিলক , বাবার হৃদয় আসনে বিরাজমান হয়েছ। আসনে বিরাজিত হয় যারা যোদ্ধা হয় কি তারা ? যুদ্ধের প্রালঙ্ক সিংহাসন এবং মুকুটের প্রাপ্তি তো হয়েছে। বর্তমানের প্রালঙ্ক বা প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয় নি এখনও? এই সঙ্গমযুগের প্রালঙ্ক প্রাপ্ত হয়েছে নাকি প্রাপ্ত হয়নি ? কি গান গাও তোমরা ? যা পাওয়ার ছিল পাওয়া হয়েছে ? যখন বর্তমানের সাথে ভবিষ্যতের সম্বন্ধ রয়েছে , তো ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক হল ২৫০০ বর্ষের, তবে কি বর্তমানের প্রালঙ্ক অন্ত সময়ের ৫-৬ মাসের হবে অথবা ৫ দিনের হবে বা ৫ ঘন্টার হবে অথবা সঙ্গমযুগ বহুকালের হবে? যদি সঙ্গমযুগের প্রালঙ্ক বহুকালের না হয় তো ভবিষ্যতের প্রালঙ্ক বহুকালের হবে কিভাবে ?

ওখানকার ২৫০০ বর্ষ , এখানের ২৫ বছরও নয় ? ডাইরেক্ট বাবার বাচ্চা হয়ে সঙ্গমযুগের সদাকালের বর্ষার প্রাপ্তি না করলে আর করলে কি? সর্ব খাজানার মালিকের বালক হয়ে খাজানা সম্পন্ন না হলে মালিকের সন্তান হয়ে লাভ কি?

" সফলতা হল আমাদের জন্ম সিদ্ধ অধিকার " । এই কথা বলে সদা সফলতার অনুভব না করলে জন্ম সিদ্ধ অধিকারী হয়ে করলে কি? ভাগ্য বিধাতা দুই পিতার সন্তান হয়ে সদা পদমাপদম ভাগ্যশালী না হলে দুই পিতার সন্তান হয়ে লাভ কি? শ্রেষ্ঠ কর্মের বা শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অতি সহজ বিধি বরদাতা বাবা দিয়েছেন তবুও সিদ্ধি স্বরূপ না হলে লাভ কি?

যুদ্ধ করা, পরিশ্রম করা , ধীরে ধীরে আরামে চলা এইসব কি খুবই পছন্দের ? যুদ্ধের মাঠ পছন্দ হয়? হৃদয় আসন পছন্দ নয় কি ? যদি আসন পছন্দ তাহলে আসনে বিরাজিত রইলে মায়ার আগমন ঘটবেনা । আসন ছেড়ে নীচে যুদ্ধের মাঠে নেমে যাও তাই পরিশ্রম করতে হয়। যেমন অনেক বাচ্চারা আছে , লড়াই ঝগড়া ছাড়া থাকতে পারেনা আর যে আসবে তার সঙ্গেই নিজের থেকে কিছু না কিছু নিয়ে কষাকষি করতেই থাকবে। যুদ্ধের সংস্কার রাজ্য সিংহাসন ছাড়িয়ে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যায়। এখন যুদ্ধের সংস্কার সমাপ্ত করো। রাজ্যের সংস্কার ধারণ করো , প্রালঙ্কের অধিকারী হও তবেই ভবিষ্যতের বহুকালের প্রালঙ্কের অধিকারী হবে। অন্ত সময় পর্যন্ত যোদ্ধা স্বরূপ জীবন রইলে কি পদ প্রাপ্ত করবে? চন্দ্রবংশী হতে হবে।

সূর্যবংশীদের চিহ্ন কি - সদা খুশীর রাসক্রিয়ায় মগ্ন থাকে তারা। সর্বদা অতিন্দ্রীয় সুখের দোলায় দোল খায় তারা। চন্দ্রবংশী রামকে কখনো দোলনায় ঝোলানো হয়না। রাস দেখানো হয়না । যুদ্ধের তীর ধনুক দেখানো হয়। পিছনের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। অর্ধেক সময়ের রাজ্য বহুকালের তো হলনা তাইনা ! তো সর্বদা দোলনায় দোল খাও । সর্বের সঙ্গে রাস মিলিয়ে খুশীর রাস করতে থাকো। একেই বলা হয় সঙ্গমযুগের প্রালঙ্ক স্বরূপ। পুরুষার্থী , এই শব্দটিও কতটা পর্যন্ত ? এখনই পুরুষার্থী , এখনই প্রালঙ্কের অধিকারী । সঙ্গমের পুরুষার্থী , সত্যযুগের প্রালঙ্কের অধিকারী হবেনা । সঙ্গমযুগের প্রালঙ্কী হতে হবে। এখনই বীজ বপন করো, এখনই ফল খাও। যখন সাইন্স প্রতিটি কাজে প্রাপ্তির গতি তীব্র করেছে, তো সাইন্সের শক্তি সমূহ নিজের গতি তারচেয়ে তীব্র করবে নাকি এক জন্মে করবে আর পরের জন্মে পাবে ? তারা ধ্বনির গতি থেকেও তীব্র যেতে চায়। সব কর্ম সেকেন্ডের গতি থেকেও এগিয়ে করতে চায়। এত বিশাল বিশ্বের বিনাশ কার্য কত অল্প সময়ের মধ্যে করতে রেডি হয়েছে ? তাহলে স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত আত্মারা সেকেন্ডে করা, সেকেন্ডে প্রাপ্তি , এমন তীব্র গতির অনুভবী হবেনা । বুঝলে - এখন তোমাদের কি করণীয় ? প্রত্যক্ষফল খাও। প্রত্যক্ষফল ভাল লাগেনা ? পরিশ্রমের ফল ভাল লাগে? পরিশ্রমের শুকনো ফল খেয়েই এমন দুর্বল , নয়নহীন , বুদ্ধিহীন , শ্রেষ্ঠ কর্মহীন হয়েছে। এবারে তো তাজা প্রত্যক্ষফল খাও। মেহনতকে মুহুরতে অর্থাৎ পরিশ্রমকে প্রেম-ভালবাসায় পরিবর্তন করো। আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা রাজ্য বংশী সংস্কার যুক্ত , সদা সর্ব খাজানার অধিকারী অর্থাৎ যে বালক সেই মালিক, সদা সঙ্গমযুগী প্রালঙ্কের অধিকারী স্বরূপ সংস্কার যুক্ত , প্রত্যক্ষফল গ্রহণকারী , এমনই সদা প্রাপ্তি স্বরূপ , সদা সর্ব বন্ধনমুক্ত , সঙ্গমযুগী জীবনমুক্ত , এমন তখত - তাজধারী অর্থাৎ রাজ সিংহাসন - রাজমুকুটধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার ।

পাটিদের সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :-

১. সর্বদা রুহানী নেশায় স্থিত থাকো কি? রুহানী নেশা অর্থাৎ আত্ম-অভিমানী স্বরূপে স্থিত হওয়া । সর্বদা চলতে ফিরতে আত্মা দর্শন করা , এই হল রুহানী নেশা । রুহানী নেশায় সর্বদা প্রাপ্তির অনুভব সহজেই হবে। যেমন স্থূল নেশায় মত্ত মানুষ নিজেকে প্রাপ্তিবান ভাবে তেমনই এই রুহানী নেশায় থাকলে আত্মারা সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপে পরিণত হয়। এই নেশায় থাকলে সর্বপ্রকারের দুঃখ মিটে যায়। দুঃখ এবং অশান্তির বিদায় ঘটে । যখন সদাকালের জন্যে সুখদাতার , শান্তিদাতার সন্তান হয়েছে

তবে দুঃখ অশান্তির বিদায় তো ঘটেছে তাইনা ! অশান্তির নাম-গন্ধ নেই । শান্তির সাগরের সন্তান অশান্ত কিভাবে হতে পারে ? রুহানী নেশায় অর্থাৎ দুঃখ অশান্তির সমাপ্তি । এর বিদায় সম্মেলন পালন করেছে ? কারণ দুঃখ অশান্তির উৎপত্তি হয় অপবিত্রতার আধারে। যেখানে অপবিত্রতা নেই, সেখানে দুঃখ অশান্তি আসবে কোথা থেকে। পতিত-পাবন পিতার সন্তান মাস্টার পতিত-পাবন হল কিনা। যে অন্যদের পতিত থেকে পবিত্র করে , সে স্বয়ং পবিত্র তো হবেই তাইনা । যে আত্মা পবিত্র পাবন , তার কাছে সুখ এবং শান্তি স্বতঃতই থাকে। তাহলে পবিত্র আত্মা, শ্রেষ্ঠ আত্মা বিশেষ আত্মা হলে কিনা? বিশ্বের মহান আত্মা হয়েছে কারণ বাবাকে আপন করেছে। সবচেয়ে বিশাল মহানতা হল পবিত্র স্বরূপে পরিণত হওয়া সেইজন্য আজও এই মহানতার সম্মুখে মাথা নোয়ায়। সেই সব জড়- চিত্র গুলি কাদের ? এখন মন্দিরে গিয়ে কি বুঝবে ? কাদের পূজা হচ্ছে ? স্মৃতিতে আসে কি এই সবই আমাদের জড়-চিত্র । নিজেকে এমন মহান আত্মা ভেবে চলো। এমনই দিব্য দর্পণ হয়ে যাও যাতে অনেক আত্মারা নিজের আসল চেহারা দেখতে পায়।

২. সর্বদা চড়তি কলায় অর্থাৎ আরোহী কলায় এগিয়ে চলেছে তো ? প্রতিটি পদক্ষেপে আরোহী কলার অনুভবী । সঙ্কল্প , বচন , কর্ম , সম্পর্ক এবং সম্বন্ধে সর্বদা আরোহী কলা কারণ বর্তমান সময়টাই হল আরোহী কলায় যাওয়ার সময় আর অন্য কোনো যুগ আরোহী কলার সময় নয়। সঙ্গমযুগই হল আরোহী কলায় যাওয়ার যুগ , তাহলে যেমন সময় তেমনই অনুভব হওয়া উচিত । যে সেকেন্ড পার হল তার পরের সেকেন্ড এল , প্রতি সেকেন্ডে আরোহী কলা। এমন নয় দুই মাস পূর্বে যেমন ছিলে এখনও তেমনই রয়েছ। প্রতিটি সময় পরিবর্তন । কিন্তু পরিবর্তনও হওয়া উচিত আরোহী কলার। কোনো কথায় থামলে চলবেনা । আরোহী কলায় এগিয়ে যেতে হবে, সর্বদা অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন : - যে সর্বদা উড়ন্ত পাখি হবে তার প্রমাণ কি ?

উত্তর :- তারা হবে চক্রবর্তী । অলরাউন্ড পার্টধারী । উড়তি কলার আত্মারা এমনই নির্বন্ধন হবে যে যেখানেই সেবা প্রয়োজন, তারা পৌঁছে যাবে। এবং সব রকমের সেবায় সফলতামূর্ত হবে। যেমন বাবা হলেন অলরাউন্ড পার্টধারী , বন্ধুও হতে পারেন পিতাও হতে পারেন , এমনই উড়তি কলার অধিকারী যখন যে সেবার প্রয়োজন পড়বে তখনই সম্পন্ন স্বরূপ দ্বারা পার্ট প্লে করতে পারবে, একেই বলা হয় - 'অলরাউন্ড উড়ন্ত পাখি '। আচ্ছা ।

প্রশ্ন : - সাকার ব্রহ্মার অনেক ভূজা বিখ্যাত কেন ? এই কথাটি কাদের স্মৃতিচিহ্ন ?

উত্তর :- এই কথাটি হল তোমাদের সহযোগী স্বরূপের স্মৃতি চিহ্ন । যেমন দেহের বিশেষ কার্যকর্তা হল ভূজা তেমনই বাপদাদার কর্তব্যে কার্যকর্তা নিমিত্ত রূপে তোমরা হলে সবাই বাচ্চারা। যে বাচ্চারা সর্বদা যথার্থ রূপে সাথী ও সহযোগী রূপে রয় তাদের বলা হয় - রাইট হ্যান্ড ।

প্রশ্ন :- রাইট হ্যান্ডের বিশেষত্ব গুলি কি ??

উত্তর :- রাইট হ্যান্ড সদা স্বচ্ছ অর্থাৎ শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ হয়। যেমন কোনো শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ কর্ম শরীরের রাইট হ্যান্ডের দ্বারা করা হয় , তেমনই বাপদাদার সহযোগী রাইট হ্যান্ড সদা কথায় , কর্মে এবং সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ অর্থাৎ পিওর থাকে।
২. যেমন ভূজার দ্বারা কার্য সম্পন্ন করার শক্তি একমাত্র আত্মা , ভূজা হল করনহার (যে করে) এবং আত্মা হল করাবনহার (যে করায়) , তেমনই রাইট হ্যান্ড সদা সহযোগী নিজের করাবনহার বাবার স্মৃতিতে থেকে নিমিত্ত করনহার রূপে পরিণত হয়। স্বয়ংকে করাবনহার ভাবে , তাই তাদের প্রতিটি কর্মে পৃথক ভাব (ডিট্যাচ) , নিরহংকারী স্বরূপ এবং নম্রচিত্ত স্বরূপ এই তিনটি স্বরূপের নব-নির্মাণের শ্রেষ্ঠতা ভরা থাকে।
৩. রাইট হ্যান্ড বিশেষ শক্তিশালী হয় । রাইট হ্যান্ড সহযোগী আত্মা সদা বিশ্ব-কল্যাণ , বিশ্ব-পরিবর্তকের কার্যের দায়িত্বের ভার সহজেই নিতে পারে।
৪. তাদের কাজের গতি অর্থাৎ স্পীড তীব্র হয়। তারা প্রতিটি বিষয়ের ধারণা এবং প্রায়িকাল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে তীব্র পুরুষার্থী হবে , সর্বদা এভাররেডি হবে।

প্রশ্ন :- লেস্ট হ্যান্ড সহযোগী ভূজাদের চিহ্ন কি?

উত্তর :- তাদের মধ্যে স্বচ্ছতার সাথে অস্বচ্ছতা অর্থাৎ সংকল্প , বাণী ও কর্মে কখনও কিছু-কিছু অশুদ্ধতা থেকে যায় অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়না ।
২. তাদের পুরুষার্থের গতিতে তীব্রতা কম থাকে । করবে , ভাববে , কিন্তু লেস্ট অর্থাৎ লেট করবে। সঙ্গে থাকবে , কর্ম করবে, কিন্তু পূর্ণ দায়িত্ব নেবার সাহস থাকবেনা । সদা হিম্মত , উল্লাসে ভরপুর থাকবে কিন্তু নিরাধার হবেনা ।
৩. তাদের স্টেজ কতকটা উকিল অর্থাৎ ল'য়ার স্বরূপ থাকে। কায়দা বেশী ভাববে আর ফায়দা (লাভ) কম পাবে। স্বয়ং , স্বয়ং-এর জাস্টিস হতে পারবেনা । প্রতিটি ছোটো কথায় ফাইনাল জাজমেন্টের জন্যে জাস্টিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। তাহলে এবারে নিজেকে চেক করো যে রাইট হ্যান্ড নাকি লেস্ট হ্যান্ড ?

প্রশ্ন :- সব বাচ্চাদের মনে যে বিশ্ব-পরিবর্তনের শুভ সঙ্কল্প আছে, সেই সঙ্কল্প কবে পুরো হবে?

উত্তর :- যখন নিজের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করবে। যত নিজের পরিবর্তনে ঘাটতি থাকবে ততই বিশ্ব-পরিবর্তনের গতি কম হবে। স্বয়ং-এর পরিবর্তনের সাহায্যে সময়ের পরিবর্তন করতে পারবে । স্বয়ংকে দেখো তাহলেই সময়ের গুণান স্বতঃতই প্রাপ্ত করবে কারণ পরিবর্তনের সময়ের ঘড়িও হলে তুমি । বিশ্বের অর্থাৎ সর্ব আত্মাদের নজর , এবারে তোমরা যে সময়ের ঘড়ি রূপে নিমিত্ত আত্মারা রয়েছ , তাদের উপরে রয়েছে যে এখন আর কত সময় বাকি আছে।

বরদান :- মনন শক্তির সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে বিঘ্নের গতিকে সমাপ্ত করতে পারে এমন সর্ব আকর্ষণ মুক্ত ভব।

বর্তমান সময় মননশক্তি দ্বারা আত্মাতে সর্ব শক্তি ভরার প্রয়োজন । এর জন্যে অন্তর্মুখী হয়ে প্রতিটি পয়েন্টকে মনন করো তাহলেই মাখন বের হবে এবং শক্তিশালী স্বরূপে পরিণত হবে। এমন শক্তিশালী আত্মারা অতিন্দ্রীয় সুখের প্রাপ্তির অনুভব করে , তাদের অল্পকালের কোনো বস্তু নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারেনা। তাদের মগ্ন অবস্থা দ্বারা যে আত্মিক শক্তিশালী স্থিতি নির্মিত হয় তার দ্বারা বিঘ্নের গতি সমাপ্ত হয়ে যায়।

শ্লোগান :- ব্রাহ্মণ সংসারে সবার সম্মান যারা প্রাপ্ত করে তারা-ই তখতনশীন বা আসনে বিরাজিত হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রাণ রক্ষা করার প্রাণেশ্বর বাবা এসেছেন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানের মিষ্টি মুরলি শুনিয়ে প্রাণ বাঁচাতে"

প্রশ্নঃ - কোন্ ধরনের নিশ্চয় ভাগ্যবান বাচ্চাদেরই হয় ?

উত্তরঃ - আমাদের ভাগ্যকে শ্রেষ্ঠ বানাতে স্বয়ং বাবা এসেছেন । বাবার থেকে আমরা ভক্তির ফল পাচ্ছি । মায়া আমাদের যে পাখা কেটে দিয়েছিল সেই পাখাই দিতে এসেছেন বাবা , নিজের সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসেছেন । এই নিশ্চয় ভাগ্যবান বাচ্চাদেরই হয় ।

গীত :- কে এসেছে আজ এই ভোরে

ওম্ শান্তি । ভোর -ভোর কে এসে মুরলি বাজিয়ে চলেছে ? দুনিয়া তো ঘোর তমসায় ছেয়ে আছে । তোমরা এখন মুরলি শুনছ - জ্ঞান সাগর , পতিত-পাবন প্রাণেশ্বর বাবার থেকে । তিনি হলেন প্রাণ বাঁচানোর ঈশ্বর । বলা হয় হে ঈশ্বর এই দুঃখ থেকে বাঁচাও । তারা হদের সাহায্য চায় । তোমাদের এখন বেহদের সাহায্য পাচ্ছ কেননা বেহদের বাবা যে এখন এখানে , তোমাদের কাছেই আছেন । তোমরা জেনেছ আত্মা এবং বাবা উভয়ই গুপ্ত । যখন বাচ্চাদের শরীর প্রত্যক্ষ হয় তখন বাবাও প্রত্যক্ষ হন , অন্য শরীরের অধারে । আত্মা গুপ্ত থাকলে বাবাও গুপ্ত । তোমরা জেনেছ বাবা এসেছেন , আমাদের বেহদের রাজত্ব দিতে । ওঁনার শ্রীমত্ । সকল শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা প্রসিদ্ধ , শুধু ওখানে নামের বদল ঘটেছে । এখন তোমাদের জানা হয়ে গেছে শ্রীমত্ হলো ভগবানুবাচ । এও বুঝে গেছ , ব্রহ্মচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর কারিগর একমাত্র বাবা । উঁনিই নর থেকে নারায়ণ বানান । গাথাও সত্য নারায়ণের । অমরপুরীর মালিক হওয়া অথবা নর থেকে নারায়ণ হওয়া -এই অমর কথার গীত গাওয়া হয় । উভয়ত কথা একই । এই হলো মৃত্যুলোক । ভারতই অমরপুরী ছিল - এই বিষয়ে কারও কিছু জানা নেই । এখানেও অমরবাবা ভারতবাসীকে শুনিয়েছেন । এক পার্বতী বা এক দ্রৌপদী শুধু নয় , এই অমরকথা অনেক বাচ্চা শুনছে । শিববাবা শোনান ব্রহ্মা দ্বারা । বাবা বলেন , ব্রহ্মা দ্বারা আমি মিষ্টি মিষ্টি রুহ-দের বোঝাই । বাবা বুঝিয়েছেন বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী অবশ্যই হতে হবে । বাবাই গঠন করতে পারেন । দুনিয়ায় এমন একজনও মানুষ নেই যার আত্মার জ্ঞান আছে । আত্মার জ্ঞানই যেখানে নেই তো পরমাত্মার জ্ঞান কিভাবে থাকতে পারে ! বলে , আত্মা যে, সে-ই পরমাত্মা । কত বিরাট এই ভুলে মানুষ জড়িয়ে আছে । এই সময়ে মানুষের বুদ্ধি কোনও কাজের নয় । নিজেরই বিনাশের জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমাদের বাচ্চাদের জন্য এই কথা নতুন কিছু নয় । জেনে নিয়েছ যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে ওদেরও পার্ট আছে । ড্রামার বন্ধনে বেঁধে আছে । আজকাল দুনিয়ায় প্রচুর হাস্যামা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা হলে বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি , যারা বাবার প্রতি বিপরীত বুদ্ধি রেখে চলে তাদের জন্য বিনশক্তি গাওয়া হয়েছে অর্থাৎ অস্তিমে তাদের বিনাশ অনিবার্য । এখন এই দুনিয়াকে বদলাতে হবে । তোমরা এও জেনেছ , নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক কল্পে মহাভারতের এই যুদ্ধ হয়েছে এবং বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন । শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিনাশের কথা লিখেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিনাশ তো হওয়ার নয়, তবে তো প্রলয় হয়ে যাবে । মানুষ কোথাও থাকবে না

শুধু পাঁচ তত্বই থেকে যাবে । এরকম তো হবে না । প্রলয় হলে তখন আবার মানুষ কোথা থেকে আসবে ! চিত্রে দেখানো হয় অশ্বখ পাতায় কৃষ্ণ আঙুল চুষতে চুষতে সাগরে ভেসে এসেছে । শিশু এইভাবে কি করে আসতে পারে ! শাস্ত্রে এমন এমন কথা লেখা হয়েছে যা বলার মতো নয় । এখন তোমাদের কুমারীদের দ্বারা এই বিদ্বান-সকল , ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিরও জ্ঞান তীরে বিদ্ধ হতে হবে। পরবর্তী সময়ে তারাও এসে যাবে । সেবায় যেমন -যেমন তোমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে , বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে থাকবে ততই তোমাদের প্রভাব বিস্তৃত হবে । তবে হ্যাঁ , সেবাকাজ বিঘ্নিত হবে । এই গীতও গাওয়া হয়েছে , আসুরি সম্প্রদায়ের থেকে আসা প্রচুর বিঘ্ন এই জ্ঞান যন্তকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে । তোমরা শেখাতে পারবে না । জ্ঞান আর যোগ বাবাই শেখাচ্ছেন । সদগতি দাতা এক বাবাই হন । উনিই পতিতদের পবিত্র করে তোলেন তবে তো নিশ্চয়ই পতিতদেরই জ্ঞান দেবেন । বাবাকে কখনও কি সর্বব্যাপী মানা যায় ! তোমরা বুঝতে পারছ আমাদের বুদ্ধি পরশ পাথরের মতো হলে পরেশনাথ হই । মানুষেরা কত কত মন্দির বানিয়েছে । কিন্তু তিনি কে , কি করেছেন এইসব অর্থ কেউ বোঝেনা । পরেশনাথের মন্দিরও আছে । ভারত পরশপুরী ছিল । সোনা , হীরে -জহরতের মহল ছিল । এই তো সেদিনের কথা । ওরা লাথো বছর বলে শুধু সত্যযুগেরই । আর বাবা বলেন সারা ড্রামা পাঁচ হাজার বছরের । এইজন্য বলা হয়ে থাকে আজকের ভারত কত দৈন্য দশায় আর কালকের ভারত ছিল ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে ভরা । লাথো বছরের তো স্মৃতি থাকতেই পারেনা । তোমাদের বাচ্চাদের এখন স্মৃতি ফিরেছে । তোমরাও বুঝতে পারছ পাঁচ হাজার বছরেরই কথা । বাবা বলছেন- "যোগে ব'সো , নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো ।" এই জ্ঞান তো তোমাদের হয়েছে ! ওরা তো হলো হঠযোগী । এক পায়ের উপরে আরেক পা তুলে (পদ্মাসনে) বসে । কত কি করে ! তোমরা মাতারা এইরকম করতে পারবেনা । বসতেও পারবে না । ভক্তি মার্গের ছবি অনেক । বাবা বলেন , "মিষ্টি বাচ্চারা , এখানে তোমাদের কিছু করার দরকার নেই ।" স্কুলে স্টুডেন্টরা যেমন নিয়ম অনুযায়ী বসে ; বাবা বলেন তারও দরকার নেই । যেমন চাও তেমন ব'স । বসে বসে শ্রান্ত হয়ে গেলে শুয়েও পড়তে পার । বাবা কোনও কিছুতে না করেন না । এতো একেবারে সহজেই বোঝার মতো কথা , এতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয় । যদি খুব অসুস্থও থাক , তবে এমনও হতে পারে শুনতে শুনতে শিববাবাকে স্মরণ করতে- করতে প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে গেল । গীত গাওয়া হয় - গঙ্গাজল মুখে দিলে . . .তখন প্রাণ বেরিয়ে যায় । ওইসব তো ভক্তিমার্গের কথা । বাস্তবে হলো এই জ্ঞান অমৃতের কথা । তোমরা বুঝতে পার প্রাণ শরীর থেকে এমনিই বেরিয়ে যাবে । আমাকে ছেড়েই তো তোমরা বাচ্চারা আস । বাবা বলছেন , "আমি তো তোমাদের বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যাব । আমি এসেছিই তোমাদের বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যেতে ।" তোমাদের না জানো নিজের ঘরের ঠিকানা , না জানো আত্মাকে । মায়া একেবারেই তোমাদের পাখা কেটে ফেলেছে এইজন্য আত্মা উড়তে পারছেননা, কেননা তমঃপ্রধান হয়ে আছে । যতক্ষণ পর্যন্ত সতোপ্রধান না হচ্ছে ততক্ষণ কিভাবে শান্তিধামে যেতে পারবে ! এও জেনেছ ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী সবাইকে তমঃপ্রধান হতেই হয় । এইসময় সারা ঝাড় সমূলে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে । এখানে কেউই সতোপ্রধান অবস্থায় হতে পারেনি । এখানে আত্মা পবিত্র হলে আর এখানে থাকে না , চলে যায় নিজের ঘরে । সবাই মুক্তির জন্যই ভক্তি করে । কিন্তু কেউই ফেরৎ যেতে পারেনা । ঈশ্বরীয় আইন তার অনুমতি দেয়না । বাবা এই সমস্ত রহস্য সামনে বসে বুঝিয়ে দেন - ধারণ করার জন্য । এত'র মধ্যেও মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা , স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া । বীজরূপ অবস্থাকে স্মরণ করলে সারা ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । তোমরা এক সেকেন্ডে সব জেনে যাবে । দুনিয়ায় কারও জানা নেই - মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ যে আত্মা , সেই সমস্ত আত্মার পিতা এক । কৃষ্ণ ভগবান নন ।

কৃষ্ণকেই শ্যামসুন্দর বলা হয় । এরকম নয় যে তক্ষক সর্প দংশন করায় মুখ কালো হয়েছে । এতো কামচিটার আওনে পুড়ে মানুষ কালো হয়ে যায় । রামকেও কালো দেখানো হয় , তাঁকে কে দংশন করেছে ! কিছুই বুঝতে পারেনা । তবুও যার ভাগ্যে আছে , নিশ্চয় থাকলে অবশ্যই বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার নেবে । নিশ্চয় না হলে কখনও বুঝবে না । ভাগ্যে না থাকে তো তারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কি চেষ্টা করবে ! ভাগ্যে না থাকলে সে এমনভাবে শুনতে বসে যেন কিছুই বোঝেনা । এটুকু নিশ্চয় নেই যে বাবা এসেছেন বেহদের রাজ্যভাগ্য দিতে । ঠিক যেমন নতুন কেউ মেডিকেল কলেজে গিয়ে বসলে কিছুই বুঝতে পারেনা । এখানেও ওইভাবে গিয়ে বসে । এই অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ হয়না । সুতরাং , সে এসে আর কি করবে । রাজধানীর স্থাপনা হলে তখন দাস-দাসী, সেবক, প্রজা, প্রজারও আবার দাস-দাসী, সেবকের প্রয়োজন তো হয় । পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু মুশকিল হবে কেননা ওই সময় অনেক হাঙ্গামা হবে । দিন-প্রতিদিন অশান্তি চরমে পৌঁছবে । এত সেন্টার আছে কেউ কেউ এসে যথার্থভাবে বুঝবেও । এও লেখা আছে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা । বিনাশও সামনে উপস্থিত । বিনাশ তো অবশ্যস্বাভাবী । বলে জন্ম কম হোক । কিন্তু ঋড়ের বৃদ্ধি তো হবেই । যতক্ষণ বাবা উপস্থিত আছেন ততক্ষণ সব আত্মাদের এখানে আসতেই হবে । যখন যাওয়ার সময় হবে তখন আত্মাদের পরমধাম থেকে আসা বন্ধ হবে । এখন তো সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু এই কথা কেউ বোঝেনা । বলবেও ভক্তের রক্ষক ভগবান । তবে তো নিশ্চয়ই ভক্তের দল সংকটাপন্ন হয়েছে । রাবণ রাজ্যে একেবারেই সকলে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছে । অন্তিমে রাবণ রাজ্য হলো কলিযুগ, আদিতে রামরাজ্য হলো সত্যযুগ । এই সময় সব আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়ের । বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে, তবে তো এর অর্থ হলো এই-ই নরক । স্বর্গবাসী হয়েছে এই নাম না হয় ঠিক হলো । এখানে তবে কি ছিল ! নিশ্চয়ই নরকবাসী ছিল । এও বোঝেনা যে আমরা তো নরকবাসীই হয়েছি । তোমরা এখন বুঝতে পারছ বাবাই এসে আমাদের স্বর্গবাসী তৈরী করবেন । গায়নও আছে হেভেনলি গড ফাদার । তিনিই এসে হেভেন গঠন করবেন । সবাই গানের কলিতে সুর তোলে পতিত-পাবন সীতারাম । আমরা পতিত, পবিত্র করে গড়ে তোলার মালিক এক তুমিই । ওরা সকলে ভক্তিমার্গের সীতা । বাবা হলেন রাম । কাউকে সোজাসুজি বললে মানেনা । রামকে আহ্বান করে । বাবা তোমাদের এখন তৃতীয় নয়ন দিয়েছেন । তোমরা যেন এক আলাদা দুনিয়ার হয়ে গেছ । বাবা বুঝিয়েছেন , এখন সকলকে অবশ্যই তমঃপ্রধানও হতে হবে তবেই তো বাবা এসে সতোপ্রধান বানাবেন । বাবা কত সুন্দর করে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেন । বলেন , যদিও বা তোমরা বাচ্চারা নিজে সার্ভিস করো , একটা কথা শুধু সর্বদা মনে রাখবে - বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সতোপ্রধান হওয়ার আর দ্বিতীয় কোনও পথ নেই । সবার রুহানি সার্জেন এক-ই । তিনিই এসে আত্মাদের জ্ঞানের ইনজেকশন দেন কেননা আত্মাই তমঃপ্রধান হয়েছে । বাবাকে অবিনাশী সার্জেন বলা হয়ে থাকে । আত্মা অবিনাশী, পরমাত্মা বাবাও অবিনাশী । আত্মা এখন তমঃপ্রধান হয়েছে , সুতরাং , তাদের জ্ঞানের ইনজেকশন প্রয়োজন । বাবা বলেন বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো । বুদ্ধিযোগ উপরে অর্থাৎ পরমধামে বাবার সাথে জুড়ে নিতে পারলে তবে সুইট হোমে চলে যেতে পারবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এখন আমাদের নিঃশব্দ(Silent) দুনিয়ার সুইট হোমে যেতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমে বুদ্ধিকে পরশপাথরের মতো করে তুলতে হবে । যতই অসুস্থতা থাক, কষ্ট থাক, তার মধ্যেও এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

২) নিজের ভাগ্যোদয়ের জন্য পুরোপুরি নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে । বুদ্ধিযোগ নীরবতার রাজ্য, সুইট হোমে জুড়তে হবে ।

বরদান :- সংকল্প , বৃতি আর স্মৃতি দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্তকারী সমর্থ , সত্যকার ব্রাহ্মণ , সম্পূর্ণ পবিত্র ভব

নিজের সংকল্প , বৃতি আর স্মৃতিকে চেক করো - এইভাবে নয় যে ভুল হয়ে গেল , অনুতাপ করলে , ক্ষমা চাইলে আর চেক করা হয়ে গেল । কেউ যতই ক্ষমা চেয়ে নিক কিন্তু যে পাপ বা ব্যর্থ কর্ম হয়েছে তার চিহ্ন মোছেনা । রেজিস্টার সাফ - স্বচ্ছ হয়না । শুধু এর রীতি-রেওয়াজকে অনুসরণ করোনা , কিন্তু সদা এই স্মৃতি থাকবে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ - অপবিত্রতা - সংকল্প , বৃতি বা স্মৃতিকেও যেন স্পর্শ করতে না পারে । সেইজন্য পদে পদে সাবধানতা অবলম্বন করে চলো ।

স্লোগান :- বাবার সাথে সাথে চললে মন কখনও হতাশাগ্রস্ত হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিশাল বুদ্ধি হয়ে বড় বড় লোকেদের মতামত নিয়ে অনেক আত্মাদের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে, তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ ইত্যাদি নিয়ে অনেক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে "

প্রশ্ন:- এখন তোমরা কোন্ স্মৃতি স্মরণ করলে কখনও দুঃখী থাকবে না ?

উত্তর:- এখন স্মরণে আসছে যে আমরা পূজ্য রাজা ছিলাম , আবার ভিখারী হয়েছি । এখন পুনরায় বাবা আমাদের রাজা তৈরী করছেন । বাবা আমাদের এখন সারা বিশ্বের খবরাখবর শোনাচ্ছেন । আমরা বিশ্বের হিস্টি -জিওগ্রাফী বাবার দ্বারা জানতে পেরেছি । এইসব স্মৃতি স্মরণ করলেই কখনও নিজেদের দুঃখী মনে হবে না, সদাই খুশীতে থাকতে পারব ।

গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) রুহানী (আত্মিক) বাচ্চারা এই গান শুনলো । বাচ্চারা বোঝে যে বাবাকে পাওয়া অথবা বাবার থেকে অধিকার (বর্সা) প্রাপ্ত করা অনেকই সহজ। গাওয়াও হয় , বাবার থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত হয় । জীবনমুক্তি অর্থাৎ সুখ-শান্তি-সম্পত্তির অধিকার । এখন জীবনমুক্তি আর জীবনবন্ধ দুটো শব্দ । বাচ্চারা জানে এই সময়ে ভক্তি মার্গে আর রাবণরাজ্যের কারণে সকলে জীবনবন্ধনে বন্দী হয়ে আছে । বাবা এসে সকলকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেন আর অধিকার দেন । যেমন সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মাতাপিতা, আত্মীয় স্বজন সকলে বুঝে যায় যে উত্তরাধিকার জন্ম গ্রহণ করেছে । এসব বোঝা যেমন সহজ হয় , সেইরকম এটাও সহজ হয় । বাচ্চারা বলে , বাবা পূর্ব কল্পের মতন এই কল্পেও আপনি এসে আমাদের সাথে মিলিত হয়েছেন । আপনার থেকেই সহজভাবে অধিকার প্রাপ্ত করার পথ পেয়েছি । প্রত্যেকেই জানে যে নতুন সৃষ্টির রচয়িতা হলেন স্বয়ং ভগবান । তিনি আমাদের এদিক ওদিক ঘোরাফেরার থেকে রক্ষা করেছেন । আমরা কাল ভক্তি করতাম আর আজ বাবার থেকে সহজ জ্ঞান আর রাজযোগের পথ পেয়েছি । বাচ্চারা নিজেদের অনুভব শোনায় , আমরা বি.কে-র দ্বারা দুজন বাবার কথা শুনেছি । তোমাদের ছাড়া আর কারও মুখে দুজন বাবার কথা শোনা যায় না । তোমাদের প্রতিটি কথাই আশ্চর্যজনক । এখন মনে পড়ছে , যারা এখানকার হবে, তাদের স্মৃতিতে এসব কথা অনায়াসে চলে আসবে । তবে হ্যাঁ , স্মৃতি আসার পরেও মায়া অনেক সময় তীব্র গতিতে এসে পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বিস্মৃত করে দেয় । সেইকারণে বাচ্চাদের অনেক সাবধান থাকতে হয় । স্মৃতি তো বাবা ফিরিয়ে দিয়েছেন। পবিত্রতার কঙ্গন অর্থাৎ বলয় সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে । রাখীবন্ধনের রহস্য কি , এইসব এখন তোমরা জেনেছ । প্রতিজ্ঞা কে করিয়েছেন ! কাম মহাশত্রু ; বাবা বলেন , আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করো , কখনও পতিত হব না আর আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করলে তো অর্ধকল্পের পাপ দক্ষ হয়ে পাপমুক্ত হয়ে যাবে। বাবা আশ্বস্ত করেন , বাচ্চারা এইসব বোঝেও , বাবা যখন ভরসা দিচ্ছেন তখন তাঁর সবকথাই তো ঠিক ! স্বর্গকার কি-ই বা ভরসা দিতে পারে যে তার কথায় আমরা পুরনো গহনা দিয়ে নতুন বানিয়ে নিতে পারি ! তাদের কাজ তো এটাই। আগুনে দিলে তো অবশ্যই তা' খাঁটি সোনায় পরিণত

হবে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে আত্মায়ও খাদ পড়ে আছে , কিভাবে সত্য, রজা, তমোতে আসে , এইসব হলো খুবই সহজ । চিত্রও এইজন্য তৈরী হয়েছে, যাতে সহজভাবে বোঝানো যায় । ইউনিভার্সিটি, কলেজে অনেক প্রকারের নকশা থাকে । তোমাদেরও এইসব হলো নকশা , যার ফলে তোমরাও কাউকে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে । জ্ঞানসাগর পতিত পাবন বাবাই এসে এই পথ দেখান । আর কেউই পতিতকে পাবন করতে পারে না । মানুষরা হলো নয়নহীন দুঃখী । তোমরা বাচ্চারা জানো প্রথম দুটি যুগে দুঃখ আর ভক্তি হয় না । সেটা হলোই স্বর্গ । বর্তমান সময়ের মানুষ আর প্রাচীন ভারতের মানুষের আচরণ বিপরীতধর্মী হয় , তাই না । কিন্তু এইসব কেউই বোঝে না । কত পূজা চলতে থাকে । যে যত বিত্তবান হয় , তারা তত দেবী-দেবতাদের নানা আভূষনে সুসজ্জিত করে । বাবা হলেন নিজেই অনুভবী । বস্তুতে লক্ষ্মী নারায়ণের যে মন্দির আছে, সেখানকার যিনি ট্রাস্টী, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তির জন্য হীরের হার তৈরী করেছিলেন । বাবার তো সেই ট্রাস্টীর নামও স্মরণ আছে । প্রথমে শিববাবার মন্দির বানিয়েছে আর তাঁকে নানা আভূষনে সুসজ্জিত করেছে , তারপর দেবতাদের জন্য, লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদিকেও নানা আভূষণে সুসজ্জিত করেছে । তাহলে সেই সময়ে কত ধন ছিল ! মুহম্মদ গজনবী লুণ্ঠ করে উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গেছে । ভারতে তো বিশাল ধনরাশি ছিল । এইসব তোমরা যথার্থ রীতিতে বুঝতে পেরেছা আমাদের ভারত কি ছিল ! কুবেরের খাজানা ছিল আমাদের ভারতে । হীরে-জহরতের মন্দির তৈরী করতো । এখন সেসব আর কিছুই নেই, সবকিছুই লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে । এখন তো কি অবস্থাই না হয়েছে ! তুমিই পূজ্য দেবতা ছিলে, আবার তুমিই চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে পুরো দরিদ্র হয়েছ । এইধরনের কথা মুহম্মদ স্মরণ করা দরকার । তাহলে তোমাদের নিজেকে কখনও দুঃখী মনে হবে না । আমরা বাবার থেকে কি কি প্রাপ্ত করছি , এইসব কথা মনে স্মরণ করতে হবে। বাবা এসে আমাদের পুরো বিশ্বের খবরাখবর শোনান । বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না । তোমরা জানো ভারতে প্রথমে এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক মত , এক ভাষা ছিল । সকলেই সুখী ছিলো । পরে এরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতে শুরু করে আর সুখী ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যায় । প্রথমে ভারত এইরকম ছিল না । সেখানে তখন কোনো প্রকারের দুঃখ ছিল না । অসুখের লেশমাত্র ছিল না । তার নামই হলো স্বর্গ । সবকিছু তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে। নিয়মানুসারে প্রতি কল্পে আমাদের বিস্মৃতি হয় পরে আবার স্মৃতি ফিরে আসে । একটাই ভুল হয়েছে, তোমরা রচয়িতা আর ওঁনার রচনাকে ভুলে গেছ । এখন তুমি আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছ । সত্যযুগে এইসব জ্ঞান থাকে না । পরম্পরা তাহলে কি ভাবে চলবে ! সেই সময়ে রাজাই মুখ্য হয়, ঋষি মুনি নয় । তারা তো দ্বাপরযুগ থেকে আসতে শুরু করে । তাদের (ঋষি মুনিদের) ভরণপোষণ রাজাদের থেকে প্রাপ্ত হতো । রাজারা সামলাতো কেননা তারা তো তবু সন্ন্যাস ধর্ম পালন করত , তাই না ! প্রাচীন ভারতে প্রাচীন রাজযোগের বর্ণনা করা হয়েছে । প্রাচীন ঋষি মুনি বলা হয় না । তারা তো আসেই দ্বাপরযুগে । রাজাদের সহায়তায় তাদের দিন গুজরান হত । তারা বলে , আমরা রচয়িতা আর ওঁনার রচনাকে জানি না । বাবা বলেন , রাজারা নিজেরাও জানে না। বিশ্বে কেউই এই জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা সমঝদার হয়েছ । লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির যে বানায় , তাকে তোমরা লিখতে পারো। এত লক্ষ টাকা দিয়ে যাঁদের মন্দির তৈরী করেছেন তাঁদের জীবনকাহিনী সম্পর্কে কি জানেন ? ওনারা (লক্ষ্মী নারায়ণ) রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেছেন আবার কোথায় বা চলে গেলেন ! এখন কোথায় আছেন ? আমরা আপনাকে সবকিছুর রহস্য বলতে পারি । এরকম ভাবে তাকে লিখতে পারো । তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেকের জীবনকাহিনী জেনেছ , তাহলে তো তোমরা লিখতেই পার । আমাদের সময় দিলে তো আমি প্রত্যেকের

জীবনকাহিনী বলতে পারি । শিবের মন্দির যে তৈরী করে , তাকেও তোমরা লিখতে পারো । বেনারসে শিবের মন্দির কত বড় ! সেখানেও ট্রাস্টী হবে । চেষ্টা করা দরকার - বড় বড় লোকেদের বোঝানো । তারা বুঝলে তো তাদের আওয়াজেই গরীব লোকেরা কোনরকম দ্বিধা না করেই শুনবে । বড় বড় লোকেদের সাহায্য তো নিতে হবে । তাদেরও মতামত লেখা দরকার , কারন তাদের আওয়াজই আমাদের অনেক সহায়তা করবে । বাস্তবে যতটা হওয়া দরকার, ততটা আওয়াজ তারা করে না । প্রেসিডেন্টকেও তোমরা বোঝাতে পারো । বড় বড় লোকেরাও বলে । মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর, এরা উদ্বোধন করেন । লেখেনও তাঁরা বি.কে. তো ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার সহজ পথ বলে , কিন্তু ঈশ্বর কি ব্যপার , তারা কিছুই বোঝে না । সেই সময়ে শুধু বলে , পথ খুব ভালো । শান্তি প্রাপ্ত করার ভালো পথ , কিন্তু তারা নিজেরা বোঝে না । বাবা বড় বড় লোকেদেরও বোঝাবার কথা বলছেন । বড় বড় লোকেদের কাছে যে বড় বড় নামীদামী হল থাকে, সেগুলি নেবার ব্যবস্থা করতে হবে । বলবে আমরা সকলে মনুষ্যের কল্যাণের জন্য সদাকালের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে চাই, শুধু বিজ্ঞাপন দিতে চাই । এইরকম পঞ্চাশ অথবা একশো হল নেওয়া দরকার । ভারত তো অনেক বড় , তাই না! এক একটি শহরে দশ-বারোটা হল নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করলেই খুব সহজে খবরের কাগজে ছেপে যাবে । যাদের বোঝার আছে , তারা এসে বুঝবে । তাহলেই তো কতজনের কল্যাণ হবে । বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধির হতে হবে । সার্ভিস তো বাচ্চাদের করতে হবে , তাই না! বাবা সকল বাচ্চাদের পূর্ণোদ্যমে প্রদর্শনী শুরু করতে বলছেন । বাবা প্রস্তুত করাচ্ছেন । বাচ্চাদের চেষ্টা করা দরকার । সমস্ত কিছুই তো বুঝতে হবে । ভগবান আসেন আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা প্রজার রচনা করেন । তবে তো নিশ্চয়ই অনেক ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন ? এখন আবার রচনা করছেন । কত ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণী আছে ! বাবা এই সঙ্গমেই ব্রাহ্মণ ধর্ম রচনা করেন । বাস্তবে তোমরা দেখছো আর বুঝতে পারছ । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা থাকে না । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছ , বাবা তখনই আসেন যখন পতিত দুনিয়ার পবিত্র হওয়ার সময় হয় । এও বোঝে পরমাত্মা , প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারাই রচনা করেন । কিন্তু কখন রচনা করেন এইসব বোঝে না । তারা বোঝে কেউ হয়তো নতুন রচনা করছেন । মনে করে ব্রহ্মা তো সূক্ষ্ম বতনের । এখন তোমরা বুঝেছ প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে আছেন । তুমি সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে থাকো । পবিত্র ফরিস্তা হয়ে সাক্ষাৎকার করো । বাচ্চারা এসে শোনায় যে সেখানে মুভী চলে । সেটা তো হলোই মুভী ওয়ার্ল্ড, তোমরা মুভী বায়স্কোপও দেখেছো । এখন বাস্তব কথা সবই জেনেছা মূল বতন হলো সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড, যেখানে আত্মাদের নিবাস। সূক্ষ্ম বতনে সূক্ষ্ম শরীর হয় । তাহলে তো অবশ্যই কিছু ভাষাও হবে । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে , আমাদের আত্মাদের নিবাস স্থান হলো শান্তিধামে, তারপরে হয় সূক্ষ্ম বতনে, যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর থাকেন । আর এই হলো কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গম । এখানে বাবা আসেন আর এখান থেকেই তোমরা , ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরে যাও । বাবার বাড়ি আর স্বশুর বাড়ি , তাই না ! এখানে দুটোই তোমাদের বাবার বাড়ি। বাপদাদা দুজনেই পরিশ্রম করে বাচ্চাদের ফুল (গুলগূল) রূপে গড়ে তোলার জন্য । মুসলমানরাও বলে গার্ডেন অফ আল্লাহ (ভগবানের বাগান) । করাচিতে এক পাঠান ছিল, সে সামনে এসে দাঁড়াত আর মুহূর্ত মধ্যে পড়ে যেত, জিঞ্জেরস করলে বলত আমি খুদার বাগিচায় গেছিলাম তো খুদা ফুল দিয়েছেন । এবার তার জ্ঞান তো ছিল না । তোমরা এখন বুঝতে পারছ বাগিচা কাকে বলা হয় । এই হলো কাঁটার জঙ্গল আর ওটা হলো ফুলের বাগান । তোমাদের বুদ্ধিতে বিশ্ব নাটকের সারা রহস্য ভরে আছে । সত্যযুগ আর কলিযুগ । তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত । সৃষ্টি চক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । বিস্তার তো এইসবের অনেক

আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সংক্ষিপ্তসার আছে। তোমরা বাচ্চারা রচয়িতা বাবার দ্বারা রচয়িতা (ব্রহ্মাবাবা) এবং তাঁর রচনাকে জানতে পেরেছ। ব্রহ্মাকে রচয়িতা বলা হয় না। রচনা এক বাবার আর সমর্পণও একের-ই। প্রথম প্রথম রচনা হয় ব্রহ্মার, তারপর বলা হবে কৃষ্ণের। ব্রহ্মা তো আছেন, ব্রাহ্মণও অবশ্যই দরকার। পান্ডবদের ব্রাহ্মণ বোঝান হয়না। ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্ট ব্রাহ্মণ দরকার। এইসব হলো রূহানী যন্ত্র, একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আত্মাদের তিনিই, বাবা, জ্ঞান দেবেন। তোমরা জানো আমাদের কোনো মনুষ্য পড়ায় না। সকল আত্মাদের বাবা পড়ান। বাবা বলেনও ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। কৃষ্ণের কথা তো বলবেন না। সে তো হতেই পারে না। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনার কার্য কে করান? কৃষ্ণ কি? না, পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার কার্য করান। বিষ্ণুর দ্বারা পালন করান। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কত পার্ট আছে। ব্রহ্মা মুখবংশাবলীরাই গিয়ে বিষ্ণুপুরীর দেবতা হয়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, বিষ্ণু আর ব্রহ্মা। বাচ্চাদের এইসবও বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে লাগে এক সেকেন্ড, আর বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে চুরাশী জন্ম গ্রহন করতে হয়। কত আশ্চর্যজনক কথা, তাই না। কেউই বোঝে না। এইসব হলো বেহদের (অলৌকিক) কথা। বেহদের বাবার নিকট থেকে বেহদের পার্ট পড়ে বেহদের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। সৃষ্টি চক্রকে জানতে হবে। আত্মাই শরীরের দ্বারা জানতে পারে। এরকম নয়, শরীর আত্মার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে। না, আত্মাই জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তোমাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত। অন্তর্মনে কত গুপ্ত খুশী হওয়া উচিত। পার্ট পড়ার সংস্কার আত্মার মধ্যেই থাকে। দুঃখও আত্মা অনুভব করে। বলা হয় আমাদের আত্মাকে দুঃখী কোরো না। বাচ্চাদের এখন কত জ্ঞানের আলোর প্রাপ্তি হয়েছে। তোমরা খুশীতে আছ। সাগরের থেকে রিফ্রেশ হয়ে মেঘদের একত্রে বৃষ্টিপাত ঘটাতে হবে অর্থাৎ জ্ঞান সাগর বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে জ্ঞানী আত্মাদের মিলিতভাবে জ্ঞানবর্ষার বর্ষণকরতে হবে। নিজেরা একসাথে মিলিত হয়ে প্রদর্শনীর প্রস্তুতিতে সাহায্য কর। শখ থাকা চাই। সার্ভিস, সার্ভিস আর শুধু সার্ভিস। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহের সুমন আর সুপ্রভাত। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে স্মরণ করে অসীম খুশীতে থাকতে হবে। বিশাল বুদ্ধি হয়ে জোর কদমে সার্ভিস করতে হবে।

২) বাবার দ্বারা যে স্মৃতির জাগরণ হয়েছে, সেগুলো বিস্মৃতির আড়ালে নিয়ে যেও না। বাবার কাছে যে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করেছ, তাতে অটল থাকতে হবে।

বরদান :- করা আর বলা -- এই দুইকে এক সমান করে উচ্চমানের সেবায় সত্য সেবাধারী
ভব!

সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে করে দেখাতে হবে , পরে বলতে হবে । বলা খুবই সহজ
হয়, করায় পরিশ্রম হয় , আর পরিশ্রমের ফল ভালো হয় । কিন্তু যদি অন্যদের বলবে আর নিজে
করবে না তাহলে সেবার সাথে সাথে তা' সেবা বিরোধী কাজ বলে প্রতীয়মান হবে । যেমন অমৃতের
মধ্যে বিষের এক ফোঁটা পড়লে পুরো অমৃত বিষ হয়ে যায় , সেইরকম যতই সেবা করো , ছোট
একটা ভুলে কিন্তু সেবা সমাপ্ত হয়ে যায় । একারণে প্রথমে নিজের ওপরে অ্যাটেনশান দাও , তবে
বলা যাবে সত্যকার সেবাধারী ।

স্লোগান --: বছর মধ্যে একতা আনা , ভাগ্যকে তৈরী করা - এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ।

"মীঠে বাস্চে - বাবা এসেছেন সকলের জীবনকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গের বর্ষা দিতে , এইসময়েই সকলে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করে"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ স্যাম্পলিং(কল্পবৃক্ষের চারা) কোন্ বিধির আধারে লাগাচ্ছে?

উত্তর : - আমরা এখন দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছি , যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারা এই স্যাম্পলিং-এ আসতে থাকবে। এ হল দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং যাতে মানুষ দেবতা রূপে পরিণত হয়। এই স্যাম্পলিং শ্রীমত অনুসারে লাগানো হয়। বাবাকে স্মরণ করলে আয়রন এজেড আত্মা গোল্ডেন এজেড আত্মায় পরিণত হয়।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে নিরালা

ওমশান্তি। " শিব ভগবানুবাচ" বাবাকে এইরূপ বলা হয় না কিন্তু বাচ্চাদের বোঝান হয় যে শিব-ই হলেন ভগবান । তাই শিব ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি, শিবকে সুপ্রীম আত্মাও বলা হয়। এবারে শিবের পরিচয় বাচ্চাদেরকে ভালভাবে বোঝান হয়েছে । তবুও বোঝান হচ্ছে সর্বের সঙ্গতিদাতা হলেন শিব। ওঁনাকে ঈশ্বর ভগবান প্রভুও বলা হয়। অনেক নাম রাখা হয়েছে। শিবকে অন্তর্যামীও বলা হয়। বাস্তবে অন্তর্যামী বলাও ভুল। অন্তর্যামী অর্থাৎ সকলের মনের কথা বা অন্তরকে যে জানে। শিববাবা বলেন আমি কারো অন্তরের কথা জানিনা । আমি তো হলাম তোমাদের পিতা । আমি তো কল্পে কল্পে , কল্পের সঙ্গমযুগে এই পৃথিবীতে আসি। আমার নাম হল শিব। পরম আত্মাও বলা হয়। তোমারও আত্মা আছে কিনা । কিন্তু তোমার নাম তোমার দেহের আধারে রাখা হয়। সেই নামই হল আত্মার। এবারে পরমপিতা পরমাত্মারও নামের প্রয়োজন আছে তাইনা । ওঁনার নাম হল শিব। উনি হলেন নিরাকার , ওঁনার দেহের নাম নেই। উনি হলেন পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমার নাম হল শিব। আত্মাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে । ওঁনার নাম হল একমাত্র শিব। পরম হওয়ার দরুন ওঁনাকে পরম আত্মা শিব বলা হয়েছে । শুধুমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু বলা কোনো নাম হলনা । বাবা বলেন আমি হলাম সুপ্রীম সোল , কিন্তু নামতো লাগবেই তাই ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী নাম রাখা হয়েছে শিব। উনি হলেন ওপারের নিবাসী পরম আত্মা । উনি হলেন সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতম , সবচেয়ে অনন্য (ন্যারা) এবং প্রিয় (প্যারা) । উনি পরম আত্মা এই দেহের আধারে বলছেন নিজের পিতা শিবকে স্মরণ করো। গডফাদার বলা হয় কিনা । ফাদারের নাম হল শিব। তারা গডফাদার শিব বলেনা । জানেইনা যে ওঁনার নাম হল শিব। শিব জয়ন্তী পালনও করে - সর্বত্র লিঙ্গ পূজন হয়ে থাকে। লিঙ্গের নাম হল শিব। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , তো শিবাচার্য হলেন তাইনা । শিবাচার্যউবাচ । ভক্তি মার্গে অনেক নাম রাখার দরুন কনফিউশন বেড়ে গেছে । বেহদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন , তোমাদের সকলের কাছে নিজের দেহ রয়েছে পার্ট প্লে করার জন্যে । শিববাবা এসে শ্রীমত বা মতামত দেন , সেইজন্য বলা হয় শ্রীমত ভগবানুবাচ । তফাত তো আছে তাইনা । সকলেই তো হল শিবের সন্তান । এবারে কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলে সম্বোধন করা যাবেনা । প্রজাপিতা কেবল ব্রহ্মাকেই বলা হয়। এক হলেন শিববাবা

আর অন্যজন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিববাবা হলেন রচয়িতা , ওঁনার কাছেই বর্ষা অথবা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। উনিই এসে জ্ঞান দান করেন। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর , ওঁনার বর্ষা হল স্বর্গ। বাবা-ই হলেন সর্বের জীবনমুক্তি দাতা। জীবনমুক্তি একটি শব্দ সবকিছুতেই প্রযোজ্য । সকলের জীবনকে দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করে। পুনরায় বোঝান হয়েছে সর্বপ্রথম তুমি-ই জীবনমুক্তিতে আসো , তোমারই পার্ট রয়েছে । প্রথমে ক্রাইস্ট ইত্যাদি ইউরোপের দিকে গেছেন । এখানে তুমি ভারতেই আসো। ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব হয়। ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীকে এবং ভগবান শ্রীনারায়ণকে বলা হয়। কিন্তু ভগবান বলা যাবেনা । ঐ হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম যা বর্তমানে লুপ্ত প্রায়ঃ। দেবতাদের চিত্র রয়েছে কিন্তু তাঁদেরকে সত্যযুগের বর্ষা কে দিয়েছেন সেইকথা কারুর জানা নেই। তুমি এখন জানো যে ভারতে দেবী-দেবতাদের থেকেই বিশ্বের ইতিহাস আরম্ভ হয়। প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদের আগমন ঘটে । বাবা বোঝাচ্ছেন তাঁদের এই প্রালম্ব প্রাপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই আগের জন্মে এমন পুরুষার্থ করেছে। সৃষ্টি তো চলায়মান কিনা । গায়নও রয়েছে- বাবা এসে ব্রাহ্মণ , দেবতা এবং ঋগ্বেদ ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা এইসময়ে ব্রাহ্মণদেরকে পড়ান। তুমি প্রথমে শুদ্র ছিলে , তারপর শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ , ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী হয়েছে। উনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা। যতক্ষণ না ব্রহ্মা-বংশী হচ্ছে ততক্ষণ আত্মা বাবার কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্ত করতে পারেনা। ব্রহ্মাকে অ্যাডম বলা হয়। ব্রহ্মা-সরস্বতী অ্যাডম এবং বিবি এঁনারা হলেন সকলের মাতাপিতা । যে মানুষ মাত্রেই রয়েছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সবার চেয়ে বয়সে বড় বলা হয়। ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দেবতা ধর্ম তারপর দেবতা ধর্ম থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় ধর্মের উৎপত্তি।

বাস্তাদের বলা হয় - শিববাবাকে স্মরণ করো। এমন বলবেনা যে ঈশ্বরকে অথবা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। না, তিনি হলেন পিতা। তোমাকে বোঝান হয়েছে আত্মা হল বিন্দু , পরম আত্মাও হল বিন্দু। এই বিন্দুর নাম হল আত্মা । ঐ বিন্দুর নাম পরম আত্মা শিব। শিবের মন্দিরও খুব নামীগ্রামী হয়। বাস্তাদের বুঝতে হবে আমরা হলাম আত্মা । এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করি। বিভিন্ন পার্ট প্লে করি। শিববাবাকেও পার্ট প্লে করতে হয়। বলা হয় হে ভগবান এসে আমাদের লিবারেট করো , পতিত থেকে পাবন বা পবিত্র করো। এই কথা কেউ জানেনা যে শিববাবাই পতিত থেকে পবিত্র করেন। উনিই হলেন জ্ঞানের সাগর , প্রেমের সাগর । উনিই বসে নলেজ দিচ্ছেন যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । মুখ্য হল দুটি চিত্র - বৃক্ষ এবং গোলা বা চক্র । চক্রের চিত্রে কাঁটা দেখানো হয়েছে যাতে কতোটা সময় বাকি রয়েছে সেইকথা জানা যাবে। কলিযুগে রয়েছে কত মানুষ । সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকবে , বুদ্ধি হবে সময়ের সাথে। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমার বুদ্ধিতে রয়েছে সেইজন্য স্বদর্শন চক্রও তোমাকে দেওয়া হয়েছে । শঙ্খও হল তোমাদের । এই হল মুখ দ্বারা জ্ঞান শোনানোর কথা । জ্ঞানের শঙ্খ বাজাও। বাবা বোঝাচ্ছেন হে আত্মা নিজের পিতাকে স্মরণ করো। গায়নও আছে যখন সঙ্গুরু স্বয়ং এসেছেন দালালের রূপে... বাবা নিজে এঁনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে বসে আত্মাদের আত্মীর্বাদ করেন, তোমাকেও শেখাচ্ছেন । তুমিও দালাল রূপে পরিণত হয়েছে। ইনিও বলেন শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলছেন পিতাকে স্মরণ করো। তুমিও বলো যে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ ঘটবে। অল্ফকে স্মরণ করলে এই রাজ্য সিংহাসন প্রাপ্ত হবে। তাঁর আত্মাকে পুনরায় ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হবে। তোমার এখন স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান হয়েছে । কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। জগৎঅশ্বা হলেন জগৎমাতা। তাহলে জগৎপিতাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন । এমন নয় এরা হলেন স্ত্রী পুরুষ । ব্রহ্মার কন্যা সন্তান হলেন সরস্বতী । সকলেই ব্রহ্মার সন্তান । ব্রহ্মার স্ত্রী নয়। ব্রহ্মার কন্যা সন্তান সরস্বতীর

গায়ন রয়েছে । ওনাকেই জগৎঅম্বা , ব্রহ্মাকে জগৎপিতা বলা হয়। সরস্বতী হলেন মুখ্য , তাই পালনার জন্যে ওনাকে যুক্ত করা হয়েছে। ওনার পাটই হল এইরূপ । এখন তুমি জানো যে শিববাবা এই ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের জ্ঞান দান করেন। তুমি হলে মাতাপিতা আমরা সন্তান তোমার এই মহিমাও ওঁনারই গায়ন রয়েছে । উনি হলেন পিতা । মাতা নন। শিববাবা হলেন কিনা। বাবা এসে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে এনার দ্বারা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। কিন্তু পুরুষ বলে মাতাকে কলস দেওয়া হয়েছে । তারা আবার দৃষ্টান্ত দিয়েছে সাগর মন্ডন হয়েছে , কলশ প্রাপ্তি হয়েছে , সেই কলশ আবার শ্রীলক্ষ্মীকে প্রদান করা হয়েছে। এইসব ভুল । কলশ মাতাদের মস্তকে রাখা হয়েছে । জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী জগৎঅম্বা হলেন কিনা। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান দিচ্ছেন । ঈশ্বর জ্ঞান দিচ্ছেন তাই তোমরাও জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী হলে কিনা। পরবর্তী সময়ে রাজ-রাজেশ্বরী রূপে পরিণত হবে। তুমি বলবে আমরা হলাম রাজাধ্বমি । ধ্বমি শব্দটি পবিত্রতার প্রতীক । সত্যিকারের রাজাধ্বমি হলে তোমরা । তারা হল হঠযোগী । তুমি রাজ্য সিংহাসনের জন্যে বিকারের সন্ধ্যাস করো। এখন তুমি হলে সঙ্গমে। এই হল কুম্ভমেলা । তুমি জ্ঞান স্নান করছ এবং যোগও শিখছো । জ্ঞান শেখাচ্ছে যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। বাবা হলেন নলেজফুল , তুমিও হলে মাস্টার নলেজফুল । এই রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে । নম্বর অনুসারে পার হয়ে যায়। রামের হাতে বাণ দেওয়া হয়েছে কেন ? এই কথাও জানা নেই। এইসব বোঝানোর জন্যে দেওয়া হয়েছে । নাহলে মানুষ ভাববে - বাণ চালানো হল হিংসার চিত্র । যেমন দেবীদের হাতেও হিংস্র বাণ ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র দেওয়া হয়েছে । বোঝান হয়েছে এই সময়ে সব ক্ষত্রিয় যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত রয়েছে । কিন্তু তোমার যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে । সম্পূর্ণ রূপে স্মরণে না থাকলে মায়ার রাবণকে হারানো অসম্ভব । কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করা অসম্ভব । এই হল তোমার যুদ্ধ স্থল । যুদ্ধে যে স্থির থাকতে পারে তাকে যুধিষ্ঠির বলা হয়। এমন এমন নাম রাখা হয়েছে । যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্র দেখানো হয়। সে পান্ডবদের দলে, অন্যজন কৌরবদের দলের এইসব কাহিনী রচনা করা হয়েছে । এমন সব নাম আসলে নেই ।

এই তোমার পড়াশোনা কত সহজ (সিম্পল) । ঐ পড়াশোনায় যে যত পড়বে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। এখানেও তুমি যত যোগ করবে আর পড়াশোনা করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। এতেই অ্যাটেনশন বিশেষ ভাবে দেওয়া উচিত । পরীক্ষায় ফেল করলে টাকা নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও ভালভাবে অ্যাটেনশন দিয়ে পড়া উচিত । তুমি হলে গডলী স্টুডেন্ট । তোমার তো বিরাট ইউনিভার্সিটি থাকা উচিত । ব্রহ্মাকুমারীজ গডলী ইউনিভার্সিটি । তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বের নলেজ দিচ্ছে - আদি-মধ্য-অন্তের তাই তুমি লিখতে পারো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । বাবা শেখাচ্ছেন কত উঁচু পদের অধিকারী হতে পারো তুমি । এই হল খুব উঁচু দরের পড়াশোনা । বাচ্চাদের যুক্তি সহকারে বোঝান উচিত । আমরা গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি নাম লিখি কারণ বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের নলেজ কিরূপ রিপোর্ট হয়, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরপাক খায় সেসব বোঝান হয়। যাতে ঐ লোকেরাও বুঝতে পারে যে গডলী ইউনিভার্সিটি নাম একেবারেই ঠিক । সম্পূর্ণ বিশ্বের নলেজ এখানেই প্রাপ্ত হয়। ভারত আদিকালে কি ছিল , তুমি কিভাবে মালিক পদ প্রাপ্ত করো , এইসব বিষয়ে বুদ্ধি বেশ পবিত্র চাই। তোমার বুদ্ধি এখন এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছে । বাঘের দুধ রাখতে স্বর্ণ-পাত্রের প্রয়োজন(শক্তিশালী আধার প্রয়োজন) এতে গোল্ডেন এজেড বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করলে তোমার বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড রূপে পরিণত হবে। স্মরণ না করলে আয়রন এজেড হয়ে পড়ে। প্রতি মূহুর্তে বাবাকে ভুলে যায়। এই পরিশ্রমে সময় লাগে পূর্ব অনুরূপ , যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারা আসতেই থাকবে। স্যাম্পলিং লাগতেই থাকবে। পূর্ব কল্প অনুরূপ তুমি স্যাম্পলিং লাগাচ্ছে

- মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে। এই হল দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং । ঐ মানুষতো জঙ্গলের স্যাম্পলিং লাগায় , জঙ্গলের বৃদ্ধি করতে । নাহলে কাঠ পাওয়া যাবেনা । না পশুদের বাসস্থান থাকবে। এখানে তুমি দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছে। তুমি বাবার শ্রীমতে দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছে। আমরা কোনো সেরিমনী করিনা । এইসব কথাতো বুঝবারই কথা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১. উচ্চ থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনায় অ্যাটেনশান দিতে হবে। এই যুদ্ধ স্থলে মাঝাকে হারিয়ে কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। হারলে চলবেনা ।

২. নিজের বুদ্ধিকে গোল্ডেন এজেড পবিত্র স্বরূপ প্রদান করতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাতে হবে, স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে।

বরদান :- নিরাকারী স্থিতির অভ্যাস দ্বারা আমিষকে সমাপ্ত করতে পারে এমন নিরহংকারী ভব।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে সুক্ষ্ম এবং সুন্দর সুতো হল এই আমিষের ভাব। এই আমি শব্দটি দেহঅভিমানের সীমানা থেকে যেমন দূরে নিয়ে যায় তেমনই দেহঅভিমানের নিকটেও নিয়ে আসে। যখন আমিষের ভাব উল্টো রূপ ধরে আসে তখন বাবার প্রিয়-ভাজন হওয়ার পরিবর্তে কোনো আত্মার নাম-মান-শানের প্রিয়-ভাজন রূপে পরিণত করে দেয়। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে নিরন্তর নিরাকারী স্থিতিতে স্থির হয়ে সাকারে প্রকাশিত হও - এই অভ্যাসকে ন্যাচারাল নেচার করে নিলেই নিরহংকারী স্বরূপে পরিণত হবে।

স্লোগান :- ভালো বা মন্দ কিছু শুনে সংকল্পেও ঘৃণা ভাব উৎপন্ন হওয়াও হল একপ্রকারের পরমত।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাপদাদার স্মরণ আর ভালোবাসা পেতে হলে সেবাপরায়ণ হও, বুদ্ধিতে যদি জ্ঞান ভরপুর থাকে, তাহলে সেই জ্ঞানের বর্ষণ করো ।"

প্রশ্ন :- কোন্ নেশা জলভরা মেঘকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, বর্ষিত হতে দেয় না ?

উত্তর :- যদি অনর্থক দেহ - অভিমানের নেশা আসে, তাহলে জলভরা মেঘও উড়ে যাবে । বর্ষিত হলেও সেবার বদলে তা সেবা বিরোধী কাজ হয়ে যাবে । বাবার প্রতি ভালোবাসা না থাকলে, বা বাবার সাথে যোগে না থাকলে , তবে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিরূপী পাত্র খালি থেকে যাবে । এমন শূন্য বাদল অর্থাৎ যোগহীন জ্ঞান কিভাবে বিশ্ব কল্যাণ করবে !

ওম্ শান্তি । বর্ষার মেঘ অল্প সময়ই থাকবে অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে জ্ঞান ধারণ না করলে সেই জ্ঞান বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায় , বুদ্ধিরূপী পাত্র শূন্যই থেকে যায় । ঠিক যেমন বর্ষা কমে আসলে সাগরের উপর থেকে জলপূর্ণ মেঘ সরে গিয়ে চারিদিক শীতল হয়ে যায় । তেমনই এখানেও শীতলতা ছেয়ে আছে । জলপূর্ণ মেঘ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ আত্মা তাদের বলা যায় যারা রিফ্রেশ হয়ে যোগযুক্ত অবস্থায় জ্ঞানবর্ষা বর্ষণ করবে । যদি কেউ জ্ঞান বর্ষণ করতে না পারে তবে কি করে তাকে জ্ঞানপূর্ণ বলা যাবে ! এ হলো যোগযুক্ত জ্ঞান-বাদল । ওটা হলো জলপূর্ণ বাদল । জ্ঞান বর্ষা হয় ঋতুকালীন অর্থাৎ আত্মা যে সময়ে পতিত হয় । নিজেরা রিফ্রেশ হয়ে অন্যকেও রিফ্রেশ করায় অর্থাৎ নিজেদের যোগস্থিতির দ্বারা অন্যদের যোগের স্থিতির আনন্দ অনুভব করায় । যোগযুক্ত জ্ঞান-বাদলও ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ হয় । কেউ কেউ তীক্ষ্ণ ধারায় জ্ঞান বর্ষণ করে । জ্ঞান-বাদলের কাজই হলো বর্ষণ করা আর ঝিমিয়ে যাওয়া আত্মারূপী চারাগাছকে নতুন করে রিফ্রেশ করে তোলা । যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে তারা কখনোই লুকিয়ে থাকে না । তাদের বাবার নির্দেশের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় না । তারা হলই জলপূর্ণ মেঘের মতোই , যোগে এবং জ্ঞানে সমৃদ্ধ । তারা আসেই তীব্র ধারায় জ্ঞান-বর্ষার বর্ষণ করতে । যেখানেই বন্ধ্যাজমি(অজ্ঞানী আত্মা) দেখবে, সেখানে গিয়ে সেই বন্ধ্যাজমিকে সবুজে পরিণত করতে হবে অর্থাৎ অজ্ঞানী আত্মাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করে আত্মাকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে । মহারথী বাচ্চারা সমস্ত সেন্টারের অবস্থাকে খুব ভালোভাবেই জানে । কোন্ কোন্ সেন্টার বেশী শীতল বা ঠান্ডা ! আবার কোন্ কোন্ সেন্টারের বাচ্চাদের উপর মায়ার তুফান বা ঝড়ের প্রভাব খুব বেশী ! মহারথী বাচ্চারা সেবার কাজ খুব ভালোভাবে জানে । বাবাও সবসময় বলেন, সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের স্মরণ ও ভালোবাসা দিও । এমনই ভালো ভালো জ্ঞানরূপী বাদল বা আত্মারা সেবার কাজে যাবে । প্রদর্শনীতেও কিন্তু সবাই একরস স্থিতিতে বোঝাতে পারে না। মুখ্য বিষয়ই হলো এই জ্ঞান বোঝানো । বোঝাতে হবে যে, গীতার ভগবান কি পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা, নাকি সাকার রূপে গ্রীকৃষ্ণ । খুব সুন্দর করে বোঝানোর বুদ্ধিও রাখা চাই । সারাদিন বুদ্ধিতে এই কথা রাখা চাই যে, সবাইকেই জাগ্রত করতে হবে । প্রত্যেক মানুষই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে । সবাইকেই ভালোবেসে বোঝাও যে আমাদের সকলেরই দুজন বাবা । একজন হলেন হৃদের আর দ্বিতীয় জন হলেন বেহৃদের । এই বেহৃদের বাবাকেই পতিত-পাবন বলা হয় । তোমাদের বাচ্চাদের এখন বুদ্ধির প্রাপ্তি হয়েছে । দুনিয়ার মানুষ বাহ্যিকভাবে চটকদার হলেও তাদের বুদ্ধি পাথর তুল্য ।

বাবা নিজেই বলেন যে এই সাধু মানুষদের আমাকেই উদ্ধার করতে হবে। এনারাও রচয়িতা আর তাঁর রচনাকে সঠিকভাবে জানেন না। সত্যযুগের পরে এই জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রায় লোপ হতে থাকে। কিন্তু এই খবরও কেউ জানে না। শাস্ত্রেও এই জ্ঞানের কথা কিছু লেখা নেই। শাস্ত্রের দ্বারা কারোরই সঙ্গতি হয় না, গীতার তো অনেকই মান কিন্তু এ সকলই ভক্তিমার্গের। শিববাবাই হলেন পতিত-পাবন এবং তিনিই এসে রাজযোগ শেখান। তাই অবশ্যই এই রাজত্বের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। শিববাবাই এসে এই রাজযোগ শেখান। এই কথা এখনই তোমরা জানতে পেরেছো যে, আগের কল্পে বাবা যাদের বুমিয়েছিলেন, তাদেরই বাবা বোঝাবেন আর তারাই বুমবে। এই লড়াই সেই লড়াই নয় যা সবসময় চলছে। ৮ - ১০ বছর ধরে চলার পর আবার বন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্ব নাটকের নিয়ম অনুসারে যে বস্তু বানানো হয়েছে তা কখনও রেখে দেবার জন্য বানানো হয়নি। পতিত মানুষের মৃত্যু ছাড়া সত্যযুগ কখনোই আসবে না। কিভাবে এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হবে... তাও বুমিয়ে বলতে হবে। শান্তি স্থাপন করা বা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বানানো, এ একমাত্র বাবারই কাজ। বাবা বলেন যে সবার থেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে একের সঙ্গেই বুদ্ধিকে জুড়তে হবে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছুই এই দুনিয়ায় দৃশ্যমান, তার সব কিছুর সঙ্গেই এই বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করতে হবে। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যাবার সময় হয়েছে, তাই সর্বদা এই ঘরকেই (শান্তিধাম) তোমাদের স্মরণ করতে হবে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে এ হলো মৃত্যুলোক। তোমরা অমরলোকে যাবার জন্য এই অমর কথা শুনছো। দেবতাদের বলা হয় দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ। এখানে তো একজনও দৈবীগুণ সম্পন্ন হয় না। কৃষ্ণের সম্বন্ধেও কতো গ্লানির কথা লিখে দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধিতে কোনো কিছুই আসে না। এখন তোমাদের বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, আর দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। দৈবীগুণ কাকে বলা হয়... তাও তোমাদের বোঝানো হয়। তোমাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। এই হলো অন্যতম গুণ। তোমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবে যে পবিত্রতার সামনে অপবিত্র মানুষ মাথা নত করছে। সত্যযুগে সকলেই পবিত্র তাই সেখানে কোনো মন্দির থাকে না। তারপর যখন মানুষ পূজারী হয় তখন মন্দির বানানো হয়, যারা সত্যযুগে পবিত্র ছিলো, তারাই আবার বিভিন্ন জন্মের পরে পতিত হতে থাকে। আর এ হলো অনেক জন্মের সর্বশেষ জন্ম। বাবা বলেন যে... এই পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীরকে তোমাদের ভুলতে হবে। কারণ এই পুরোনো দুনিয়া এখন শেষ হতে চলেছে। এই দুনিয়া শেষ হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। এই পুরোনো দুনিয়া, ধন দৌলত, অর্থ, জমি-জায়গা সবই গেল বলে। অল্প দিনই বাকী আছে। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তোমরা তাদের শোনাও, কিন্তু বিশ্বাস তো হতে হবে না? ভগবানুবাচঃ, যখন বুঝবে তখনই বুদ্ধিতে ধারণ হবে। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের বলেন যে... নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাচ্চারাও জানে যে বেহদের বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা। সকলেই তাই ভাই - ভাই। স্বর্গে সব ভাইয়েরা সুখী ছিলো, আর কলিযুগে সমস্ত ভাইয়েরা এখন দুঃখী। সমস্ত আত্মারাই এখন নরকবাসী। কেবলমাত্র আত্মাই নয়, আত্মার শরীরও কষ্ট পায়। এখন তোমাদের বাচ্চাদের আত্ম - অভিমানী হতে হবে আর এতেই সমস্ত পরিশ্রম। মাসির বাড়ি যাবার মতো সোজা ব্যাপার নয়। এই আত্ম - অভিমানী স্থিতি তখনই পাকা হবে, যখন তোমরা এই নিশ্চয় করতে পারবে যে পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের পড়াচ্ছেন। শিববাবা এই শরীরের দ্বারাই তোমাদের পড়াতে আসেন। তোমরাও শরীরের দ্বারাই শোনো এবং তা ধারণ করো। তোমরা তোমাদের সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করো। যেমনভাবে যারা লড়াই করে বাবা তাদের উদাহরণ দেন। লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যে আত্মারা যাবে তারা ওই সংস্কার নিয়েই সৃষ্টি নাটকে ভূমিকা পালন করে। এখন তোমরা

বাবার সংস্কারও জেনেছ , নিরাকার, বেহদের বাবার মধ্যে কোন সংস্কার বিদ্যমান । বাবা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনি হলেন পতিত পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । তিনিই এসে সকলকে পবিত্র বানান । বাবা বলেন - মামেকম্ স্মরণ করো অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো তাহলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । না হলে তোমাদের অনেক সাজা খেতে হবে পদও কিছু প্রাপ্ত করতে পারবে না । এখন বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেনা বলছেন, "মনমনাভব ।" অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে মন আমাতে লাগাও । গীতাতেও এই শব্দ আছে, কিন্তু মানুষ এর অর্থ বোঝে না । বাবা বলেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । দেহের সঙ্গে দেহের সমস্ত ধর্মকে ত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো । এই স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয় । যোগ হলো খুব সাধারণ কথা । গীতাতেও এই কথা আছে কিন্তু শুধুমাত্র কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করায় সম্পূর্ণ জ্ঞান অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে । এখন তোমরা যখন সবাইকে বুঝিয়ে বলছো তখন সবাই বলছে এটা তোমাদের কল্পনা । তাদের কিছুই জানা হয়না । তাদের ভাগ্যে বাবার থেকে রাজ্য অধিকারই পাওয়ার নেই । প্রথমে তো এটাই বুঝতে হবে যে, ইনি হলেন বেহদের বাবা, ইনি একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সঙ্গুরু, উনিই আমাদের পড়ান । এই নিশ্চয়তা সম্পূর্ণ চাই । নতুন লোকেদের এই নিশ্চয়তা আসবে এটা প্রায় অসম্ভব । কোনো কোনো বুদ্ধিমান নতুন নতুন বাচ্চারা অতি সহজেই এই কথা বুঝতে পারে । আবার কেউ কেউ তো এখানে আসেই না , তারা কিছুই বোঝে না । তাদের বুদ্ধিতে কিছুই আসে না । এত বি.কে- রা এখানে আছে, তাহলে তারা নিশ্চই বাবার থেকে এই বরসা বা সম্পত্তি প্রাপ্ত করেছে । তারা সকলেই একই পরিবারের হয়ে গেছে । নাম হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাহলে তো একই পরিবারের হলো তাই না ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার পরিবার কতো বড়, কিন্তু এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য কি ? তাহলে বলো, বাইরে বোর্ডে লেখা আছে ...প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী, তাহলে একই পরিবারের হয়ে গেল । দাদার থেকে তোমরা বরসা বা সম্পত্তি পাও । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারাই শিববাবা এই রচনা করেন । তাহলে তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনিই স্বর্গের রচনা করেন, তাই তিনি অবশ্যই বাচ্চাদের এই স্বর্গের বরসা বা সম্পত্তি দেবেন । তাহলে তো এটা একটা পরিবারই হলো । বাবা, বাচ্চারা এবং দাদা সকলেই এখানে আছেন । এখানে ব্রহ্মাও আছেন এবং শিবও আছেন । শিব হলেন রচয়িতা । তিনি নিরাকার তাই কেমন করে বাচ্চাদের বরসা দেবেন । তাই ব্রহ্মার দ্বারাই তিনি এই বরসা দেন । এটা খুব ভালো করে বোঝাতে হবে । সবাইকে বলো, এ হলো তোমাদের বাবার ঘর । এখানে যে জ্ঞান বিতরণ হয় তাকে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যন্ত । আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ, এক বাবা ছাড়া আর কেউই এই রাজযোগ শেখাতে পারে না । গীতাতেও এই কথা লেখা আছে..."মনমনাভব" অর্থাৎ একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । তাই আমরা ওই এক বাবাকেই স্মরণ করি । ভক্তিমার্গে তোমরা বাবাকে এই কথা বলো যে, বাবা যখন আপনি আসবেন তখন আমরা আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবো, আমরা আপনার হয়ে যাবো । আমরা আত্মারা এই দেহ ছেড়ে আপনার সঙ্গেই চলে যাবো । আপনার হলে অবশ্যই আপনার সঙ্গেই যাব । বিয়ে হলে তো সাজন সঙ্গে করে নিয়ে যায় । এই শিব সাজনও আমাদের বলেন যে, আমি তোমাদের এই দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাবো । তারপর তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে রাজপদ পাবে, যে যতটা জ্ঞান ধন ধারণ করবে, ততটাই উঁচু পদ পাবে । ছোটো ছোটো কুমারীরাও এই সেবাকাজে নিয়োজিত আছে । তাদেরই বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত মানুষদের বোঝাতে হবে, এবং এই শখও তাদের থাকা চাই । যখন কুস্তি প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিযোগীরা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে যে এর সাথে আমি লড়াই করে বিজয়ী হবো । সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের আরামে নিদ্রা যাওয়া উচিত

নয়। আরামে অপবিব্রতা আসে। যারা নিজেদের মহারথী মনে করে তাদের সুখে নিদ্রা যাওয়া উচিত নয়। এই সেবার উপরই তাদের নজর দিতে হবে। আজকাল বাবা অনেক প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন। তাই বড় - বড় লোকেদের নিমন্ত্রণ দাও। এখন যদি না করো তাহলে পিছনে আসতে হবে। সাধু সন্ত যাদেরই তোমরা পাও তাদের জাগ্রত করার চেষ্টা করো, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মহারথীদের চাই। যার বাবার সঙ্গে যোগ নেই, ভালোবাসা নেই তারা হলো জলকণা শূন্য মেঘের মতো যা বর্ষিত হয় না। তারা আর কি কাজ করবে। এ তো তোমরা জানো যে জ্ঞানীদের থেকেও অনেকসময় অজ্ঞানী আত্মারা এগিয়ে যাবে। সবাই নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো যে ...আমরা কতটা এই পড়া ধারণ করতে পেরেছি। সেবা করে যেন তা দেখাতে পারি। যদি জলভরা বাদল হওয়া সত্ত্বেও না বর্ষণ করতে পারে তাহলে সেই বাদল বা মেঘ কোন্ কাজের? সবাইকেই নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। যদি তোমরা দেহ- অভিমানের নেশায় থাকো তাহলে উঁচু পদ চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেলবে। বাবার তো এই সেবার জন্য কত শখ আছে। সরকারকে বোঝাও যে আমাদের হল দাও। যেখানে গিয়ে আমরা এই রুহানি সেবা করে আত্মাদের মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারি। বাবা এসেছেন রাজযোগ শেখাতে কিন্তু যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। যারা ভালো ভাষণ দিতে পারে না, তারা বোঝাতেই পারবে না। তাহলে তারা উঁচু পদও পেতে পারবে না। যারা এই সেবাকাজ করবে তারাই এই উঁচু পদ পেতে পারবে। বড় বড় লোকেদের লিখে জানাও যে এই জ্ঞান ছাড়া ভারত তথা দুনিয়ার কোনো কল্যাণই হতে পারেনা। এই জ্ঞানের শিক্ষা হলো মূখ্য বিষয়। এই লক্ষ্মী - নারায়ণও এই শিক্ষার দ্বারাই উঁচু পদ পেয়েছেন। আগের কল্পে তারা রাজযোগ শিখেছিলেন। তোমরাও এখন এখানে এই পড়াই পড়ছ। যেমন স্কুলে ছাত্ররা জানে যে আমরা এই পরীক্ষায় পাশ করে এই হতে পারবো। এই জ্ঞান কেবল তোমরাই পাও বাকী এই জ্ঞান এই দুনিয়ার মানুষদের জন্য নয়। তোমরাও এই পড়া পড় ভবিষ্যত ২১ জন্মের প্রালব্ধ বানানোর জন্য। আর এই দুনিয়ার মানুষ পড়ে এই এক জন্মের সুখের জন্য। সুতরাং এই লৌকিক পড়াও যেমন পড়তে হবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এই ঈশ্বরীয় পড়াও পড়তে হবে, এতে ভয়ের কোনো কথাই নেই। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কেন প্রয়োজন? ছবি নিয়ে সবাইকে তা বোঝাতে হবে। বলো, এই জ্ঞান সবার জন্য অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু বাচ্চারা শোনার জন্য প্রস্তুতই থাকে না। তারা চাকরী বা অন্য কাজে নিজেদের আটকে রাখে। যারা বন্ধনমুক্ত তাদের অবশ্যই এই সেবা কাজে লেগে যাওয়া উচিত। সবাই তো বাবার শ্রীমতে চলে না। মাঝে মাঝে মায়া এসে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কোনো কোনো বাচ্চাদের অনেক শখ আছে, কিন্তু তাদের নেশা থাকে না যে অনেকের কল্যাণ করি। তাই বাবাও বলেন, যখন তোমরা পরিণত হয়েছো তখন এতো হোঁচট খাচ্ছ কেন? তোমরা বলো যে আমাদের ভারতের উদ্ধার করতে হবে। সত্যিকারের সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে। বাবার তো আশ্চর্য লাগে যে তোমাদের নেশা নেই তাই তোমরা এখনও রজো বুদ্ধিতেই আছো। তোমাদের সামনে কিন্তু সুযোগ অনেক আছে। এমন অনেকেই আছে যাদের জ্ঞানের অহংকার তাই তাদের দ্বারা অনেক সেবা বিরোধী কাজ হয়ে যায়। যেমন গুড় আর গুড়ের বস্তাই জানে তার মধ্যে কতটা মিষ্ট স্বাদ আছে। এদের উপর রাহুর গ্রহণ লেগে যায়। বৃহস্পতির দশা(শুভ সময়) চলে গিয়ে রাহুর দশা(অশুভ সময়) এদের গ্রাস করে। এখনই দেখো এরা ভালোভাবে চলছে, আবার দেখো কুগ্রহের দশা এদের গ্রাস করলো, তখনই এদের পতন হতে থাকে। বাচ্চাদের তো অনেক বড় বাহাদুর হতে হবে। অনেক দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের কাঁধে নিতে হবে। আমরা এই ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়েই ছাড়বো। তোমাদের ধর্মই হলো নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানানো, দুর্নীতিপরায়ণ মানুষদের শ্রেষ্ঠ আচারণ সম্পন্ন

মানুষে পরিণত করা । বাবা তো তোমাদের অনেক নেশাই তৈরী করান কিন্তু তোমরা তা নশ্বরের ক্রমানুসারে গ্রহণ করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের সত্যিকারের সেবা করতে হবে । রুহানি সেবা করে মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে হবে । জ্ঞানের অহংকার থাকা চলবে না । রুহানি নেশাতে থাকতে হবে ।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে প্রথমে নিজের আবস্থাকে মজবুত করতে হবে । দেহের সঙ্গে সঙ্গে যা কিছু লৌকিক সম্বন্ধ আছে সমস্ত কিছুকেই ভুলে এক বাবার সঙ্গে সর্ব সম্বন্ধ জুড়তে হবে ।

বরদান :- নিষ্কাম সেবার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য বিশ্ব কল্যাণী , দয়ামনোভাব সম্পন্ন হও।

যিনি নিষ্কাম সেবাধারী হবেন , তার কখনোই এমন সংকল্প আসবে না যে আমি এতকিছু করলাম, এত করার জন্য আমার অনেক মান সম্মান আর মহিমা হওয়া উচিত । এটাও এক ধরনের চাহিদা । দাতার সন্তান যদি যদি কখনো গ্রহীতার সংকল্প করে তাহলে তাকে কখনোই দাতা বলা যাবে না । দাতার তুলনায় এই গ্রহীতার মনোভাব কখনোই শোভনীয় নয় । যখন এই গ্রহীতার সংকল্প শেষ হয়ে যাবে তখনই বিশ্ব মহারাজার পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারবে । এমন নিষ্কাম সেবাধারী, বেহদের বৈরাগী প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব কল্যাণী, দয়ালু হতে পারে ।

স্লোগান :- নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া এও এক ধরনের পরচিন্তন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসে যোগযুক্ত হয়ে থাকলে স্থিতিশীলতা আসবে(ভালো দশা),
তোমাদের বৃহস্পতির দশা চলছে এইজন্য তোমাদের এখন চড়তি কলা"

প্রশ্ন: যদি যোগে পুরোপুরি মনোযোগ না থাকে তবে তার ফল কি হবে ? নিরন্তর স্মরণে থাকার
যুক্তিগুলো কি কি ?

উত্তর: যদি যোগে সম্পূর্ণ মনোযোগ না থাকে তবে চলতে চলতে মায়ার প্রবেশ ঘটে , পুরুষার্থী
ভূপতিত হয় । ২) দেহ-অভিমানী হয়ে একের পর এক ভুল করতে থাকে । মায়ী ভুল কর্ম করতে
থাকে , পতিত হতে হয় । নিরন্তর স্মরণে থাকার জন্য মুখে এই চুম্বিকাঠি দিয়ে দাও- ক্রোধ কোরো
না , দেহ সহিত সব কিছু ভুলে আমি আত্মা , পরমাত্মার সন্তান - এই অভ্যাস করো । যোগবলের
দ্বারা কি কি প্রাপ্তি হয় তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখ ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায় ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা নিজেদের রুহানি পিতা শিববাবার মহিমা শুনেছে । যখন
পাপ বেড়ে যায় অর্থাৎ মানুষ পাপ আত্মায় পরিণত হয় তখনই পতিত -পাবন বাবা আসেন , এসে
পতিতকে পবিত্র করে তোলেন । সেই বেহদের বাবারই মহিমা , তাঁকে বৃক্ষপতিও বলা হয়ে থাকে । এই
সময় বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের দশা , বৃহস্পতির প্রভাব এখন তোমাদের উপর রয়েছে । খাস
আর আম এই দুই শব্দ- এই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । বৃহস্পতির দশায় খাস ভারত জীবনমুক্ত
হয়ে যায় অর্থাৎ স্বরাজ্য পদ পায় কেননা সত্যকার বাবা যিনি , যাঁকে সত্য বলা হয় তিনি এসে
আমাদের নর থেকে নারায়ণ তৈরী করেন । আর বাকি যারা আছে ক্রমানুসারে নিজের নিজের ধর্মের
সম্প্রদায়ে গিয়ে যুক্ত হতে থাকে এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ক্রমানুসারে আসতে থাকে । কলিযুগের অন্ত
পর্যন্ত এই আগমন চলতে থাকে । প্রত্যেক আত্মার নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসনেই নিজস্ব পাট প্রাপ্ত
হয়েছে । রাজত্বের , রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত সকলেই নিজের নিজের পাট পায় । নাটকের বিষয়বস্তুও
রাজা আর প্রজাদের নিয়ে । সবাইকেই যার যেমন ভূমিকা তা পালন করতেই হয় । বাচ্চারা এখন
জেনেছে আমাদের উপর এখন বৃহস্পতির শুভ দশা রয়েছে । এরকম নয় কেবল একদিনেরই এই দশা
না ; তোমাদের বৃহস্পতির দশা চলছে । তোমাদের এখন চড়তি কলা । যত স্মরণ করবে ততই
চড়তি কলা হবে । স্মরণ ভুলে গেলে মায়ার বিঘ্ন আসে । স্মরণের দ্বারা দশা ভালোভাবে স্থিত হয় ।
যথার্থভাবে স্মরণ না করলে অবশ্যই ধরাশায়ী হতে হবে । তারপর তার কিছু না কিছু ভুল হতেই
থাকবে । বাবা বুঝিয়েছেন ড্রামা অনুসারে ধর্মাবলম্বী যারা আছে তারা একের পর এক নিজেদের
ভূমিকা পালন করতে আসে । বাচ্চারা জানে স্বর্গের দশা অর্থাৎ জীবনমুক্তির দশা যা এখন আমাদের
উপর রয়েছে । এই ড্রামার চক্র কিভাবে ঘুরছে এও সবিস্তারে বুঝতে হবে । এই সৃষ্টি নাটকের চক্র
খাস ভারতের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে । বাবাও ভারতেই আসেন । গায়ন আছে - আশ্চর্যবত
শুনন্তি, কথন্তি , ভাগন্তি অর্থাৎ অতি মনোযোগী শ্রোতা , ভালো বক্তা হয়েও অনেকেই চলে যায়-
ভাগন্তি, কেননা শ্রীমত্ পথে চলতে চলতে মায়ী সামনে এসে তাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় । যোগে

সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকেনা , পরে বাবা এসে সঙ্গীবনী বুটি দেন অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করে আত্মার ভাব জাগিয়ে তোলার বুটি প্রদান করেন । তোমরাও হচ্ছে হনুমান কেননা তোমরাই জ্ঞানরূপ সঙ্গীবনী বুটি অন্যদের বিতরণ করছ । বাবা বলছেন - এই সময় রাবণকে সরিয়ে দিতে এই বুটির গন্ধ শুঁকিয়ে দিই অর্থাৎ মানুষের সকল রকম বিকার ধ্বংস করতে বাবা জ্ঞানরূপ সঙ্গীবনী বুটি প্রদান করেন । বাবা তোমাদের সব সত্য কথাগুলো বলেন । সত্য হন এক এবং একমাত্র বাবা , যিনি স্বয়ং এসে তোমাদের সত্য নারায়ণের কথা শুনিয়ে সত্যযুগের স্থাপনা করেন । এঁনাকে বলাই হয়ে থাকে টুথ , যিনি সदा সত্য বলেন । তোমাদের বলে - তোমরা কি শাস্ত্র মানো ? বলা - হ্যাঁ , শাস্ত্র আমরা মানি আর এও জানি এই সবকিছু ভক্তিমার্গের শাস্ত্র । এতো আমরা মানি । জ্ঞান আর ভক্তি দুটোই আলাদা । যখন জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় তখন ভক্তির আর দরকার পরেনা । ভক্তি অর্থাৎ উত্তরতি কলা , অধোগতি । জ্ঞান অর্থাৎ চড়তি কলা , উর্দ্ধগতি । এই সময় ভক্তি বিদ্যমান । আমাদের এখন জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়েছে যার দ্বারা সদগতি হয় । ভক্তদের রক্ষা করেন এক , ভগবান । শত্রুর থেকেই তো রক্ষা করা হয় ! বাবা বাচ্চাদের বলছেন - "আমি এসে রাবণের থেকে তোমাদের রক্ষা করি ।" দেখছ তো , রাবণের থেকে কিভাবে রক্ষা হচ্ছে ! এই রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতেই হবে । বাবা বুদ্ধিয়ে দিচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা , এই রাবণ তোমাদের তমঃপ্রধান বানিয়েছে । সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে সত্যোপ্রধান , স্বর্গ । তারপর কলা ধীরে ধীরে কমে যায় । অন্তে যখন একেবারে দেহ-অভিমাণে এসে যায় তখন পতিত হয় । নতুন মহলের স্থাপনা হয় । মাসের পর অথবা ৬ মাস পর কিছু না কিছু কলা কম হতেই থাকে । প্রতি বছরেই মহলের লেপন হয় তবুও তো কলা কমেই যায় । নতুন থেকে পুরনো , পুরনো থেকে আবার নতুন এইরকম শুরু থেকে শেষ প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই হয়ে আসছে । নিশ্চিতভাবে বলা যায় , এই মহল ১০০ , ১৫০ বছর পর্যন্ত চলবে । বাবা বুদ্ধিয়েছেন সত্যযুগ বলা হবে নতুন দুনিয়া থেকে । ত্রেতায় আবার শতকরা ২৫ ভাগ কম বলা হবে কেননা সেই সময় কিছুটা পুরনো হয়ে যায় । ত্রেতার সকলে , তাঁরা হলেন চন্দ্রবংশীয় । তাঁদের ক্ষত্রিয়ের চিহ্ন দেওয়া হয় কেননা তাঁরা নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হতে পারেনি এইজন্য তাঁদের পদ কিছু কমে যায় । সকলে চায় কৃষ্ণপুরীতে যেতে । এরকম তো কেউ বলেনা রামপুরী যাব ! সকলে কৃষ্ণপুরীর জন্যই বলে । গীতও গায় - "চলো বৃন্দাবন ভজ রাধে গোবিন্দ" ...বৃন্দাবনেরই কথা । অযোধ্যার জন্য এরকম বলা হয়না । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকলের ভালবাসা গভীর । কৃষ্ণকে খুব ভালবেসে স্মরণ করে । কৃষ্ণকে দেখে বলে - এঁনার মতো স্বামী , এঁনার মতো পুত্র , এঁনার মতো ভাই যেন হয় । যারা উচ্চ পদের অভিলাষী(সেম্ভিবল) বাচ্চারা বা কণ্যারা সামনে কৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি রাখে যাতে তাদের যেন কৃষ্ণের মতো সন্তান হয় । কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন থাকে তো ! সবাই চায় কৃষ্ণপুরী । এখন কংসপুরী , রাবণের পুরী । কৃষ্ণপুরীর মহত্ব অনেক । কৃষ্ণকে সবাই স্মরণ করে । তাই -তো বাবা বলছেন এতকাল ধরে কৃষ্ণকে স্মরণ করে আসছ এখন কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো , এঁনার ঘরানায় তো যাও । সূর্যবংশী ৮ ঘরানার অর্থাৎ আট পুরুষের রাজত্বকাল সেইজন্য এমন পুরুষার্থ করো যাতে রাজত্বের অধিকারী হয়ে রাজকুমারের সাথে দোলায় দুলতে পার । এতো বোঝার মতো কথা । বাবা বলছেন - বাচ্চারা যত সময় হতে পারে "মনমনাভব" থাক অর্থাৎ মন আমাতে লাগাও । স্মরণে না থাকার জন্য পতন হয় । জ্ঞান কখনও পতনের দিকে ঠেলে দেয়না । স্মরণের যাত্রায় না থাকলে পতন হয় । এর ওপরই ভিত্তি করে আল্লা আলাদীন , হাতিমতাই প্রভৃতি নাটক রচিত হয়েছে । স্মরণে থাকার জন্যই মুখে চুম্বিকার্টি দিয়ে দেওয়া হতো । কারও ক্রোধ হলে মুখের কথায় তা ব্যক্ত করে , এইজন্য বলা হয় মুখে কিছু পুরে দাও । কথা না বললে তো ক্রোধ আসবে না । বাবা বলছেন - কখনও কারও ওপর ক্রোধ ক'রোনা । কিন্তু এই সকল কথা সম্পূর্ণ বুঝতে না

পেরে শাপ্তে নানারকম উদ্ভট কথা লিখেছে। বাবা যথার্থরূপে সামনে বসে বুঝিয়ে দেন। বাবা যখন আসেন তখনই তো এসে বুঝিয়ে দেন। যে সকল মহারথীর পাঁট প্লে হয়ে গেছে তাঁদেরই মহিমা গাওয়া হয়। রবি ঠাকুর, ঝাঁসির রানীর পাঁট হয়ে গেছে, পরে এঁদেরই চরিত্রায়ন হয় অর্থাৎ নাটক তৈরী হয়। আচ্ছা শিববাবাও তো ভূমিকা পালন করে গেছেন! তাই তো শিব জয়ন্তী উদযাপন হয়। কিন্তু শিব কবে এসেছেন, এসে কি করেছেন এসব কিছু জানা নেই। তিনি তো সারা সৃষ্টির পিতা। তবে তো নিশ্চয়ই তিনি এসে সকলকে সদগতি দিয়েছেন! ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি যাঁরাই ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তাঁদের জয়ন্তী পালন করা হয়। সবার তিথি, তারিখ জানা আছে, এঁনারটা (শিববাবা) কারও জানা নেই। বলেও, খ্রীষ্টের এত বছর পূর্বে ভারত প্যারাডাইস (স্বর্গ) ছিল। স্বস্তিকা যখন তৈরী করে তখন তাতে পুরো চারভাগ করে। চারভাগের দ্বারা চার যুগ দর্শানো হয়। প্রত্যেক যুগের আয়ু না কম না বেশী হতে পারে। জগন্নাথ পুরীতে চালের হাঁড়ি চার ভাগের বানানো হয়। বাবা বলেন - এই ভক্তিমার্গে আগডুম বাগডুম করে দিয়েছে। বাবা এখন বলছেন দেহ-সহিত এসব ভুলে যাও। আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান - কেবল এই অভ্যাস করো। বাবা স্বর্গের রচয়িতা তবে তো অবশ্যই আমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন। নরকে তো নিশ্চয়ই পাঠাননি! বাবা কাউকে নরকে পাঠান না। প্রথম প্রথম সকলে সুখ ভোগ করে। প্রথমার্ধে সুখ দ্বিতীয়ার্ধে দুঃখ। বাবা তো সকলের সুখকর্তা দুঃখহর্তা। আত্মা প্রথমে সুখ দেখে পরে দুঃখ। বিবেকও বলে - আমরা প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজঃ, তমঃ-তে চলে আসি। মানুষেরাও বুঝতে পারে - বিদেশের লোকেরা সেনসিবল। সেখানে বম্বস্ এমনভাবে বানানো হয়, যা এক মুহূর্তে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে। আজকাল যেমন বিদ্যুৎ সংযোগে মুহূর্ত মধ্যে মৃতদেহ শেষ করে দেওয়া হয়, সেরকম বম্বস্ ফেললেও আগুন লেগে যায় আর মানুষও সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। খড়ের গাদায় আগুন লাগবেই। তুফান এমন আসবে যে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। আর সেই সময় এমন কোনও ব্যবস্থা থাকবে না যা বাঁচাতে পারে। বিনাশ তো হতেই হবে। পুরনো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। গীতায়ও বর্ণিত আছে। বাবা বুঝিয়েছেন - ইউরোপবাসী বম্ব এমনভাবে ছুঁড়বে যে বোম্বারও অবকাশ থাকবে না। তোমরা বাম্ভারা জেনেছ কল্প পূর্বেও বিনাশ হয়েছিল, এখনও হবে। তোমরাও কল্প পূর্বের মতো এই পড়া করছ। ধীরে ধীরে ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বৃদ্ধি হতে হতে আবার স্থাপনাও শুরু হয়ে যায়। মায়ার আক্রমণে ভালো ভালো ফুল অর্থাৎ তীর পুরুষাথীরাও পথভ্রষ্ট হয়। যোগে সম্পূর্ণরূপে না থাকলে মায়ার বারবার বিঘ্ন উত্পত্তি করে। বাবার বাম্ভা হয়ে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে আবার যদি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে নাম বদনাম হয়ে যাবে। তারপর আঘাত আসে খুব জোরে। বাবা বলছেন - এই কামের আঘাতে কখনও জর্জরিত হয়োনা। বাম্ভারা জেনেছে এখানে রক্তনদী বয়ে যাবে। সত্যযুগে দুধের নদী বাহিত হয়। ওখানে নতুন দুনিয়া, এখানে হলো পুরনো দুনিয়া। কলিযুগে কি আছে আর সেই তুলনায় সত্যযুগে কত বৈভব! এখানে তো কিছুই নেই। কণ্যারা সাক্ষাত্কারে গিয়ে দেখে আসে। সূক্ষ্মবতনে সুবীরস (বৈকুণ্ঠের পানীয়) পান করেছে, এই করেছে সবারই সাক্ষাত্কার হয়। বলে, আমরা মূলবতনে যাই। বাবা বৈকুণ্ঠে পাঠান। এই সমস্ত সাক্ষাত্কার ইত্যাদি ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে। এর থেকে কিছুই পাওয়ার নেই। অনেক বাম্ভারা সূক্ষ্মবতন যেত, সুবীরস পান করত। আজ আর নেই। ভালো ভালো তীর পুরুষাথী বাম্ভারা সব হারিয়ে গেছে। অনেকে ধ্যানে সাক্ষাত্ দর্শন করার পরেও বিবাহ করে নিয়েছে। আশ্চর্য লাগে - মায়ার কেমন জাদু! ভাগ্য কিভাবে উলটপালট হয়ে যায়। অনেকেই নিজেদের পাঁট খুব ভালো প্লে করেছে। অনেক সাহায্যও করেছে আইওয়েলে অর্থাৎ প্রারম্ভিক স্থাপনার কাজে। তারাও তো আজ নেই। তাই বাবা বলছেন - মায়ার তুম বড়ী জবরদস্ত হো অর্থাৎ মায়ার তুমি বড়ী শক্তিশালী!

মায়ার সাথে তোমাদের যুদ্ধ চলে । একেই বলা হয় যোগবলের লড়াই । যোগবল দ্বারা কি প্রাপ্তি হয় কারও জানা নেই । শুধু বলে ভরতের এটা প্রাচীন যোগ । মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চাদের যোগ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেওয়া হয় , প্রাচীন রাজযোগের বর্ণনা আছে । ফিলোসফার (দার্শনিক) ইত্যাদি যাঁরাই আছেন এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কারও নেই । রুহানি বাবাই জ্ঞানের সাগর । তাঁর জন্যই গাওয়া হয় শিবায় নমঃ । ওঁনারই মহিমা গাওয়া হয়েছে । বাবা এসে তোমাদের জ্ঞানের কতকিছুই বুঝিয়ে দিচ্ছেন । একেই জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বলা হয়ে থাকে এবং কারও শক্তি নেই যে নিজেকে ত্রিকালদর্শী বলতে পারে । ত্রিকালদর্শী কেবল ব্রাহ্মণ-ই হতে পারে , যে ব্রাহ্মণ দ্বারা যজ্ঞের রচনা হয়েছে । যা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । রুদ্র শিবকেও বলা হয় । অনেক নাম রাখা হয়েছে । প্রত্যেক দেশে আলাদা আলাদা অনেক নামা এক বাবা ব্যতীত আর কারও এত নাম নেই । বাবুলনাথও এঁনাকেই বলা হয় , বাবুল তাকেই বলা হয় - যার মধ্যে কাঁটা থাকে । বাবা কাঁটাকে ফুল রূপে গড়ে তোলেন , এইজন্য ওঁনার নাম বাবুলনাথ রাখা হয়েছে । বোম্বেতে সেখানে অনেক মেলা বসে । অর্থ কিছু বোম্বেনা । বাবা সামনে বসে বুঝিয়ে দেন ওঁনার সঠিক নাম , শিব । ব্যাপারী লোকেরাও বিন্দুকে শিব বলে । এক দুই গুনতে গুনতে যখন ১০ এ আসবে তখন দশের পরিবর্তে বলবে শিব । বাবাও বলেন - আমি বিন্দু , স্টারা অনেক লোকেই এমনিতে ডাবল তিলকও দেয় । মাতা আর পিতা । জ্ঞান সূর্য আর জ্ঞান চন্দ্রমার চিহ্ন । ওরা এর অর্থ জানেনা । তাই বাবা যোগ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন । যোগ কত প্রসিদ্ধ ! বাচ্চারা , এখন তোমরা যোগ শব্দ ছেড়ে দাও , স্মরণ করো । বাবা বলেন - যোগ শব্দ বললে বুঝবে না , স্মরণ বললে তখন বুঝে যাবে । বাবাকে অনেক অনেক স্মরণ করতে হবে । ওঁনাকে সাজনও বলা হয়ে থাকে । পাটরাণী বানাতে হবে তো ! বিশ্বের রাজধানীর বর্সা বাবা দেন । সত্যযুগে এক বাবাই হন । ভক্তি মার্গে তোমাদের দুই বাবা আর জ্ঞান মার্গে এখন তোমাদের তিন বাবা । কত আশ্চর্যের ! অর্থসহ তোমরা জেনেছ , সত্যযুগে হয়ই সবাই সুখী । এইজন্য পারলৌকিক বাবাকে জানেই না । তোমরা এখন তিন বাবাকেই জেনেছ । কত সহজেই বোঝার মতো কথা । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্মরণের সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণে স্থিত থাকার জন্য মুখ দিয়ে কিছু বোলো না । মুখে চুম্বিকাঠি দিলে ক্রোধের উত্তেজনা শেষ হয়ে যাবে । কারও ওপর ক্রোধ করা ঠিক নয় ।

২) এই দুঃখধামে আগুন লাগবেই , এইজন্য পুরানো এই দুনিয়াকে ভুলে নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে । বাবার কাছে পবিত্র থাকার যে প্রতিজ্ঞা করেছ তাতে স্থির থাকতে হবে ।

বরদান:- নির্দেশ পালনের দ্বারা(বাবার দেওয়া ফরমান) সকল ইচ্ছার বিনাশ করে মায়াপ্রফ (মায়া প্রতিরোধী) ভব!

অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত দিনচর্যায় যা যা নির্দেশ(ফরমান) পেয়েছ সেই নির্দেশাবলী মেনে নিজের বৃত্তি , দৃষ্টি , সংকল্প , স্মৃতি , সেবা আর সঙ্কল্পের চেক করো । যারা প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রত্যেক সংকল্প , নির্দেশের পালন করে তাদের সব ইচ্ছা সমাপ্ত হয়ে যায় । যদি অন্তর্মনে পুরুষার্থের বা সফলতার ইচ্ছাও থেকে যায় তবে অবশ্যই কোথাও না কোথাও নির্দেশের অমান্য হচ্ছে । তাই যখন কোনো সমস্যা আসে তখন সবদিক থেকে চেক করো - এতে মায়াপ্রফ সতঃতই তৈরী হওয়া যাবে।

স্লোগান :- নিজের সূক্ষ্ম দুর্বলতার চিন্তন করে তাকে শেষ করতে হবে - এই হলো স্বচিন্তন ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তোমাদের ভাগ্যে আলোর প্রকাশ আনতে।
আর নিজেরা পবিত্র-পাবন হতে পারলেই, তোমাদের ভাগ্যের বিকাশ ঘটবে।"

প্রশ্ন :- যে সব বাচ্চাদের ভাগ্য প্রকাশের আলোয় আলোকিত, তাদের মধ্যে এমন কি বিশেষ লক্ষণ থাকে ?

উত্তর :- তিনি দেবতাদের মতনই সুখেতে বিরাজ করেন । অসীমের বাবা (শিব) সুখের আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে এসেছেন, সবাইকে সুখ দেবার জন্য। যিনি কখনই কাউকে কোনও প্রকারের দুঃখই দেবে না। যেহেতু তারা হলেন ব্যাসদেবের সন্তান, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সুখদেব।
২) যিনি ৫ বিকারের সন্ন্যাস (ত্যাগ) করে প্রকৃত রাজযোগী-রাজস্বিতে পরিণত হন।
৩) যিনি সর্বদা নির্দিষ্ট স্মরণে থাকতে পারেন, কোনও কিছুতেই যার মধ্যে দুঃখ বা অনুশোচনা আসে না। কোনও কিছুতেই যার কোনও মোহ থাকে না - অর্থাৎ মোহজীত অবস্থা।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ । (তোমাদের ভাগ্যকে আলোর দিশা দেখাতেই এসেছি ।)

ওম্ শান্তি! গীতের একটা মাত্র বাক্য শুনেই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের রোমাঞ্চার অনুভূতি হচ্ছে অবশ্যই! যদিও এটা বহুল প্রচলিত গীত, কিন্তু এর মর্মার্থ ও সার বস্তুটা সেভাবে অন্যেরা জানেই না। বাবা স্বয়ং এসে এই ধরণের গীতগুলির শাস্ত্রভাব ও মর্মার্থের বিশ্লেষণ করে বোঝান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এটাও অবগত যে, বর্তমান কলিযুগী এই সময়টায় সবাই ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তমসাস্থল অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। যা সত্যযুগের আগমনে আবার তার বিকাশ ঘটবে। এই তমসাস্থল ভাগ্যকে আলোর দিশা দেখাতে আর শ্রীমত দিতে কিম্বা ভাগ্যের বিকাশ ঘটতে পারেন - এক ও একমাত্র শিববাবা-ই। যিনি স্বয়ং বাচ্চাদেরকে নিজের সামনে বসিয়ে তাদেরকে আলোর দিশা জানাচ্ছেন। যেমনটি জন্ম-লগ্নেই প্রতিটি বাচ্চারই নিজের নিজের অধিকারের ভাগ্য নিরূপণ হয়। ঠিক তেমনটি অসীম জগতের (বেহদের) বেলাতেও ঘটে। তাই তো তোমরা বাচ্চারাও প্রতি কল্পেই নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যকে আলোকিত করো - যা পরে আবার তমসাস্থল হয়ে যায়। তোমরা যখন পবিত্র পাবন অবস্থায় আসো, তখনই ভাগ্যের বিকাশ ঘটে। পবিত্রতাকেই পাবন গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। এই 'আশ্রম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমের বিপরীত শব্দ অপবিত্র পতিত ধর্ম; - সেখানে আশ্রম শব্দটির প্রয়োগ হয় না। এমনিতে গৃহস্থ ধর্ম তো সকলেরই জন্য। এমন কি তা পশু-পক্ষীদের ক্ষেত্রেও। বাচ্চা তো সবারই থাকে। পশু-পক্ষীরাও তাদের নিজ নিজ গৃহস্থ ধর্ম পালন করে। যা এখন তোমরা বাচ্চারাই তা অনুভব করতে পারবে। একদা তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমেই ছিলে, যখন তোমরা ছিলে দেবী-দেবতা। আজ তাদেরই গুণ-মহিমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন বলে কীর্তন করা হয়। তোমরা নিজেরাও আবার তা করে থাকো। এখন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো, তোমরাই আবার মনুষ্য থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। দেবী-দেবতাদেরও নিজস্ব ধর্ম থাকে। এদিকে আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতাকে নমঃ, বিষ্ণু

দেবতাকে নমঃ কিন্তু শিবের বেলায় বলা হয়- শিব-পরমাত্মাকে নমঃ। অতএব পার্থক্য তো আছেই। আবার শিব আর শংকরকেও এক বলা যাবে না। যারা তা বলে, তা পাথরবুদ্ধি বা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেয় মাত্র। তোমরা এখন স্পর্শমণি পরস- পাথরের মতন সুবুদ্ধিধারী হতে যাচ্ছে। দেবতাদের তো আর নির্বুদ্ধিধারী বলা যায় না। আবার অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, রাবণ-রাজ্য শুরু হলেই, ধীরে ধীরে আত্মাদের পতনও তো শুরু হবে। তখন আত্মারা সুবুদ্ধিধারী থেকে নির্বুদ্ধিধারী অর্থাৎ পাথর বুদ্ধির হতে থাকে। আত্মাদের বুদ্ধিমান বানাতে পারেন এক ও একমাত্র বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা। যিনি তোমাদেরকে পরশমণির মতন সুবুদ্ধিধারী বানাচ্ছেন। আর সে উদ্দেশ্যেই তো তোমরা এখানে আসো। এই পারস-নাথের (শিব) অনেক মন্দিরও আছে, সেখানে বিশাল আকারের মেলাও বসে। কিন্তু, সাধারণেরা এটাই তো জানে না- এই পারস-নাথ প্রকৃত কে? বাস্তবে পারস-বুদ্ধি বানাতে পারে কেবল একমাত্র এই বাবা। যিনি বুদ্ধিমানদেরও বুদ্ধিদাতা। সেই বুদ্ধি-ই তো তোমাদের বুদ্ধির খোরাক (খাদ্য)। কিন্তু, সেই বুদ্ধিরও আবার রূপান্তর ঘটে। তাই তো সতর্ক করে বলা হয় - খারাপ কিছু দেখো না, খারাপ কিছু শুনো না, খারাপ কিছু বোলো না। -যা বাঁদরের ছবি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে- অথচ তা বাঁদরদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু। এই মনুষ্যরাই যখন বাঁদরের মতন আচরণ করে, সেক্ষেত্রে তাদেরকে একপ্রকার বাঁদর-ই বলা চলে। আবার এও বলা হয়ে থাকে- মনুষ্যরাই পূর্বে বন-মানুষ ছিল, তাই বনমানুষের সাথেও তুলনা করা হয়। অর্থাৎ যা কিনা জঙ্গলের (কাঁটার) রাজত্ব। যেহেতু, একে অপরকে কত ভাবেই নস দুঃখ দিয়ে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের বুদ্ধি দিয়ে তা বিচারও করতে পারো। যেহেতু বাবা স্বয়ং সেই বুদ্ধির যোগান দিচ্ছেন। তাই তো এই জ্ঞানের পাঠ-কে জ্ঞান-অমৃত বলা হয়। যা জল বা অন্য কিছুই অমৃত নয়। আজকাল তো কত কিছুকেই অমৃত বলা হয়ে থাকে। গঙ্গা-জলকেও অমৃত বলে। দেবতাদের পদযুগল ধোয়া জলকেও অমৃত জ্ঞানে পান করে। যারা সেই অমৃত পান করে, তারা কিন্তু পতিত-পাপী থেকে পবিত্র-পুণ্যবান হয়ে যায় না। গঙ্গাজলের বিষয়ে বলা হয়- পতিত পাবনী। কেউ মারা গেলে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া রীতি আছে। আবার এও কথিত আছে যে, অর্জুন তীর মেরে, (ভীষ্মকে) গঙ্গাজল পান করান। অথচ (তোমাদের) বাচ্চাদেরকে কিন্তু কোনো তীর চালাতে হয় না। কোনও এক গ্রামে তো তীরের লড়াই চলে। সেখানকার রাজাকে আবার ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। বাবা বলেন - এ সবই ভক্তি-মার্গের গুরুদের তৈরী করা পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গুরু তো কেবল একজনই- যিনি সঙ্গুরু। যিনি সবারই সঙ্গতি দাতা। তিনি এক ও একমাত্র একজনই। যিনি সবাইকেই সাথে করে পরমধামে নিয়ে যান। সেই বাবা ছাড়া অন্য কেউ-ই সেখানে নিয়ে যেতে পারেন না। আর ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়া তো যায়-ই না। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট সে ভাবেই খোঁদিত। যা চক্রাকারে সেই অনাদি-কাল থেকেই আবর্তিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলও সেই অনুসারেই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। যা এখন তোমরা অনুভব করতে পারছো। মনুষ্যরা অর্থাৎ আত্মারা তাদের প্রকৃত বাবা, যিনি এ সবার রচয়িতা - তাকেই তো জানে না। অথচ তাঁর কথা কিন্তু সুপ্ত ভাবে স্মরণেও আছে। তাই তো বলে ওঠে --ও গড় ফাদর, হে ভগবান, ওহে ঈশ্বর। অথচ জাগতিক লৌকিক বাবার ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি বলে না। গড় ফাদর, হে ভগবান যখন বলে, তা তখন খুব সন্মান ও ভক্তিভরেই বলে থাকে। আবার ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলে থাকে-- পতিত-পাবন, দুঃখ-মোচনকারী ও সুখ-প্রদানকারী। ওনাকে একদিকে যেমন তা বলা হচ্ছে, কিন্তু যখন কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটে বা সন্তানাদির মৃত্যু ঘটলে, তখন আবার দোষারোপ ও বিলাপ করে বলে - যে ঈশ্বর সুখ দাতা সেই ঈশ্বরই আবার দুঃখ দাতা। এই ঈশ্বরই আমার সন্তানের প্রাণ ছিনিয়ে নিল। এমনটা উনি কেন করলেন। এভাবে ঈশ্বরকেই গালমন্দ করতে থাকে। বাবা তখন

জানতে চান, ঈশ্বর যদি তোমাকে বাচ্চা দিয়ে থাকে - তা আবার ফিরিয়ে নিলে, তখন তোমরা দুঃখের বিলাপ করে কাঁদতে থাকো কেন ? সে তো ঈশ্বরের কাছেই গেছে। সত্যযুগে কিন্তু কেউ কাঁদে না বা বিলাপ-দোষারোপ করে না। কারণ, তখন সেই অবস্থাই আসে না। আত্মারা তাদের কর্মফলের হিসাব-কিতাব অনুসারে যে যার কর্তব্য-কর্মের কাজটুকুই করে থাকে। এই জ্ঞানের অভাবে মানুষ কতই না কান্নাকাটি করে থাকে। পাগলের মত প্রলাপ বকতে থাকে। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - মা মারা গেলেও হালুয়া খাও। (অর্থাৎ শোকে বিলাপ না করে শান্ত-চিত্তে নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন কর।) লৌকিক বাবার ক্ষেত্রেও এমনটি করো। এই ভাবেই তো নষ্টমোহা (মোহ শূন্য) হতে হয়। সর্বদা স্মরণে রাখতে হয় - আমার আপন তো কেবল এক ও একমাত্র অসীমের (বেহদের) বাবা, যেখানে আর কারও কোনও স্থান নেই। বাচ্চাদের মধ্যে এই অবস্থা আসা উচিত। যেমনটি ছিলেন মোহজীত রাজা। সত্যযুগে তো কোনও প্রকারের দুঃখই আসে না। সেখানে কখনও অকাল মৃত্যুও ঘটে না। তখন আত্মারা কালকেও (মৃত্যুকেও) জয় করে। আর এই বাবাকে বলা হয় মহাকাল। অর্থাৎ যিনি কালেরও কাল। তোমাদের সেই কালের উপরেই বিজয় প্রাপ্ত প্রাপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ কাল যেন তোমাদের শেষ করতে না পারে। আত্মাকে বা শরীরকে কাল শেষ করতে পারে না। আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে, অন্য শরীর ধারণ করে। তাকেই আখ্যা দেওয়া হয়, কালের কবলে শেষ হয়ে গেল। বস্তুতঃ, কাল তো কোনও বস্তু বা জিনিষ নয়। অজ্ঞানী মনুষ্যেরাই তার এই ধরনের মহিমা কীর্তন করে থাকে, এ বিষয়ে যার কোনও জ্ঞানই নেই তাদের। অগত্যা কেশবই - কেশব! বাবা আরও বোঝাচ্ছেন, এই যে ৫ বিকার আছে, এরা তোমাদের বুদ্ধিকে কত ভাবেই নষ্ট করে দেয়। যেহেতু বর্তমান সময়ে এরা কেউ বাবাকে সেভাবে জানে না, তাই তো এই দুনিয়াকে অনাথের দুনিয়া বলা হয়। নিজেদের মধ্যেই একে অপরের সাথে কি ভয়ঙ্কর লড়াই-ঝগড়ায় মত্ত। অথচ তারা মনেই রাখে না এই দুনিয়াটা তো আমাদের বাবার-ই ঘর। বাবা স্বয়ং এই দুনিয়াতে আসেন সমস্ত বাচ্চাকেই পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানাতেই। অর্ধেক কল্প তো সম্পূর্ণ পবিত্র দুনিয়াই ছিল। তার গুণগান তো এখনও করা হয়, রাম রাজা, রাম প্রজা (অর্থাৎ রাজাও যেমন সুখী, প্রজাও তদ্রূপ সুখী) - যেখানে অধর্ম বলে কোনও কথাই নেই। প্রবাদও আছে, যেখানে বাঘে-গরুতে এক ঘাটেই জল খায়। তাই তো সেখানে রাবণ-মায়ারও কোনও ঠাঁই নেই। অন্যেরা তো তা বোঝেই না-বরঞ্চ তারা এসব শুনে হাঁসতেই থাকে। বাবা স্বয়ং এসে এই জ্ঞান দেন, যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটার একেবারেই পতিত অবস্থা। শুধু প্রেরণার দ্বারা কি আর পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানানো যায় ! তাই তো বাবাকে ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন তুমি আসো, আর তাই উনিও তখন ভারত-ভূমিতে অবতরণ করে বলেন, আমিই সেই জ্ঞানের সাগর তোমাদের কাছে এসেছি- তোমাদের মাস্টার জ্ঞান-সাগর বানাতে। সেই কারণেই বাবাকে প্রকৃত ব্যাসদেব বলা হয়। আর তোমরা হলে তার বাচ্চা সুখদেব। তোমরাই সুখ দাতা দেবতায় রূপান্তরিত হও। যা হবার লক্ষ্যে তোমরা, ব্যাসদেবের অর্থাৎ শিবাচার্যের থেকে সুখের আশীর্বাদী-বর্সা নিষ্কো। অতএব তোমরা হলে ব্যাসদেবের সন্তান। যেন মানুষ গুলিয়ে না ফেলে, তাই তোমাদেরকে শিবের বাচ্চা বলে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু ওনার আসল নাম শিব। আত্মাকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি পরমাত্মাকেও উপলব্ধি করা যায়। যিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পতিতদের পবিত্র পাবন হওয়ার দিশা দেখান। আর উনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে জানান- আমিই তোমাদের আত্মাদের বাবা (পরমাত্মা)। অনেকটা বুড়ো আগুলের আকারের মতন। তবে অত বড় আকারের নয় - যা অতি সূক্ষ্ম আকারের। চিকিৎসকদেরও এ বিষয়ে খুবই আগ্রহে রয়েছে, তাকে দেখার জন্য। কিন্তু তাকে তো এই চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। তাকে কেবল অনুভব করা যায় মাত্র। এইবার বাবা বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইছেন

- তারা কি আত্মাকে অনুভব করেছে ? এত ক্ষুদ্র আত্মাতে এত বিস্তর অবিনাশী কর্ম-কর্তব্যের পাঠ খোঁদিত হয়ে আছে। যেমনটি রেকর্ডের মধ্যে থাকে। এই পাঠ ধারণের পূর্বে তোমরা দেহ-অভিমাত্রী স্থিতিতে ছিলে, যা এখন দেহী-অভিমাত্রী (আত্মিক) স্থিতিতে পৌঁছেছো। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে যে, আত্মারা কিভাবে ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকে। যার কোনও বিনাশ হয় না। কেউ কেউ আবার এটাও জানার আগ্রহ করে, এই অবিনাশী বিশ্ব নাটকের শুরু কবে হয়েছিল। কিন্তু, এই নাটক তো অবিনাশী বিশ্ব-নাটক। তোমরা বাচ্চারা তো এখন ব্রহ্মাণ্ডকেও জানো। যেকপে পড়া তৈরী না করা বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করা হয় ও নানা ভাবে তা শেখানো হয়, বাবাও সেভাবেই তোমাদেরকে পাঠ পড়াচ্ছেন। আত্মারাই শরীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই পাঠ পড়ছে। নির্বুদ্ধির লোকদের জন্য যা 'বুদ্ধির-ভোজন'-এর কাজ করে। আর বুদ্ধিধারীদের বোধশক্তি বাড়ে। তোমাদের বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই বাবা তাই এত সব চিত্র বানিয়েছেন। যা খুবই সহজ ও সরল প্রক্রিয়ার। যেমন- ত্রিমূর্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। এবার প্রশ্ন হলো- ব্রহ্মাকেই কেন ত্রিমূর্তি বলা হয় ! দেব-দেব মহাদেব। একের মধ্যেই অপরের যোগ। এসব তো কেউ জানেই না। আত্মা, এখানে তবে ব্রহ্মা কি করে আসে, যেখানে বলা হয় উনি প্রজাদের পিতা। উনি আবার সূক্ষ্ম-বতনের দেবতা হন কি প্রকারে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো এই জগতেই থাকা উচিত। যা কোনও শাস্ত্র বা পুঁথি-পত্রে নেই। বাবা তখন জানান - আমিই (শিব) ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে, এনার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তোমাদেরকে সব কিছু বলে থাকি। কর্ম করার এবং করাবার উদ্দেশ্যে এনাকেই আমি আমার রথ হিসাবে ব্যবহার করি। এনার অনেক জন্মের পরে এই অন্তিম জন্মেই আমি আসি। তাই তো এনাকে ৫ বিকার থেকে সন্ধ্যাস (মুক্ত) হতে হয়। যারা সন্ধ্যাস গ্রহন করেন, তাদেরকে যোগী বা ঋষি আখ্যা দেওয়া হয়। সে হিসেবে তোমরাও রাজঋষি। যেহেতু তোমরাও তাদের মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। জাগতিক সন্ধ্যাসীরা তো বাড়ী-ঘর, সংসার ত্যাগী হয়, কিন্তু এখানে স্ত্রী-পুরুষ সবাই একত্রেই থাকে। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়- বিকার থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে। সব কিছুর মূলেই এই বিকার। তোমরা তো জানো-ই যে, শিববাবা রচয়িতা। যিনি সব কিছুই নব সাজে রচনা করেন। যিনি সবারই বীজরূপ আবার সং-চিত-আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগরও। এ সবার স্থাপনা, পালনা, বিনাশ কি প্রকারে ঘটে- তা কেবল একমাত্র বাবা-ই জানেন। যার ধারণা মনুষ্যদের নেই। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এখন এই সব ব্যাপারগুলি বুঝতে পারছো। তাই তো অন্যদেরকেও তা সঠিক ভাবে বোঝাতেও পারো। আত্মা ! মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সূমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক আত্মারই তাদের নিজ নিজ কর্মফলের হিসেব-নিকেশ, একেবারেই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। অতএব আত্মা শরীর ত্যাগ করলে, কাল্লাকাটি করা উচিত নয় মোটেই। সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহা ভাবে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। মনে যেন এটাই থাকে যে, আমার আপন তো একজনই, যিনি সেই অসীম পারের (শিব) বাবা। আর অন্য কেউ-ই আমার আপন নয়।

২) বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে ফেলে যে ৫ বিকার, সেগুলিকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। দেবতাদের মতন নিজের সুখের ভান্ডার থেকে সবাইকে সুখ বিতরণ করতে হবে। আমার দ্বারা বা কারনে কেউ যেন কোনও প্রকারেরই দুঃখ না পায়।

বরদান :- সর্ব প্রকার আত্মাদের পতিত সংকল্প বা পতিত বৃত্তিগুলিকে ভঞ্জে পরিণত করার যোগ্যতা সম্পন্ন মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হও (ভব)!

সূর্য যেমন নিজের কিরণের দ্বারা নোংরা, ময়লা, জীবানুগুলিকে ভঞ্জে পরিণত করে, সেই প্রকার তোমাদেরও মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে, যে কোনও পতিত আত্মাকে দেখলেই - তার পতিত সংকল্প, পতিত বৃত্তি, বা পতিত দৃষ্টিকে ভঞ্জে পরিণত করতে হবে। যেহেতু শক্তিশালী পতিত-পাবনী আত্মার উপরে পতিত সংকল্প অ-কার্যকরী হয়ে পড়ে। তাই পতিত আত্মারা পতিত-পাবনীদেব সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। আর এই শক্তির অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে মানসিক ভাবে নিজেকে প্রচন্ড শক্তিশালী অর্থাৎ মাস্টার জ্ঞান-সূর্য স্থিতিতে সর্বদাই স্থিত থাকো।

স্নোগান :- নিজেকে ধারণা-স্বরূপ বানিয়ে সবাইকে যোগী জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত করতে হবে - যা অনেক বড় সেবার সামিল।

" বিশেষ যুগের বিশেষ ফল "

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা নিজের বিশ্ব কল্যাণের সেবাকার্যে আধারমূর্ত বাচ্চাদের দেখছেন । এই আধারমূর্ত বাচ্চারাই হল বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে বিশেষতম আত্মা । এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদা সর্বদা বিশেষ নজরে দেখেন । প্রত্যেক বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব সর্বদা বাপদাদার সম্মুখে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রয়েছে । প্রতিটি বাচ্চা হল মহান, পুণ্যাত্মা । পুরুষোত্তম অর্থাৎ দেবাত্মা । বিশ্ব পরিবর্তনের সেবা কার্যে নিমিত্ত আত্মা । এমনভাবে নিজ স্বরূপ দেখেছ কি? কিরূপ ছিলে এবং কি স্বরূপ হয়েছে? এতটাই মহান অন্তর সামনে থাকে কি ? এই অন্তরটি মহামন্ত্র স্বরূপ স্বতঃতই পরিণত করে দেয়। এমন অনুভব করো কি ? যেমন বাবার সামনে সর্বদা প্রতিটি সন্তান বিশেষ আত্মা রূপে সম্মুখীন থাকে , তেমনই তোমরাও সকলে নিজের বিশেষত্ব এবং সকলের বিশেষত্ব গুলির দর্শন করো কি? সর্বদা পাঁকে ফোটা পদ্ম ফুলকে দেখো কি ? না পাঁক এবং পদ্ম দুটোই দেখো ? সঙ্গমযুগ হল বিশেষ যুগ এবং এই বিশেষ যুগে তোমরা হলে বিশেষ আত্মা এবং তোমাদের রয়েছে বিশেষ পার্ট কারণ বাপদাদার সহযোগী হলে তোমরা। বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য গুলি কি? স্ব- স্বরূপের বিশেষত্ব দ্বারা বিশেষ কার্যে ব্যস্ত থাকা অর্থাৎ নিজের বিশেষত্বের বর্ণনা না করে বিশেষত্বের আধারে বিশেষ কার্য করে দেখানো। যত নিজের বিশেষত্ব গুলি মন্সা , বাচা এবং কর্মনা সেবায় নিয়োজিত করবে সেই বিশেষত্ব গুলি বিস্তার রূপ লাভ করবে। সেবায় লাগানো অর্থাৎ একটি বীজের সাহায্যে অনেক ফলের প্রত্যক্ষতা । এইরূপে নিজের চেকিং করো যে বাবা প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠ জীবনে যে জন্ম সিদ্ধ অধিকার রূপে বিশেষত্বের প্রাপ্তি হয়েছে সেসব কেবল বীজ রূপেই রয়েছে নাকি বীজকে সেবার ভূমিতে রোপণ করে বিস্তার করাও হয়েছে ? অর্থাৎ নিজ স্বরূপের অথবা সেবার সিদ্ধি স্বরূপের অনুভব হয়েছে কি? বাপদাদা সর্ব সন্তানের বিশেষত্বের ভাগ্য জন্ম থেকেই লিখে দিয়েছেন । জন্ম থেকেই প্রতিটি বাচ্চার কপালে বিশেষত্বের ভাগ্য জ্বলজ্বল করছেই। কোনো বাচ্চাই এই ভাগ্য থেকে বঞ্চিত নয়। এই ভাগ্য তো জাগ্রত আছেই। তাহলে অন্তর বা তফাতটা কোথায় ? কেউ এই বরদানের বীজকে , ভাগ্যের বীজকে বা জন্ম সিদ্ধ অধিকারের বীজকে বিস্তার করে , কেউ বীজকে কাজে না লাগিয়ে বীজকেই শক্তিহীন করে দেয়। যেমন সঠিক সময়ে বীজকে কাজে না লাগালে বীজ ফলপ্রসূ হয়না । কেউ আবার কি করে ? সেবার ভূমিতে বীজারোপণ করেই ফল হওয়ার আগেই বৃক্ষ দেখে সেই আনন্দেই মেতে ওঠে যে বীজকে কাজে লাগানো হয়েছে । ফলে রেজাল্ট কি হয়? বৃক্ষ বৃদ্ধি পায় , শাখা-প্রশাখায় ভরা বৃক্ষে ফল হয়না। বৃক্ষ দেখতেই হয় সুন্দর কিন্তু ফল হয়না অর্থাৎ জন্ম সিদ্ধ অধিকার রূপে যে বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে সেই বিশেষত্বের দ্বারা না-ই স্বয়ং সফলতার ফল প্রাপ্ত করে আর না-ই অন্যদের সেই বিশেষত্ব দ্বারা সফল স্বরূপে পরিবর্তন করতে পারে । বিশেষত্বের বীজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফল হল "সন্তুষ্টতা" । তাই আজকালকার ভক্তরা সন্তোষী মাতার পূজা বেশী করে। তো সন্তুষ্ট থাকা এবং সকলকে সন্তুষ্ট করে রাখা , এই হল বিশেষ যুগের বিশেষ ফল।

অনেক বাচ্চারা ফল প্রদানকারী স্বরূপে পরিণত হয়না। বৃক্ষের বিস্তার অর্থাৎ সেবায় বিস্তার করবে কিন্তু সন্তুষ্টতার ফল ছাড়া বৃক্ষ কি কাজের ? তো বিশেষত্বের বরদান বা বীজকে সর্বশক্তির জল দ্বারা সিঞ্জন করলে বীজ ফলপ্রসূ হবে। নাহলে বিস্তৃত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সময় অসময়ের ঝড়-ঝঞ্ঝার ফলে ভেঙে পড়বে । ফলে কি হবে ? বৃক্ষ থাকবে কিন্তু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। একদিকে

শুকিয়ে থাকা বৃক্ষ যাতে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ আনন্দ নেই , রুহানী নেশা নেই কোনো সবুজের ছোঁয়া নেই , না বীজে না-বৃক্ষে । আর অন্যদিকে সর্বদা সবুজে ভরা ফলদায়ী বৃক্ষ । কোনটা ভাল লাগবে? তাই বাপদাদা বিশেষত্বের বরদানী শক্তিশালী বীজ সব বাচ্চাদের প্রদান করেছেন । শুধুমাত্র বিধি অনুসারে ফলদায়ী রূপে পরিণত করো। এই হল নিজের বিশেষত্বের কথা । এবারে বিশেষ আত্মাদের সম্পর্কে সর্বদা থাকো কারণ ব্রাহ্মণ পরিবার অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের পরিবার । তো পরিবারের সকলের কেবল বিশেষত্বই দেখো। বিশেষত্ব দেখার দৃষ্টি ধারণ করো অর্থাৎ বিশেষ চশমা পড়ো। আজকাল ফ্যাশন এবং বাধ্যবাধকতার পরিণতি হল এই চশমা পড়ার প্রবৃত্তি । তো বিশেষত্ব দেখার চশমা পড়লে অন্য কিছুই দেখতে পাবেনা । যখন সাইন্সের সাধন দ্বারা লাল চশমা চোখে দিলে সবুজ বস্তুও লাল দেখায় সেইরকম বিশেষত্বের দৃষ্টি দ্বারা দেখলে সর্বদা বিশেষত্বই দেখতে পাবে। পাঁক দর্শন না করে পদ্ম পুষ্পের দর্শন করবে আর প্রত্যেকের বিশেষত্ব দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কাজের নিমিত্ত হয়ে যাবে। তো প্রথম কথা হল নিজের বিশেষত্বকে কাজে লাগাও , বিস্তার করে ফলদায়ী করো, দ্বিতীয় কথা হল সকলের মধ্যে বিশেষত্বকে দেখো। তৃতীয় কথা হল সকলের বিশেষত্বকে কাজে লাগাও। চতুর্থ কথা তুমি হলে বিশেষ যুগের বিশেষ আত্মা তাই সর্বদা বিশেষ সঙ্কল্প , কথা এবং কর্ম করতে হবে। তাহলে কি হয়ে যাবে? বিশেষ সময় পাবে কারণ বিশেষ না ভাবলে নিজের কারণে নিজের বিঘ্ন এবং সম্পর্কের দ্বারা ঘটিত বিঘ্নের সম্মুখীন হওয়াতে সময় নষ্ট হয় কারণ নিজের দুর্বলতা বা অন্যদের দুর্বলতার কথা কাহিনী ও কীর্তন দুটোই লম্বা হয়। যেমন তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রামায়ণেই দেখ না-- তো কাহিনী এবং কীর্তন দুটোই বেশ আকর্ষণীয় এবং বিশাল । কিন্তু আছে কি? বিশেষত্ব না দেখে ঈর্ষাতে রইলে কাহিনী কীর্তন লম্বা হয়ে যায়। তেমনই বিশেষত্ব না দেখলে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাহিনীর পরিবর্তে রাম কাহিনী হয়ে যায় এবং এই কথা কীর্তনে নিজের এবং সেবার সময় ব্যর্থ নষ্ট করো। আরও মজার কাজ করো যে শুধুমাত্র একলা কীর্তন কাহিনী রচনা করোনা বরং কীর্তন মন্ডলী তৈরী করে নাও- সেইজন্য বলা হয়েছে এই ব্যর্থ কীর্তন কাহিনী থেকে সময় বাঁচিয়ে নিলে বিশেষ সময়ও পেয়ে যাও। তাহলে বুঝলে কি করণীয়, কি করণীয় নয় ? যেমন আজকাল দুনিয়ায় কাউকে বলো ভক্তির ফল প্রাপ্ত করো সহজ রাজযোগী হও তো বিশেষ রুচি কিসে দেখাবে ? ভক্তির কথা কীর্তনে বেশ রুচি দেখাবে তাইনা ! মনোরঞ্জন ভাবে। তেমনই অনেক বিশেষ আত্মারা ব্যর্থ রামকাহিনীর মন্ডলীতে বা কীর্তন মন্ডলীতে বিশেষ মনোরঞ্জন অনুভব করে। এমন সময়ে যদি ঐ আত্মাদের বলা হয় যে ছেড়ে দাও এইসব কীর্তন কাহিনী , শান্তিতে থাকো তো মানবেই না কারণ সংস্কার রয়েছে কিনা । এবারে এই কীর্তন মন্ডলী সমাপ্ত করো। বুঝলে ? বিশেষ আত্মাদের সভায় বসে আছো কিনা এবং গ্রুপও হল বিশেষ কিনা । দুটোই তো আসন রয়েছে । একটি হল প্রবেশতার আসন দ্বিতীয় হল রাজ্য আসন। সে হল রাজ্যের চাবিকাঠি প্রাপ্ত করার আসন (কলকাতা) আর এই হল রাজত্ব করার আসন (দিল্লী) , তো দুটো আসন হল কিনা ? তো দুটোরই বিশেষত্ব রয়েছে, তাই না! চাবিকাঠি না থাকলে রাজত্বও মিলবে না , সেই জন্য বিশেষত্বকে ভুলে যেওনা । আচ্ছা !

এমনই সর্বদা বিশেষত্ব দেখে , বিশেষত্বকে কাজে লাগায় , বিশেষ সময় সেবায় লাগিয়ে সেবার প্রত্যক্ষ ফল খায় , সর্বদা সন্তুষ্ট আত্মা , সর্বদা সন্তুষ্টতার কিরণ দ্বারা সর্বকে সন্তুষ্ট করে , এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার ।

পাটিদের *সঙ্গে* *সাক্ষাতকার*

১. আওয়াজ থেকে দূরে থাকার যুক্তি জানো কি ? অশরীরী হওয়া অর্থাৎ আওয়াজ থেকে দূরে থাকা । শরীর থাকলেই আওয়াজ আছে । শরীর থেকে দূরে গেলেই সাইলেন্স । সাইলেন্সের শক্তি যে কতটা মহান তার অনুভবী তো হয়েছ তাই না ? সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সৃষ্টির স্থাপনা করছ। সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা বিনাশ , সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা স্থাপনা । তাহলে বুঝতে পেরেছ তো যে আমরা নিজের সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা স্থাপনার কার্য করছি।

আমরা হলাম স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত স্বরূপ তো স্বয়ং সাইলেন্স রূপে স্থির হলে তবেই স্থাপনার কার্য সম্পন্ন হবে। স্বয়ং অস্থিরতার স্থিতিতে থাকলে স্থাপনার কার্য সফল হবেনা । বিশ্বে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল শান্তি বা সাইলেন্স । এরজন্য কত বিশাল কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন হয়। শান্তি প্রাপ্ত করাটাই সকলের একমাত্র লক্ষ্য । এইটিই সবচেয়ে প্রিয় এবং শক্তিশালী বস্তু কিনা । আর তোমরা জানো যে সাইলেন্স তো আমাদের স্বধর্ম । যতটা আওয়াজ করা সহজ অনুভব হয় ততটাই সেকেন্ডের মধ্যে আওয়াজ থেকে দূরে যাওয়া - এইরূপ অভ্যাস আছে কি? সাইলেন্সের শক্তির অনুভবী হয়েছ ? যে কোনো অশান্ত আত্মাকে শান্ত স্বরূপ স্থিতিতে স্থির হয়ে শান্তির কিরণ দিলেই অশান্তও শান্ত হয়ে যায়। শান্ত স্বরূপ থাকা অর্থাৎ সকলকে শান্তির কিরণ প্রদান করা। এই হল সেবাকার্য। বিশেষ শান্তির শক্তিকে বাড়াও । স্বয়ং প্রতি এবং অন্যদের প্রতি শান্তি প্রদানকারী হও। ভক্তরা শান্তিদেবা নামে স্মরণ করে কিনা? দেব অর্থাৎ দাতা স্বরূপ । যেমন বাবার মহিমা হল শান্তিদাতা তেমনই তোমরা হলে শান্তিদেবা । এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মহাদান । যেখানে শান্তি আছে সেখানে সব কিছু আছে । তো সবাই শান্তিদেবা হয়েছ ? অশান্ত পরিবেশে থেকে স্বয়ং শান্ত স্বরূপে উপস্থিত থাকবে আর সবাইকে শান্ত স্বরূপে পরিণত করবে , যে সেবাকার্য হল বাপদাদার , সেই সেবাকার্যই হল বাচ্চাদের । বাপদাদা অশান্ত আত্মাদের শান্তি দান করেন তো বাচ্চাদেরও ফলো ফাদার করতে হবে। ব্রাহ্মণদের এই হল ধাক্কা । আচ্ছা !

২-- ব্রাহ্মণদের বিশেষ কর্তব্য হল জ্ঞান সূর্য হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সর্বশক্তির কিরণ দান করা

সবাই বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে বিশ্বকে সর্বশক্তির কিরণ দান করেছে ? মাস্টার জ্ঞানসূর্য কিনা তোমরা? তো সূর্যের কাজ কি? নিজের আলোকরশ্মি দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে। তাহলে তোমরা সবাই মাস্টার জ্ঞান সূর্য রূপে সমগ্র বিশ্বকে সর্বশক্তির আলোকরশ্মি দান করছ তো ? সারাদিন কতোটা সময় এই সেবাকার্যে ব্যস্ত থাকো? ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ কর্তব্য হল এই সেবা। বাকি সবকিছু নিমিত্ত মাত্র । ব্রাহ্মণ জীবন বা ব্রাহ্মণ জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে বিশ্ব কল্যাণের সেবার জন্যে । তো সর্বদা এই কর্তব্য পালনে বিজি থাকো কি ? যে আত্মারা এই সেবায় তৎপর হবে । সে সর্বদা নির্বিল্ল হবে। বিল্ল তখন আসে যখন বুদ্ধি ফ্রী থাকে। সর্বদা বিজী থাকো তাহলেই স্বয়ংও নির্বিল্ল থাকবে এবং সর্বের প্রতিও থাকবে বিল্ল-বিনাশক । বিল্ল-বিনাশকের নিকটে বিল্ল কখনও আসতে পারেনা। আচ্ছা !

৩-- সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণদের বিশেষ স্থান হল বাপদাদার হৃদয়াসন :- সকলেই নিজেকে বাপদাদার হৃদয় আসনে বিরাজিত অনুভব করো? এমন শ্রেষ্ঠ স্থান কখনও প্রাপ্ত হবেনা। সত্যযুগে হীরে এবং সোনার আসন প্রাপ্ত হবে কিন্তু হৃদয় আসন প্রাপ্ত হবেনা । তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাই হয় এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ স্থান হল হৃদয় আসন তাইজন্য ব্রাহ্মণ শিখা

অর্থাৎ উঁচু থেকে উঁচু স্থানধারী। এতটাই নেশা থাকে কি যে আমরা হলাম হৃদয় আসনে বিরাজিত? মুকুট রয়েছে , আসন রয়েছে , তিলকও রয়েছে । তো সর্বদা মুকুট , আসন , তিলকধারী থাকো তো? স্মৃতি ভব - এর অবিনাশী তিলকধারী স্বরূপে রয়েছ তো ? সর্বদা এই নেশাতেই থাকো যে সম্পূর্ণ কল্পে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নয়। এই স্মৃতিই সর্বদা নেশায় রাখবে আর খুশীতে আনন্দে মগ্ন থাকবে।

৪-- রূহানী সেবাধারীর কর্তব্য হল লাইট হাউস স্বরূপে স্থিত থেকে সকলকে লাইট প্রদান করা :-

সর্বদা নিজেকে লাইট হাউস মনে করো কি? লাইট হাউস অর্থাৎ জ্যোতির বাস। এতটা অসীম জ্যোতি পুঞ্জ স্বরূপ অর্থাৎ লাইট স্বরূপ যে বিশ্বকে সর্বদা লাইট হাউস রূপে লাইট প্রদান করে। তাহলে লাইট হাউসে সর্বদা লাইট থাকে কি যাতে সে সর্বদা লাইট প্রদান করতে পারে । যদি লাইট হাউস নিজেই বিনা লাইটে থাকে তবে অন্যদের দেবে কিভাবে ? হাউসে সব উপকরণই থাকে । তো এখানেও লাইট হাউস অর্থাৎ সদা যেন লাইট জমা থাকে, লাইট হাউস রূপে লাইট প্রদান করা - এই হল ব্রাহ্মণদের অকুপেশান। সত্যিকারের রূহানী সেবাধারী মহাদানী অর্থাৎ লাইট হাউস স্বরূপ হবে। দাতার সন্তান দাতা স্বরূপ হবে। শুধুমাত্র নিলে চলবেনা দিতেও হবে। যত দেবে ততই স্বতঃতই বৃদ্ধি হবে । বৃদ্ধির সাধন হল দান।

৫- সর্ব বরদানে সম্পন্ন হওয়ার সময় হল সঙ্গমযুগ

এই শ্রেষ্ঠ সময়ের মহত্বকে বা সময়ের বরদানকে জানো কি? তো সঙ্গম রূপী এই বরদানী সময়ে স্বয়ংকে বরদানে সম্পন্ন করেছ? কারণ এই কথা তো জানো যে বিধাতার বরদানের ভান্ডার ভরপুরও রয়েছে এবং ভান্ডার খোলা রয়েছে , যে যত চাইবে তত নিজেকে মালামাল করতে পারে । তো এমন মালামাল হয়েছ কি ? একটু খাজানা নিয়ে একটুতেই সন্তুষ্ট হোয়োনা । নেবে তো সম্পূর্ণ নেবে, একটু নয়। যে হবে অধিকারী আত্মা সে একটুতে সন্তুষ্ট হবেনা । নম্বরওয়ান হবে , সম্পূর্ণ নিয়ে সম্পন্ন হবে। তো এইরূপ লক্ষ্য এবং লক্ষণ যেন সমান হয়। সর্বদা প্রতিটি কথায় ব্যালেন্সের আধারে বাবা এবং সকলের ব্লেসিং প্রাপ্ত হবে এবং ব্লিসফুল লাইফ হয়ে যাবে। ব্যালেন্সের দ্বারা ব্লেসিং দেওয়া ও ব্লেসিং নেওয়া , এই মুখ্য উপহার মধুবন থেকে নিয়ে যাবে। এইটি হল এখানকার রিফ্রেসমেন্ট । আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- মনমনাভবের বিধি দ্বারা মনরস স্থিতির অনুভব করতে পারে এবং করাতে পারে এমন সর্ব বন্ধনমুক্ত ভব।

যে বাচ্চারা লোহার শৃঙ্খল এবং সুক্ষ্ম সুতোর বন্ধনকে কাটিয়ে বন্ধনমুক্ত স্থিতিতে থাকে তারা-ই কলিযুগী স্থূল বস্তুর রসনা বা মনের চাহিদা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাদের দেহ-অভিমান বা দেহের পুরানো দুনিয়ার কোনো বস্তু একটুও আকৃষ্ট করে না। যখন কোনো ইন্দ্রিয়ের রসনা অর্থাৎ বিনাশী রসনার দিকে আকর্ষণ থাকে না, তখনই অলৌকিক অতিন্দ্রীয় সুখ বা মনরস স্থিতির অনুভব হয়। এর জন্যে নিরন্তর মনমনাভবের স্থিতিতে স্থির থাকার প্রয়োজন হয়।

স্লোগান :- সত্যিকারের সেবা হল যে সেবায় সর্বের আশীর্বাদের সাথে খুশীর অনুভূতি হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ স্বয়ং নিজেকে প্রশ্ন করো আমি আত্মা কতখানি শুদ্ধ হয়েছি , যত শুদ্ধ হবে খুশি ততই তোমার সাথে থাকবে , সেবা করার উৎসাহ জাগবে"

প্রশ্ন: - হীরে সমান শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ কি ?

উত্তর: - দেহী-অভিমানী হও , শরীরের প্রতি এতটুকুও মোহ যেন না থাকে । দূষিত্তা থেকে মুক্ত হয়ে এক বাবার স্মরণে থাকো - এই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হীরে সমান করে তুলবে । যদি দেহ-অভিমান থাকে তবে বুঝবে স্থিতি দুর্বল । বাবার থেকে দূরে আছ । তোমাকে এই শরীরের দেখাশোনা করতে হবে কেননা এই শরীরে থেকেই কর্মাভীত অবস্থা আয়ত্ব করতে হবে ।

গীত: - দর্পণে নিজেকে দেখ রে প্রাণী . . .

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , যোগবলের দ্বারা যার পাপ বিনষ্ট হয় , তার খুশির পারদ উঁচুতে উঠে যায় । নিজের স্থিতি বাচ্চারা নিজেরাই জানতে পারে । যখন স্থিতিবস্থা ঠিক থাকে তখন বাচ্চাদের সেবার শখও অনেক বেড়ে যায় । যেমন-যেমন শুদ্ধ হতে থাকবে তেমন অন্যকেও শুদ্ধ অথবা যোগী বানানোর উৎসাহ বাড়বে কেননা তুমি হচ্ছে রাজযোগী বা রাজঋষি । হঠযোগ-ঋষি তব্বকে ভগবান মানে আর রাজযোগ-ঋষি ভগবানকে বাবা মানে । তব্বকে স্মরণ করায় ওদের পাপের বোঝা কমেনা । তব্বের সাথে যোগযুক্ত হওয়ার ফলে কোনও রকম শক্তির প্রাপ্তি হয়না । কোনও ধর্মীয় লোক যোগ কি তা জানেনা, এইজন্য কেউই সত্যকার যোগী হয়ে ফেরৎ যেতে পারেনা । তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের অবস্থা স্বয়ংই জানতে পার । আত্মা বাবাকে যত স্মরণ করবে খুশিও ততই বাড়বে । নিজেকে নিয়ম করে পরখ করতে হবে । বাচ্চারাও একে অপরের পরখ করে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পার । দেখতে হবে আমাদের কোনরকম শরীরের ভান নেই তো ! দেহ-অভিমান থাকলে বুঝবে এখনও কমজোর আছ । বাবার থেকে অনেক দূরে । বাবা নির্দেশ দেন , বাচ্চারা তোমাদের এখন হীরের মতন হতে হবে । বাবা দেহী-অভিমানী করে গড়ে নেবেন । বাবার দেহ-অভিমান হয়না । দেহ-অভিমান হয় বাচ্চাদের । বাবাকে স্মরণ করে তোমরা দেহী-অভিমানী হতে পারবে । নিজেকে নিরীক্ষণ করতে থাক আমরা কতক্ষণ স্মরণ করছি । যত বেশী স্মরণ করবে খুশির পারদ তত বাড়বে এবং নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারবে । এরকমও মনে করার কোন কারণ নেই , কোন কোন বাচ্চা কর্মাভীত অবস্থায় পৌঁছে গেছে । না , এখন রেস (প্রতিযোগিতা) চলছে । রেস যখন সম্পূর্ণ হবে তখন ফাইনাল রেজাল্ট বেরোবে আর তারপরেই বিনাশ শুরু হয়ে যাবে । ততক্ষণ পর্যন্ত বিনাশের এই রিহাসাল হতে থাকবে যতক্ষণ না কর্মাভীত অবস্থা আসে । আমরা কারও সমালোচনা করতে পারিনা । অন্তিমের সবাই প্রত্যক্ষ করবে । আর অল্প সময় বাকি আছে । এই কথা দাদাও বলেন , মিষ্টি বাচ্চারা , এখন মাত্র সামান্য সময় পড়ে আছে । এই সময় একজনও কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারেনা । অসুখ-বিসুখ ইত্যাদিতে ভোগান্তি হয় , একে কর্মভোগ বলা হয়ে থাকে । এই কর্মভোগের কথা আর অন্য কেউ জানতে পারেনা । সেটা হলো ভিতরের কষ্ট । একরস অবস্থার স্থিতি এখনও কেউ প্রাপ্ত করতে পারেনি । চেষ্টা যত করে তত তার একটা বিপরীত

রূপ সামনে এসে উপস্থিত হয়। আত্মা বলে, সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তবে বাচ্চাদের অনেক খুশিতে থাকা উচিত। বিশ্বের মালিক হওয়া কি সহজ ব্যাপার! সেখানে মানুষ সকলেই বিত্তবান, বড় বড় মহল থাকে, সেইজন্য অনেক আনন্দও থাকে, কেননা সর্বদা সুখের প্রাপ্তি। তোমরা এখনও বাবার থেকে অপার সুখ নিয়ে চলেছ। তোমরা জেনেছ আমরা বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার নেব। শান্তিতে তোমাদের সেই খুশি হয়না, যত ধন প্রাপ্তির খুশি হয়। সন্ন্যাসী ঘর-সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকত। পয়সা কখনও হাতে রাখত না, সামান্য রুটি হলেই তাদের চলে যেত। তারাও এখন অনেক ধনবান হয়েছে। সবাই এখন পয়সার চিন্তা করছে। বাস্তবে রাজা তাঁর প্রজাদের কথা ভাবতেন সেইজন্য তাদের সুরক্ষা হেতু লড়াইয়ের সাজ-সরঞ্জাম রাখতে হত। সত্যযুগে লড়াই ইত্যাদির তো কোনও কথাই নেই। তোমাদের বাচ্চাদের এখন খুশি হচ্ছে এইভাবে, আমরা বিশ্ব-রাজত্বের সম্বাদিকার পেতে চলেছি। ওখানে ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই। ট্যাক্স ইত্যাদিরও কোনও বিষয় নেই। শরীরের চিন্তা এখানে থাকে। গায়ন আছে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত প্রভু...তোমরা জেনেছ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এখন আমরা পুরুষার্থ করছি। তারপরে ২১ জন্মের জন্য চিন্তা থাকেনা। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অচঞ্চল থাকবে। রামায়ণ গাথাও তোমাদের নিয়ে লেখা। তোমরাই মহাবীর তৈরী হও। আত্মা বলে রাবণ আমাদের টলাতে পারবে না। সেই অবস্থার প্রাপ্তি পরে হবে। এখন তো যে -কেউই টাল সামলাতে পারবেনা। চিন্তা থেকেই যায়! বাবা নিজে বলেছেন শরীরের খেয়াল রাখো। এই হলো তোমাদের অন্তিম শরীর, এই শরীর দ্বারাই পুরুষার্থ করে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। জীবনে বেঁচে থেকে বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন, বাচ্চারা জিতে রহে অর্থাৎ শরীরের মধ্যে থেকে নিজের কার্যকে সফল করো। শরীরে যতদিন থাকবে ততদিন বাবাকে স্মরণ করে রাজত্বের উচ্চ পদ নিতে পারবে। তোমাদের এখন যোগের দ্বারা উপার্জন হতে থাকে। শরীরকে নীরোগ আর সুস্থ রাখো, গাফিলতি করা যাবেনা। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হলে তবে আর কিছু হবেনা। একরস স্থিতিতে থাকলে শরীরও স্বাস্থ্যকর থাকবে। এই হলো অমূল্য তন। এই তনেই পুরুষার্থ করে দেবী-দেবতা হতে চলেছ সেইজন্য আত্মা-নিবেদন এই সময়ের। খুশি থাকা উচিত। বাবা আর বরসার স্মরণ যত করবে নারায়ণী হওয়ার প্রবল ইচ্ছা বাড়তে থাকবে। বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু পদ পাবে। দেখতে হবে আমরা কত খুশি আর কত নেশায় থাকতে পারি! গরীবের আরও বেশী খুশি থাকা উচিত। সাহকারের তো ধনের চিন্তা থাকে। তোমাদের মধ্যে কুমারীদের তো কোনও চিন্তাই নেই। তবে হ্যাঁ, কারও বন্ধু-বান্ধব গরীব হলে তবে তো খেয়াল রাখতেই হবে। তার জাগরণের চেষ্টাও করতে হবে। যদি জাগরিত না হয় তবে কতক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করা যাবে। বাবা তো সর্বদা বলছেন তোমরা নিজেরা সেবায় মনোযোগী হও বা স্ত্রীকে রুহানি সেবায় দাও। তুমি হচ্ছে বাবার মদদগার, সহায়ক। মদত তো সবার প্রয়োজন। বাবা একলাই বা কি করবেন, কতজনকে মন্ত্র দেবেন! 'আমি তোমাদের দিই, তোমাদের আবার অন্যদের দিতে হবে, চারা লাগাতে হবে।' বাবা বাচ্চাদের বলতেই থাকেন যতখানি সম্ভব সহায়ক হও, মন্ত্র দিয়ে যাও। তোমাদের শাস্ত্রতেও আছে যে, সকলকে সন্দেহ(পয়গাম) পৌঁছনো হয়েছিল বাবা এসেছেন, রাজ্য অধিকার নিতে হলে বাবাকে স্মরণ করো। দেহধারীদের স্মরণ কোরোনা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করবে। গীতা তো অনেক শোনা আর শোনানো হয়। ওখানে প্রসিদ্ধ শব্দ হলো 'মনমনাভব'। বাবাকে স্মরণ করলে তবে মুক্তির প্রাপ্তি হবে। সন্ন্যাসীরাও এটা পছন্দ করবে। মধ্যাজী ভব অর্থাৎ জীবনমুক্তি। বাচ্চারা বাবার হলে বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমাদের আত্মা পতিত হয়েছে, পতিত হয়ে ঘরে ফেরা যাবেনা। এই কথা বুঝতে

হবে । তোমরা ভারতবাসী সতোগ্রধান ছিলে , তমঃপ্রধান হয়েছ এখন আবার সতোগ্রধান হতে হবে তাই বাবা বলেছেন , পুরুষার্থ করো তবে উচ্চ পদের অধিকারী হবে । ভক্তি তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছে । তোমরা জেনেছ - প্রথম-প্রথম অব্যভিচারী ভক্তি শুরু হয়েছে । এখন ভক্তি কত ব্যভিচারী । শরীরেরও পূজা হয় , আর তা' হলো ভূত পূজা । দেবতার তবুও পবিত্র হয় । কিন্তু এই সময় তো সব তমঃপ্রধান হয়ে গেছে । বাবাকে এখন স্মরণ করতে হবে । ভক্তি শব্দও কেউ বলোনা । হয় রাম - এও ভক্তির অক্ষর । এইভাবে কারও ডাকা ঠিক নয় । এতে কিছুই উচ্চারণ করার কথা নেই । ওম্ শান্তিও মুহূর্মুহ বলায় প্রয়োজন নেই । শান্তি অর্থাৎ আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ । সে তো ঠিকই । এতে বলায় মতো কোনও কথা থাকেনা । অন্য কোনও মানুষকে 'ওম্ শান্তি' বললে সে তো অর্থ কিছুই বুঝবে না । অন্য লোকেরা তো ওম্-এর অনেক অনেক মহিমা করে । তোমরা তো অর্থ বুঝতে পারছ তবে ওম্ শান্তি বলাও অনর্থক হয়ে যায় । তবে হ্যাঁ , একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে পার - শিববাবার স্মরণে থাকো ? যেরকম আমিও বচ্চিকে (আমাদের গুলজার দাদী) জিজ্ঞাসা করি এই শৃঙ্গার কার জন্য করছ ? বলে , শিববাবার রথের জন্য । এই শরীর তো শিববাবার রথই হলো । যেরকম হসেনের রথ হয় । ঘোড়ার শৃঙ্গার করায় । ঘোড়ার অর্থ কেউ বোঝেনা । ধর্মস্থাপক যাঁরা আসেন তাঁদের আত্মা-সকল পবিত্র হয় । পুরনো পতিত আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে পারেনা । তোমরা ধর্মস্থাপন করো না , শিববাবা তোমাদের দ্বারা করিয়ে নেন । তোমাদের পবিত্র করে গড়ে তোলেন । ভক্তিমাগের লোকেরা অনেক শৃঙ্গার ইত্যাদি করে । এখানে বাচ্চারা শৃঙ্গার পছন্দ করেনা । বাবা কত নিরহংকারী ! নিজেই বলেন যে আমি বহু জন্মের অন্তরও অন্তে আসি । সত্যযুগের প্রথমে আসবেন শ্রী নারায়ণ । শ্রীলক্ষ্মীরও আগে শ্রীনারায়ণ আসবেন । তিনি তো বড় হবেন এইজন্য কৃষ্ণের নাম গাওয়া হয়েছে । নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের মহিমা বেশী করা হয় । কৃষ্ণেরই জন্মাষ্টমী পালিত হয় । নারায়ণের বার্থ ডে পালন হয়না । এটা কেউ জানেনা কৃষ্ণ যে সেই নারায়ণা শিশুবয়সের নামই তো থেকে যায় ! কেউ জন্মালে তার জন্মদিন পালন করা হয় , এইজন্য কৃষ্ণেরই জন্মদিবসের উত্সব পালন হয় । নারায়ণের জন্মদিবস কেউ জানেনা । প্রথম -প্রথম শিবজয়ন্তী , তারপরে কৃষ্ণজয়ন্তী আর তারও পরে রামের ... শিবের সাথে গীতারও জন্ম হয় । শিববাবা আসেনই অনেক জন্মের শেষ জন্মে । বার্ষিক্যের অনুভবী রথই আসেন । কত ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও কারও কারও বুদ্ধিতে আসেনা । বাবা বলেন এই জ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে চলেছে । যখন আমি এসে শুনার তোমরাও তখন শোনাতে পার । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো আমরা ভবিষ্যতে যথার্থরূপে এই দেবী-দেবতায় পরিণত হব । বাবা ২-৩প্রকারের সাক্ষাত্কার করেছিলেন । এই হব , তাজধারী হব , মুকুটধারী হব । দুই থেকে চার রাজত্বকালের জন্মের সাক্ষাত্কার করেছিলেন । তোমরা এখন বুঝতে পারছ , দুনিয়ার অন্য কেউ এই কথা বুঝতে পারবেনা । তবে এটা বুঝতে পারে ভালো কর্ম করলে ভালো জন্ম পাওয়া যাবে । তোমরা ভবিষ্যতের জন্যই এখন পুরুষার্থ করছ । নর থেকে নারায়ণ হওয়ার । তোমরা জানো - আমরা এই পদ পাব । এই খুশি তাদেরই অনেক বেশী থাকবে যারা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছে । বলে , বাবা আমরা তো মাষ্ট্রা , বাবাকে অনুসরণ করব তবে তো সিংহাসনে বসতে পারব ! এরকম বোঝার উপযুক্ত হতে হবে , আমরা কতখানি সেবা করি আর কতখানি খুশিতে থাকি । নিজে খুশিতে থাকলে অন্যকেও খুশি দেওয়া যাবো মনের ভিতরের কোনও খারাপ কিছু থাকলে মানসিক যন্ত্রণা হবে । কেউ কেউ এসে বলে - বাবা আমার ক্রোধ হয় । বিকারের এই ভূত আমার মধ্যে আছে । চিন্তা করার মতোই তো কথা ! বিকারি ভূতকে থাকতে দেওয়াই উচিত নয় । ক্রোধ-ই বা কেন করে ! ভালবেসে বোঝাতে হয় । বাবা কি কারও ওপর ক্রোধ করেন ! শিববাবার তো কত মহিমা গাওয়া হয় । অনর্থক অনেক মিথ্যা

মহিমাও করে। আমি কি করি ! আমাকে বলে এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। যেমন ডাক্তারকে বলে আমার রোগ নিরাময় কর। ডাক্তার তখন ওষুধ , ইঞ্জেকশন দেন , সেটা তো ওনারই কাজ। সেরকম বিশেষ কিছু তো নয়। জ্ঞানের পাঠই তো সেবা করার জন্য। পড়ায় যত বেশী মনোযোগী হবে তত বেশী উপার্জনও হবে। বাবাকে কোনও উপার্জন করতে হয়না। ওঁনাকে উপার্জন করাতেহয়। বাবা বলছেন তোমরা আমাকে অবিনাশী সার্জন যে বলে সেতো একটু বেশীই মহিমা গাওয়া হলো। পতিত-পাবনকে কোনও সার্জন বলা যায় না। এ শুধুই মহিমা। বাবা তো কেবল বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্যস্ শুধু এইটুকু। আমার পাট শুধুই তোমাদের বোঝানো মামেকম্ ইয়াদ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো , স্মরণ যত করা যাবে ততই উচ্চ পদ পাওয়া যাবে। এই-ই হলো রাজযোগের জ্ঞানগীতা , যারা পড়েছে তাদের বোঝানো খুব সহজ। তোমরা পূজ্য রাজাদেরও রাজা হয়ে ওঠ , পরে আবার পূজারী হও। তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। তোমরা বিশ্বকে পবিত্র তৈরী করো। কত দায়িত্বপূর্ণ পদ ! তোমাদের এক এক আঙুলের সহযোগ কলিযুগিয় পাহাড়ের (দুনিয়ার) পরিবর্তন ঘটায়। বাকি পাহাড় ইত্যাদি কিছুই নেই। তোমরা এখন জেনেছ , নতুন দুনিয়া আসছে এইজন্য রাজযোগ অবশ্যই শিখতে হবে। বাবাই এসে রাজযোগ শেখায়া সত্যপ্রধান হতেই হবে। কল্প পূর্বেও যে হয়েছিল তাকে বোঝানো কার্যকরী হবে। কথা তো একেবারে ঠিকই বলা হয়ে থাকে। চিরকাল ধরে বাবা বলছেন - "মনমনাভব।" শব্দ সংস্কৃত ভাষায়। বাবা তো বলছেন হিন্দিতেই "আমাকে স্মরণ করো।" তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ আমরা কত উচ্চ ধর্মের ছিলাম এবং উচ্চ কর্ম করতাম , সেইজন্য গায়নও আছে ষোল কলা . . . এখন আবার এইরকম তৈরী হতে হবে। নিজেকে পরখ করে দেখতে হবে কতখানি সত্যপ্রধান হতে পেরেছি , পবিত্র হয়েছি। নরকবাসীকে কতখানি স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করেছি। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণের সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা সমান নিরহংকারী হতে হবে। এই শরীরের দেখভাল করার সাথে সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রুহানি সেবায় বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) নিজের ভিতরে কোনও বিকারি ভূত থাকতে দেওয়া উচিত নয়। কখনও কারও ওপর ক্রোধ কোরোনা। ভালবাসার সাথে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে।

বরদান :- প্রত্যেক সংকল্প , সময় , শব্দ এবং কর্ম দ্বারা ঈশ্বরীয় সেবায় নিযুক্ত সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ভব!

সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত তাকে বলা যায় যে , সকল বস্তুর পুরোপুরি খেয়াল রাখে। কোনও জিনিস ব্যর্থ হতে দেয় না। যখন থেকে অলৌকিক জন্ম হলো তখন থেকেই সংকল্প , সময় আর কর্ম ঈশ্বরীয়

নিয়মনীতি অনুসারে হওয়াই বাঞ্ছনীয় । যদি ঈশ্বরীয় সেবা ভিন্ন সময় বা সংকল্প অন্যদিকে ধাবিত হয় , ব্যর্থ শব্দ মুখ দিয়ে বেরোয় অথবা তনের দ্বারা কোনও ব্যর্থ কর্ম হয় তবে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বলা যাবেনা । এরকম যেন না হয় যে এক সেকেন্ড বা এক পয়সা ব্যর্থ হলো তো কি এমন হবে । তৈরী হতে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত (বফাদার) অর্থাৎ সবকিছু সফল করতে পারবে ।

স্লোগান :- শ্রীমতকে যথার্থ বুঝে সেই পথে প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়াতেই সাফল্য সমাহিত হয়ে আছে ।

"মীঠে বাস্চে - সবাইকে এই সংবাদ দাও যে দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে নিজেকে আত্মা ভাবো
তাহলেই সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- তোমাদের (বাচ্চাদের) কোন্ বিষয়ে ফলো ফাদার করা উচিত ?

উত্তর :- যেমন ব্রহ্মা বাবা সর্বস্ব ঈশ্বরকে অর্পণ করেছিলেন । সম্পূর্ণ ট্রাস্টী রূপে পরিণত হয়েছিলেন , তেমনই ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হও। কখনোই উল্টো পাল্টা বা ব্যর্থ খরচ করে পাপাত্মাদের সহযোগ করবেনা। নিজস্ব সবকিছুই ঈশ্বরীয় সেবায় লাগাও , সম্পূর্ণ ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হও। বাবার শ্রীমতে চলো। বাবা দেখছেন কোন্ বাচ্চা কতখানি শ্রীমত পালন করছে।

গান :- তুমি ভালবাসার সাগর

ওমশান্তি। বাচ্চারা গান শুনলো। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা কোথা থেকে এসেছি , কবে এসেছি আবার ফিরে যাওয়ার পথ ভুলেছি কিভাবে । এই ড্রামা কানে কানে বুমিয়ে দিন। আমরা কে , কোথা থেকে এসেছি , আবার কোথায় চলে গিয়েছি ! এক ফোঁটা জ্ঞানের বিন্দু দিন কারণ আপনি হলেন জ্ঞানের সাগর কিনা। এখন বাচ্চারা জানে আমরা আত্মারা কোথাকার নিবাসী , কিভাবে নিজের পিতাকে এবং নিজের স্বর্গের কথা ভুলেছে এবং এখানে এসে কিভাবে দুঃখী হয়েছে - এই রহস্য কানে শোনাও। এবারে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পবিত্রতার সাগরও । প্রেমের সাগরও হলেন তিনি। শান্তির , সুখের এবং সম্পত্তির সাগরও হলেন উনি। এখন বেহদের বাবার সাহায্যে এইসব কথা বোধগম্য হয়েছে। আদিকালে কোথা থেকে আগমন তারপরে মধ্যকালে কি ঘটে যে আমরা পথ ভুলে দুঃখী হয়ে যাই। এখন বাবাকে অনুরোধ করি বাবা আমাদের পথ দেখাও। আমরা নিজেদের সুখধামে শান্তিধামে যেন যাই। বাবা-ই বসে বলে দিচ্ছেন - তুমি আদিকালে কে ছিলে তারপর মধ্যকালে কি ঘটে। ভক্তিমার্গের আরম্ভ কিভাবে হয় , অন্তিম সময়ে কি হয়েছিল , এই আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এবারে বুদ্ধিতে বসেছে। এই হল ড্রামা তাইনা ! এইসব কথা মানুষের জানা উচিত কারণ তারা-ই হল অ্যাক্টর্স কিনা। জানে যে আমরা আত্মারা নিরাকারী শান্তিধাম থেকে এসেছি , এখানে টকি ধামে (আওয়াজের দেশে) । মূলবতন, সুক্ষ্মবতন এবং এই হল স্তূলবতন । মূলবতন থেকে আত্মারা আসে এই টকিধামে , শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করতে । আত্মার নিবাস স্থান হল শান্তিধাম অর্থাৎ মূলবতন। এইসব কথা দুনিয়ায় কেউ জানেনা । এই কথা জ্ঞানসাগর বাবা এসে বুমিয়ে দিচ্ছেন । এখন বোঝাচ্ছেন - জ্ঞানসাগর বলা হয় পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে । মানুষকে বলা যাবেনা। এই মহিমা কেবল একমাত্র বাবার গায়ন রয়েছে , অন্য কেউ জানেনা। এখন হল বিনাশের সময়। গায়ন আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি ইউরোপবাসী এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিযোগ নিজের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছেন যে মামেকম স্মরণ করো । আমি মুসলমান , আমি বৌদ্ধী , আমি হিন্দু এইসব হল দেহের ধর্ম। আত্মা তো হয় আত্মা-ই । বাবা বোঝাচ্ছেন - দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা ভেবে নিজের পিতাকে স্মরণ করলে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা বলেন এই দেহকে ভুলে যাও। সবার জন্যে বাবার হল এই সংবাদ।

দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ গুলিকে ভুলে যাও। আমি হলাম আত্মা , আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স এক পিতার সন্তান । ব্রহ্মাও বলবেন আমরা হলাম আত্মা তো সবাই ভাই-ভাই হয়ে গেলাম। এইসময় সবাই ভাই-ভাই হয়েছে পতিত দুঃখী। সবাই কামচিটায় পুড়ে ভস্ম হয়েছে। যখন দ্বাপরের আদি কালে রাবণরাজ্যের আরম্ভ হয় তখন তুমি বাম-মার্গে যাও। সেই সময়েই অন্য ধর্মের আগমন হয়। অর্ধেক সময়ে তুমি পবিত্র থাকো। বাকি অর্ধেক সময়ে তুমি পতিত হও। ২১ জন্মের গায়ন ভারতেই শোনা যায়। কুমারী সে-ই যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। কুমারীদের অনেক মান রয়েছে । তুমি শুধু ভারতের নয় সম্পূর্ণ দুনিয়ার উদ্ধার করছো। তুমি জানো যে আমরা সবাই হলাম শিববাবার সন্তান । তাহলে সবাই কুমার হলে । ভাই-বোনের সম্বন্ধ তখন হয় যখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হও। এইসব জ্ঞান তোমাদের আছে এখন । আমরা আত্মারা হই সবাই ভাই ভাই , সবাই বাবাকে আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। এখানে রাবণরাজ্য থেকে , দুঃখ থেকে আমাদের লিবরেট অর্থাৎ উদ্ধার করো। তারপর গাইড স্বরূপে আমাদের ফেরত নিয়ে চলো। আমাদের দুঃখ নাও আর সুখ দাও। এখন তুমি বুঝতে পারো যে বরাবর বাবা এসে গেছেন। আমাদের এই কলিযুগী রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চলুন। বাবা জানেন যে সব আত্মারাই হয়েছে পতিত , তাই শরীরও হয়েছে পতিত । আত্মাকেই পবিত্র করে নির্বাণধামে নিয়ে যান। পাস্ট থেকে প্রেজেন্ট তারপর ফিউচার হবে। আদি-মধ্য-অন্ত তারপর পুনরায় আদি। সত্যযুগ হল আদি কলিযুগ হল অন্ত তারপর পুনঃ ফিউচার হবে সত্যযুগ । এই তো খুবই সহজ তাইনা । তাহলে মধ্যখানে কি হয়েছিল ? আমরা নীচে নেমেছি কিভাবে ? আমরা পবিত্র দেবতা ছিলাম তাহলে পবিত্র থেকে পতিত হই কিভাবে ? এখন তুমি বুঝতে পারো , বাবা বুঝিয়েছেন - যখন রাবণরাজ্য শুরু হয় তখন তুমি পতিত রূপে পরিণত হও। এবার পুনরায় তোমাদের ভবিষ্যতে দেবতা রূপে পরিণত করতে এসেছি । এতে কোনো ডিফিকাল্টির কথাই নেই। বাবা বলেন - তোমাদের এই বিষয় সাগর থেকে পার নিয়ে যাই। গায়নও রয়েছে আমার নৌকো সবাই ডাকে একমাত্র বাবাকেই । আমাদের নৌকো যে ডুবে রয়েছে , সেই নৌকোটিকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে চলো। ওঁনাকে কান্ডারী , বাগানের মালিকও বলা হয়। এখন কাঁটার জঙ্গলে রয়েছে। আমাদের আবার ফুলের বাগিচায় বা বাগানে নিয়ে চলো। দেবতারা হলেন ফুল তাইনা । এখন সবাই কাঁটা রূপে রয়েছে । একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। দেবতারা কখনও কাউকে দুঃখ দেন না। সেখানে তো সর্বদা সুখই সুখ থাকে। তারা তো কেবল গায়ন করে তোমরাতো প্রাক্টিকালে শুনছো । বলো কিনা - বাবা আমরা কোন্ সময়ে ভুলে যাই। এই সৃষ্টি চক্রকে ভুলে যাই কিভাবে ! সত্যযুগ ত্রেতায় আমাদের এই জ্ঞান থাকেনা কারণ সেখানে সুখী রই তবে দুঃখী রূপে পরিণত হই কবে? যখন রাবণরাজ্যের আরম্ভ হয়। ভারতবাসী রাবণ পোড়ায় । যতক্ষণ না তার বিনাশ ঘটে। তারপর সত্যযুগে খোরাই প্রতি বছর জ্বালানো হবে। এই হল ভক্তি মার্গ। এখন রাবণরাজ্য শেষ হবে। ভক্তিমার্গে রাবণকে প্রতি বছর জ্বালানো হয় কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেনা। এখন রাবণ তোমার সামনে যেন মৃত প্রায়। তুমি জানো যে রাবণরাজ্য এখন শেষ হবে। ৫ টি ভূতের মাথা কাটা যায়। সর্বপ্রথম কাম বিকারের মাথা কাটা হয়। কাম হল মহাশত্রু । বাবা বলেন এই ৫টি ভূতের উপরে বিজয় লাভ করলেই তুমি বিশ্বকে জিততে পারবে। মানুষ নিজেও বলে আমরা হলাম পতিত তাই আহ্বান করে থাকে - পতিতদের পবিত্র করতে আসুন । আত্মা আহ্বান করে হে পতিত-পাবন , হে বাবা কান্ডারী , দয়াল বাবা আসুন। বাবা বলেন আমি কল্পে-কল্পে আসি। কিভাবে আসি , তা কেউ জানেনা । গীতায় রয়েছে - ভগবান এসে রাজযোগ শিখিয়েছেন । কিন্তু ভগবান হলেন কে কখন এসেছেন সেইসব জানা নেই। গীতার খন্ডন করে দিয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। দ্বাপরের পরে দুনিয়া আরও পতিত হয়েছে।

তাহলে দ্বাপরে কৃষ্ণ এসে কি করেছেন । মানুষ তো কিছু বোঝেনা । একেবারেই আনরাইটিয়স হয়েছে। সত্যযুগে হয় রাইটিয়স । তুমি এখন আনরাইটিয়স থেকে রাইটিয়স রূপে পরিণত হচ্ছে। বাবা বোঝাচ্ছেন তুমিই সম্পূর্ণ নির্বিকারী পূজ্য স্বরূপ ছিলে , তুমিই এখন বিকারী পূজারী হয়েছে। নিজেই পূজ্য প্রথমে তুমি পূজ্য ছিলে ২১ জন্ম পর্যন্ত , তারপর পূজারী হয়েছে। সত্যযুগে ৮ জন্ম এবং ত্রেতায় ১২ জন্ম গ্রহণ করো। বাবাই বলেন তুমি পতিত হও কিভাবে , কবে নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করেছ , এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে । সম্পূর্ণ বিশ্বের হিন্দী জ্যোগ্রাফি আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । সবাই একরস তো বুঝবেনা । নম্বর অনুযায়ী বুঝবে।

বাবা বলছেন - আমি এসে রাজত্ব স্থাপন করি। এবারে তোমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে, ততক্ষণ সত্যযুগে যাওয়া অসম্ভব । পূর্ণ স্বরূপ এখানেই ধারণ করতে হবে তবে ভবিষ্যতে রাজত্ব করবে। এইসবের মধ্যে বিনাশ হবে সবকিছু । বিনাশও দেখবে নিশ্চয়ই । তুমি প্রাকৃতিকালে নিজের পার্ট প্লে করবে। তুমি কি আর জানো যে ভবিষ্যতে কি হবে। যাকিছু কল্প পূর্বে ঘটেছে তাই ঘটবে ।

তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে বলা হয়েছে - স্থাপনা আর বিনাশ হবে। বিনাশ কিভাবে হবে? সেতো যখন হবে দেখতে পাবে। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বিনাশ তো দেখেছ। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিকালেও দেখবে । স্থাপনার সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টি দ্বারা করেছ আর প্রাকৃতিকালেও দেখবে । বাকি ধ্যানে বেশী যাওয়াও ঠিক নয়। বৈকুণ্ঠে গিয়ে ডান্স করা আরম্ভ হয়ে যায়। জ্ঞান এবং যোগ এই দুটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ধ্যানে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । কেবলমাত্র ভোগ দেওয়া হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সেখানে যাও। দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের সভা আয়োজিত হয়। এখানে তুমি পিতৃগৃহে বসে রয়েছ পরবর্তী কালে তোমাকে যোগ্য রূপে পরিণত করা হয় বিষ্ণুপুরী যাওয়ার জন্যে । কন্যাকে বিবাহ পূর্বে বোঝান হয় - শ্বশুর বাড়িতে কিভাবে চলবে, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে , ঝগড়াঝাঁটি করবেনা। এখানেও হুবহু সেইরকম হয়। বাবা বলেন তোমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন এখানেই হতে হবে। স্বর্গে এইসব লড়াই ঝগড়া ইত্যাদি হয়না। এখন তুমি বিষ্ণুপুরী শ্বশুর বাড়ি যাও। জানো যে সেখানে অনেক সুখ আছে । বিবাহ পূর্বে কন্যা জীর্ণ বস্ত্র ধারণ করে , যাকে বনবাস বলা হয়। তোমার কাছেও এখন কি আছে ? কিছুই নেই । এইসব হল কাঁকর পাথর । এখানে তোমার কোনোরকম অলংকার ইত্যাদি ধারণ করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু যেহেতু গৃহস্থে থাকতে হবে, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেতে হবে তো গহনা নিশ্চয়ই ধারণ করো। কোনো বারণ নেই । নাহলে বলবে বিধবা , গয়না পরেনা। নাম বদনাম হবে বাবা বলেন নাম বদনাম করবেনা । সবকিছু পরবে, নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। ভালাই কোথাও যাও, এই মন্ত্র মনে রাখবে। এই পরীক্ষা করো যে আমরা স্মরণে থাকি। এখানে আমরা যাই বাবার ডাইরেক্সান অনুসারে । তাদের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু হাত রইবে কর্মে বাবা রইবেন মর্মে তাহলেই বুঝবে এই আত্মা হল মজবুত । গহনা ইত্যাদি ব্যবহার করো , বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হও , একত্রে বাস করো কিন্তু মহাবীর রূপে পরিণত হও। সন্ন্যাসীদের দেখানো হয় শিষ্যকে গুরু বেশ্যালয়ে পাঠান , সপের নিকট পাঠিয়ে দেন। যে বাহাদুরী দেখিয়ে পাস করে তাকেই মহাবীর বলা হয়। বাবার স্মরণে থাকলে কর্মেন্দ্রিয়ের কোনোরকম চঞ্চলতা থাকবেনা। বাবাকে ভুললেই কর্মেন্দ্রীয় চঞ্চল হবে। তুমি বিশ্বের মালিক হও, এই কি কম কথা ? সন্ন্যাসীরা এই কথা জানেননা । শাস্ত্রে যেটুকু রয়েছে তাও আবার খন্ডিত । ভগবানুওয়াচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। যতদিন এই জীবনযাত্রা থাকবে - ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করতে

হবে , বাবার কথা শুনতে হবে। রাজধানী স্থাপন হবে। বাচ্চাদের ক্ষণে ক্ষণে শিক্ষা দেওয়া হয় - একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। যেন কোনো বিকর্ম না হয়। এইসব হল অসুরদের কর্ম। তুমি এখন দেবতা রূপে পরিণত হও তাই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কাঁটা হল কাম বিকারের । অভ্যেস হয়ে গেলে প্রতি ক্ষণে নীচে পড়ে যাবে , মায়ার চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যাবে। তখন বলা হয় আশ্চর্য হয়ে শোনে, বলে এখন তুমি একমাত্র বাবার আপন হয়েছ। কথায় রয়েছে যে এইসব কিছু ঈশ্বর প্রদত্ত । তাই তুমি হয়ে যাও ট্রাস্টী । এইসব কিছু হল ওঁনার, আমাদের ওঁনার শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। বাবাও লক্ষ্য করেন সবকিছু আমারে অর্পণ করে কে কিভাবে আমার শ্রীমত পালন করছে । কোনো উল্টো খরচ করে পাপাত্মাদের সহযোগ করে নাতো। প্রথমে ব্রহ্মাবাবা ট্রাস্টী হয়ে দেখিয়েছেন কিনা। সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টী স্বরূপ ধারণ করেছিলেন । কাউকে কিছু দেননি। ঈশ্বরের জন্যে করলে ঈশ্বরীয় কাজেই লাগবে। শরীর নির্বাহেও তো কিছু লাগতো । যা কিছু ছিল সব সার্ভিসে লাগিয়েছিলেন। ওঁনাকে দেখে অন্যরাও করেছেন। ভাঙির আয়োজন হয়। ভাঙি না হলে বাচ্চারা এত হিশিয়ার হত কিভাবে, সার্ভিসের বিষয়ে । পাকিস্তানে শিখে এখানেও শিখেছে। যখন বোঝানোর মতন ক্ষমতা হয়েছে সার্ভিসে বাইরে গেছে । এখনতো দেখ কত প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজিত হয়। বড়লোকদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়। এই জ্ঞান যন্তে বিদ্বৎ পড়বে বিভিন্ন রকমের । সেই বিদ্বকে ভয় করবেনা। অবলাদের উপরে কত অত্যাচার হয়। বাবা বলেন যোগবলে থেকে তাদের বোঝাও। ভগবানের সন্তান হয়ে পিতাকে ভুলে যাও। মায়ার হয়ে যাও। এই হল হার-জিতের যুদ্ধ । কিন্তু বক্সিং - এর মতন । মায়ার এক ঘুসি খেলেই মাথা ঘুরে ফাঁ হয়ে যায়। বাবা বলেন মায়ার কাছে কখনও হারবেনা । পবিত্র থাকলে বিশ্বের মালিক হবে। আমদানি অনেক বিশাল রকমের কিনা। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ না করলে দাসদাসী হতে হবে। রাজধানীতো এখানেই স্থাপন হচ্ছে কিনা। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার মুখ্য সার:-

১. যতদিন জীবনযাত্রা থাকবে ততদিন জ্ঞান অমৃত পান করবে। মহাবীর রূপে মায়ার যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে। সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের নিয়মরক্ষা করে একমাত্র বাবাতে মন লাগিয়ে রাখতে হবে।
২. বিদ্বকে ভয় করবেনা । সার্ভিসে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। ঈশ্বরকে অর্পণ করে ট্রাস্টী স্বরূপে পরিণত হতে হবে। কোনো কিছুই উল্টো কাজে লাগানো চলবেনা ।

বরদান:- সেকেন্ডে সৰ্ব দুৰ্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে মৰ্যাদা পূৰুষোত্তম ৰূপে পৰিণত হয় এমন সদা স্নেহী ভব।

যেমন স্নেহে বিভোর হয়ে স্নেহী ব্যক্তি নিজের সৰ্বস্ব অৰ্পণ করে দেয়। স্নেহে মগ্ন হলে সবকিছু সমৰ্পণ করতে ভাবতে হয়না । তাই যা কিছু মৰ্যাদা বা নিয়ম শুনছো সেসব প্ৰাৱ্ৰিকাল করতে অথবা নিজের সৰ্ব দুৰ্বলতা থেকে মুক্তি প্ৰাপ্ত করার সহজ যুক্তি হল সদা এক বাবার স্নেহ-ভাজন হও। স্নেহের টানে সৰ্বদা তাঁর হৃদয়ের নিকটস্থ হও তাহলেই ৰূহানীয়তের অৰ্থাৎ আত্মিকতার ৰঙ লাগবে এবং এক সেকেন্ডে মৰ্যাদা পূৰুষোত্তম ৰূপে পৰিণত হবে কারণ বাবার সহযোগ সহজেই প্ৰাপ্ত হবে।

স্লোগান :- নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশান যদি মজবুত থাকে তবে সম্পূৰ্ণ স্বৰূপে পৰিণত হওয়া নিশ্চিত।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা আর দাদারও (ব্রহ্মাবাবার) চমৎকার একটি কাহিনী আছে, বাবা যখন দাদার (ব্রহ্মাবাবার) শরীরে প্রবেশ করেন তখন তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী উত্তরাধিকারের অধিকারী হও"

প্রশ্ন :- নিশ্চিত ড্রামার রহস্য জেনেও তোমাদের বাচ্চাদের কোন লক্ষ্যে স্থির হতে হবে?

উত্তর :- পুরুষার্থ করো এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাও অর্থাৎ বিনাশের পূর্বে বাবার স্মরণে থেকে কর্মজীত হওয়ার লক্ষ্যে স্থির হতে হবে । কর্মজীত অর্থাৎ আয়রন এজেড থেকে গোল্ডেন এজেড (তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান) হতে হবে। পুরুষার্থে খুবই অল্প সময় আছে , তাই বিনাশের পূর্বে নিজেদের অবস্থাকে অচল-অডোল করতে হবে ।

ওম শান্তি । ওম শান্তি । কারা দুজন ওম শান্তি বললেন ? এক ছিলেন বাবা , আর এক ছিলেন দাদা । গল্প শোনানো হয়েছে, না , এক ছিল রাজা আর এক ছিল রানী । এবার এইসব হলো নতুন কথা । এক বাবা আর এক দাদা , তোমরা বলবে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এক ছিলেন শিববাবা আর অপর জন ছিলেন ব্রহ্মা দাদা । এবার শিবের সন্তান তো সকলেই । সকল আত্মারা এক বাবার সন্তান তো হয়ই । ব্রহ্মার সন্তানরা ব্রাহ্মণ হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হল ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । তাদের পড়ান কে ? স্বয়ং শিববাবা (ঈশ্বর)। প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ঢের হয় , তাই না! ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ আমরা শিববাবার সন্তানও, আর পৌত্রও । আত্মা হিসেবে সন্তান তো হয়ই , এখন পৌত্র হয়েছে, ব্রহ্মা দ্বারা দাদুর (শিববাবার) নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করতে । এখন তোমাদের দাদুর নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয় , যাঁকে শিববাবা বলা হয় । কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হওয়ার কারণে ওঁনাকে আমরা দাদাও বলি । অধিকার দাদুর হয় , ব্রহ্মাদাদার নয় । বৈকুণ্ঠ বাসী হওয়ার অধিকার বাবার নিকট থেকে প্রাপ্ত হয় । অর্দ্ধকল্প অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পরে তোমরা রাবণ দ্বারা অভিষিক্ত হও নীচে নামবার । যেমন গ্রহের দশা লাগলে নীচে নামা হয় । এবার তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে আমাদের রাহুর দশা সমাপ্ত হয়েছে । রাহুর দশা হলো সবচেয়ে খারাপ । উষ্ণ থেকে উষ্ণ হলো বৃহস্পতির দশা , রাহুর দশা লাগলে পাঁচ বিকারের ফলে আমরা কালো হয়ে যাই । এবার আবার বাবা বলেন দাও দান তো ছুটে গ্রহণ অর্থাৎ গ্রহণ মুক্ত হও । হচ্ছে তোমাদের কথা, তারা আবার সূর্য চন্দ্রমার গ্রহণ বোঝে । যখন গ্রহণ লাগে তখন দান চাওয়া হয় । এখানে বাবা তোমাদের বলেন যে পাঁচ বিকারের দান দিয়ে গ্রহের দশা থেকে মুক্ত হও । এই বিকারের দ্বারাই তোমরা পাপ আত্মা হয়েছে । আসল হল দেহ অভিমান। প্রথমে সতোপ্রধান ছিলে, তারপর রজো, তমো হয়েছে । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেছে । এটা তো নিশ্চয় আছে যে দেবতারাই চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে । তাই তাদের প্রথম বাবার নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া দরকার । গায়ন আছে আত্মা পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল । বাবা বলেন প্রথম প্রথম তোমাকে সত্যমুগে পাঠিয়েছিলাম । তারপর এখন তুমিই এসে মিলিত হয়েছে । প্রথমে তো শুধু গান গাইতে, ঐসবের যথার্থ অর্থ তো বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন । সব বেদশাস্ত্র, জপ ,তপ, স্লোগান ইত্যাদি যা আছে , সবারই সার বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন । চক্র তো খুবই সহজ । এখন

কলিযুগের আর সত্যযুগের সঙ্গম হয় । লড়াই তো সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তোমাদের নিশ্চয় আছে যে এবার সত্যযুগের স্থাপনা হবে । কলিযুগে যতজনও আছে , তাদের সকলের শরীর শেষ হবে আর বাকি আত্মারা পবিত্র হয়ে হিসেব নিকেশ মিটিয়ে যাবে । এখন হলো বিনাশের সময় । আত্মারা শরীর ত্যাগ করে পরমধাম যাবে । এইসব এখন তোমাদের বুদ্ধিতে ভরে আছে , যতক্ষণ আমরা কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত না করছি , ততক্ষণ আমরা সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি । একদিকে কোটি কোটি মনুষ্য আর অপরদিকে তোমরা অল্প কজন । তোমাদের মধ্যেও অনেক আছে , যারা নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হয় । নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী, তারাই গিয়ে বিষ্ণুর গলার মালা তৈরী হবে । এক হলো রুদ্রাক্ষের মালা, দ্বিতীয় হলো রুণ্ড মালা । ঐ রুণ্ড মালায় ছোট ছোট চেহারা (মুণ্ড) থাকে , এই মালার এই চিহ্নই হয় । আমরা আত্মারাই বাবার গলার মালার দানা তৈরী হবো , তারপর ক্রমানুসারে এখানে আসবো । মালা আটের হয় , একশত আটের হয় আবার ষোলো হাজার আটেরও হয় । এবার ষোলো হাজার অথবা পাঁচ -দশ হাজার , এর কোনো হিসেব বার করা হয় না । এই মালাই গাওয়া হয় । বাবা বলেন এইসব তোমরা চিন্তা করো কেন? পূর্বে কল্পে সত্যযুগ ত্রেতায় যারা রাজা হয়েছিল, তারাই হবে । এবার সেটা একশো হোক বা দুশো তিনশো, জিজ্ঞাসা করার কিছুই নেই । বাবা বলেন যে তোমরা যত নিকটে আসতে থাকবে তত এইসব বুঝতে থাকবে । আজ আমরা এখানে আছি , কাল বিনাশ হবে । সত্যযুগে তারপর অল্প কিছু দেবীদেবতা হবে , পরে বুদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকবে । খুব শীঘ্রই কলিযুগের সমাপ্তি আর সত্যযুগের আগমনের দৃশ্য দেখা যাবে । বাকী লাখ গিয়ে থাকবে , এবার লাখ থাকবে না নয়-দশ লাখ থাকবে , এটা হুবহু বলা যাবে না । তবে হ্যাঁ , তুমি যখন এক্যুয়েট সম্পূর্ণ হওয়ার যোগ্য হবে, তখনই তোমার আরও বেশী সাক্ষাৎকার হবে । এখন তো অনেক কিছুই বোঝার আছে । সাক্ষাৎকার অনেক হতে থাকবে । লড়াইয়ের তৈয়ারীও শুরু আছে । সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে । বিলেতেও এবার অনেক টাক্স লাগবে । অনেক অনেক মূল্য বৃদ্ধি আবার একদম সস্তা হয়ে যাবে । সত্যযুগে কোনো জিনিসের খরচা হবে না । সব খনি ভরপুর থাকবে । নতুন দুনিয়ায় ধন, সম্পদ প্রাচুর্যে ভরা থাকবে । লক্ষ্মী নারায়ণের কাছেও অনেক ঐশ্বর্য ছিল, তাই না! শ্রীনাথ দ্বারেও মূর্তিদের সামনে অতি সৌন্দর্যের সহিত ভোগ নিবেদন করা হয় । সেখানে অনেক জিনিস তৈরী করা হয় আর খাওয়াও হয় । তারা বলে যে দেবতাদের ভোগ নিবেদন না করলে তারা নাকি রেগে যান । এবার এখানে রেগে যাওয়ার কি আছে ! তুমি তো কারও ওপরেই রাগ করো না । জানো যে ড্রামা অনুসারে বিনাশ হওয়ারই আছে । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ হবে । আমরা ড্রামা অথবা নাটককে বুঝেছি যে নাটক অনুসারে এখন নতুন চরু প্রারম্ভ হওয়া বাকী আছে । তুমিও নাটকের বশে বশীভূত আছো । নাটক অনুসারে বাবাও এসেছেন । নাটকে এক মিনিটও নীচে ওপরে হয় না । তোমরা দেখলে যে বাবা যেমন এই কল্পে এলেন, সেইরকম কল্পে পরেও বাবা আসবেন । শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু অনেক লম্বা লিখেছে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তুমি পুরুষার্থ করে জ্ঞানের খাজানাকে আত্মসাৎ করছো । তোমরা জানো বাবাকে স্মরণ করে আমাদের কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । যদি এখনও পুরুষার্থ না করো , তাহলে পদ ভ্রষ্ট হবে । হে আত্মারা এখন তোমরা পতিত হয়ে গেছো । এইসবও জানো যে অনেক আসবে , যারা অন্য ধর্মে আছে , তারাও বেরিয়ে আসবে । ব্রাহ্মণ ধর্মে না আসলে দেবতা ধর্মে কিভাবে যাবে । ব্রাহ্মণ তো দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাবে । যখন দেখবে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে, তখন বলবে যে এরা তো ঠিক আর বৃদ্ধি হতে থাকবে । ব্রাহ্মণদের

ঝাড় যখন বৃদ্ধি পেয়ে ভরে যাবে, তখন আমরা ঘরে ফেরত যাবো আর দেবতাদের ঝাড় বৃদ্ধি পাবে ।

এখন তোমরা সঙ্গমে রাজযোগ শিখছো । এই সঙ্গমকে কল্যাণকারী যুগ বলা হয় । সঙ্গমেই গায়ন আছে যে গঙ্গা সাগরের মেলা দেখানো হয় । সবকিছুই হয় ভক্তি মার্গের । আর তোমরা হলে জ্ঞানসাগর আর জ্ঞানসাগর থেকে বেরোনো জ্ঞান গঙ্গা । জ্ঞান সাগর থেকেই পতিত পাবন অক্ষরটি লাগে । মানুষরা বোঝে পতিত পাবনী হয় গঙ্গা, আর সেই কারণেই তারা গঙ্গায় স্নান করতে যায়। এইসব নদী তো সত্যযুগ থেকে চলে আসছে , তবে আজকাল তো নদীই আবার কখনও কাউকে কোথাও ডুবিয়ে দেয় । প্রকৃতিও তমোপ্রধান, সাগরও তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে । এবার সাগর একটু উথালপাতাল করলেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে শুধুমাত্র আমরা অল্পই কজন ভারত ভূমির যমুনা কর্তে গিয়ে থাকবো । দিল্লি পরীস্থান ছিল, আবার দিল্লিই পরীস্থান হবে । সত্যযুগে অল্পই জীব আত্মা থাকে , তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময় । কত বিশাল মনুষ্য হয়ে গেছে, এবার হচ্ছে তো বেহদের নাটক, যেটাকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে । যদিও কেউ নিজেকে অভিনেতা বোঝে, কিন্তু কল্প যে পাঁচ হাজার বছরের হয় , সেটা জানে না । কোথায় চুরাশী জন্ম , আর কোথায় চুরাশী লাখ । এখন তোমরা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত । তোমরা বাবার নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করো । বাবা বলেন মনমনাভব অর্থাৎ নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শিব ভগবানুবাচ, কৃষ্ণ খোড়াই জ্ঞানের সাগর । ভগবানের মহিমায় আর দেবতাদের মহিমায় অনেক তফাত থাকে । বাবা যে নতুন রচনা করেন, তাদের মহিমা হলো সর্বগুনসম্পন্ন , এখন তোমরা এইরকম তৈরী হচ্ছে । বাবার মহিমা আর এদের মহিমায় রাতদিনের তফাত আছে । রাজযোগ হয় , তাই তো! গায়ন আছে যে ভগবান রাজযোগ শেখান । তিনি হলেন নিরাকার, সেই কারণে ঔঁনাকে নিরাকার থেকে সাকারে আসতে হয় । ভগবানের এত মহিমা আছে যে ঔঁনাকে আসতে হয় । ঔঁনার জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক আর কারও দিব্য জন্ম গায়ন হয় না। বাম্বাদের এইসবও বোঝানো হয়েছে যে এক হলো অলৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক পিতা, ঔঁনাকেই ভগবান বলে স্মরণ করা হয় আর তৃতীয় হলো অলৌকিক পিতা । ইনি হন অতি উত্তম পিতা । বাবা দত্তক নেন তো তাই মাঝে এই অলৌকিক এসে যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার কত ঢের বাম্বা আছে , শিববাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের আপন বানান । কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছে । লৌকিক পিতার তোমার আট দশটা বাম্বা হয় । আচ্ছা, শিববাবাও পারলৌকিক পিতা । ঔঁনার তো অনেক বাম্বা হয় । এবার সকল আত্মারা বলে যে আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই । এই সঙ্গমে আমরা আমাদের অলৌকিক পিতাকে পেয়েছি । এইসব জ্ঞান তোমাদের ওখানে থাকবে না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা বাবা তখনই মিলিত হয় , যখন বাবা এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন , তাহলে অলৌকিক জন্ম হলো কিনা! এইসব কেউই বুঝতে পারে না । লৌকিক, তারপর পারলৌকিক আর এই হলো অলৌকিক পিতা । লৌকিক পিতা তো সত্যযুগ থেকে হয়ে আসছে । পারলৌকিক পিতাকে তো সেখানে কেউই স্মরণ করে না । সেখানে হয়ই একজন পিতা । হে ভগবান, হে পরমাত্মা বলে কেউ স্মরণ করে না । তারপর দ্বাপরযুগে যখন ভক্তি মার্গ শুরু হয়, তখন পিতা দুজন হয় আর সঙ্গমে হয় তিনজন । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও এখন পেয়েছি, এখন তোমরা ঔঁনার হয়েছে । জানো তোমরা ইনি হলেন অলৌকিক পিতা । এখন তোমরা এইসব কথাকে ভালো ভাবে বুঝেছো আর স্মরণ করছো । নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । সত্যযুগে স্মরণ করার দরকার নেই । সবাই দুঃখে পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে । এইসব তো একদম সহজ কথা । সত্যযুগ ত্রেতায়

বাবা এক হয় , দ্বাপরে দুজন বাবা হয় । এই সময়ে তোমরা অলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছো, যার দ্বারা তোমরা অধিকার প্রাপ্ত করো । তোমরা বাম্ভারাই ব্রাহ্মণ তৈরী হও, যারাই পরে গিয়ে দেবতা হবে । তোমাদেরই বিনাশকে দেখতে হবে , যেটা তোমরা বাম্ভারা এই দুই চোখ দ্বারা দেখবে । বম্ভস যেগুলি ফেলবে তাতে তো কত মনুষ্য মরবে, তাই না! জাপানে যখন বম্ভস ফেলেছিল, তখন দেখেছো না, কত মনুষ্য মরেছে । এবার এখানেও লড়াই হতে থাকবে । নিজেরাও তো বলো বিরক্ত লাগছে । দশ-দশ বছর পর্যন্তও লড়াই চলে । বম্ভসে তো সেকেন্ডে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । একটু আগুন লাগলেই তো শহর নষ্ট হয়ে যায় আর এটা তো বম্ভস হয় । তবে আগুনও লাগবে । তোমরা বাম্ভারা জানো যে বাবা আসেনই স্থাপনা আর বিনাশ করাতে । তাই এইসব তো হবেই । পুরুষার্থ করার এখনই সময় । মায়া মুহূর্তে মুহূর্তে তোমাদের বুদ্ধিযোগ ভেঙ্গে দেয় । তোমরা অডোল স্থির হয়েছো কি ? বাবা মায়ার তুফান অনেক আসে । কেউ কেউ তো সারাদিনে আধা ঘন্টাও স্মরণ করে না । বাবা বলেন যে তোমরা হলে কর্মযোগী । আট ঘন্টা তো এই সেবা করবে! আট ঘন্টা স্মরণ তো করতে পারো, আর এতোটা পুরুষার্থ করতে হবে । স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । একেই বলা হয় যোগ অগ্নি । আর এটাই হলো পরিশ্রম । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে । বাবা এটাও বলেন যে যারা গৃহস্থ ত্যাগ করে বাম্ভা হয়েছে, তারাও এতো স্মরণ করে না, যত গৃহস্থীরা স্মরণ করে । অর্জুন আর একলব্যের উদাহরণ আছে না ! পরিশ্রম হলো বাবাকে স্মরণ করা আর চক্রকে বোঝা । মহাভারতের লড়াই তো অবশ্যই লাগবে । সত্যযুগে এইসব লড়াই খোড়াই থাকে । তোমাদের বাম্ভাদের তো অন্ধের যষ্টি হতে হবে । সকলকে বাবাকে স্মরণ করার পথ দেখাতে হবে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । স্ব-দর্শন চক্রধারী তৈরী হও । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাম্ভাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাম্ভাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কমপক্ষে আট ঘন্টা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে । নিজের অবস্থাকে অচল অডোল রাখার জন্য স্মরণের অভ্যাসকে বাড়াতে হবে । গাফিলতি করা চলবে না ।

২) ড্রামা একদম এক্যুরেট তৈরী হয়েছে, এইজন্য কারও ওপরে রাগ করা উচিত নয় । নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হতে হবে ।

বরদান :- স্নেহী হওয়ার গুহ্য রহস্যকে বুঝে সর্বকে রাজী করাতে রাজযুক্ত, যোগযুক্ত ভব !

যে বাম্ভারা এক সর্বশক্তিমান বাবার স্নেহী হয়ে থাকে ,তারা সর্ব আত্মাদের স্নেহী স্বতঃ হয়ে যায় । এই গুহ্য রহস্যকে যারা বুঝে যায় , তারা রাজযুক্ত যোগযুক্ত অথবা দিব্য গুণ দ্বারা যুক্তিযুক্ত তৈরী

হয় । এরকম রাজযুক্ত আত্মারা সৰ্ব আত্মাদের সহজেই রাজী করিয়ে নিতে পারে । যারা এই রহস্যকে বোঝে না, তারা কখনো অন্যদের বিরক্ত করে আবার কখনও নিজেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে । এইজন্য সदा স্নেহীর রহস্যকে জেনে রাজযুক্ত হও ।

স্লোগান:- যারা নিমিত্ত হয় , তারা দায়িত্ব সামলেও সदा হাস্য থাকে ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তোমাদেরকে এই পাপের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাবার থেকেই তোমরা আশীর্বাদী সুখ ও শান্তি উভয় প্রকারের সওগাতই পেয়ে থাকো।"

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়াতে প্রকৃত নান(তপস্বিনী) হলে তোমরাই - এই প্রকৃত নান কাদের বলা যাবে?

উত্তর :- প্রকৃত নান সে, যার মন ও বুদ্ধিতে কেবলমাত্র এক-জনেরই স্মরণ থাকে, অর্থাৎ আর কেউ-ই আসবে না স্মরণে - একমাত্র উনি ছাড়া। অন্যেরা যদিও নিজেদেরকে ঈশ্বরীয় সন্তান বলে দাবী করে, কিন্তু তাদের মন-বুদ্ধিতে তো এক যীশুখ্রীষ্টকেই কেবল স্মরণ করে না। যীশুখ্রীষ্টকেও তো ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হয়। সেক্ষেত্রে তো তাদের মন-বুদ্ধিতে দু-জনের উপস্থিতি হয়ে গেল। কিন্তু তোমাদের মন-বুদ্ধিতে তো কেবলমাত্র এই একজনই বাবা (ঈশ্বর)। তাই তোমরাই প্রকৃত অর্থে নান। আর সেই বাবার আদেশ অনুসারেই তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

গীত :- ইস্ পাপ কী দুনিয়া সে লে চল ঔর কঁহী.....(এই পাপের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে, আমাদের অন্যত্র নিয়ে চলো প্রভু)।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা এই গীত তো শুনলে। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে তা কারা শুনলো? -- আত্মারা। আর আত্মাকে কিন্তু পরমাত্মা বলা চলে না। যেমন, মনুষ্যকে ভগবান বলা যায় না। যদিও এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, - কিন্তু তোমাদের দেবতা বলা যাবে না। এমন কি ব্রহ্মাকেও দেবতা বলা যাবে না। যদিও বলার সময় বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ.....। কিন্তু ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। বিষ্ণুর বেলায় অবশ্যই দেবতা বলতে হবে, - কিন্তু, ব্রহ্মার বেলায় তা বলা যায় না, যেহেতু উনি ব্রাহ্মণদের পিতা। অর্থাৎ যেভাবে ব্রাহ্মণদের দেবতা বলা চলে না। আর এই সব যুক্তিগুলি কোনও মনুষ্য অন্য মনুষ্যদের সঠিক ভাবে বোঝাতে পারবে না। যা একমাত্র ভগবান-ই বোঝাতে পারে। মনুষ্যরা অন্ধ-শ্রদ্ধা বশে এসে, যা শোনে তাই বলতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা অবশ্য এখন অনুধাবন করতে পারছো - ঈশ্বরীয় বাবা নিজেই আমাদেরকে (তার বাচ্চাদের) ঈশ্বরীয়-পাঠ পড়াচ্ছেন। এই পাঠের সময় আত্মিক স্থিতিতে থেকে তা ধারণ করতে হয়। আমি আত্মা, এই শরীর ধারণ করি। আমিই সেই আত্মা যে (প্রতি কল্পে) ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করি। আমরা যে যেমন কর্ম করে থাকি সেই অনুসারে সেই প্রকারের শরীরের প্রাপ্তি ঘটে। এই শরীর থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই, তখন আর সেই শরীরের প্রতি কোনও মোহ-ভালবাসা থাকে না। তখন শুধু আত্মাদের প্রতিই আত্মার মোহ-ভালবাসা থাকে। আত্মাতে কেবল তখনই সেই মোহ-ভালবাসা থাকে, যখন সে তার শরীরে অবস্থান করে। পিতৃ-পুরুষদের মানুষ ডেকে থাকে, যাদের শরীরের আর অস্তিত্বই নেই, তবুও তাদের আত্মাকে স্মরণ করে। আর এই কার্য করার জন্য ব্রাহ্মণদের ডাকা হয়। তারাও অমুক আত্মাকে আহ্বান করে বলে, অমুক তোমরা আসো, এসে ভোজন দ্রব্যাদি ভোজন করো। যদিও আত্মার মধ্যেই মোহ-ভালবাসা থাকে। কিন্তু প্রথমে যখন শরীরের প্রতি মোহ-ভালবাসা ছিল, তাই তখন তো সে সেই শরীরকেই

স্মরণ করতো, কিন্তু এমনটি কখনও ভাবতো না যে, তা তো আত্মাকেই ডাকা হচ্ছে। যা কিছু করার তা তো আত্মাই করে থাকে। এই আত্মাই ভাল বা খারাপ সংস্কারের প্রভাব থাকে। প্রথমদিকে আসে দেহের ভাব (আকারী) (দেহ-অভিমান), তারপরেই আসে বিকারের ভাব। এই দুই ভাবকে একত্রে বলা হয় বিকারী। আর যার মধ্যে এই বিকার থাকে না - তাকে বলা হয় নির্বিকারী। তারা অবশ্যই বুঝতে পারে সর্বদাই, কল্পের প্রথম দিকে এই ভারতেই সেই দেবী-দেবতারা ছিলেন, যারা দৈবীগুণের অধিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণও সেই দৈবী গুণের আধারের দেবী-দেবতা ধর্মের। যেমন খ্রীষ্টান-ধর্মের খ্রী বা পুরুষ সবাই খ্রীষ্টান। আবার এভাবেও বলা যায়, দেবী-দেবতা, অর্থাৎ রাজা-রানী, প্রজা, সবাই দেবী-দেবতা ধর্মের। যেই ধর্মে খুব উন্নত ধরনের সুখের ব্যাবস্থা থাকে। বাচ্চারা, তোমরা যে গীতই শুনলে, তা আত্মারাই বলছে- বাবা আমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। যেটা হবে কেবল সুখের-ধাম আর শান্তির-ধাম। এখানে তো ভীষণ অস্থিরতা আর অশান্তি। সত্যযুগে কিন্তু সে অবস্থা থাকে না। যেহেতু আত্মারা জানে বাবা ছাড়া অন্য কেউ-ই শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে যেতে বা দিশা দেখাতে পারে না। আর বাবাও তখন শান্তনা দিয়ে বলেন - প্রতি কল্পেই, মুক্তি আর জীবন-মুক্তি এই দুটোরই আশীর্বাদী বর্ষার বরদান উপহার স্বরূপ তোমাদের জন্য নিয়ে আসি। কিন্তু তোমরা পরে তা ভুলেই যাও। অবশ্য তা ভুলে যাও অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী। তোমরা সবকিছু ভুলে গেলেই তো, তারপর আমার আসার পালা। তোমরা এখন ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছো, তাই তোমাদের এই নিশ্চয়তা আসা উচিত, কেবল তোমরাই ৮৪ বার জন্ম-গ্রহণ করো। কিন্তু, যারা সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারণ করবে না, তারা নতুন দুনিয়ার স্বর্গরাজ্যে প্রথম দিকে আসতেই পারবে না। এতো বা এতোর অস্তিম লগ্নে অবশ্য আসতে পারবে। এসব নির্ভর করছে, যার যার পুরুষার্থের উপর। সত্যযুগে যখন অথৈ সুখ থাকে, তখন তা থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। আচ্ছা, এর পূর্ব জন্মে ওনারা কে ছিলেন- যা তোমরা কেউই জানো না। এর পূর্ব-জন্মে তারা ব্রাহ্মণ ছিল। তারও পূর্বে ওনারা শুদ্র ছিল। এই ভাবে বর্ণের বিশ্লেষণ করে তোমরা অন্যদেরকে যুক্তি সহকারে বোঝাতে পারো। এখন তোমাদের কাছে এটা পরিস্কার যে, প্রথম ২১ জন্ম তোমাদের খুব সুখ-শান্তিতেই কাটবে। বাবা তোমাদেরকে সেই দিশাই দেখাচ্ছেন। যেহেতু বর্তমানে তোমরা পতিত অবস্থায় জীবন-যাপন করছো- তাই তোমাদের এত অশান্তি ও দুঃখ। যেখানে স্থিরতা, সেখানেই সুখ-শান্তি। যেহেতু এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানে সমৃদ্ধ তোমরা। তাই তা অনুধাবন করতে পারো, চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সত্যযুগের ভারত-ভূমি কত সুখী-ভারত ছিল। দুঃখ বা অশান্তির নাম-গন্ধও ছিল না। তোমারা বর্তমানে যে পুরুষার্থ করছো - তা স্বর্গে যাবার লক্ষ্যে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আর বাকীরা অসুর সম্প্রদায়ের। যাদেরকে পাপাত্মা বলা উচিত। আত্মাও আবার অনেক শ্রেণীর (প্রকারের) হয় - কিন্তু পরমাত্মা তো একজনই। আত্মারা নিজেদের মধ্যে যেমন ভাই-ভাই, কিন্তু পরমাত্মার ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যেহেতু উনি এক ও একমাত্র। অতি সাধারণ এই ছোট কথাটাও মনুষ্যরা বুঝতে পারে না। যদিও এটা একটা বিশাল দুনিয়া, কিন্তু অসীমের বেহদের তুলনায় তা কেবল মাত্র একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। যেমন আমরা জানি যে কত অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে পৃথিবীতে। আর এই বেহদের দ্বীপেই (পৃথিবীতে) রাবণের রাজত্ব। যা মনুষ্যরা বোঝেই না। কেবল গল্প বানাতে থাকে। সেই গল্পকে কিন্তু জ্ঞান বলা যাবে না। তার দ্বারা মনুষ্যদের সঙ্গতি কিন্তু হয় না। সঙ্গতি হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। আর সেই জ্ঞান দিতে পারে কেবল একজনই- যিনি আমাদের প্রিয় বাবা। অন্য কেউই তা পারে না। ভগবান এসেই তার ভক্তকে রক্ষা করেন। কোনও মনুষ্যই অন্য মনুষ্যকে রক্ষা করতে পারে না। শিববাবা সব বাচ্চাকেই তার আশীর্বাদী বর্ষার বর্ষণ করেন। যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক

আবার সন্ধ্যা-ও। অবশ্য উকিল-ব্যারিস্টার-রাও দঙ্গল-বিপদ (জেল) থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। সত্যযুগে এসব জেল-টেল থাকেই না। যেহেতু বাবা সবাইকে (রাবণের) জেল থেকে মুক্ত করে সেখানে পৌঁছে দেন। ফলে বাচ্চাদের সব শুদ্ধ উদ্ভ-আকাঙ্খাগুলিই পুরো হয়ে যায়। আর রাবণের দ্বারা পুরো হয় অশুদ্ধ কামনাগুলি। বাবার দ্বারা পুরো হয় শুদ্ধ কামনা। বাবার সেই শুদ্ধ কামনাগুলি পূর্ণ হবার ফলেই তোমরা সর্বদা সুখে থাকতে পারো। আর যে অশুদ্ধ কামনা করে, ফলে সে হয় পতিত আর বিকারী। যে পবিত্র পাবন হয়-তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। অতএব, তোমাদেরকেও পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হয়ে সেই পবিত্র দুনিয়ার (স্বর্গের) অধিকারী হতে হবে তোমাদেরকে। আর এই পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র বানাবার কারিগর একমাত্র একজনই, তিনি আমাদের বাবা। সাধু-সন্ন্যাসীরা তো বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। দেবতাদের জন্ম কিন্তু সে প্রক্রিয়ায় হয় না। যেহেতু সত্যযুগের স্বর্গে বিকার বলে কিছু থাকেই না। যা একেবারেই পবিত্র দুনিয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণও সম্পূর্ণ রূপে নির্বিকারী ছিল। আর এই ভারত-ভূমিও তখন এতই পবিত্র ছিল। যা তোমরা এখন বুঝতে পারছো। সত্যযুগে পবিত্রতা থাকার কারনেই এত শান্তি-সাফল্য ছিল। সবাই খুব সুখেই ছিল। কিন্তু যখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হলো, তখন থেকেই তার পতন আরম্ভ হলো। যা দুর্দশার তা এখন একেবারেই অবর্ণনীয়। যেন তা একেজো কাঁনা-কড়িতে পরিণত হয়েছে। তাকেই আবার হীরে-তুল্য বনাচ্ছেন বাবা। সত্যযুগে এই ভারতই হীরে-তুল্য ছিল। এখন তো অন্যান্য দেশের উল্লতির তুলনায় ভারত খুবই নগন্য। ভারতীয়রা নিজেদের স্ব-ধর্মকেই ভুলে বসে আছে। তাই তো পাপের পর পাপ করেই যাচ্ছে। কিন্তু, সত্যযুগে তো পাপের নাম-গন্ধও থাকে না। তখন তোমরা হও সর্বোচ্চ স্তরের সু-নামের অধিকারী দেবী-দেবতা ধর্মের। এত যে সব দেবী-দেবতাদের চিত্রাদি এখন তোমরা দেখতে পাও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলিতে তো একটা করেই চিত্র দেখা যায়। যেমন-- খ্রীষ্টানদের কাছে একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ছবি থাকে। বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধের ছবি। খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টকে স্মরণ করে-- তাই তার অনুগামীরা তার ওয়ারিশ বা সম্পত্তির অধিকারী বাচ্চা হয়। তাকেই নন্দ বলা হয়। নন্দ তখনই হবে, যখন খ্রীষ্টানরা একমাত্র যীশুখ্রীষ্ট ছাড়া আর কারও কথা ভাববেই না। তাই তো তারা বলে, একমাত্র যীশু ছাড়া আর কেউ-ই নেই তাদের। আর তখন থেকে তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে। সেই প্রকারে তোমরাও হলে শিববাবার নন্দ। তফাৎ এই যে, তোমরা তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই একই প্রকারের নন্দ হতে পারো। যেহেতু এক বাবার স্মরণে থাকো। যিনি এক ও একমাত্র, অর্থাৎ শিববাবা, যেখানে কারও উপস্থিতিই আর নেই। অনেকের মনে তবুও দু-জনের বা একের অধিক জনের উদয় হয়। যেমন- যীশুখ্রীষ্টের বেলায় ভাবা হয়, উনি ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু যারা তা ভাবে, তাদের তো ভগবান সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান-ই নেই। যা তোমরা বাচ্চারা জানো। সম্পূর্ণ বিশ্ব-জগতে এমন কেউ নেই, যে পরমাত্মাকে জানে, পরমাত্মা কোথায় থাকে, উনি কবে আসেন এই ধরায়, ওনার কর্ম-কর্তব্যই বা কি -- এসব তো কেউ-ই জানে না। অথচ, বলার সময় বলে, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছুই হয়। তারা ভাবে যে, আমাদের মনের কথা সব কিছুই জানেন উনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাবা জানান, আমার ওসব জেনে হবেটা কি, ওসবে আমার কোনও দায় নেই যে, প্রত্যেক এক এক জনের মনের ভিতর ঢুকে তা জানতে যাবো কেন ? আমি তো ধরায় এসেছি, দুনিয়াকে পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র-পাবন বানাতে। যদি কেউ পবিত্র হতে না চায়, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাতে তো সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। তা তো কথিতই আছে, দেবতাদের সভা মাঝে ঢুকে অসুরেরা বসে থাকতো, যখন সেখানে অমৃত বন্টন করা হতো। কেউ যদি বিকারী হয়ে, লুকিয়ে এসে বসে পড়ে, সে তো অসুরেরই সমকক্ষ। অর্থাৎ সে নিজেই নিজের পদ থেকে ব্রষ্ট হয়ে গেল। প্রত্যেককে তার নিজের নিজের পুরুষার্থ করতে হয়। তা না করলে, নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে।

এমন অনেকেই আছে, যারা লুকিয়ে-চুড়িয়ে ক্লাসে এসে বসে পড়ে। তারা তাদের বিকারের কথা গোপন আর অস্বীকার করে। অথচ, তারা বিকারী। যা নাকি নিজেই নিজেকে ঠকানো। এই ভাবে নিজেই নিজের সর্বনাশ করে। পরমপিতা পরমাত্মার দক্ষিণ-হস্ত ধর্মরাজ, তার সামনেও মিথ্যা বলে। সেক্ষেত্রে নিজেই সেই পাপের শাস্তির কারণ হয়। অনেক সেন্টারেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। (ব্রহ্মা) বাবা যখন প্রথমবার দিল্লীতে গেলেন, তখনকার ঘটনা - রোজই একজন সেন্টারে আসতো, আবার বিকারের বশেও সে ছিল। তাকে যখন বলা হতো, নিজের পবিত্রতা যদি না রাখতে পারো, তবে সেন্টারে আসই বা কেন ? তাতে সে জবাব দিত, এখানে না এলে নির্বিকারী হবো কি প্রকারে। পবিত্রতা তো ভালই লাগে, কিন্তু তা যে রক্ষা করতে পারি না। একদিন না একদিন ঠিক পারবো। আর এখানে না এলে উদ্ধার হবো কি প্রকারে। এছাড়া তো অন্য কোনও রাস্তাই আর নেই। তাই এখানে তো আসতেই হয়। বাবা বুঝিয়ে বলেন- তোমার কারণে এখানকার পরিবেশটাই যে খারাপ হয়ে যায়। কতদিন আর এভাবে আসতে থাকবে। যারা পবিত্র হয়, পতিতদের দেখে তাদের মনে ঘৃণা জন্মায়। তারা তার হাতের ছোঁয়া কোনও কিছু খেতে চায় না। বাবা তখন যুক্তি দিয়ে বোঝান - খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে, কেউ কি তাতে চাকরী ছেড়ে চলে যায়। তখন সেক্ষেত্রে বুদ্ধি করে চলতে হয়। কারওকে বোঝাতে গেলে সে উল্টো রোগে যেতে পারে। তারা তবে পবিত্র হবে কি ভাবে। এ রকম তো শোনা যায় না। জাগতিক গৃহী-সন্ধ্যাসীরাও সেভাবে থাকতে পারে না। যখন তারা গৃহত্যাগী হয়, একমাত্র তারপরেই তারা পবিত্র জীবনে আসতে পারে। অবশ্য একথা অনেকেরই জানা নেই, এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং পাঠ পড়ান। যারা তা মানতে চান না, তারাই এতে বাধা সৃষ্টি ও বিরোধ করে। আর বলে যে, শিববাবা যে ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করেন- কোনও শাস্ত্রেই তো তা লেখা নেই। যদি সে জাতীয় কোনও তথ্যাদি থাকে তো তা দেখাও। গীতাতে তো এটাই লেখা আছে, উনি আসবেন সাধারণ কোনও বৃদ্ধের শরীরকে আধার বানিয়ে। যে তার নিজের জন্ম-বৃত্তান্তই জানবে না। এই কথাই তো লেখা আছে। তবে তোমরা কি প্রকারে বলো যে, পরমাত্মা মানুষের (ব্রহ্মার) শরীরে অবস্থান করেন। শিববাবা তো পতিত শরীরে প্রবেশ করে তাকেই আধার বানিয়ে, তবেই তো অন্যদেরকে দিশা দেখাতে পারবেন। কল্পপূর্বেও এভাবেই এসেছিলেন আর বলেছিলেন-- "আমাকে স্মরণ করো"। --যিনি পরমধামে থাকেন আর বলেন যে, কেবল ওনাকেই স্মরণ করতে। সেই মূল-বতনে (পরমধামে) কৃষ্ণের শরীর কিন্তু যেতে পারে না-- তাই কৃষ্ণ একথা বলতে পারে না যে, ওনাকে স্মরণ করতে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সাধারণের শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদের বাচ্চাদেরকে জানান -- "আমাকে যদি স্মরণ করো তো সেই স্মরণের যোগ অগ্নিতে তোমাদের সব পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যে কারণে আমাকে পতিত-পাবন বলা হয়।" আর উনি কেবল আত্মাদেরই জন্যই পতিত-পাবন। যেহেতু, আত্মারাই পতিত অবস্থায় পৌঁছায়। বাবা এও জানান, তোমরাই একদা পবিত্র আত্মা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। এখন সেখানে তোমাদের কোনও কলাই অবশিষ্ট নেই। তাই তো তোমরা এখন এই প্রকারের পতিতে পরিণত হয়েছো। আর আমিই প্রতি কল্পে এসে এভাবেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে থাকি। তোমরা কাম-চিতায় বসতে বসতে পতিতে পরিণত হয়ে যাও। তোমাদেরকে আবার জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে পবিত্র বানিয়ে দেই। এই ভারতই একদা পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গের ছিল, বর্তমানে যা এখন অপবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গের। তাই তো কারও মনে শান্তি নেই এখানে। বাবা এখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়কেই এই জ্ঞান-চিতায় বসার কথা বলছেন। প্রত্যেক আত্মারই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে শরীর পায়। এমনটা নয় যে পরের জন্মেও তারা একে অপরের পতি-পত্নী রূপে একত্রিত হবে। যেহেতু উভয়েই একই গতিতে এগোতে পারে না। এই এগিয়ে যাওয়ার অর্থ, জ্ঞানের পড়ায় এগিয়ে যাওয়া। যা

অজ্ঞানতার কারণে হতে পারে না। নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট প্রেম থাকলে তবেই তাদের সেই মনোকামনা পূরো হতে পারে। কিন্তু, সেটা তো পতিত বিকারী মার্গ। সেই উদ্দেশ্যেই তো পতির সাথে সাথে পত্নীকেও চিতায় বসানো হতো। যাতে পরের জন্মেও তাদের একত্রে মিলন হতে পারে। কিন্তু পরের জন্মে তো একে অপরকে চিনতেই পারবে না। তোমরাও তো বাবার সাথে জ্ঞান-চিতায় বসো। এই ছিঃ ছিঃ শরীরকে তো ছেড়েই যেতে হবে। তোমরা তা এখন বুঝতে পারছো, কিন্তু অন্যেরা তো তা জানেই না যে, পূর্ব-জন্মে তাদের কেমন বন্ধু-বান্ধব ছিল। পরবর্তী জন্মে এসব কথা তোমাদেরও স্মরণে থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। মাম্মা- (ব্রহ্মা) বাবা, বা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। বিষ্ণু তো দেবতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেবতা বলা চলে না। ব্রহ্মার রূপ ধারণের পরে, ব্রহ্মা থেকে দেবতা-রূপে আসে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা -কিভাবে এর রূপান্তর ঘটে, তা এখন তোমরা বুঝতে পারছো। তোমরা এও জানতে পেরেছো -- শান্তি একমাত্র স্বর্গেই। তাই তো মানুষের মৃত্যুর পর বলা হয় যে, স্বর্গে চলে গেছে অর্থাৎ শান্তি পেয়েছে। অশান্তিতে থাকে, যারা পতিত। তবুও তাদেরকে বাবা বলতে থাকেন, নিজেদেরকে আত্মা ভেবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকলেই, বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়াও এ বিষয়ে নিজেদেরকে আরও বিস্তারিত জানতে হবে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর, বাবা তোমাদেরকেও বাবার মতন জ্ঞানী বানাচ্ছেন। বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে তোমরা সতীপ্রধান হতে পারবে। আত্মাদের মধ্যে তারই প্রতিযোগিতা তো চলতেই থাকে। যে যত বেশী স্মরণের যাত্রায় থাকে, সে তত তাড়াতাড়ি জ্ঞানী হতে পারবে। এ হলো যোগ-যাত্রা ও জ্ঞান-পাঠের প্রতিযোগিতা। জাগতিক স্কুল-গুলিতেও এই ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। এত অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে প্রথম হয়, তাকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। একই পড়াশোনায়, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি, ছাত্র-ছাত্রীর পড়তে গেলে, তখন তো অনেক সংখ্যায় স্কুলেরও প্রয়োজন। তোমাদের এখন এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়া উচিত। আর অন্যদেরকেও সেই দিশা দেখাও। অন্ধের যষ্টি (লাঠি) হও। তোমাদেরকেই ঘরে-ঘরে এই ঈশ্বরীয় সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সূমনের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি ঈশ্বরীয় বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এবার যাবতীয় অশুদ্ধ কামনা-গুলিকে ত্যাগ করে, কেবলমাত্র শুদ্ধ কামনার আধারেই থাকতে হবে। সবচাইতে শুদ্ধ কামনা হলো, পবিত্রতা ধারণ করে পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হওয়া। কোনও প্রকারের ভুল-ভ্রান্তিকে গোপন করা মানে নিজেই নিজেকে ঠকানো। যা আদৌ করা উচিত নয়। ধর্মরাজ বাবার কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে।

২) জ্ঞান-চিতাতে বসে এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে প্রতিযোগিতার ভাব রেখে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়াতে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্য রাখতে হবে। যোগ-অগ্নির দ্বারা বিকর্মগুলি ভস্ম করে হিসাব-নিকাশের খাতাকে সমাপ্ত করতে হবে।

বরদান :- স্বমানে স্থিত থেকে দেহ-অভিমানকে সমাপ্ত করে সফলতা-মূর্ত হও (ভব) !

যে বাচ্চারা নিজেদের স্বমানে স্থিত থাকতে পারে, তারাই বাবার প্রত্যেকটি আদেশকে সহজেই পালন করতে পারে। স্বমানে থাকতে পারলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যখন স্বমান থেকে 'স্ব'-শব্দটিকে ভুলে যাও আর মান-শানে (মর্যাদায়) এসে পড়ো, তখন ঐ একটা শব্দের তফাতের জন্য, অনেক প্রকারের ভুল হতে থাকে। তাতে পরিশ্রম অনেক করেও প্রত্যক্ষ ফল খুব সামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যদি স্বমানে থেকে পুরুষার্থ বা সেবার কার্য কর, তাতে সহজেই সফলতার প্রতিমূর্তি হতে পারবে।

স্লোগান :- তপস্যা করার লক্ষ্যে সময়ের অপচয় বন্ধ করো, কারণের কোনো অজুহাত অবশ্যই নয়।



দাদী প্রকাশমণি-জীর অমূল্য প্রেরণা-সমূহ
প্রতিবেদন)



:(স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ

১) ঈশ্বরীয় নিয়ম আর মার্যদাগুলি আমাদের জীবনের প্রকৃত শৃঙ্গার। এগুলি নিজেদের জীবনে ধারণ করে, সর্বদা উন্নতির লক্ষ্যে এগোতে হবে।

২) সর্বদা এই নেশাতেই মগ্ন থাকো যে, আমি ভগবানের চোখের মণি। আর ভগবানের নজরে লুকিয়ে থাকলে, মায়ার ঝড়-তুফানে নিজের স্থিতিকে নাড়াতেই পারবে না।

৩) আমাদের অটল সাহসী আর আশ্রয়দাতা একমাত্র বাবা, যার সাথে হৃদয়ের আদান-প্রদান করবে। কোনো দেহধারীকে বন্ধু বানিয়ে তার সাথে ব্যর্থ-চিন্তন বা পর-চিন্তন করা উচিত নয়।

৪) চেহারাতে কখনও উদাস-ভাব, ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ ভাবের চিহ্ন থাকা উচিত নয়। সর্বদা খুশীতে থেকে অপরকেও খুশীতে রাখবে। নিজের নিজের সেন্টারের বায়ুমন্ডল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আনন্দ-দায়ক বানাও।

৫) যত বেশী অন্তর্মুখী হয়ে মুখ আর মনের মৌনতা ধারণ করবে, তত বেশী সেই স্থানের বায়ুমন্ডলে দৈবী ভাবের প্রকাশ ও শক্তির প্রভাব পড়বে এবং যারা সেখানে আসবে তারাও সেই প্রভাবে প্রভাবিত হবে। একেই বলা হয় সূক্ষ্ম-সকাশ দেওয়ার সেবা।

৬) যে কোনও কারনেই হোক, তোমার বা আমার এই ভাবের কারণে নিজেদের মধ্যে মত-মালিন্যে আসা উচিত নয়। নিজেদের মধ্যে বিরোধিতা বা শত্রুতা, যা সেবা-কার্যের সবচাইতে বড় বিঘ্ন - সেই বিঘ্ন থেকে মুক্ত থেকে অপরকেও তার থেকে মুক্ত বানাও।

৭) একে অপরের মতামতকে সম্মান দিয়ে, প্রথমে তার বক্তব্যকে শোনো, তারপর নির্ণয় নিলে দ্বিমতের অবসান হবে। ছোট বা বড় প্রত্যেককেই অবশ্যই সম্মান দিতে হবে।

৮) বাবার প্রত্যেক বাচ্চাই সন্তুষ্টতার একরূপ সম্পদে পরিণত হও যেন তোমাদেরকে দেখে অন্যরাও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ সর্বদা নিজে সন্তুষ্ট থেকে অপরকেও সন্তুষ্ট রাখো।

৯) নীচের এই চারটি মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখবে :-

- i) কখনও অসার দস্তে যাতে না যাও, সেদিকে সতর্ক থাকবে।
- ii) কারও প্রতি ঘৃণাভাব আনবে না। সবার প্রতিই শুভ ভাবনা রাখবে।
- iii) কারও প্রতিই ঈর্ষাভাব আনবে না। নিজের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রাখবে।
- iv) কখনও কোনও ব্যক্তি, বস্তু বা বৈভবের প্রতি প্রভাবিত হবে না। সর্বদা এক ও একমাত্র বাবার প্রভাবেই প্রভাবিত থাকবে।

১০) আমরা সবাই অধীশ্বর বাবার অধিকারী বাচ্চা। তাই সর্বদা নিজেদের মধ্যে রাজকীয় ভাব আর পবিত্রতার সংস্কারে পূর্ণ হতে থাকবে। যার ফলে বর্তমানের এই পরাধীনতার সংস্কার (বিকার) থেকে মুক্ত হতে পারবে। কোনও কারণেই সত্যতা থেকে যেন বিচ্যুত হয়ো না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন মিষ্টির থেকে মিষ্টি স্যাকারিন তাই অন্য সমস্তকিছু ছেড়ে সেই বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে তোমরা সেই মিষ্টি স্যাকারিন তুল্য হতে পারবে।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের অন্তরকে কোন্ সংস্কারের দ্বারা পূরণ করছো ?

উত্তর :- ভবিষ্যতে কোনো উজীরের পরামর্শ ছাড়াই সারা বিশ্বের উপর রাজস্ব করার জন্য। তোমরা এখানে এসেছো বাবার থেকে শ্রীমত নিয়ে ভবিষ্যত রাজধানী চালানোর জন্য। বাবা তোমাদের এমন শ্রীমত দেন যে অর্ধেক কল্প তোমাদের কারোর মতের কোনো দরকার নেই। যাদের বুদ্ধির জোর কম তাদেরই অন্যের মতামতের প্রয়োজন হয়।

গীত :- তুমিই মাতা

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই কথা কে বলেছে যে মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চা। অবশ্যই রুহানি বাবাই এই কথা বলতে পারে। মিষ্টি - মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা এখন বাবার সামনে বসে আছে আর বাবা খুবই আদর করে তাদের বুঝিয়ে বলছেন। এখন তোমরা জানো যে এই পৃথিবীর সকলকে সুখ শান্তি দেওয়া এবং দুঃখ থেকে উদ্ধার করার জন্য এক এই রুহানি বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউই নেই তাই দুঃখে থাকলে সবাই বাবাকেই স্মরণ করে। তোমরা বাচ্চারা সবাই বাবার সামনে বসে আছে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের সুখধামের উপযুক্ত তৈরী করছেন। চিরকালের জন্য যে সুখধামের মালিক যে বাবা করবেন, সেই বাবার সামনেই সকলে এসেছে। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, সামনে বসে শোনা আর দূর থেকে শোনার মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। মধুবনে সবাই বাবার সামনে আসো, তাই মধুবন খুবই বিখ্যাত। মধুবন আর বৃন্দাবনে সবাই কৃষ্ণের ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো এখানে নেই। এখানে তো নিরাকার শিববাবা এসে তোমাদের বাচ্চাদের সাথে দেখা করেন। প্রতি মুহূর্তে তোমাদের নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আমি আত্মা বাবার থেকে বর্ষা বা সম্পত্তি গ্রহণ করছি। সারা কল্পে এই একটাই সময় আসে। এ হলো কল্পের অতি সুন্দর সঙ্গম যুগ। এই যুগের নাম রাখা হয়েছে পুরুষোত্তম। এই হলো সেই সঙ্গম যুগ যখন সমস্ত মানুষ উত্তম হতে পারে। এখন তোমাদের সমস্ত মানুষের আত্মা তমোপ্রধান, যা আবার নতুন করে সতোপ্রধান হতে থাকে। সতোপ্রধান হলে মানুষ উত্তম মানুষে পরিণত হয়। তমোপ্রধান হওয়ার কারণে মানুষ ছোটো হয়ে যায়। তাই আত্মাদের বাবা পরমাত্মা সামনে বসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। এই নাটকের সমস্ত অভিনয় আত্মারাই করে, শরীর নয়। আত্মা আর শরীর দুইজনের যখন মেলবন্ধন হয় তখনই এই অভিনয় শুরু হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা এসেছে যে, আত্মারা আসলে নিরাকারী দুনিয়া বা শান্তিধামের নিবাসী, কিন্তু এই কথা দুনিয়ার অন্য কেউ আর জানে না। না কেউ নিজেরা বোঝে না অন্যদের বোঝাতে পারে। তোমাদের বুদ্ধির তালা কিন্তু এখন খুলে গেছে, তাই তোমরা এখন বুঝে গেছো যে বরাবর আত্মারা পরমধামের অধিবাসী ছিলো। ওই দুনিয়া হলো অশরীরী দুনিয়া। আর এই দুনিয়া হলো দেহধারীদের দুনিয়া। এখানে আমরা সব অভিনেতার হলাম পার্টধারী। প্রথমদিকে আমরাই এই দুনিয়ায় অভিনয় করতে

আসি । তারপর ক্রমানুসারে সবাই একে একে আসতে থাকে । সবাই কিন্তু একসাথে আসে না । ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অভিনেতারা একে একে আসা যাওয়া করে । যখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয় তখন সমস্ত অভিনেতারা একত্রিত হয় । এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আত্মারা আসলে শান্তিধামের অধিবাসী.....এখানে তারা অভিনয় করতে আসে । বাবা কিন্তু সমস্ত সময় অভিনয় করার জন্য এই দুনিয়াতে আসেন না । আমরাই এই অভিনয় করতে করতে ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হতে থাকি । এখন তোমাদের বাচ্চাদের বাবার সামনে বসে এই কথা শুনতে খুবই মজা হচ্ছে । এমন মজা মুরলী পড়লেও হয় না । এখানে তোমরা বাবার সামনে রয়েছে তাই না ? সবার প্রথমে কিন্তু সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের মানুষরাই আসবে । তোমরা জানো যে এই ভারতই ছিলো দেবী দেবতাদের ভূমি, কিন্তু এখন সেই দেবী দেবতা আর নেই । দেবী দেবতাদের ছবি যখন তোমরা দেখো , তখন তারা অবশ্যই ছিলেন । প্রথম প্রথম তোমরাই এই দেবী দেবতা ছিলে, তাই তোমরা কি তোমাদের অভিনয়কে মনে রাখবে নাকি ভুলে যাবে ? বাবা বলেন যে, তোমরাই এই অভিনয় করেছে, এই সকলই হলো বিশ্ব নাটক । নতুন দুনিয়া আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো হয়ে যাবে । প্রথম প্রথম ওপর থেকে যে সব আত্মারা আসে তারা সবাই স্বর্ণযুগে আসে । এই সমস্ত কথাই এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে । সত্যযুগের প্রথমে তোমরাই এসেছিলে অভিনয় করার জন্য । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক মহারাজা - মাহারানী ছিলে । তোমাদেরই রাজধানী ছিল । এখন তো সেইসব রাজধানী আর নেই । এখন তোমরা শিখছ কেমনভাবে তোমরা সেই রাজত্ব চালাবে । সেখানে কোনো উজির থাকে না । কারণ সেখানে রায় দেবার কোনো প্রয়োজন হয় না । এই শ্রীমতের দ্বারা সেখানে সবাই শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় তাই তাদের আর অন্যের থেকে রায় নেবার দরকার হয় না । যদি কেউ অন্য কারোর থেকে বুদ্ধি নেয় তাহলে বৃদ্ধিতে হবে যে তার বুদ্ধির জোর কম । এখন তোমরা যে শ্রীমত পাচ্ছো তা সত্যযুগেও বজায় থাকবে । এখন তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হচ্ছে । তাই এখন তোমাদের আত্মাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । শান্তিধাম থেকে এসে তোমরা এখানে কথা বলার উপযুক্ত হতে পারো । কথা না বলতে পারলে কোনো কাজই করা যাবে না । এটা খুবই বোঝার কথা । যেমন বাবার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান আছে ঠিক তেমনই আত্মার মধ্যেও সেই সমস্ত জ্ঞানই আছে । আত্মা বলে, আমরা এক শরীর ছেড়ে সংস্কার অনুযায়ী দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করি । পুনর্জন্ম অবশ্যই সকলের হয় । আত্মারা যে যেমন পার্ট পায়, সেই অভিনয়ই তারা করতে থাকে তারপর সংস্কার অনুযায়ী দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করে । বহুজন্মের কারণে আত্মাদের দিনে দিনে পবিত্রতা কম হতে থাকে । পতিত অক্ষর দ্বাপর যুগের থেকে কাজে আসে তারপর ধীরে ধীরে তার তফাত নজরে পড়ে । যেমন নতুন বাড়ি বানানো হলে , একমাস পর কিছু তফাত তো অবশ্যই নজরে আসে । এখন তোমরা বৃদ্ধিতে পারছো যে বাবা তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দান করেন । বাবা বলেন যে আমি এসেছিই তোমাদের বাচ্চাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিতে । যে যত পুরুষার্থ করবে সে তত বড় পদ পাবে । বাবার কাছে কোনো সন্তানেরই কোনো তফাত হয় না । বাবা জানেন যে আমি আত্মাদেরই পড়াছি । আত্মারা নিজেদের জন্য নিজেরাই পুরুষার্থ করে । এখানে পুরুষ বা মহিলা এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না । তোমরা সকল বাচ্চারা বেহদের বাবার থেকে এই বর্ষা গ্রহণ করছো । সব আত্মারাই ভাই - ভাই, যাদের বাবা পড়ান এবং বর্ষা বা রাজত্বের অধিকার দেন । বাবাই রুহানি বাচ্চাদের সাথে এই বলে কথা বলেন যে, হে প্রিয়, মিষ্টি, সিকিলধে বাচ্চারা, তোমরা অনেক দিন ধরে এই অভিনয় করে আসছো, এখন এসে তোমরা আমার সঙ্গে মিলেছ নিজেদের বর্ষা বা সম্পত্তি নেবার জন্য । এই সমস্ত কিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । শুরু থেকেই এই সমস্তকিছুই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা অভিনেতারা সকলেই এখানে অভিনয় করতে থাকো । আত্মা হলো অবিনাশী, আত্মার মধ্যে এই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে ।

শরীর তো পরিবর্তনশীল । বাকী আত্মারা পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে থাকে । সত্যযুগে সকলেই পবিত্র থাকে । আর এই দুনিয়াকে বলা হয় পতিত দুনিয়া । এখন আবার নতুন করে সুখধাম স্থাপন হতে চলেছে । বাকী অন্য আত্মারা সবাই মুক্তিধামে থাকবে । এখন এই বেহদের নাটক সম্পূর্ণ হবার সময় হয়েছে । সমস্ত আত্মারা মশার মতো এই পৃথিবী ত্যাগ করবে । এই সময় যে আত্মারা এই পতিত দুনিয়ায় আসবে, তাদের এখানে কি মূল্য থাকবে । বাস্তবে তাদেরই মূল্য থাকে যারা প্রথম প্রথম এই নতুন দুনিয়াতে আসে । নতুন দুনিয়া ছিলো, তা ধীরে ধীরে পুরোনো হয়েছে । নতুন দুনিয়াতে দেবতারা ছিলো, সেখানে দুঃখের নামমাত্র ছিলো না । এখানে তো অথৈ দুঃখ । শিববাবা এসেই দুঃখের এই পুরোনো দুনিয়া থেকে সকলকে উদ্ধার করেন । এই পুরোনো দুনিয়ার অবশ্যই বদল হবে । যেমনভাবে দিনের পরে রাত আর রাতের পরে দিন হয় । তোমরা বুঝতে পেরেছো যে বরাবর তোমরাই সত্যযুগের মালিক হবে, তাহলে তোমরা কেন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করবে না ? কিছু তো পরিশ্রম তোমাদের করতেই হবে । রাজস্ব পাওয়া কোনো সহজ কথা নয় , বাবাকে স্মরণ করতেই হবে । এ হলো মায়ার অতি আশ্চর্য গুণ যা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে দেয় । এর জন্য কোনো উপায় বের করা চাই । এমন নয় যে আমার হলেই তোমাদের স্মরণ খুব ভালোভাবে হবে । বাকী পুরুষার্থ তোমরা কি করবে ? যতক্ষণ বেঁচে থাকবে পুরুষার্থ তোমাদের করতেই হবে । জ্ঞানঅমৃতও পান করতে হবে । তোমরা এও জানো যে , এই তোমাদের শেষ জন্ম । এই শরীরের অভিমান ত্যাগ করে তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে । তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে এবং পুরুষার্থও অবশ্যই করতে হবে । কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো । " তুমিই মাতা এবং তুমিই পিতা" এ হলো ভক্তিমার্গের মহিমা । তোমাদের এক ভগবানকেই স্মরণ করতে হবে । আমিই হলাম স্যাকারিন তুল্য মিষ্ট, তোমরা সবাইও অন্য সবকিছু ছেড়ে খুব মিষ্টি সেকারিনের মতো হয়ে যাও । তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান, তাই তাকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য সর্বদা স্মরণের যাত্রায় থাকো । সবাইকে বলো যে বাবার থেকে তোমরা সুখের বর্ষা গ্রহণ করো । সত্যযুগেই সম্পূর্ণ সুখ থাকে । বাবাই এই সুখধাম স্থাপন করে , বাবাকে স্মরণ করাও অতি সহজ, কিন্তু মায়ার অনেক বিরোধীতা আসে তাই চেষ্টা করে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের খাদ বা পাপ দূর হবে । তাই বলা হয় এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি ।

এই বিশ্ব নাটকে প্রত্যেকেরই নিজেদের অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হবে । এই নাটকে সবথেকে বেশী হলো তোমাদের অভিনয় । সুখও সবথেকে বেশী তোমরাই পাও । বাবা বলেন যে তোমাদের দেবীদেবতা ধর্ম হলো অতি সুখদায়ী । আর বাদবাকী সবাই হিসাব নিকাশ শোধ করে শান্তিধামে চলে যাবে । খুব বেশী বিস্তারে আমরা কেন যাব ? বাবা তো এসেছেনই আমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । একঝাঁক মশার মতো সবাইকে তিনি নিয়ে যান । এই বিনাশী শরীর সব শেষ হয়ে যাবে । বাকী আত্মারা অবিনাশী , তারা হিসাব নিকেশ শেষ করে সবাই চলে যাবে । এমন নয় যে আত্মারা আগুনে ঝাঁপ দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে । স্মরণের যোগযাত্রার দ্বারাই আত্মাদের পবিত্র হতে হবে । এ হলো যোগের আগুন । মানুষ কিন্তু এমন নাটক বানিয়েছে যে সীতা অগ্নির মধ্যে দিয়ে পার হয়েছিলো । আগুনের মধ্যে দিয়ে কোনো একজন তো আর পার হবে না । বাবা বোঝান যে তোমরা সব আত্মারূপী সীতারাই এই সময় সবাই পতিত, তোমরা সবাই এখন রাবণের রাজ্যে বন্দী । এখন এক বাবার স্মরণেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । রাম হলেন একজনই । অগ্নি শুনলেই মানুষ ভাবে , আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে পবিত্র হওয়া । কিন্তু কোথায় যোগ অগ্নি আর কোথায় এই আগুন ।

আত্মা আর পরমাত্মা যোগযুক্ত হলেই পতিত থেকে পবিত্র হবে। এ হলো রাত দিনের তফাত। সমস্ত আত্মারা হলো সীতা। তারা রাবণের জেলে শোক বাটিকায় বন্দী। এই কলিযুগীয় সুখ তো কাকবিষ্ঠার তুল্য। স্বর্গে তো অথৈ সুখ থাকে। তাই তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞানরঞ্জনের দ্বারা ঝুলি ভর্তি করতে হবে। কোনোরকমের সংশয় যেন তোমাদের না আসে। দেহ - অভিমান এলে অনেক ধরনের প্রশ্ন জীবনে আসে। তখন বাবা যে ধরনের কাজ তোমাদের করতে বলেন তা তোমরা করো না। মুখ্য কথাই হলো তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। কে তোমাদের পবিত্র বানাবে তা তোমরা কেউই জানো না। সবাইকে বলো যে তোমরা যদি পতিত হও তবে দুর্ভাগ্যের শিকার হবে। কেউই নিজেদের বিকারী ভাবে না, তারা বলে যে সবাই তো গৃহস্থী ছিলো রাম - সীতা, লক্ষ্মী - নারায়ণ সকলেরই তো সন্তান ছিলো। সেখানেও তো সন্তানের জন্ম হতো, মানুষ ভুলে গেছে যে, ওই দুনিয়াকে বলা হয় জ্ঞানের দুনিয়া। ওই দুনিয়া হলো শিবালয়। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের কতো যুক্তি বলে দেন। শিববাবাই হলেন একাধারে বাবা, শিক্ষক এবং গুরু, যিনি সবাইকে সঙ্গতি দেন। এই দুনিয়ায় যখন গুরু মারা যান তখন তাঁর পরবর্তী শিষ্য সেই পদের অধিকারী হন। কিন্তু তিনি কিভাবে সবাইকে সঙ্গতি দেবেন। সবার সঙ্গতিদাতা হলেন একজনই। রাবণরাজ্যে সবার দুর্গতি থাকে আর রামরাজ্যে সবারই সঙ্গতি হয়। বাবা সবাইকে পবিত্র করে নিয়ে যান, তারপর কেউই হটাত করে পতিত হন না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ক্রমানুসারে নামতে থাকে। সত্যপ্রধান থেকে সবাই সত্য, রজ এবং তমোতে নামতে থাকে তোমাদের বুদ্ধিতে এই ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা এখন লাইট হাউস অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা জেনেছো যে, এই চক্র কেমনভাবে ঘুরতে থাকে। এখন তোমাদের বাচ্চাদের অন্য সকলকে এই পথ বলতে হবে। তোমরা সকলেই হলে শিবসেনা। তোমরা হলে পাইলট অর্থাৎ পথনির্দেশক। তাই সবাইকে বলো এখন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। কলিযুগের এই দুঃখধামকে ভুলে যাও। আমি তোমাদের খুব সুন্দর এক পথ বলছি, যে পথে এক নিরাকার শিববাবাই হলেন পতিত পাবন। তাঁকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে। তোমাদের আত্মার উপর যে বোঝা রয়েছে তা থেকে তোমরা মুক্ত হবো ভগবানুবাচ হল- "মনমনাভব।" শিব ভগবানুবাচঃ বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি সবকিছুর বিনাশ করে আর বিনাশকালে পরমপিতা - পরমাত্মার সঙ্গে প্রীত বুদ্ধি বিজয় প্রাপ্ত করায়। তোমাদের যত প্রীত বুদ্ধি হবে ততো তোমরা উঁচু পদ পাবে। দেহ - অভিমান এলে এত উঁচু পদ তোমরা পেতে পারবে না। আচ্ছা

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানরঞ্জনের দ্বারা নিজের ঝুলি ভর্তি করতে হবে। কোনো ধরনের সংশয় এসে যেন উপস্থিত না হয়। যতটা পারা যায় বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করে পবিত্র হতে হবে। অন্য কোনো প্রশ্নে যাওয়ার দরকার নেই।

২) এক বাবার সঙ্গে সত্যিকারের প্রীতির সম্পর্ক রেখে বাবার সমান মিষ্টি স্যাকারিন তুল্য হতে হবে ।

বরদান : - জ্ঞানের আলো এবং শক্তির দ্বারা দুর্বল সংস্কারকে সমাপ্ত করে শক্তি সম্পন্ন হও ।

জ্ঞানের দ্বারাই নিজের দুর্বল সংস্কারকে জানা যায় আর যখন সেই বিষয়কে বুঝতেও পারা যায় তখন কিছু সময়ের জন্য সেই সংস্কার ভিতরে থেকে যায়, এই দুর্বল সংস্কারকে সমাপ্ত করার জন্য জ্ঞানের আলো এবং অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় । এর জন্য মাষ্টার সর্বশক্তিমান এবং মাষ্টার জ্ঞানসাগরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করারও মাষ্টার হও । জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে শক্তিতে ভরপুর করো, নিজের মনন শক্তিকে বাড়াও তাহলেই শক্তিসম্পন্ন হতে পারবে ।

স্লোগান :- যেখানে সর্ব প্রাপ্তি আছে সেখানেই প্রসন্নতা আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সুখদাতা বাবাকে অনেক অনেক ভালবেসে স্মরণ করো , স্মরণ ছাড়া ভালবাসা হতে পারেনা "

প্রশ্নঃ - বাবা প্রতিদিন স্মরণের অভ্যাস করার ঈঙ্গিত কেন দেন ?

উত্তরঃ - কেননা স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে । স্মরণের দ্বারাই পুরো বরসা নিতে পারবে । আত্মার সকল বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে । বিকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । সাজা থেকে রেহাই পাবে । স্মরণ যত করবে খুশিও ততই থাকবে । লক্ষ্য (মঞ্জিল) সমীপে অনুভব হবে । কখনও ক্লান্ত থাকবেনা। বেহদের সুখ প্রাপ্তির জন্য স্মরণের অভ্যাস তাই অবশ্যই করতে হবে ।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেও না . . .

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি রুহানি বাচ্চারা গানের এই কলির অর্থ বুঝেছে । তোমরা এখন জীবনে থাকতেই বেহদের বাবার হয়েছ । সারা কল্পে তো হদের বাবার হয়েছিলে । সত্যযুগেও হদের বাবারই থাকো । এখন শুধুই তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা বেহদের বাবার হয়েছ । তোমরা জেনেছ বেহদের বাবার থেকে আমরা বেহদের বরসা নিই অর্থাৎ বিশ্বের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হই । যদি বাবাকে ছেড়ে দিই তবে রাজ্য অধিকার পাওয়া যাবেনা । যদিও বা তোমরা বুঝিয়ে দিচ্ছ কিন্তু অল্পতে তো কেউ রাজী হয় না । মানুষ অনেক ধন চায় ; ধন ব্যতীত সুখ হয়না । ধনও চাই , শান্তিও চাই , নীরোগ কায়াও চাই । তোমরা বাচ্চারাই জেনেছ দুনিয়ায় আজ কি আছে আর কাল কি হবে ! বিনাশ এখন একেবারে সামনে উপস্থিত , এই কথা আর কারও বুদ্ধিতে আসেনা । যদি বোঝেও বিনাশ সামনে এসে গেছে তবুও কি করতে হবে তা জানেনা । তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারছ , তোমাদের এমন আভাসও হয় - যে কোনও সময় লড়াই লেগে যেতে পারে , সামান্য অগ্নি স্ফুলিঙ্গেই দাবানলের মতো আগুন ছড়িয়ে যেতে পারে । দেরী লাগবেনা । আগেও কত সামান্য কথাতেই বড়সড় লড়াই লেগেছিল । বাচ্চারা জানে পুরনো দুনিয়া এই শেষ হলো বলে ! এইজন্য তাড়াতাড়ি বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের সম্বাধিকার নিতে হবে । বাবাকে সদা স্মরণ করলে অনেক খুশিতে থাকবে । দেহ-অভিমান আসার কারনেই সেই খুশিও গায়েব হয়ে যায় । দেহ-অভিমानी হচ্ছে যখন তবে তো নিশ্চয়ই বাবাকে স্মরণ করছ । দেহ-অভিমানে থাকা মানে বাবাকে ভুলে দুঃখকে সাথী করে নেওয়া । বাবাকে যত স্মরণ করবে , বেহদের বাবার থেকে ততই সুখের আমদানি করতে পারবে । তোমরা এখানে এসেছই এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে । রাজা-রাণী আর প্রজার চাকরবাকর , অনেক তফাত ! এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে প্রাপ্ত পদই কল্প-কল্পান্তরে কায়েম থাকে । পশ্চাতে সকলের সাক্ষাত্কার হবে - আমরা কতখানি পুরুষার্থ করেছি । বাবা এখনও বলছেন নিজের স্থিতিকে দেখতে থাক । মিষ্টি মধুর বাবা , যাঁর থেকে স্বর্গ রাজ্যের প্রাপ্তি হয় তাঁকে আমরা কতটুকু স্মরণ করি ! তোমাদের পুরুষার্থ-এর সমস্ত মূল হলো স্মরণে । স্মরণ যত করবে ততই খুশিতে থাকবে । বুঝতে পারবে , ব্যস্ একেবারে কাছে এসে পৌঁছেছি । কেউ তো ক্লান্ত হয়ে পড়ে , জানিনা মঞ্জিল আর কতদূর ! পৌঁছলে জানব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে । দুনিয়ার লোকেদের এও জানা নেই ভগবান কাকে বলা হয়ে থাকে । বলেও , হে ভগবান ! আবার বলবে পাথর -নুড়ি -কাঁকরের মধ্যে , ভগবান সর্বত্র । সর্বত্রই যদি ভগবান তবে তাঁকে খোঁজা কেন ! এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ আমরা বাবার হয়েছি । বাবার

শ্রীমতেই এখন চলতে হবে। যদিও - বা বিলেতে থাকো, সেখানে থেকেও শুধুই বাবাকে স্মরণ কর। তোমরা শ্রীমত তো পেয়েই গেছ। আত্মা বাবার স্মরণ ব্যতীত তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারেনা। তোমরা বলো - বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করব। যেহেতু আমাদের বাবা (ব্রহ্মাবাবা) বরসা নেন, আমরাও পুরুষার্থ করে তাঁর উত্তরাধিকারের গদিতে বসব। মায়া-বাবা রাজ-রাজেশ্বর, রাজ-রাজেশ্বরী হন; আমরাও সেইরকমই হব। পরীক্ষা তো সকলের জন্য এক। অল্পবিস্তর তোমাদের শেখানো হয়, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ কর। একে বলা হয়ে থাকে রাজযোগ বল। তোমরা বুঝতে পারো যোগের মাধ্যমে অনেক বল প্রাপ্তি হয়। আমরা কোনও বিকর্ম করলে অনেক সাজাও প্রাপ্ত করতে হবে, পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। স্মরণের পথকেই মায়া বিঘ্নিত করে। তোমরা জেনেছ আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি। যে ব্রাহ্মণ হবে সে-ই নিমিত্ত হবে। ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত তোমরা বাবার থেকে বরসা অর্থাৎ স্বর্গীয় রাজত্ব কাম্যে করতে পারবে না। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেনই বরসা দিতে অর্থাৎ স্বর্গের রাজ্যভার তুলে দিতে। আমরা তো শিববাবারই। উনি নতুন সৃষ্টি রচনা করেন স্বর্গরাজ্যের সম্বাদিকার দিতে। শরীরধারীদেরই বরসা দেবেন আত্মারা তো ওপরেই থাকে। ওখানে তো বরসা বা প্রালঙ্কর কোনো কথাই নেই। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে প্রালঙ্ক অর্জন করছ। যা দুনিয়ার কারও জানা নেই। সময় এখন সামনে এসে যাচ্ছে। সবসময় হুঁশিয়ার করছে অমুকে যদি এমন করে তবে আমরা তাদের উড়িয়ে দেব অর্থাৎ নির্মূল করে দেব। সবকিছু ধ্বংস করার প্রস্তুতি চলছে। বস্তু ইত্যাদি রেখে দেওয়ার জন্য নয়। প্রস্তুতি অনেকই হচ্ছে। বৃটিশ গভর্নেন্ট-এর সময় পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ছিল কি? লেখা আছে যবনদের লড়াই। পাণ্ডব আর কৌরবের লড়াই নয়। চিরকাল যবনরাই লড়াই করছে। বস্তু সব প্রস্তুত। বাবা এখন আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমাদের স্মরণ করো, তা - না হলে পশ্চাতে অনেক কাঁদতে হবে। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে জলে গিয়ে ডুবে মরে। এখানে তো রাগের কথা নেই! পশ্চাতে তোমাদের অনেক সাক্ষাত্কার হবে। আমরা কি - কি হব তাও জানা হয়ে যাবে। বাবার কাজ হলো পুরুষার্থ করানো। বলছেন, বাচ্চারা কর্ম করতে করতে স্মরণ করো, ভুলে যাচ্ছ বা সময় পাচ্ছ না! তো ঠিক আছে, ব'সো। স্মরণে বসে বাবাকে স্মরণ করো। নিজেদের মধ্যে তোমরা মিলিত হয়েও এই চেষ্টা করো আমরা বাবাকে স্মরণ করব। মিলিতভাবে বসে স্মরণ করলে তা স্মরণের পথকে সুগম করে তোলে। মূল উদ্দেশ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। এখানে, সংগঠনে আস বা না-ই আস। কেউ বিলেত গেলে তো আসতে পারবে না। ওখানে গিয়েও একটা কথা মনে রেখো; বাবাকে স্মরণ করেই কিন্তু তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে। বাবা (ব্রহ্মাবাবা) সর্বদা বলছেন শুধুমাত্র একটা কথাই স্মরণে রেখো - শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা বলছেন - মনমনাভব। আমাদের স্মরণ করলেই বিশ্বের মালিক হবে। আসল কথাটা হলো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কোথাও যাওয়া - আসা এসবের কথা না, ঘরে ব'সো আর শুধু বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্র না হলে স্মরণ করতে পারবে না। এরকম তো কখনও হয়না যে ক্লাস -এ এসে সবাই পড়বে! মন্ত্র নিয়ে যদি কোথাও চলেও যাও, বাবা তো সতো প্রধান হওয়ার রাস্তা বলেই দিয়েছেন। এমনিতে সেন্টারে এলে নতুন নতুন পয়েন্ট শুনতে পাবে। যদি কোনও কারণে না আসতে পারলে, বর্ষা হচ্ছে অথবা কার্ফু চলছে তবে তো বাইরে বেরোতেই পারবে না; তাহলে আর কি করা যাবে! বাবা বলে দিয়েছেন কোনও সমস্যা নেই। যে কোনখানেই থাকো তোমরা বাবার স্মরণে থাকো। চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো। অন্যদেরও এই বলো যে বাবার স্মরণ করাতেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে দেবতায় পরিণত হবে। শব্দই হল দুটো। বাবা বলছেন - এই শৈশব ভুলে যেওনা। আজ হাসছ কাল হয়তো কাঁদতে হতেও পারে যদি বাবাকে ভুলে যাও। বাবার থেকে বিশ্বরাজ্যের ভার সম্পূর্ণতার

সাথে নিতে হবে । এরকম অনেকেই আছে যারা বলে স্বর্গে তো যাব তারপর ভাগ্যে যা আছে । এরকম ভাবনাচিন্তাকে পুরুষার্থ করেছে বলা যাবেনা । মানুষ পুরুষার্থ করেই উচ্চ পদ পাওয়ার জন্যে । এখন যখন বাবার থেকে উঁচু পদ পাওয়া যাবে , তবে কি গাফিলতি করা উচিত ! স্কুলে গিয়ে না পড়লে তবে তো লেখাপড়া জানা সকলের কাছে নতজানু হয়ে থাকতে হবে । বাবাকে যথার্থভাবে স্মরণ না করলে তবে তো সেখানে গিয়ে প্রজারও চাকরবাকর হতে হবে । এতে কি আদৌ খুশি হওয়া ঠিক ! তাই বাবা বুঝিয়েছেন - বাধ্য এবং মনোযোগী মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বাবার সামনে বসে জ্ঞানপ্রাপ্ত করে রিফ্রেশ হয় অর্থাৎ আত্মার ভাবকে জাগ্রত করে । অনেক বন্ধেলিয়া (ঘর-গৃহস্থালীর ঘেরাটোপে আবদ্ধ স্ত্রী লোকেরা) আছে ; কোনও তো অসুবিধে নেই , ঘরে বসেই বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের কত সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে , মৃত্যু সামনে উপস্থিত , হঠাত করেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে । সবসময়ই তো একজন আরেকজনকে বলে চলেছে সামান্য গড়বড় করলে আমরা এই করব -তাই করব ! কিছু হবার আগেই বলে দেয় , বস্তু-এর অহংকার খুব । বাবা বলছেন - বাচ্চারা যোগবলের প্রতি একেবারে সতর্ক হয়নি , এরকম না হয় যে তোমরা সম্পূর্ণ তৈরী হওয়ার আগেই লড়াই লেগে গেল । কিন্তু ড্রামা অনুসারে এরকম কিছু হবেই না । বাচ্চারা পুরো বরসা এখনও নেয়নি এইজন্য এই নিশ্চয় হচ্ছে লড়াই -ঝগড়া হবেই , এবং তা হলেও বন্ধ হয়ে যাবে কেননা রাজধানী এখন স্থাপনা হয়নি । সময় লাগবে । পুরুষার্থ করাতে থাকছে, জানা নেই যে কোনও সময় যা কিছু হয়ে যেতে পারে । সবকিছুর স্থানচ্যুতি ঘটে ; এরোপ্লেন , ট্রেন ইত্যাদিও স্থানচ্যুত হয় , মৃত্যু যেন সবসময় শমন হাতে দাঁড়িয়ে আছে । ধরনীও দুলে ওঠে । সবচেয়ে বড় বিনাশ হবে ভূমিকম্প । কিন্তু বিনাশ হওয়ার আগে বাবার থেকে বিশ্বরাজত্বের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে এইজন্য অতি আনন্দে , ভালবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা আপনি ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কেউ নেই শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । কত সহজ এই রীতি যেন ছোট ছোট বাচ্চাদের বোঝানো হচ্ছে আর কোনও কষ্ট দেব না , শুধু স্মরণ করো । আর কামচিটায় বসে যে তোমরা জ্বলে পুড়ে মরছ , তা' এখন জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র করে নাও । তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় আপনাদের উদ্দেশ্য কি ? বলে দাও , যিনি সবার বাবা তিনি বলছেন মামেকম্ স্মরণ করো অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করে নিজেদের বিকর্ম বিনাশ করো এবং তাতে তোমরা তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হয়ে যাবে । সকলের সদগতিদাতা এক বাবা । বাবা এখন বলছেন - আমাকে স্মরণ করো তবে আত্মার ওপর যে মরচে পড়েছে তা' ঝরে যাবে । এতটুকু এই বার্তা তো সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে ! নিজে স্মরণ করলে তবে অন্যকেও স্মরণ করাতে পারবে । অন্যকে মন থেকে বলতে হবে নয়তো তা' হৃদয়ের ভাষা হবেনা । বাবা বলেন - যেখানেই থাকো যত সম্ভব শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । যদিওবা খাওয়া দাওয়ার কষ্ট ইত্যাদি হয় । তবুও ঘরেই তো থাকবে । ঘরে থেকে আমাকে স্মরণ করতে হবে , যে-ই মিলিত হোক এই শিক্ষা তাকে দাও - মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়িয়েছে । বাবা বলেন , তোমরা সকলেই তমঃপ্রধান , পতিত হয়েছ , এখন আমাকে স্মরণ করে পবিত্র হও । আত্মাই পতিত হয় , সত্যযুগে হয় পবিত্র আত্মা । বাবাকে স্মরণ করেই আত্মা পবিত্র হবে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই । এই বার্তা জনে জনে দিতে থাকো তবে অনেকেরই কল্যাণ করা হবে এবং কোনও কষ্ট দেবনা । পুরুষোত্তম মাসে (শ্রাবণ মাসে) শিবমন্দিরে গিয়েও বোঝাও যে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম কে ? সত্যযুগ আদিতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পুরুষোত্তম ছিলেন । ঐনাদের এইরকম বানানোর কারিগর অর্থাৎ স্বর্গের স্থাপনা করেছেন বাবা । সকল আত্মাকে পবিত্র করে গড়ে তুলেছেন পতিত-পাবন বাবাই । সর্বোত্তম থেকেও উত্তম পুরুষ গড়েছেন এক বাবা । যিনি পূজ্য ছিলেন পরে আবার তিনিই পূজারী হয়েছেন । বাবাকে স্মরণ করার পথ অন্যকেও বলে দিতে হবে । বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধাদেরও

এই সেবা করা উচিত । বন্ধুবান্ধব -আত্মীয়স্বজন সকলকে বাবার পরিচয় দাও । "বলো , শিববাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে স্বর্গের মালিক হতে পারবে ।" নিরাকার শিববাবা সকলের সদগতি দাতা বাবা , সব আত্মাকে বলেন - "আমাকে স্মরণ করলে তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে" এইটা বোঝানো তো সহজ । বৃদ্ধারাও এই সেবা করতে পারে । এই-ই হলো মূল কথা । বিয়ের অনুষ্ঠানে যাও বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে , যেখানেই যাও , সবাইকে শোনাও । গীতার ভগবান বলেন - "আমাকে স্মরণ করো" , এই কথা সকলের পছন্দ হবে । বেশী বলার দরকারই পড়বে না । কেবলমাত্র বাবার বার্তা পৌঁছাতে হবে যে , বাবা বলেন - "আমাকে স্মরণ করো ।" আচ্ছা ! এইভাবে মনে করো , ভগবান প্রেরণা দিচ্ছেন । স্বপ্নে সাক্ষাত্কার হয় , কণ্ঠস্বরের আওয়াজ শোনা যায় - বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো তবে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা নিজেরা শুধু এই চিন্তা করলে তবে এই সৃষ্টি সংসারের বেড়া পার হয়ে যাবে । বাস্তবে আমরা বেহদের বাবার হয়েছি এবং বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্যে স্বর্গ রাজ্যের ভার গ্রহণ করছি , তবে তো খুশি থাকাই উচিত । বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই কষ্ট পেতে হয় । বাবা কত সহজে বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো তবে সবাই বুঝবে এদের মানে তোমাদের একেবারে ঠিক রাস্তা মিলেছে । এই রাস্তার হৃদিস কখনও আর কেউ বলে দিতে পারেনা । সময় এমন হবে যে তোমরা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারবেনা । বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ছেড়ে দেবে । অন্তকালে যে শিববাবাকে স্মরণ করবে . . . পরে নারায়ণ ঘরানায় বার বার জন্ম নেবে । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব আসবে । প্রতি বারে রাজপদ পাবে । ব্যস্ শুধু এইটুকু যে ভালবেসে বাবাকে স্মরণ কর । স্মরণ ভিন্ন ভালবাসবে কিভাবে ! সুখ পেলে তখন স্মরণ করে থাকে । দুঃখ দেয় এমন কোনও কিছুকে ভালবাসা যায় না । বাবা বলছেন - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক তৈরী করি এইজন্য তোমরা আমাকে ভালবাস । বাবার মতে তো চলতে হবে ! আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা , বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাতা রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পড়াতে কখনও গাফিলতি কোরোনা , লড়াইয়ের আগে বাবার থেকে রাজ্যাধিকার পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে ।

২) শ্রীমত অনুসারে বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞানকে স্মৃতিতে রেখে তপস্যারত সত্যকার তপস্বী ও সেবাধারী ভব !

ভক্তিমার্গে দেখানো হয় , তপস্বী বৃক্ষের নীচে বসে তপস্যা করছে । এর একটা রহস্য আছে । তোমাদের বাচ্চাদের নিবাস সৃষ্টিকৰ্পী কল্পবৃক্ষের মূলে । বৃক্ষের নীচে বসার দরুণ সম্পূর্ণ বৃক্ষের নলেজ বুদ্ধিতে স্বতঃই থাকে । তাই সারা বৃক্ষের জ্ঞান স্মৃতিতে রেখে সাক্ষী হয়ে এই বৃক্ষকে দেখ । তবে এই

নেশা , খুশীর উদ্বেক করবে আর এর থেকে ব্যটারী চার্জ হয়ে যাবে এবং সেবা করতে করতে তপস্যাও সাথে সাথে হতে থাকবে ।

স্লোগান :- শরীরের অসুখ কোনো বড় কথা নয় কিন্তু মন কখনও যেন অসুস্থ না হয় ।

অন্তর সম্পন্ন করবার উপায় ' তৎক্ষণাৎ দান মহাপুণ্য '

আজ বাপদাদা সকালের প্রাতঃকালের বতনের(দেশের) বাপ-দাদা দুজনার রুহ-রিহানের কাহিনী চিত্র সহ শোনাচ্ছেন । কাহিনী শুনতে সবারই ভালো লাগে তাই না ! তাহলে আজকের কাহিনী কি ছিল ? ব্রহ্মাবাবা দেশের(বতনের) বাগানে বেড়াতে গেছিলেন । বেড়ানোর সময় সামনে কে ছিলেন ? বাবার সম্মুখে সদা কে থাকেন ? এই কথা সবাই ভাল করে জানো তো তাই না ? বাবা বাচ্চাদের মালা স্মরণ করছেন। কোন্ মালা ? গুণের মালা। তো ব্রহ্মাবাবা গুণের মালা স্মরণ করছিলেন । শিববাবা , ব্রহ্মাবাবাকে জিজ্ঞাসা করেন - "কি স্মরণ করছ ?" ব্রহ্মাবাবা বলেন - " যা আপনার কাজ তাই আমার কাজ " , বাচ্চাদের গুণমালা দেখছিলাম । শিববাবা জিজ্ঞাসা করেন - কি কি দেখলে? কি কি দেখে থাকতে পারে ? কোনো বাচ্চার শুধু নেকলেসের মতন মালা দেখলেন আর কোনো বাচ্চার লম্বা মালা পায়ে লুটিয়ে পড়ছে । কোনো বাচ্চার সীতাহারের মতন অনেক লড়ির মালা ছিল। কোনো বাচ্চাদের এত মালা ছিল যেন মালাই তাদের ড্রেস হয়ে গিয়েছিল ।

ব্রহ্মাবাবা ভ্যারাইটি গুণের মালায় সেজে থাকা বাচ্চাদের দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলেন। তোমরা প্রত্যেকে নিজের গুণমালার বিষয়ে জান কি ? কত সেজে রয়েছ, নিজের এই চিত্র দেখছ কি ? ব্রহ্মাবাবা চিত্র রেখাকার হয়ে চিত্র আঁকছেন অর্থাৎ চিত্রে ভাগ্যের রেখা টানছিলেন। তুমি নিজেও নিজের চিত্র অর্থাৎ নিজ ভাগ্যের ছবি তুলতে পারো কি ? ফটো তুলতে পারো তাই না ? ফটো তুলতে জানো তো ? নিজের অথবা অন্যদের ? নিজের ফটো তুলতে পারো কি ? তো আজ সবার ফটো বতনে দৃশ্যমান ছিল। কত বড় ক্যামেরা হতে পারে! শুধুমাত্র তোমাদের নয় , সব ব্রাহ্মণদের ফটো ছিল। মালার শৃঙ্গার দেখতে দেখতে কোনো কোনো বাচ্চাদের বিশেষত্ব কি দেখা গেল - প্রত্যেকটি গুণ হীরের মত ভ্যারাইটি রূপ ও রঙের ছিল। বিশেষ চার প্রকারের রঙ ছিল , যার মধ্যে মুখ্য চারটি সান্কেটের চারটি রঙ ছিল। সান্কেট কি জানো তো ? জ্ঞান - যোগ - ধারণা - সেবা ।

জ্ঞান স্বরূপের চিহ্ন কি রঙের হবে ? *জ্ঞান-স্বরূপের* *চিহ্ন* - সোনালী রঙের (গোল্ডেন কালার) যা হাল্কা গোল্ডেন কালারের হওয়ার জন্যে ঐ একটি হীরায় সব রঙ দেখা যাচ্ছিল । একটি হীরে থেকেই বিভিন্ন রঙের কিরণ ঝলমল করছিল । দূর থেকে এমন অনুভব হবে যেন সূর্য ঝলমল করছে, আর এ হল তার চেয়েও সুন্দর সূর্য। কেননা সব রঙের কিরণ দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল । চিত্রটা চোখের সামনে ভাসছে তাই না! কেমন চকমক করছে হীরা ?

স্মরণের *চিহ্ন* - এতো খুবই সহজ তাই না ? স্মরণে বসে এখানেও কি করো ? লাল রঙ । কিন্তু এই লাল রঙও গোল্ডেন রঙ মেশানো, তোমাদের এই দুনিয়ায় ঐ রঙ নেই । বলতে হলে লাল রঙই বলা হবে।

ধারণার *চিহ্ন* - সাদা রঙ কিন্তু সেই সাদা রঙও যেমন চাঁদের আলোয় সোনালী রঙ মেশানো হলে বা চাঁদের আলোয় হাল্কা হলুদ রঙ অ্যাড করা হলে চাঁদের আলো দেখা দেবে কিন্তু হাল্কা সোনালী মিশ্রিত হওয়ার কারণে তার চমক আরও সুন্দর হয়। এখানে সেই রঙ বানানো যাবে

না, কারণ সেসব আরও উজ্জ্বল চমকপ্রদ রঙ । যতই ট্রায়াল করো বতনের রঙ এখানে আসবে কোথা থেকে?

সেবার *চিহ্ন* - সবুজ রঙ । সেবায় চারিদিক সবুজের ছোঁয়া লাগিয়ে দাও কিনা। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করো।

তাহলে এখন শুনলে তো চারটি রঙ হল কি কি ? এই চারটি রঙের হীরের মালা সেবার গলায় ছিল। এতে ভিন্ন সাইজ আর উজ্জ্বলতায় তফাত ছিল। কারও জ্ঞান-স্বরূপের মালা বড় ছিল , তো কারও স্মরণ - স্বরূপের মালা বড় ছিল আবার কারও চারটি মালায় একটুখানি প্রভেদ ছিল। যাদের চারটি রঙের অনেক মালা ছিল - তারা নিশ্চয় কত সুন্দর দেখতে লাগছিল ? তো বাপদাদা সেবার রেজাল্ট মালার রূপে দেখছিলেন। দূর থেকে হীরের মত উজ্জ্বল চমক যেন টুনি বাজের লাইন - এইরূপ ছিল সেই চিত্র । এবারে এই চিত্র দ্বারা রেজাল্ট দেখে ব্রহ্মাবাবা বললেন - " সময়ের গতি অনুসারে সব বাচ্চাদের শৃঙ্গার সম্পন্ন হয়েছে কি ?" কারণ রেজাল্টে তফাত ছিল। তাহলে এই তফাত সমাপ্ত করবে কিভাবে ? ব্রহ্মাবাবা বললেন - বাচ্চারা পরিশ্রম তো অনেক করে । পরিশ্রমের সাথে তাদের ইচ্ছাও আছে , তারা সঞ্চলিত করে তাহলে বাকি কি থাকল ? জানো তো সবই তাই না ! নলেজফুল তো হয়েইছো । তবে বলো তফাতটা কি রয়েছে , যার ফলে কারও নেকলেসের মতন, কারও লম্বা পায়ের কাছে লুটোচ্ছে , তাও অনেক মালা ? একই কথা শুনছো এবং শোনাচ্ছো , বিধিও এক আর বিধাতাও হল এক , বিধান হল এক , তাহলে কি তফাত বাকি রইল ? সঞ্চলিতও এক, সংসারও হল এক ? তাহলে তফাত কেন ?

ব্রহ্মাবাবা আজ বাচ্চাদের প্রতি অশেষ স্নেহ অনুভব করছিলেন । সব চিত্র গুলিকে সম্পন্ন করতে তীব্র উদ্দীপনার অনুভব করছিলেন যে সবাইকে অতি শীঘ্র মালায় স্থান দেবেন। বাবা তো সাজিয়েও দেবেন কিন্তু ধারণ করার সামর্থ্যও চাই। সামলে রাখার সামর্থ্যও চাই। তো ব্রহ্মাবাবা , শিববাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন - কিরকম হল ? বাচ্চারা সঙ্গে যেতে সম্পূর্ণ রূপে সেজে উঠছে না কেন ? সাথে তো সেজেগুজেই যাবে তাই না! কারণ কি ? শিববাবা বললেন - তফাত হল খুবই ছোট। সবাই ভাবে সবাই করে কিন্তু কেউ আছে যাদের ভাবা এবং করা এক সময়েই হয় অর্থাৎ ভাবল-করল এক সাথে, তাই তারা সম্পন্ন হয়। আর কেউ আছে যারা ভাবছে এবং করছে কিন্তু ভাবা আর করার মধ্যে মার্জিন রয়ে যায়। ভাবনা খুবই ভাল কিন্তু করতে একটু সময় লাগে । সেই সময়ে না করার ফলে সঞ্চলের সেই সময়কার তীব্রতা , উল্লাস, উৎসাহ সেসবের পার্সেন্টেজে ঘাটতি পড়ে যায় । যেমন গরম খাবার ঠান্ডা খাবারের অনুভব আলাদা হয়ে যায় তাই না! তরতাজা খাবারের শক্তি এবং রেখে দেওয়া খাবারের শক্তিতে তফাত হয় কিনা। খাবার যতই ভাল হোক না কেন কিন্তু রাখা থাকলে তার রেজাল্ট সেইরকম হয় না । তেমনই যে সঞ্চলিত করা হয় তা যদি তৎক্ষণাত প্র্যাক্টিকালে পরিণত করা হয় তার রেজাল্ট , আর আজকের নেওয়া সঞ্চলিত প্র্যাক্টিকালে পরে পরিণত করা হয়-- তবে তার রেজাল্টে তফাত হয়েই যায়। মাঝখানে সময়ের মার্জিন থাকার জন্যে। এক তো সেবার পার্সেন্টেজ কমই রয়েছে । যেমন তাজা খাবারের ভিটামিনে তফাত হয়। দ্বিতীয় - মার্জিন হওয়ার জন্যে সমস্যা রূপী বিঘ্নও এসে পড়ে তাই ভাবা আর করা একসাথেই হোক। একেই বলা হয় - "তৎক্ষণাত দান হল মহাপুণ্য । " না হলে মহাপুণ্যের স্থানে পুণ্য রয়ে যায়। তাহলে তফাত হল কিনা ? মহাপুণ্যের ফল প্রাপ্তি এবং পুণ্যের ফল প্রাপ্তিতে তফাত হয়ে যায় তাইনা ।

বুঝলে কারণ কি ? কারণ তো খুবই ছোটো। প্র্যাক্টিকালেও করো শুধুমাত্র 'এখন' এর বদলে 'কখন' শব্দ ব্যবহার করো তাই পরিশ্রম বেশী করতে হয়। তো ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের বললেন এখন এই কারণের নিবারণ করো। শুনলে আজকের কাহিনী । দুই বাবার মধ্যের কাহিনী । এবারে কি করণীয় ? নিবারণ করো। নিবারণ করাই নির্মাণ করা হবে। তাহলে স্ব-রূপের নব-নির্মাণ এবং বিশ্ব রূপের নব-নির্মাণ । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা সাজ-সজ্জায় সম্পূর্ণ , ভাবা এবং করায় সমান থাকতে পারে যে, সর্বদা বাবার সমান তৎক্ষণাত দানী মহাপুণ্য আত্মারা , দুই পিতার শুভ ইচ্ছা পূর্ণকারী সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে*

সেবাধারী অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত সেবার স্টেজেই থাক। যদি আরামও করো তবুও স্টেজেই রয়েছ, স্টেজেও শোওয়ার পার্ট প্লে করা হয় কিনা, সবার দৃষ্টি তার দিকেই থাকে যে কিভাবে শুয়ে আছে , ঠিক সেইরকমই সেবাধারী অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা স্টেজে পার্টধারী । তার প্রতিটি পদক্ষেপ , প্রতিটি সেকেন্ড সমগ্র বিশ্বের সামনে থাকে, সেবাধারী সর্বদা হিরো পার্টধারী ভেবে চলে , সেন্টারে নয় কিন্তু স্টেজে বসে রয়েছ , বিশ্বের স্টেজে । তাহলে এতটাই অ্যাটেনশান থাকলে প্রতিটি সঙ্কল্প এবং কর্ম স্বতঃতই শ্রেষ্ঠ হবে তাইনা ! ন্যাচারাল অ্যাটেনশান হবে। অ্যাটেনশান দিতে হবেনা কিন্তু থাকবে কারণ স্টেজে রয়েছ কিনা । আর সর্বদা নিজেকে পূজ্য আত্মা স্বরূপ ভাবো কারণ পূজ্য আত্মা অর্থাৎ পবিত্র আত্মা । কল্প-কল্প পূজ্য তোমরা। পূজ্য স্বরূপ ভাবলে সঙ্কল্প এবং স্বপ্নও সদা পবিত্র হবে। তাহলে এইরূপ নেশা কি থাকে? এমনিতেও সেবাধারীর মেরিট তো কুমারী । কুমারী এখানে ডবল কুমারী হয়ে গেছে, ব্রহ্মাকুমারী এবং কুমারীও। তাহলে কত মহান হয়ে গেল। কুমারীদের এখন অন্তিম ৮৪তম জন্মেও চরণ-পূজো হচ্ছে । তবে এত পবিত্র হয়েছ যে এত পূজো হচ্ছে । কুমারীদের কখনও মাথা নোয়াতে দেওয়া হয়না । বরং তাদের চরণে সবাই মাথা নোয়ায়। তো কারা সেই কুমারীরা ? ব্রহ্মাকুমারী তাই না! তাহলে সেবাধারী হল এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা । কাদের পূজো হচ্ছে ? তোমাদের । গায়নও আছে তাইনা - পূজো হয় ঘরে-ঘরে..... সেইজন্য বলো আমাদের পূজো হয়। বাপদাদাও দেখ নমস্কার জানান তাই না ! এতই পূজ্য যে বাবাও নমস্কার করেন । এই স্মৃতি স্বরূপে থাকলে সর্বদা বৃদ্ধি হতেই থাকবে। নিজেরও এবং সেবায়ও। সব বিঘ্ন শেষ হয়ে যাবে। এই স্মৃতিতে সব বিশেষত্বই ভরা রয়েছে । আচ্ছা ।

পার্টীদের *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাফাৎকার*

১. *জীবনের* *অনেক* *সমস্যার* *নিবারণ* - *তীর্থ* *স্থানের* *স্মৃতি*

ভাগ্য বিধাতার পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে যাওয়াও বড় ভাগ্যের বিষয় । এই স্থান কোনো খালি স্থান নয় , এ হল মহান তীর্থ স্থান। এমনিতেও ভক্তিমার্গে মান্যতা রয়েছে যে তীর্থ স্থানে গেলে পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু কবে হয় , কিভাবে হয় সেসব কেউ জানেনা । এই সময় তোমরা অনুভব করছো যে মহান তীর্থ স্থানে গেলেই পুণ্যাত্মায় পরিণত হওয়া যায়। এই তীর্থ স্থানের স্মৃতি জীবনের অনেক সমস্যা থেকে পারে নিয়ে যাবে। এই স্মৃতিই তাবিজের কাজ দেবে। যখন স্মরণ করবে তখনই

এখানকার পরিবেশের শান্তি এবং সুখ তোমার জীবনে ইমার্জ হয়ে যাবে। তাহলে তো পুণ্যাত্মা হয়েছ। এই ভূমিতে আসাও ভাগ্যের বিষয় তাই তোমরা হলে অনেক অনেক ভাগ্যশালী। এবারে ভাগ্যশালী তো হয়েছ কিন্তু সৌভাগ্যশালী স্বরূপ প্রাপ্ত করা অথবা পদমাপদম ভাগ্যশালী - সে তো তোমাদের উপরে নির্ভর করছে। বাবা ভাগ্যশালী রূপে পরিণত করেছেন, এই ভাগ্য প্রতি সময় অসময়ে সহযোগ প্রদান করবে। কোনো রকম পরিস্থিতিতে বুদ্ধি দ্বারা মধুবনে পৌঁছে যেও। তবেই সুখ এবং শান্তির দোলনায় ঝুলে থাকার অনুভব করবে। আচ্ছা।

২. *স্বদর্শন* *চক্রধারী* *স্বরূপের* *চিহ্ন* *হল* *- *সফলতা* *স্বরূপ* *হওয়া*
সবাই নিজেকে স্বদর্শন চক্রধারী ভাবো কি? বাবার যত মহিমা রয়েছে, সেই মহিমা স্বরূপ হয়েছ কি? যেমন বাবার প্রতিটি কর্ম চরিত্র রূপে এখনও গায়ন রয়েছে তেমনই তোমার প্রতিটি কর্ম চরিত্র সম হয়েছ কি? এমন চরিত্রবান হয়েছ কি? কখনও সাধারণ কর্ম হয় না তো? যে আত্মা বাবা সম স্বদর্শন চক্রধারী স্বরূপে পরিণত হয়েছে, তার দ্বারা কখনও কোনো রকম সাধারণ কর্ম হতে পারেনা। যা কিছু কাজ করবে তাতে সফলতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে। সফল হবে কি হবেনা, এই সঙ্কল্পও উঠবেনা। নিশ্চয় থাকবে সফল তো হতেই হবে। স্বদর্শন চক্রধারী সদা মায়াজিত হবে। মায়াজিত হওয়ার দরুন সফলতামূর্ত হবে। আর যে সফলতামূর্ত হবে সে সর্বদা প্রতি পদে পদমাপদমপতি হবে। এমনই পদমাপদমপতি অনুভব করো কি? এত উপার্জন করেছ কি যা ২১ জন্ম নিরন্তর চলবে? সূর্য্যবংশী অর্থাৎ ২১ জন্মের জন্যে যে জমা করে নেয়। তো সর্বদা প্রতি সেকেন্ডে জমা করতে থাকো। আচ্ছা।

৩ *চৈতন্য* *দীপমালার* *দীপবৃন্দের* *কর্তব্য* *হল* *- *অন্ধকারকে* *আলোকিত*
করা

নিজেকে সর্বদা জাগ্রত দীপ সম ভাবো কি? তুমি হলে বিশ্বের প্রদীপ অবিনাশী প্রদীপ যার স্মৃতিচিহ্ন রূপে এখনো দীপমালা পালিত হয়। তাহলে এই নিশ্চয় এবং নেশা থাকে কি যে আমরা হলাম দীপমালার প্রদীপ? এখনও পর্যন্ত তোমাদের মালা কত স্মরণ করছে সবাই? কেন করছে? কারণ অন্ধকার দূর করে উজালাতো তোমরাই করো তাইনা। নিজেকে এমন সর্বদা জাগ্রত দীপ অনুভব করো। টিমটিম করে এমনটি নয়। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সর্বদা একরস, অখন্ড জ্যোতি সম জাগ্রত দীপ। এমন দীপবৃন্দকে বিশ্বও নমন করে এবং বাবাও এমন দীপের সঙ্গে থাকেন। টিমটিম করে যে দীপ তার সঙ্গে থাকেননা। বাবা সম সর্বদা জাগ্রত জ্যোতি, অখন্ড জ্যোতি, অমর জ্যোতি স্বরূপ বাচ্চারাও হল সর্বদা অমরজ্যোতি। অমরজ্যোতি রূপে তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। চৈতন্য রূপে বসে নিজের সকল জড় স্মৃতিচিহ্ন গুলিকে দেখছ তো। এমনই শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। আচ্ছা।

বরদান :- অন্তর্মুখী হয়ে নিজের সময় এবং সংকল্পের সেভিংস করে এমন বিঘ্ন-জিৎ ভব।

যে কোনো নতুন পাওয়ারফুল ইনভেনশান আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে করা হয়। তুমিও যত অন্তর্মুখী অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ড থাকবে ততই পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত থাকবে, মননশক্তি বাড়বে আর মায়ার

বিল্ল থেকেও সেফ হয়ে যাবে। বহিমুখিতায় থেকেও অন্তর্মুখ , হর্ষিতমুখ, আকর্ষণমূর্ত থাকো, কর্ম করতে এই প্র্যাক্টিস করো যাতে সময় বাঁচবে আর সফলতাও বেশী অনুভব করবে।

স্লোগান :- শারীরিক অসুস্থতায় ঘাবড়াবে না , তাকে ঔষধি রূপী ফুট থাইয়ে বিদায় করে দাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মনমনাভবের ড্রিল (নিরন্তর বাবাকে স্মরণ) সদা করতে থাকলে একুশ জন্মের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে "

প্রশ্ন:-সত্গুরুর কোন্ শ্রীমত পালনে গুপ্ত পরিশ্রম করতে হয় ?

উত্তর:- সত্গুরুর শ্রীমত হল যে মিষ্টি বাচ্চারা এই দেহকে ভুলে অর্থাৎ নিজেদের আত্মা বুঝে আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । নিজেকে এক আত্মা বোঝো । দেহী অভিমানী (আত্মা) থাকার পুরুষার্থ করো । সকলকে অশরীরী স্থিতি অভ্যাস করতে বলা । দেহ সহিত দেহের সর্ব ধর্মকে ভুলে তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এই শ্রীমত পালনেই বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হয় । ভাগ্যবান বাচ্চারা এই গুপ্ত পরিশ্রম করতে পারে ।

ওম শান্তি । বাচ্চারা ভাই-বোনেদের ড্রিল শেখাতে বসেছে । এটি কোন ড্রিল? এই ড্রিলে বাচ্চাদের কিছু বলতে হয় না, যেমন শারীরিক ড্রিলে কথা বলতে হয় । সুপ্রীম শিক্ষক (শিববাবা) যিনি, তিনি গীতার ভগবানও, তিনিই বাচ্চাদের বসে ড্রিল শেখাচ্ছেন । এখানে ড্রিল হলো গুপ্ত । এই কারণে ড্রিল শেখানো হয় যাতে ছাত্র ছাত্রীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই মনমনাভবের ড্রিল দ্বারা একুশ জন্মের জন্য আমরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবো । কখনও অসুস্থ হবো না । তাহলে কত ভালো হয় এই রুহানী (আত্মিক) ড্রিল । বাবা বোঝান মনমনাভব, এতে বলার কোনো দরকার নেই । শুধুমাত্র নিজেকে আত্মা বুঝতে বোঝানো হয় । দেহী অভিমানী ভব ! ভব-র অর্থই হল বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা এভারহেল্ডী হয়ে যাবে । কল্পে পূর্বেও আমরা আত্মারা এই রুহানী ড্রিল দ্বারা এভারহেল্ডী হয়েছিলাম । রুহানী ড্রিল, রুহানী বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিবই শেখান । ভগবান তো ওঁনাকে বলা হয় , যাঁর পূজো করা হয় । শিবায় নমঃ বলা হয়, তাইনা । ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ , শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয় । এই রুহানী ড্রিল কোনো শরীরধারী মানুষ শেখায় না । এরকম নয় যে , তোমাদের এই ড্রিল ব্রহ্মা শেখাচ্ছেন । না, যদিও তোমাদের ব্রহ্মকুমার কুমারী বলা হয় , কিন্তু চিঠিতে লেখা হয় শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা । তাই সেটা গুপ্ত হয় , কিন্তু মানুষ কি করে জানতে পারবে যে ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা । সেই কারণে সমগ্র দুনিয়ার মানুষই তাঁর সন্তান, প্রজাপিতা হন , তাই না ! নিরাকার বাবাই আমাদের ড্রিল শেখান আর এ সব হলো গুপ্ত । গুপ্ত হওয়ার কারণেই লোকেদের বোঝাতে কষ্ট হচ্ছে । ব্রহ্মাকে তো ভগবান বলা হবে না । এখানে নাম দেখানো হয় ব্রহ্মাকুমার কুমারী অর্থাৎ ব্রহ্মার সন্তান । যখন কেউ আসে তখন তাদের বোঝাতে হয় যে নতুন দুনিয়ার রচনাকারী ব্রহ্মা নন, স্বয়ং নিরাকার বাবা শিববাবা , যিনি ব্রহ্মা দ্বারা রচনা করেন । যেমন সুপ্রীম আত্মার (সোল) রচনা হয়েছে । তোমরা পত্রে লেখা শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা, তো এটাও হল স্মরণে রাখার উপায় । শিববাবা এইসব ব্রহ্মা দ্বারা শেখাচ্ছেন । ব্যস, শুধু বলা হয় মনমনাভব করতে আর কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না । শুধু বলা হয় যে যদি তোমরা নিজেদের উন্নতি চাও আর সত্য খন্ডের মালিক হতে চাও , তাহলে সত্যখন্ড স্থাপন করেন যিনি, সেই সত্য বাবাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করো । বেহদের বাবা-ই এসে বাচ্চাদের বলেন যে আমায় স্মরণ করলে তোমরা পাপ মুক্ত হবে । কৃষ্ণকে পতিত পাবন বলা হয়

না, শুধুমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই পতিতপাবন হয় না , আর কারোরই নাম নেওয়া যাবে না । সবাই ওঁনাকে গডফাদারই বলবে । সবাই ওঁনাকে বাবা বলে , তাহলে ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা হবে ? মানুষ এইসব জানে না যে, বাবা আসেনই সকলকে মুক্তি দিতে । তাই তারা কল্পের আয়ু উল্টো লিখে রেখেছে । এবার বাচ্চাদের এই রুহানী ড্রিল করতে হবে । জ্ঞান তো প্রাপ্ত হয়েছে । যখন তোমরা নিজেদের আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করবে তখন তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । সামনে শিক্ষক থাকলে একটু শোভনীয় দেখায় । নিয়ম আছে যে ড্রিল করানোর জন্য শিক্ষকের অবশ্যই দরকার হয় । কেউ বড় শিক্ষক হয় তো কেউ ছোট শিক্ষক । এবার তোমাদের পরীক্ষা নেওয়ার কোনও দরকার নেই কারণ তোমরা নিজেরাও জানো যে আমরা কত সময় মোস্ট বিলাভড বাবাকে স্মরণ করি । ব্রহ্মা মোস্ট বিলাভড হয় না । বিলাভড মোস্ট তিনি হন, যিনি সদা পাবন হন । তোমরা বাচ্চারা জানো সবচেয়ে আদরের কে ? মানুষ পরমাত্মাকে হে দুঃখহর্তা, হে সুখকর্তা বলে স্মরণ করে । ওঁনাকে মুক্তিদাতাও বলা হয় অর্থাৎ দুঃখের থেকে মুক্ত করান যিনি । বাচ্চাদের এবার ভালো রকম পুরুষার্থ করতে হবে । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এই দুনিয়া পবিত্র অবশ্যই হবে আর পবিত্র দুনিয়া হওয়ার জন্য আগুনও লাগাতে হবে । এবার এটাও তোমরা জানো যে আগুন কিভাবে লাগবে ! বিনাশ না হলে পবিত্র দুনিয়া হবে না । এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রুদ্র আর শিবের কোনো তফাত হয় না । কিন্তু শিব নামটি হল মুখ্য । বাকী তো সবাই নিজ নিজ ভাষায় অনেক নাম রেখেছে । আসল নাম হল শিব । শিব জয়ন্তীও পালিত হয় । ভারতে শিবজয়ন্তী খুবই বিখ্যাত । বেহদের বাবার শিবজয়ন্তী হয় তো আসেও অনেক । শিববাবার নাম উচ্চ হয় । তিনিই ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন । তাই উচ্চ থেকে উচ্চ বাবাকে স্মরণ করতে হয় । উচ্চ থেকে উচ্চ ব্রহ্মা হন না । বাস্তবে ব্রহ্মা উচ্চ থেকে উচ্চ তৈরী হন আবার নীচেও নামেন । তোমরা বি. কে.রাও নীচে নেমেছিলে , এবার উচ্চ তৈরী হচ্ছ । এবার তোমরা উচ্চ বাবার ঘরে যাবে । এই সময়ে তুমি ত্রিকালদর্শী তৈরী হচ্ছ । তোমরা নিজেরাও জানো যে আমরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । আমরা ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছি । ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ উচ্চ, যেখানে সকল আত্মারা নিবাস করে । দুনিয়ায় আর কেউই নেই যে বোঝাবে মূলবতনে আত্মারা থাকে । বিশ্ব আর ব্রহ্মান্ড দুটো আলাদা আলাদা হয় । আত্মারা থাকে নির্বানধামে, যাকে শান্তিধামও বলা হয় । সব আত্মাদেরই সেই জায়গাটা খুবই পছন্দের হয় । আসল নাম হল নির্বানধাম অথবা শান্তিধাম । আত্মার স্বরূপ হল শান্ত । এক হল শান্তিধাম, তারপর হল মূর্তী ধাম আর এটা হল টকি ধাম । মূর্তীধামে কেউ বেশী থাকে না । শান্তিধামেই বেশী থাকা হয় আর কোনো স্থান নেই । আত্মা যখন বাবাকে আর নিজের ঘরকে স্মরণ করে , তখন ওপরদিকে দেখে স্মরণ করে । মাঝের ধামকে তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না । মানুষের তো এত জ্ঞান হয় না । তারা শুধু বলে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর সূক্ষ্ম বতনে থাকেন । বাকী তাদের অকুপেশন সম্বন্ধে কিছুই জানে না । চুরাশী জন্ম গ্রহণ করেন । ব্রহ্মা আবার বিষ্ণু, বিষ্ণুই আবার ব্রহ্মা হন । এটা হল লীপ যুগ । এই যুগ অল্প সময়ের হয় । যেমন পুরুষোত্তম মাস বলা হয় । তোমাদের হীরের মতন উত্তম জন্ম এটি । শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হওয়া সবচেয়ে উত্তম । ব্রাহ্মণ হলেই তো দাদুর নিকট থেকে অধিকার প্রাপ্ত করার অধিকারী হও । বাবা বাচ্চাদের বলেন সदैব মনমনাভব । বাবার ম্যাসেজ সবাইকে দিতে থাকো । বাবাকে তো বলাই হয় ম্যাসেজার অথবা পয়গম্বর, আর কেউ তো ম্যাসেজার অথবা পয়গম্বর হয় না । ধর্ম স্থাপনকারীরা এসে ধর্মের স্থাপন করে । পয়গম্বর শুধুমাত্র একজন হন , যিনি এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার খবর দেন । তাঁরা (ধর্ম স্থাপনকারী) আসেন ধর্ম স্থাপন করতে , তাঁরা কোনো ফেরত নিয়ে যাওয়ার গাইড নন । একজনই তো হন, যিনি

সঙ্গতি দেন । সত্য বলেন যিনি, সত্যের পথ দেখান যিনি, তিনিই হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব । বাচ্চাদের তাই গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে আমাদের এই দেহকে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শরীর হারালে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াই হারিয়ে যায় । আত্মা একলা হয়ে যায় । বাবা বলেন যে দেহী অভিমানী হও তাহলে আর কোনো আত্মীয় স্বজন স্মরণে আসবে না । আমরা হলাম আত্মা, আমরা বাবার সাথে ঘরে যাব । বাবা রায় দেন যে তোমরা আমার কাছে কিভাবে আসতে পারো । বাবা হলেন সবচেয়ে নামী । বাবা গাইড হয়ে সকল আত্মাদের মশার মতন করে ফেরত নিয়ে যান । এইসব যথার্থ জ্ঞান শুধু তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের পান্ডবসেনাও বলা হয় । পান্ডবরা হলেন স্বয়ং সাক্ষাৎ পরমপিতা পরমাত্মা , যিনি তোমাদের বাচ্চাদের ডিল শেখান । হুবহু কল্প পূর্বে যেমন হয়েছিল । যখন বিনাশ হবে , তখন সব আত্মারা শরীর ত্যাগ করে চলে যাবে । সত্যযুগে অল্পই আত্মা হয় , তাই এক রাজ্য হয় । এখন অনেক আছে কিন্তু পরে এক হবে । এইসব জ্ঞান সারাদিন বুদ্ধিতে রেখে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। প্রদর্শনীতেও বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । যখন নিউ দিল্লি ছিল, তখন ভারত নতুন ছিল । একটাই আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্ম ছিল । আদি সনাতন কোনো হিন্দু ধর্ম ছিল না । আমরা ব্রাহ্মণরাই দেবতা তৈরী হই । অন্য ধর্মের লোকেরা তো এইসব মানবে না । যারা প্রথমে আসে , তারাই চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করে । এইসব খুবই সহজ, বোঝারই কথা। এবার তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে নাটক পুরো হওয়ার কথা । সব অভিনেতারা বিশ্বের নাট্য মঞ্চে হাজির হয়েছে । চুরাশীতম জন্ম পুরো প্লে করেছে , এবার ঘরে ফেরার পালা । কারণ অনেক ক্লান্ত বোধ করছে , তাই না! ভক্তি মার্গ হলো ক্লান্তির পথ । বাবা বলেন যে এবার আমায় স্মরণ করে অন্যদের খবর দাও যে দেহ সহিত দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । অশরীরী হও , তাহলেই পবিত্র হবে কারণ এবার ঘরে ফিরতে হবে । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এখানেও বাচ্চারা বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসে । বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন যে বাচ্চারা দেহ অভিমান ছেড়ে মামেকম স্মরণ করো । এই পুরানো দুনিয়া এবার শেষ হবে । তোমরা এক বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হবে তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । পরিশ্রম না করলে তো ফলও (পারিশ্রমিক) প্রাপ্ত করবেনা । তারপর আবার শাস্তি খেতে হবে । বাবা বলেন যে নিজের উপার্জন জমা করতে থাকো আর অন্যদেরও নিমন্ত্ৰণ দাও । বাবার সাথে মিলিত হওয়ার পথ বলা। তোমাদের বাচ্চাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । আত্মীয় স্বজনদেরও কল্যাণ করতে হবে । এখানে তোমাদের দেহী অভিমানী (আত্মা) বানানো হয় । মহামন্ত্র দেওয়া হয় । প্রাচীন যোগ বাবাই এসে শেখান , যার জন্য গায়ন আছে যে যোগ অগ্নির দ্বারাই পাপ ভস্ম হবে । কল্পে পূর্বেও এই ইশারা দেওয়া হয়েছিল । বাবা ইশারা দেন যে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । গায়ন আছে যে আমি তোমার আশ্রয়ে আছি। এমনিও হয় যে যখন কেউ দুঃখী হয় তখন সে উচ্চ শক্তিমানের আশ্রয়ে যায় । এখানে তো প্র্যাক্টিক্যাল সবকিছু হয় । যখন অনেক দুঃখ দেখে আর সহ্য করতে পারে না, অসহায় হয়ে যায় তখন পালিয়ে তারা বাবার আশ্রয় নেয় । সঙ্গতি তো বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না । বাচ্চারা জানে যে পুরানো দুনিয়া এবার বিনাশ হবে । তৈয়ারী চলছে , একদিকে তোমাদের স্থাপনার তৈয়ারী আর অন্যদিকে বিনাশের তৈয়ারী । স্থাপনা হয়ে গেলেই বিনাশ হয়ে যাবে । তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন স্থাপনা করাতে , আর ঔঁনার দ্বারা অধিকারও অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । বাকী প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজ হয় না । শিক্ষককে কি বলা হবে যে আমরা প্রেরণার দ্বারা পাঠ পড়বো ? প্রেরণার দ্বারা যদি সবকিছু হয়, তাহলে শিব জয়ন্তী পালন করা হয় কেন ? প্রেরণার দ্বারা যারা

কাজ করে, তাদের শিব জয়ন্তী পালন করার দরকার নেই । জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মদিন তো সকল আত্মাদেরই হয় । আত্মারা সবাই জীব আত্মা হয় । আত্মা আর শরীর একসাথে মিলিত হয়ে পার্ট প্লে করতে নামে । আত্মার তো স্বধর্ম হলো শান্ত আর আত্মাই জ্ঞান ধারণ করে । আত্মাই ভালো মন্দের সংস্কার নিয়ে চলে । বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা । সেখানে পবিত্রতাই আসল , অপবিত্রতার লেস মাত্র থাকেনা । এইসব হলো বিষয় সাগর । কত পরিস্কার ভাবে বোঝানো হয়, তারপরও কারোরই বুদ্ধিতে থাকে না, কিন্তু তুমি কাউকেই দোষ দাও না । সকলেই ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ আছে । তুমি বোঝো যে সীড়ি দিয়ে ওপর থেকে নীচে নামা হয় । ড্রামা অনুসারে আমাদের নীচে নামতেই হয়, বাবা বলেন যে তোমাদের ওপরে ওঠার জন্য এবার পুরুষার্থ করতে হবে , কিন্তু যাদের ভাগ্যে থাকে না, তারা এমনি বলে । যারা এমনি বলে তাদের দেখে বোঝা যায় যে এদের ভাগ্যে নেই । দু-চার বছর চলতে চলতে পড়েও যায় । অনুভবও করে যে আমরা বড় ভুল করেছি । বড় চোট খেয়েছি । এইসব হয় অর্দ্ধ কল্পের রোগ, কম নয় । অর্দ্ধকল্পের রোগী হয়। ভোগী হতে হতে রোগী হয়ে যায় । তাই বাবা এসে পুরুষার্থ করান । কৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয় । এই সময়ে তোমরা হলে সত্যিকারের যোগী, আর যোগেশ্বর তোমাদের যোগ শেখাচ্ছেন । তুমি জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরও হচ্ছ, আবার হবে রাজ-রাজেশ্বর । জ্ঞান দ্বারা তুমি ধনবান হও আর যোগ দ্বারা নিরোগী এভরহেল্দি তৈরী হও । অর্দ্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের সব দুঃখ দূর হয় । তাই এসবের জন্য কতটা পুরুষার্থ করা দরকার! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

- ১) পবিত্র হওয়ার জন্য অশরীরী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করার কথা সবাইকে বলতে হবে । দেহ সহিত সবকিছু ভুলতে হবে ।
- ২) যোগেশ্বর বাবার কাছ থেকে যোগ শিখে সত্যিকারের যোগী হতে হবে, জ্ঞান দ্বারা নিরোগী এভরহেল্দি হতে হবে ।

বরদান:- প্রতিটি শিক্ষাকে স্বরূপে ধারণ করে প্রমাণ সাপেক্ষে সুপুত্র বা সাক্ষাৎকার মুরত ভব ।

যে বাচ্চারা শিক্ষাকে শুধুমাত্র শিক্ষার রীতি দ্বারা বুদ্ধিতে না রেখে, স্বরূপে ধারণ করে, তারা জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ স্থিতিতে স্থিত থাকে । তারা প্রতিটি পয়েন্টকে স্বরূপে ধারণ করে (implement করে) আর ঐ পয়েন্ট রূপে স্থিত হয়ে যায় । পয়েন্টসকে মনন করা অথবা বর্ণন করা খুবই সহজ কিন্তু স্বরূপ হয়ে অন্য আত্মাদেরও স্বরূপের অনুভব করানো -- এটা হল প্রমাণ দেওয়া অর্থাৎ সুপুত্র বা সাক্ষাৎকার মুরত হওয়া ।

স্লোগান -- একাগ্রতার শক্তিকে বাড়ালে মন বুদ্ধির এদিক ওদিক বিচরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের গুপ্ত চিত্রপটের রহস্যকে এইভাবে জানো যে, একমাত্র সঙ্গমযুগেই আত্মিক উন্নতির সোপান (সিঁড়ি) পাওয়া যায়। সত্যযুগ থেকে আবার যা অধোগতির দিকে নামতে থাকে।"

প্রশ্ন :- সেবার মধ্যে সর্বোত্তম সেবা কোনটি আর কে সেই সেবাকার্য করে থাকে ?

উত্তর :- ভারতভূমিকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করা, দৈন্যদশা থেকে রাজকীয় অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া, পতিতকে পবিত্র বানানো -- এটাই হল সর্বোত্তম সেবা। আর এই জাতীয় সেবা একমাত্র বাবা ছাড়া অন্য কেউই তা করতে পারেন না। পূর্বেও বাবা এই মহান সেবা করেছিলেন বলেই তো বাচ্চারা তাকে এত সন্মান করে। তারই নমুনা হিসাবে, সর্ব-প্রথম সোমনাথের মন্দির বানিয়ে তার পূজা-অর্চনা করে থাকে।

গীত :- আখির ওহ দিন আয়া আজ। (অবশেষে সেই দিন এলো আজ ।)

ওঁ শান্তি! মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনলে তার মর্মার্থ এই যে, আত্মা শরীরে গুপ্ত ভাবে থাকে, আমরা শুধু শরীরকেই প্রত্যক্ষ করি। আত্মাই দর্শনেন্দ্রিয়ের (চোখ) দ্বারা দেখে থাকে, যদিও তা অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। যদিও তার উপস্থিতি আছে, কিন্তু শরীরের ভিতরে লুক্কায়িত। আর সেই কারণেই আত্মাকে গুপ্ত বলা হয়। অবশ্য আত্মা নিজেই তা বলে, সে নিরাকার। আর এই সাকার দুনিয়ায় এসে তার সেই আকার গুপ্ত হয়ে যায়। আত্মাদের দুনিয়াকে বলা হয় নিরাকার দুনিয়া। সেখানে অবশ্য সে অদৃশ্য নয়। পরমপিতা পরমাত্মাও সেখানেই বাস করেন। তাই তো ওনাকে বলা হয় - 'পরম'। যিনি আত্মাদের থেকেও অনেক উচ্চ-মার্গের সর্বোচ্চ-আত্মা। যিনি অসীম-পারের পরেও অনেক দূরের জগতে থাকেন - পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা জানাচ্ছেন, যেমন তোমরা আত্মারা গুপ্ত অবস্থায় রয়েছো - আমাকেও তাই গুপ্ত অবস্থাতেই আসতে হয়। তফাত হলো, আমার কোনও গর্ভ-জেলের যন্ত্রনা ভুগতে হয় না। আর চিরতরের জন্যই আমার একটাই নাম - 'শিব'। যা পরম্পরায় চলে আসছে। যখন আমি এই ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করি, তখন তার আকারের পরিবর্তন হয় না কিন্তু নামের পরিবর্তন হয়। আর আত্মার ক্ষেত্রে বার বার শরীর ধারণ করার কারনে, তার নামও বদল হতে থাকে। আর আমি তো 'শিব' - সব আত্মাদের বাবা, - অর্থাৎ পরম-আত্মা। তোমরা আত্মারা শরীরের ভিতরে গুপ্ত থেকেই, শরীর দ্বারা যে যার কর্তব্য-কর্ম করতে থাকো। আমিও সেরূপে গুপ্তই থাকি। সেই জ্ঞানের পাঠেই রয়েছো তোমরা বাচ্চারা। বৃদ্ধিতে পারলে, আত্মাকে ঢেকে রেখেছে শরীর। অর্থাৎ আত্মা লুক্কায়িত - শরীরের আকার আছে অর্থাৎ প্রকাশিত। কিন্তু বাবা তো অশরীরী। যদিও বাবাও গুপ্ত, তিনি ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তাও শুনে থাকেন। তোমাদের আত্মারাও গুপ্ত ভাবে থেকেই, শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারাই শুনে থাকে। সে ভাবেই তোমরা বৃদ্ধিতে পারো, বাবা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাবার আগমনের হেতু, ভারত-ভূমিকে আবার তার দৈন্যদশা থেকে মুক্ত করে, সর্বোত্তম বানানো। তোমরা তো বর্তমান ভারতের এই গরীব-দৈন্যদশা অবস্থাটাই দেখছো। কিন্তু অন্যদের তো এই তথ্যটা জানাই নেই যে, আমাদের এই ভারত-

ভূমি কত সম্পদশালী ও সর্ব-ক্ষেত্রেই কত উন্নত ছিল। সেক্ষেত্রে তো তোমাদের গর্ববোধ হওয়াই উচিত। একদা এই ভারতই কতই না সম্পদশালী ছিল। যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও ছিল না। সত্যযুগে, আর অন্য কোনও ধর্মও ছিল না - একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া, যা আজ কেউই তা জানে না। বিশ্ব-জগতের এই ইতিবৃত্ত ও ভৌগলিক পট-পরিবর্তন -যা অন্যেরা তা জানেই না। কিন্তু তোমরা এখন তা অনেক স্পষ্টরূপেই জেনেছো। তাই তো তোমরা বলতে পারো, আমাদের ভারতভূমিই সবচাইতে সম্পদশালী ছিল, যার আজ এই দৈন্যদশা। বাবা এবার এসেছেন, আবার তাকে সেরূপ সম্পদশালী বানাতে। সত্যযুগের ভারত খুবই সম্পদশালী ছিল, যখন তা দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। যার আজ কোনও চিহ্নই নেই। কিন্তু সেইসব সম্পদ কোথায় গেল, কেন এমনটা হলো, তার খবরও কেউ রাখে না। সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি-মুনিরাও এ সবার যে রচয়িতা ও তাঁর রচনাকে কিছুই জানে না। বাবা নিজে তা জানান, সত্যযুগের সেই সব দেবী-দেবতাদের মধ্যে রচয়িতা ও তার রচনার জ্ঞান থাকে না। তারা তো আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকেও তখন জানে না। তাদেরই যদি সে জ্ঞান না থাকে, আর আমরা তো ক্রম-পতনের চক্রে নামতে নামতে একেবারে রসাতলে এসে পৌঁছেছো, সেখানে রাজ্য-ভোগের সেই সুখের দিনগুলি মনে থাকবে কি করে। আসলে সেটাই তো মূল চিন্তার বিষয়। কিন্তু এখন তো তোমাদের চিন্তা, তোমরা এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসবে কি করে। আমরা আশ্বারা যে নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা ছিলাম, সেখান থেকে কিভাবে সেই সুখধামে পৌঁছেছিলাম, সে সবার জ্ঞান সুপ্ত ভাবে আশ্বাতে অবশ্যই আছে। এখন আবার তা হাঙ্কা হাঙ্কা স্মরণেও আসছে যেহেতু আমরা এখন (চড়তী কলা) উন্নতির সোপানে উঠতে শুরু করেছি। যাকে ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বলা হয়। আর এর মধ্যস্থানের অবস্থাটাও কি, সে সবও তোমরা অবগত। সব আশ্বারাই তো আর সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে যেতে পারবে না। অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী প্রত্যেক এক অভিনয়কারী তাদের নিজের ক্রমিক অনুসারে নিজের নিজের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে তাদের কর্ম-কর্তব্য সম্পাদন করে। তোমরা বাচ্চারা এখন তো বুঝতে পারছো, দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু (গরীব নিবাজ) কাকে বলে। দুনিয়ার অন্যান্যরা যা জানেই না। গীতের মাধ্যমে তাই জানলে তোমরা, অবশেষে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিন এলো আজ যদিও তা ভক্তি-মার্গের। ভগবান স্বয়ং এসে আমাদেরকে ভক্তি-মার্গের সেই শৃঙ্খল-মুক্ত করে সঙ্গতির দিশায় নিয়ে চলেছেন - যা এখন বুঝতে পারছি আমরা। রাম-রাজ্য, রাবণ-রাজ্য কি উদ্দেশ্য বলা হয়, তার প্রকৃত অর্থটাই মনুষ্যরা জানে না। তোমরা বাচ্চারা জেনেছো, কল্প-চক্রে বাবা আবার এসে ব্রহ্মা-বাবার শরীরকে আধার বানিয়েছেন। শিববাবা আসেন বলেই তো ওনার জয়ন্তী-ও পালন করা হয়। এমন কিন্তু ঘটে না যে, উনি কৃষ্ণের শরীরকে আধার করেন। বাবা অবশ্য এ কথাও জানান যে, কৃষ্ণই প্রতি কল্পে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেন। যিনি কল্পের প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন, বর্তমানে উনিই অন্তিম স্থানে অবস্থিত। "ততত্বম্"। শিববাবা তো অবস্থান করেন, সাধারণের শরীরে। উনি এসে নিজেই তা জানিয়ে দেন, কি পদ্ধতিতে মনুষ্যরা ৮৪ জন্মের চক্র অতিবাহিত করে। বর্তমান সময় কালে কেউ নিজেদেরকে দেবতা ধর্মের বলে ভাবতেই পারে না। যেহেতু তাদের ধারণা- সত্যযুগের আগমনের আরও বহুকাল দেবী। কল্পের আয়ুকেও লাখ লাখ বছর বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বিশ্ব-নাটকের চিত্রপট তো যথেষ্টই ছোট। যার মধ্যে কোনও ধর্ম ৫০০ বছরের, আবার কোনওটা বা ২৫০০ বছরের ইতিহাস। আর দেবী-দেবতা ধর্মের ৫০০০ বছর। যাদের পরবর্তী অবস্থান স্বর্গ-রাজ্যে। অন্যান্য ধর্ম-রা এর পরে আসতে থাকবে একে একে। দেবতা ধর্ম থেকেই অন্যান্য ধর্মে রূপান্তরিত হতে থাকে, অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে। তারা আবার নিজেদের ধর্মের প্রচার করতে শুরু করবে। বাবা বাচ্চাদেরকে সে কারণেই জানাচ্ছেন, তোমরা বাচ্চারাই তো একদা

(সত্য+ত্রেতা) সমগ্র বিশ্বের অধিকারী ছিলে। তোমরা এখন এটাও বুঝতে পারছে, বাবা স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনা শুরু করে দিয়েছেন। অতএব সেই স্বর্গ-রাজ্যেই তো আমরা বসবাস করবো। সে উদ্দেশ্যেই বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা অবশ্যই নিতে হবে। তবেই তো ওনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যে, এরা দেবী-দেবতা ধর্মের যোগ্য হয়েছে। যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না, সে তো আর যেতে পারবে না। তারা তখন অন্য ধর্মের বলে পরিগণিত হবে। যেখানে তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছো যে, সেই নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গ-রাজ্যে দেবতারা কত সুখ-শান্তিতে থাকে। সম্পূর্ণ সোনার তৈরী বিশাল বিশাল মহল থাকে তাদের। সোমনাথের মন্দিরেও অনেক সোনা ছিল। যার জুড়ি আর অন্য কোনও মন্দিরই ছিল না। কত দামী দামী হীরে-জহরত ছিল মন্দিরে। বৌদ্ধ বা অন্যদের এত হীরে-জহরতের মহল কিন্তু নেই। তোমাদের বাচ্চাদেরকে সেই বাবা এত উন্নত বানাচ্ছেন, তার কতটুকু মান-সন্মান তোমরা রাখতে পারছো ? যারা ভাল কর্ম করতে থাকে, তার মান-সন্মান অবশ্যই রাখা উচিত। তোমাদের ধারণা তো হয়েছেই, সব থেকে ভাল কাজ এই পতিত-পাবন বাবাই করে থাকেন। তোমাদের আল্লারাও তা উপলব্ধি করে, সবচাইতে উন্নত থেকেও আরও উন্নত সেবা-কর্মগুলি অসীম-বেহদের বাবা এসেই তো তা করেন। আমাদের এই দৈন্যদশা ঘুঁচিয়ে রাজকীয় অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া, ভিখারী থেকে রাজপুত্রে পরিণত করা। পাপীকে পবিত্র বানানো, ইত্যাদি। এদিকে যিনি ভারত-ভূমিকে স্বর্গ-রাজ্য বানাচ্ছেন, তারই কোনও সন্মান রাখি না। তোমরা তো অবগত আছোই, সোমনাথের মন্দিরই সর্ব-প্রথম ও সর্বোচ্চ উন্নত মন্দির। বার বার যাকে লুণ্ঠন করা হয়েছে। অথচ, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরকে কিন্তু তা করা হয়নি কখনও। কেবল সোমনাথের মন্দিরকেই লুণ্ঠন করা হয়েছে। যেহেতু ভক্তি-মার্গের মন্দিরগুলির মধ্যে তা সবচেয়ে ধনবান ছিল। সেই প্রকারে রাজাদের মধ্যেও প্রতিপত্তির ক্রমানুসার হয়। যে যত বেশী প্রতাপশালী হয়, কম প্রতাপ-শালীরা তাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। রাজ-দরবারেও সেরূপ ক্রমানুসারে বসার আসন নির্দিষ্ট থাকে। বাবার (ব্রহ্মা) স্বয়ং এ সবার অনুভব আছে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার এই দরবার তো পতিত রাজাদের রাজ-দরবার। সেখানে পবিত্র রাজাদের রাজ-দরবার না জানি কত উন্নত হবে। যেখানে তারা তখন কত প্রচুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ থাকবে। এতই সম্পত্তিবান হবে যে, তাদের ঘর-দুয়ারও অকল্পনীয় সুন্দরই হবে। তোমাদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা অবশ্যই এসেছে যে, বাবা আমাদের সেই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন, যার ফল-স্বরূপ এখানে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা হতে চলেছে। আমরাই আবার সেই স্বর্গের মহারাজা-মহারানী হতে চলেছি। আমাদেরই পতন হতে হতে আবার এই একই জায়গায় এসে পৌঁছবো। সেই পতনের প্রথম দিকে শিববাবার পূজারিতে পরিণত হবে আমরাই। সেই শিববাবা, যিনি কখনও আমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানিয়ে থাকেন। তাই তাকেই আমরা পূজা করে থাকি। উনিই আমাদেরকে এত সম্পদশালী বানিয়েছিলেন। আজকের সেই ভারত, তার কতই না দৈন্যদশা। পূর্বে তো এমনটি ছিল না। সবাই কত খুশীতেই থাকতো। যে জমির দাম ৫০০ টাকা ছিল, তা আজ আর ৫০০০ টাকাতেও পাওয়া যায় না। কিন্তু, স্বর্গে বা সত্যযুগে জমির কোনও মূল্যই নির্ধারণ করা হয় না। যার যেমন প্রয়োজন, সে ততটাই ব্যাবহার করতে পারে। জমির পর জমি কত প্রচুর জমি সেখানে। মিষ্ট-জলের নদীর ধারে তোমাদের সুদৃশ্য মহল হবে। তবে মনুষ্য সংখ্যা যথেষ্টই কম হবে। প্রকৃতিও তোমার ইশারাতে কাজ করবে। সুন্দর সুন্দর সুস্বাদু ফল, ফুলও পেতে থাকবে। তারই জন্য তো এখন তোমাদের এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এখন তো খরায় প্রকোপে অগ্নির অভাবেও পড়তে হয় তোমাদের। সেই পর্যায়ে এই গীতের মর্মার্থ রোমাঞ্চকর তোমাদের কাছে। তাই তো বাবাকে গরীবের কৃপাসিক্কু-দীনবন্ধু বলা হয়। এবার তো এর অর্থ অনুধাবন করতে পারলে। উনি কাকে সম্পদশালীতে পরিণত করেন - যে এখানে আসবে তাকেই তো তা করবেন। তোমরা বাচ্চারা তো

জানোই, তোমাদের এই পবিত্র পাবন অবস্থা থেকে পতিত অবস্থায় পৌঁছতে, ৫০০০ বছর সময় লাগে। বাবা এক মূহুর্তেই তোমাদেরকে সেই পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে দেন। উঁচু থেকে অতি উঁচুতেও পৌঁছে দেন। মাত্র ১ সেকেন্ডেই যিনি জীবন-মুক্তি দিতে পারেন। তাই তো বাচ্চারা আগ্রহভরে বলে, বাবা আমরা তো আপনারই (বাচ্চা)। বাবাও শান্তনা ও সন্মতি জানিয়ে বলেন, বাচ্চারা তোমরাই তো জগৎ সংসারের অধিকারী। বাচ্চা জন্মাবার সাথে সাথেই তারা তার বাবার সম্পত্তির অধিকারী হয়। বাবার কাছে কতই না খুশীর ব্যাপার এটা। কিন্তু বাচ্চাদের উদাস চেহারা দেখে, বাবার সেই খুশী উধাও হয়ে যায়। এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় বাবা আর বাচ্চারা, সবাই তো আত্মা-স্বরূপ। আমরাই তো স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবো। এই জ্ঞান-পাঠের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হলো যে, ৫০০০ বছর পূর্বেও আমরাই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী ছিলাম। বাবা তা যুক্তি সহকারে বুঝিয়েছেন। আমরা যেই শিব-জয়ন্তী উৎসব পালন করি, কিন্তু এটাই তো সেভাবে জানিনা, উনি পূর্বে কখন এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব-কাল কোনটা। এ সবার কোনও জ্ঞানই তো আজ আর নেই। বাস্তবিকতায় ভারতের জনসংখ্যা সর্বাধিক হওয়া উচিত। ভারতের ভৌগলিক আয়তনও সব থেকে বড় হওয়া উচিত। যদি যুগ-গুলির আয়ু লাখ লাখ বছরের ধরা হয়, তবে তো সমস্ত দুনিয়াকে একত্রিত করলেও তা ছোটই পড়বে। আর এই লাখ লাখ বছর ধরে এক-একটা যুগের আয়ু হলে, আরও কত অসংখ্য মনুষ্যের অবস্থান ঘটতো, বর্তমানের এই দুনিয়ায়। কিন্তু বাস্তবে তা তো হয়নি। বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে এই যুক্তিগুলিই বোঝান। অন্যেরা তা যখন শোনে, তখন বলে যে, সত্যি তো, এই ধরণের যুক্তিগ্রাহ্য কথা পূর্বে কখনও শুনিনি তো। তা কোনও পুঁথি-পত্র শাস্ত্র ইত্যাদিতেও তো পড়িনি। সত্যি কি আশ্চর্যজনক বাস্তব যুক্তি এগুলি। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কাল-চক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞানটাই আছে। কিন্তু অনেক জন্ম নিতে নিতে তা এখন এই পতিত-আত্মায় এসে পৌঁছেছে - যা সতোপ্রধান অবস্থা থেকে তমোপ্রধানে পৌঁছেছে। তাকেই আবার সতোপ্রধান অবস্থায় আনতে হবে। সেই পাঠের শিক্ষাই তোমাদেরকে শেখানো হচ্ছে। আত্মা তো তার শরীর ইন্দ্রিয় দিয়ে শোনে। সেই আনন্দে শরীর তখন দুলতে থাকে - যখন আত্মা তা শুনতে থাকে। প্রতি কল্পেই আমরা (বি. কে.) আত্মারাই ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে ৮৪ প্রকারের লৌকিক মা-বাবার সঙ্গও পেয়েছি অবশ্যই। এটার হিসেবও করা উচিত কি না ! যেখানে আমরা তো তা জানি, কাদের এই ৮৪ বার জন্ম হয়। অনেক আত্মা আবার অনেক কম জন্মও নিয়ে থাকে। নূন্যতম-অধিকতম এসবেরও তো হিসেবের ব্যাপার আছে। বাবা কত সুন্দর ভাবে এগুলি বোঝাচ্ছেন - আর পুঁথি-পত্র, শাস্ত্রাদিতে, যা মনে এসেছে, তাই লিপিবদ্ধ করেছে। অবশ্য অন্যেরা তোমাদের (বি.কে) ক্ষেত্রে ৮৪ জন্মের স্বীকৃতি যদিও বা দেয়, কিন্তু আমার বেলায় তা বলা হয় অসংখ্য বার, অর্থাৎ যা আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তারা আবার এও বলে যে, জাগতিক দুনিয়ার যা কিছুই আছে, সব কিছুর মধ্যেই আমি থাকি। যদিকেই নজর ফেরায় সেদিকেই আমি। সব কিছুতেই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। আবার মথুরা বৃন্দাবনে গিয়ে বলে -- কৃষ্ণই সর্বব্যাপী। আবার রাধা-পঙ্কীরা বলে, সর্বত্র রাধা-ই রাধা। আবার কেউ কেউ তো রাধা-স্বামীও বলে থাকে। কৃষ্ণ-স্বামীর দল আবার আলাদা। তারা রাধাকেই মান্যতা দেয়। তারাও যদিকে নজর ঘোরায়, কেবল রাধা রাধা-ই দেখে। একে অপরকে রাধা জ্ঞানে দ্যাখে আর বলে, তুমিও রাধা আমিও রাধা। বাবা তাই বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, উনি তো চিরকালই গরীব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কৃপাসিদ্ধ-দীনের বন্ধু। যেই ভারত সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, বর্তমানে তার এতই দৈন্যদশা। যে কারণে এই ভারতেই আসতে হয় আমাকে। যেহেতু এটাও সেই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট, তাই এর সামান্যতমও পরিবর্তন করা যায় না। যা এত লম্বা অবধির। আর সেই অবিনাশী চিত্রপটে যেভাবে তা চিত্রায়িত হয়েছে, তার হুবহু

পুনরাবৃত্ত হয়। তাই সেই নাটকের ধারণা থাকা উচিত। জাগতিক ক্ষেত্রে নাটককে কেবল মনোরঞ্জনের খেলা ভাবা হয়, কিন্তু অসীম পারের এই বেহদের নাটক, যার আদি-মধ্য-অন্তের ঘটনাক্রমকে কেউ জানেই না। তাই তো দীনবন্ধু-কৃপাসিন্ধু (গরীব নিবাজ) নিরাকার ভগবানের এত মান্যতা। কৃষ্ণকেও কিন্তু ততটা মান্যতা দেবে না অবশ্যই। অথচ, কৃষ্ণ কিন্তু সত্যযুগের স্বর্গে প্রথম ধনবান রাজপুত্র হয়ে থাকেন। নিরাকার ভগবানের নিজস্ব শরীর না থাকার কারণে, উনি এসে ওনার বাচ্চাদেরকে ধনবান-সম্পদশালী বানিয়ে দেন। সেই উদ্দেশ্যে তোমাদের রাজ-যোগের শিক্ষা দেন। জাগতিক মনুষ্যরা জাগতিক পার্ঠে পারদর্শী হয়ে ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি হয়ে অর্থ রোজগার করে। কিন্তু বাবার এই ঈশ্বরীয় পার্ঠের দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সাধারণ-মনুষ্য থেকে দেবতা-নারায়ণে পরিগণিত হও। আগামীতে তোমরা দেবতারূপেই জন্ম নেবে। এমনটা কিন্তু মোটেই হয় না যে, সমুদ্র ভেদ করে স্বর্গ উঠে আসে। কৃষ্ণেরও তো সাধারণ পদ্ধতিতেই জন্ম হয়। কৃষ্ণের সময়কালে কংস-পুরী বলে কিছুই ছিল না। কৃষ্ণের কতই না গুন-কীর্তন করা হয়ে থাকে। কিন্তু ওনার পিতার কোনও সঠিক নাম-নিশানাই নেই। তবে ওনার পিতা কে ? রাজপুত্র যখন, তখন তো অবশ্যই কোনও রাজার পুত্র। তা নিশ্চয় এমন কোনও পবিত্র রাজার ঘরেই তার জন্ম হবে। কারণ, এই জাগতিক দুনিয়ায় তো অনেক বড় রাজার ঘরেও জন্ম নিলেও তার সেই সুনাম অবশ্যই হবে না। যেহেতু, বর্তমান দুনিয়ার রাজারাও সবাই পতিত। কৃষ্ণ যখন এই দুনিয়ায় থাকবে, তখন কিন্তু সেখানে কোনও পতিত আত্মা থাকবেই না। যখন সেই পতিত অবস্থার সম্পূর্ণ অবসান হয়ে যায়, তারপরেই কৃষ্ণের সিংহাসন অভিষেক হয় ও রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময়কাল থেকেই ওনার সংবৎ বা অব্দ শুরু হয়। একমাত্র তোমরাই সেই পুরো হিসাব লিখতে পারো, কার রাজ্য সময়কাল কখন থেকে কখন। আর তা মনুষ্যরা দেখলে তখন তারা বুঝতে পারবে, কল্পের আয়ু বেশী লম্বা হতেই পারে না। যেহেতু, ৫ হাজার বছরের পুরো হিসাব তাতে মিলে যায়।

আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণে স্নেহ-সুমন, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে ঈশ্বরীয় বাবা জানায় নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) রচয়িতা আর রচনার জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে, সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কেবল একটাই চিন্তা মাথায় রাখতে হবে, আমাকে অবশ্যই সতোপ্রধান হতেই হবে।
- ২) এই অসীম-অলৌকিক (বেহদের) অবিনাশী নাটককে বুদ্ধিতে ধারণ করে, অপার খুশীতে থাকতে হবে। বাবার মতন সম্মানের অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে, পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানোর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে হবে।

বরদান :- সৰ্ব আত্মার প্রতিই স্নেহের সাম্রাজ্য বিস্তার করে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হও (ভব)!

যে বাচ্চারা বৰ্তমান সময়ে সৰ্বপ্রকার আত্মাদের হৃদয়ে স্নেহের রাজ্য স্থাপন করতে পারে - সে আগামী ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত করে। তাই বৰ্তমান সময়কালে কারও প্রতি আদেশ চালানো চলবে না। এখন থেকেই নিজেকে বিশ্ব-মহারাজন ভাবা চলবে না। এখন তো বিশ্ব-সেবাধারী হতে হবে, আর সবার প্রতি স্নেহশীল হতে হবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, ভবিষ্যতের ভাগ্য-খাতায় স্নেহের পুণ্য কতটা জমা হয়েছে। বিশ্ব-মহারাজন হওয়ার লক্ষ্যে, শুধু জ্ঞানের বিতরণ করলেই চলবে না, এর জন্য প্রয়োজন সবাইকে স্নেহ আর সহযোগ দেওয়া।

স্নোগান :- যখনই নিজেকে ক্লান্ত বোধ করবে, তখনই নিজের মনের খুশীর ভাবকে জাগিয়ে তুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করবে। এতেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এটাই হল পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গমযুগ, এখন কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়।"

প্রশ্ন :- এই সঙ্গমের সময় তোমরা বাচ্চারা কি মহৎ পুণ্য কর্ম করছো?

উত্তর:- নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দিতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বাবার কাছে স্বাহা করতে হবে, এটাই হল সবচেয়ে বড় পুণ্য কর্ম । এই সময় তোমরা মমত্ব ভুলে যাও । সন্তান-সন্ততি, ঘর, পরিবার সব কিছু ভুলে যাও, এটাই তোমাদের ব্রত । এখন তোমার কাছে দুনিয়া মৃত। এখন তোমরা বিকারী সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হবে ।

গীত :- জ্বলে ন কিউ পরবানা.... (কেন জ্বলবে না পরবানা)

ওম শান্তি । এই সব কিছু ভক্তি মার্গে বাবার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । এটা হল বহুপিতৃদের (পরবানা) অগ্নি শিখার (শমার) কাছে সমর্পণের মহিমা বর্ণনা । এখন যখন বাবা এসেছেন, তখন কেন না আমরা সন্তানে ওঁনার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করি । সন্তানে সমর্পণ তখন হবে যখন সবকিছু ধারণ করতে পারবে । আগে তোমরা আসুরী পরিবারের ছিলে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের অন্তর্গত । সন্তানে ঈশ্বর এসে তোমাদের তাঁর শরণে নিয়েছেন । এটাকে আবার শরণাগতি বলা হয় । গান আছে না - - শরণে আছি তোমার প্রভুর শরণে তখনই যাওয়া হয় যখন উনি আসেন, নিজের শক্তি অনুভব করান, ঐশ্বর্য দেখান । উনি হলেন সর্ব শক্তিমান । সবসময় তাঁর এক আকর্ষণ শক্তি আছে । সব কিছু ছাড়িয়ে দেন । যে সবসময় বাবার সান্নিধ্যে ও বাবার সন্তান হয়ে থাকে, সে আসুরী সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় । তারা বলে - - বাবা এই সব সম্বন্ধ থেকে কবে ছুটি পাব । এখানে এই সব পুরানো সম্পর্ক ভুলতে হবে । আত্মা যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায় । এই সময় তোমরা জানো যে সকলের জন্যই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, আর এই যে বন্ধন এটা তো বিকারী বন্ধন । এখন তো বাচ্চারা নির্বিকারী সম্বন্ধ চাইছে । প্রথমে নির্বিকারী সম্পর্ক ছিল, তারপর বিকারী সম্বন্ধের অধীনে আসে । আবার আমাদের নির্বিকারী সম্বন্ধ হবে । এই সব কথা অন্য কারও বুদ্ধিতে থাকে না । বাচ্চারা জানে যে, তারা আসুরী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে । একমাত্র বাবার সাথে যোগে থাকতে হবে । একদিকে রাবণ আর একদিকে রাম আছে । এই কথা তো দুনিয়া জানে না, সবাই রাম রাজ্য চায়, কিন্তু পুরো দুনিয়া রাবণ রাজ্যের অন্তর্গত, এটা কেউ বুঝতে পারে না । রাম রাজ্যে তো পবিত্রতা আর সুখ শান্তি ছিল । সেটা আর নেই । কিন্তু যেটা বলা হয় সেটা ঠিক অনুভব করতে পারা যায় না । গানও আছে.... এই আত্মারা সব সীতা হয়ে আছে, একজন সীতা নয়, না তো একজন অর্জুনের, আর না তো একজন দ্রৌপদীর কথা হচ্ছে । এটা তো বহুজনের কথা হচ্ছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজনের কথা বলা হয়। তোমাদের যদি বলা হয় যে তোমরা সব অর্জুনের মতো , তাহলে তো বলবে যে অর্জুন তো ভাগীরথ হয়ে গেছিল । বাবা বলছেন যে - - - -
আমি সাধারণ এক বৃদ্ধের দেহরথে আসি । তার পর উনি কিছু চিত্র দেখিয়েছেন যাতে ঘোড়া -

গাড়ি আছে, একে অজ্ঞানতা বলা হয় । বাচ্চারা জানে যে এই শাস্ত্র ইত্যাদি যা আছে সবই ভক্তি মার্গের । এই সব কথা কেউ বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সাত দিনের কোর্স করছে । ভক্তি তো আলাদা । জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য বলা হয়। বাস্তবে সব সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য খাঁটি নয়, তাঁরা তো জঙ্গলে যায়, তারপর আবার শহরে বাস করে বড় বড় ঘর বাড়ি বানিয়ে নেয় । কেবল বলার সময় বলে যে আমরা ঘর বাড়ি ছেড়েছি । তোমাদের তো এই পুরোনো দুনিয়ার বৈরাগ্য হওয়া উচিত । যথার্থ কথা হলো যে, ওইটা হলো হদের (লৌকিক) কথা, এই জন্য সেটাকে হঠযোগ বলা হয়, হদের (লৌকিক) বৈরাগ্য বলা হয় ।

তোমরা তো জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া এই বার শেষ হবে এই কারণেই এখন বৈরাগ্য খুব প্রয়োজন । বুদ্ধিতে এটা আছে যে, নতুন ঘর বানানো হয় আর পুরনো ঘর ভেঙে দেওয়া হয় । তোমরা তো জানো যে এখন তৈরি হচ্ছে । কলিযুগের পর সঙ্গমযুগ নিশ্চয়ই আসবে । একে বলা হয় - পুরুষোত্তম যুগ । পুরুষোত্তম মাসও হয় । তোমরা আছো পুরুষোত্তম যুগে । পুরুষোত্তম মাসে দান পুণ্য ইত্যাদি করা হয় । তোমরা এই পুরুষোত্তম যুগে সর্বস্ব স্বাহা করে দাও কারণ তোমরা জানো যে - এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই স্বাহা হয়ে যাবে । তাই সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হওয়ার আগে নিজেরাই নিজের স্বাহা করে দিই না কেন । তাতে তোমরা কতই না পুণ্য অর্জন করতে পারবে । ওটা হল হদের (লৌকিক) পুরুষোত্তম মাস, এটা হলো বেহদ-এর (আলৌকিক) ব্যাপার । পুরুষোত্তম মাসে অনেক ব্রতকথা শোনা হয় । ব্রত নিয়ম পালন করা হয় । তোমাদের তো খুব মহান আর কঠিন ব্রত আছে । তোমাদের তো সব সন্তান- সন্ততি, ঘর পরিবার, ইত্যাদি আছে, কিন্তু মন থেকে সব মমত্ব মুছে গেছে । এখন তোমাদের কাছে দুনিয়া মৃত । তোমরা তো জানো যে এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে । আমরা তো বাবার হয়ে গেছি —পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে । সর্ব পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে উত্তম পুরুষ হিসেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্মুখে উপস্থিত। এঁদের থেকে কোনো মনুষ্য উত্তম হতে পারে না । লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন । তোমরা এসেছো এই রকম পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য । প্রত্যেক মানুষই সদগতি প্রাপ্ত করে । মনুষ্যগণের আত্মা পুরুষোত্তম যখন হয়ে যায় তখন তার থাকবার স্থানও একই ভাবে উত্তম হওয়া উচিত । যেমন প্রেসিডেন্ট সকলের থেকে উচ্চ পদস্থ তাই তিনি থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন পেয়েছেন । কত বড় বড় মহল, সুন্দর সুন্দর বাগান ইত্যাদি আছে । এটা তো হল এখানকার কথা । রামরাজ্য তো তোমরা জানই । তোমরা সত্যযুগে পুরুষোত্তম ছিলে তাই আর কলিযুগী পুরুষোত্তম থাকবে না । তোমরা তো সত্যযুগে পুরুষোত্তম হবার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমরা তো জানো যে আমাদের মহল কেমন করে তৈরি হয়েছে । ভবিষ্যতে রামরাজ্য হবে । তোমরা রামরাজ্যে পুরুষোত্তম হবে । তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো যে, আমরা রাবণ রাজ্য বদলে রাম রাজ্য স্থাপন করব । এখন যখন চ্যালেঞ্জ নিয়েছ তখন দুই এক জনকে পুরুষোত্তম করতে হবে, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য । দেবতাদের মহিমান্বিত গান আছে, সর্ব গুণসম্পন্ন..... অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম । তোমরা যা জানো অন্য কোনো মনুষ্য তা জানে না । তোমরা পরের জন্মে পুরুষোত্তম হবে তাই এই রাবণ রাজ্যে আর কেউ থাকবে না । এখন তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হবে । আজকাল তো সময়ের কোনো ভরসা নেই, অকালমৃত্যু হয়ে যায়, অথবা কারোর প্রতি শত্রুতা হলে তাকে শেষ করে দেওয়া হয় । তোমাকে তো কেউ শেষ করতে পারবে না । কারণ তুমি অবিনাশী পুরুষোত্তম, এখানে এরা হল বিনাশী, তাও আবার রাবণ রাজ্যে । এদের তো তোমাদের

দৈবী রাজ্যের খোঁজই নেই যে,---তোমরা দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করছো, শ্রীমত অনুসরণ করে । যাঁদের পূজা করা হয় তাঁরা নিশ্চয়ই মহৎ কর্ম করে গেছেন । এই সব তোমরা জানো । দেখো, জগদম্ভার কত পূজা হয়, ইনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । তোমরা হলে জগত অম্ভার সন্তান, জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী, রাজ রাজেশ্বরী । দুজনের মধ্যে উত্তম কে? জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীর কাছে গিয়ে অনেক প্রকারের মনস্কামনা জানায়, অনেক কিছু চায় । জগদম্ভার মন্দির আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেক পার্থক্য আছে । জগদম্ভার মন্দির অনেক ছোট । মানুষ ছোট জায়গায় ভীড় পছন্দ করে। শ্রীনাথের মন্দিরেও খুব ভীড় হয়, ভীড় সরাবার জন্য কাপড় এবং বাঁশ লাগাতে হয় । কলকাতায় মা কালীর মন্দিরও খুব ছোট, ভিতরে খুব তেল ও জল পড়ে থাকে । ভিতরে খুব সাবধানে প্রবেশ করতে হয়।খুব ভীড় থাকে । লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তো খুবই বড় । কিন্তু জগদম্ভার মন্দির ছোট কেন? গরীব তো তাই। মন্দিরও গরীবদের জন্য । ওরা তো বিত্তবান । মন্দিরে কখনোই মেলা বসে না ।জগদম্ভার মন্দিরে তো খুব মেলা বসে ।বাইরে থেকে অনেক লোকজন আসে । মহালক্ষ্মীর মন্দির ও আছে, আর তোমরা তো জানো যে এখানে লক্ষ্মী ও নারায়ণ আছেন । তাঁদের কাছে কেবল ধন সম্পত্তি চাওয়া হয়, কেননা তাঁরা তো ধনবান । এখানে তো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন আছে। ধন সম্পত্তির জন্য লক্ষ্মীর কাছে যায়, তারপর অনেক অনেক আশা নিয়ে জগদম্ভার কাছে যায়। তোমরা হলে জগত অম্ভার সন্তান । সকলের সমস্ত মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্য তোমরা পূর্ণ করো । একটাই মহামন্ত্রের দ্বারা সকলের মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্য পূর্ণ করে ।আর অন্য মন্ত্র যে সব আছে তার কোনো অর্থ হয় না । বাবা বলছেন যে, এই মন্ত্র তোমাদের কেন দিই, কেননা তোমরা পতিত হয়ে আছো ।মামেকম (আমাকে স্মরণ) স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এই কথা বাবা ছাড়া আর কেউ আত্মাদের বলতে পারেনি । এতে এই প্রমাণ হয় যে বাবা-ই একমাত্র সহজ রাজযোগ শেখান । মন্ত্রও উনি দেন ।পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও উনি মন্ত্র দিয়েছিলেন । এখন স্মরণ হয়েছে । তুমি সম্মুখে উপস্থিত আছো ।ক্রাইষ্ট এসে চলে গেছেন, এখন তার বাইবেল পড়ছো ।উনি কি করে গেছেন? ধর্মের স্থাপন করে গেছেন ।তোমরা জানো শিববাবা কি করে গেছেন। কৃষ্ণ কি করেছেন! কৃষ্ণ তো সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন, যিনি আবার নারায়ণ হয়েছিলেন, তারপর আবার পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছেন । শিববাবা কিছু করে গেছেন, তাই তো ওনার এত পূজা ইত্যাদি করা হয় । তোমরা জানো যে রাজযোগ উনি শিখিয়েছেন, ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছেন, সেই স্বর্গের প্রথম অধীশ্বর উনি হননি, প্রথম অধীশ্বর তো শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ছিলেন । নিশ্চয়ই উনি কৃষ্ণের আত্মাকে পড়িয়ে ছিলেন, যা তোমরা বুঝতে পেরেছো। কৃষ্ণের বংশাবলীতে তুমি আছো । রাজা-রানীকে মাতা - পিতা, অল্প দাতা বলা হয় । রাজার স্থানে রাজাকে অল্প দাতা বলা হয় । রাজাদের কত মান-সম্মান হয়ে থাকে । পূর্বে রাজাদের কাছে কত নালিশ, সমস্যা নিয়ে আসত, রাজ দরবার বসত । কোনো ভুল হলে খুব অনুতাপ করত । আজকাল তো জেলের পাখি অনেক আছে । বারংবার জেলে যায় । এখন তোমাদের(বাচ্চাদের) গর্ভ জেলে যেতে হবে না । তোমাদেরকে গর্ভ মহলে আসতে হবে, সেইজন্য কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর কখনো গর্ভ জেলে যেতে হবে না । ওখানে পাপ কর্ম হয় না । সবাই গর্ভমহলে থাকে, কেবল কম পুরুষার্থ করার জন্য নীচু পদ পেয়ে থাকে । উচ্চ পদস্থ যারা তারা খুব সুখী থাকে । এখানে তো কেবল ৫ বছরের জন্য গভর্নর, প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় । তোমরা বুঝতে পারছ যে ভারত দৈবী রাজার স্থান ছিল । এখন না তো রাজার স্থান আছে আর না তো রাজা রানী আছে । পূর্বে কেউ যদি গভর্নমেন্টকে পয়সা দিত তাহলে সে মহারাজা মহারানির খেতাব প্রাপ্ত করতো । তোমাদের তো তোমরা পড়াশোনা করছ । রাজা রানী তো কখনো পড়াশোনা করে হওয়া যায় না । তোমাদের

মূল লক্ষ্য হল -- এই পড়াশোনার দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মহারাজা মহারানি হবে । শুধু রাজা রানী নয় । রাজা রানীর খেতাব বা উপাধি ত্রেতা যুগ থেকে শুরু হয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী হয়েছে তারপর রাজ রাজেশ্বরী হবে । কে করে দেবেন? ঈশ্বর । কেমন করে? রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা । রাজত্বের জন্য কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা তোমাদের স্বর্গের অধীশ্বর বানিয়ে দেন, এটা তো খুব সহজ পন্থা । হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন যিনি করেন তিনিই তো গড ফাদার (পরমপিতা) । স্বর্গে তো স্বর্গের স্থাপনা করা হয় না, নিশ্চয়ই ওঁনারা সঙ্গমের সময় ভালো পদ প্রাপ্ত করেছেন, এই জন্য একে সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ বলা হয়। বাবা কত বাচ্চাদের কল্যাণ করেন, এবং স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন । বলা হয়ে থাকে পরম পিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়া রচনা করেন । কিন্তু ওখানে কে রাজত্ব করে, এটা তো কেউ জানে না। তোমরা তো জানো রামরাজ্য কি হয় । তারা তো রামরাজ্যকে লক্ষ বছরের বলে দিয়েছেন । কলিযুগকে ৪০ বছর বলে দিয়েছে । বাবা বলছেন —আমি আসি সঙ্গমযুগে । এসে ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করি । সত্যনারায়ণ-এর কথা(পাঁচালী)তে এই সব আছে । সেসব তো শাস্ত্রের কথা পড়া হয়, কিন্তু এতে কোনো ঐশ্বর্য(বাদশাহী) পাওয়া যায় না । খৃষ্টানরা বাইবেল পড়ে কিন্তু কি প্রাপ্ত করে । মনুষ্যগণের বৃদ্ধি হতে থাকে । বৃক্ষ পুরাতন হয়ে যায়, তেমনি বৃদ্ধি হতে হতে মানুষ পুরানো হয়ে যাবে । সত্য যুগে তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণ মতো সর্ব গুণ সম্পন্ন..... হয়ে যাবে । তারপর কলা কম হতে থাকে । যখন স্থাপন করা হয় তখন নতুন বৃক্ষ বলা হয় । নতুন বাড়ি তৈরি হলে তাকে তো নতুন বাড়ি বলা হয় । . তোমরাও এই সত্যযুগে আসবে তখন নতুন রাজধানী হবে তারপর কলা কম হতে থাকবে । স্থাপনা এখানেই হয় । এই অভূতপূর্ব তথ্য কারও বুদ্ধিতে নেই । তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে সমস্ত আত্মাদের জন্য এই যুগ হল পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। জীবনমুক্তিকে পুরুষোত্তম বলা হয় । জীবন বন্ধনকে পুরুষোত্তম বলা যায় না । এই সময় হল জীবন বন্ধন কাল। বাবা এসে সবাইকে জীবনমুক্ত করেন । তোমরা অর্ধকল্প জীবনমুক্ত থাকবে, তারপর আবার জীবন বন্ধন । এটা তো তোমরা বোঝো। তোমাদের ব্রতের নিয়ম কি? বাবা এসে ব্রত পালন করিয়েছেন, আহার - বিহারের ব্যাপার নেই । সব কিছুই করো কিন্তু কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । পুরুষোত্তম মাসে অনেক কিছু করে পবিত্র থাকা হয়। বাস্তবে এইটা যদি পুরুষোত্তম যুগের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তোমাদের কত খুশী, কত নেশা হওয়া উচিত । এখন তোমাদের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম হওয়া উচিত নয়, কেননা তোমরা পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) এই পুরুষোত্তম যুগে জীবন মুক্ত হওয়ার জন্য পূণ্য কর্ম করে যেতে হবে । পবিত্র থাকা প্রয়োজন । ঘর পরিবার ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও হৃদয়ের গভীর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে।
- ২) শ্রীমতে থেকে নিজের তন- মন- ধন দিয়ে দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করতে হবে । পুরুষোত্তম বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান :- সৰ্ব ৰূপে, সৰ্ব সম্বন্ধে বাবাব কাছে অৰ্পণকাৰী সত্যকাৰেৰ স্নেহ পৰায়ণ ভব !

কাৰোৰ প্ৰতি যদি অগাধ স্নেহ থাকে, তাহলে সেই স্নেহেৰ জন্য সব কিছু এক কিনাৰা কৰে তাৰ সামনে সৰ্বস্ব অৰ্পণ কৰে দেওয়া যায়, যেমন বাবাব স্নেহ আছে বাচ্চাদেৰ প্ৰতি । সেই জন্যেই বাবা সৰ্বকালেৰ সুখ স্নেহভাজন বাচ্চাদেৰ প্ৰদান কৰেন, এবং সবাইকে মুক্তি ধামে বসিয়ে দেন, এই বকম বাচ্চাদেৰ স্নেহেৰ প্ৰমাণ হল সৰ্ব ৰূপে , সৰ্ব সম্বন্ধেৰ দ্বাৰা নিজেৰ সৰ্বস্ব বাবাব সামনে অৰ্পণ কৰে দিতে হবে । যেখানে স্নেহ আছে সেখানে যোগ আছে আৰ যোগ থাকলেই সহযোগও থাকে। একটাও সম্পদ যেন মনেৰ থেকে ব্যৰ্থ ভাবে হাৰিয়ে না পাৰে ।

স্নোগান :- সাকার কৰ্মেৰ জন্য ব্ৰহ্মা বাবাকে আৰ অশৰীৰী হওয়ার জন্য নিৰাকার বাবাকে অনুসরণ কৰো ।